ডাবল সাফল

জেমস হেডলি চেজ

সূচিপত্র

১..2
২. 34
৩. 58
৪. 84
৫. 110
৬. 150
৭. 184
৮. 216
৯. 243
১০. 281
১১..318

১.

টেবিলে রাখা ইন্টারকমে ম্যাডক্সের বাজখাই গলার কণ্ঠস্বরে আমি ঘুমের জগতে বিচরণ করতে করতে এমনভাবে চমকে উঠলাম যে আর একটু হলেই ঘাড়টা নিশ্চিত মটকে যেত।

হারমাস! তোমাকে আমার এক্ষুণি একবার প্রয়োজন।হড়বড় করে টেবিল থেকে পা নামিয়ে ইন্টারকমের বোম টিপতে গিয়ে ধাক্কা লেগে টেলিফোনটা কাত হয়ে আছড়ে পড়ল।

এক্ষুণি আসছি, ঘুমের আমেজটা প্রাণপণে কাটাবার চেষ্টা করতে করতে জবাবটা দিলাম।

একটা হুঙ্কার দিয়ে ইন্টারকমটা স্তব্ধ হয়ে গেল।

দাবীপূরণ বিভাগে আমার বড়কর্তা হওয়া ছাড়াও ম্যাডক্স একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। বীমা কোম্পানিগুলোর নিজেদের রেষারেষির মাঝে এমন সুনাম অর্জন করা কখনোই সোজা ব্যাপার নয়। দুর্ভাগ্যবশত আমি হলাম তারই একজন তদন্তকারীঅফিসার। আমাদের এজেন্টদের প্রস্তাবিত কোন বীমা অবেদনকারীর ওপর ম্যাডক্সের সন্দেহ জাগলে তার বিষয়ে তদন্ত করাই ছিল আমার কাজ। আর ম্যাডক্স নিজের ছায়াকেও যখন সন্দেহের চোখে বিষনজরে দেখে তখন আমাকেও ব্যস্ততার মধ্যেই কাটাতে হয়।

কী জানি, এবার কোন উটকো ঝামেলায় ফেঁসে যাব, ভাবতে ভাবতে ম্যাডক্সের দপ্তরে প্রবেশ করলাম। গত সপ্তাহে মিটিং হলে বীমা কোম্পানিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের এজেন্টরা এই ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায়, বেশ খুশী খুশী মেজাজেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছে বিশ্রামের পালা এবার শেষ। ম্যাডেক্সের ডাক পাবার অর্থ একটাই কাজ।

ভেতরে পা রাখতেই চোখে পড়ল, ম্যাডক্সের স্বর্ণকেশী সেক্রেটারী প্যাটি ঝড়ের গতিতে টাইপ রাইটারের ওপর আঙুল চালাচ্ছে। সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এত পরিশ্রমের পরেও একজন মেয়ে নিজের সৌন্দর্য বজায় রাখে কোন কৌশলে, সত্যি আমার মাথায় ঢোকে না। টাইপ করাকালীন একমুখ হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকালো ও।

তুমি হয়তো বিশ্বাস করবেনা, ঝুঁকে ওর টাইপ করা কাগজটা পড়তে পড়তেই বলি, কর্তাই কিন্তু আমায় ডেকে পাঠিয়েছে। ভেতরে যাবো, না অপেক্ষা করতেহবে?

এক্ষুনি ভেতরে যান, না হলে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে। তাছাড়া এ কাজটা শেষ করতে না পারলে..কথাটা অসমাপ্ত পথে রেখেই নীল জোড়া চোখ যুগল ঘুরিয়ে আবার টাইপ করতে শুরু করে দিল ও।

ম্যাডক্সের ব্যক্তিগত দপ্তরের দরজায় টোকা মারলাম। হেঁড়ে গলায় কর্কশ কণ্ঠে ভেতরে যাওয়ার ডাক পেলাম ঠিক সেই মুহূর্তে।

যথারীতি টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্রের স্তূপের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে ম্যাডক্স। মাথার ধূসর চুলগুলো অবিন্যস্ত, টকটকে রক্তিম মুখ জুড়ে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট।

বোসো, কালিমাখা একটা হাতে আরামকেদারার দিকে নির্দেশ করলো ম্যাডক্স। তোমায় একটা কাজ করতে হবে,সামনে রাখা কতকগুলো কাগজ একপাশ করে রাখল। সেগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই মাটি স্পর্শ করল। আমরা কেউই ওগুলো কুড়ানোর কোন চেষ্টা করলাম না, কারণ একাজটা করে প্যাটি। ম্যাডক্স দপ্তর ছেড়ে বেড়িয়ে যাবার পর প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা ওকে এই কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। সারা সপ্তাহতো গায়ে খুব হাওয়া দিয়ে বেড়ালে।

মন যদি চায় তবে নিজেকে আমি সবসময়েই ব্যস্ত রাখতে প্রস্তুত, বসতে বসতে কথাটা বলি, কি ব্যাপার বলুন তো?

ম্যাডক্স ভুরু কুঁচকে একবার তীর্যকভাবে তাকাল, তারপর একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বাক্সটা ঠেলে দিল আমার দিকে।

তোমার হয়তো মনে আছে, মাস তিনেক আগে আমি একবার নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম। টেবিলে রাখা লাইটারের দিকে হাত বাড়ালো সে, তোমার হয়তো এও মনে আছে, সেই সময় আমাদের বড় সাহেব আমার টেবিলে উপবিষ্ট ছিলেন।

মনে থাকবে না কেন। আপনার জন্য মন খারাপ হয়ে যেতো আমার।

ম্যাডক্সের ভুরু যুগল ভয়ঙ্কর রকম ভাবে কুঁচকে উঠল এবার। যাক গে, ওসব ন্যাকামি ছাড়ো, সে সময় তুমি কত কাজ করেছিলে তা আমার অজানা নয়। গত সপ্তাহে যতটুকু করেছে, তাও আমার জানা আছে।

সব মেশিনেরই কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন,উত্তরে হালকা সুরে আমি বলি, কিন্তু এসময় পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটছেন কেন?

সেটা বলার জন্যই তোমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি, শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে তাকাল ম্যাডক্স, আমি যখন ছিলাম না, সে সময় আমাদের কোম্পানি এমন একটা ইনসিওরেন্স করিয়েছে যেটা হয়তো এবাড়ির ত্রি-সীমানার মধ্যে আমি থাকলে কখনোই ঘেঁষার সুযোগ পর্যন্ত দিতাম না। অথচ আমাদের বড়সাহেব এতে কোন গণ্ডগোল দেখেননি। এমন কি ঐ গর্দভ গুডইয়ার, যে পলিসিটা করিয়েছিলো, তারও এতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি চোখে পড়েনি। অবশ্য এব্যাপারে তাকে আমি দোষারোপ করতে পারিনা। আমাদের এখানকার সমস্ত এজেন্টরা একটা মতলব মাথায় রেখে দেয় সবসময়, তা হল কী করে কিছু কমিশন তাদের হাতে আসে?

হু! গণ্ডগোলটা ঠিক কোন জায়গায় তা আমি বুঝি। অ্যালান গুডইয়ার আমাদের সব থেকে বিশিষ্ট সেলসম্যান। কিন্তু মুশকিলটা অন্যজায়গায়, কমিশন মারফত তার যা হাতে আসে তা ম্যাডক্সের আয়ের থেকে বহুগুণে বেশি। ম্যাডক্সের গাত্রদাহ ঠিক ওখানেই।

পলিসিতে কী কোন গণ্ডগোল পাওয়া গেছে? আমি প্রশ্ন করলাম।

ম্যাডক্স তার অবিন্যস্ত চুলগুলোর মধ্যে একবার আঙুল খেলিয়ে নিল, তারপর এমন জোরে নাক সিটকে হাত ছুঁড়লো যে তার হাতের স্পর্শে আরও বেশ কিছু কাগজ মাটিতে পড়ে গেল।

প্রথম কথা, পলিসিটা বৈধ নয়। আমাদের মতো কোম্পানির এ ধরনের অবৈধ পলিসি করা শোভা পায়না। টেবিলে দড়াম করে আচমকা ঘুষি মারল ও।

ইনসিওরেন্স যে করিয়েছে সে নিজের মর্জিমতো পলিসিটা লিখিয়েছে। এর আগে কখনো এরকম অদ্ভুত কথা শুনেছ?...প্রতিবছর হাজার হাজার ডলার খরচা করে উকিল পুষে আমরা নিখুঁত পলিসি ফর্ম তৈরী করাচ্ছি যাতে আমাদের বোকা বানাতে কেউ সাহস পর্যন্ত না করে, অথচ এত । বড় বড় বুলি আওড়ে আমরা নিজেরাই সেই ভুল করে বসলাম।

ওর বক্তব্য আমার মগজে কিছুই ঢুকছিল না, তাই বললাম, কষ্ট করে গোড়া থেকে বললে ভালো হতো না? তাহলে অন্তত ব্যাপারটা অনুধাবন করতে সুবিধে হতো আমার।

বেশ, তাই বলছি। তবে দয়া করে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনো অকারণে কলমটা খুলে আবার বন্ধ করে রাখাল ম্যাডল্প। গত জুনে আমি যখন নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম, সেই সময় গুডইয়ার হলিউডে জোইস শারম্যানের কাছে যায় অগ্নি ও চুরি বীমা করাতে।...জোইস শারম্যান হলো একজন অভিনেত্রী।

জোইস শারম্যান যে হলিউডের একজন বিখ্যাত নাম করা অভিনেত্রী তা আমাকে স্মরণ না করালেও চলত। কিন্তু কেউ তার থেকে বেশি জেনে যাবে একথা ম্যাডক্স কোনদিন মানতে রাজি ছিলনা।

কাজটা করার পর গুডইয়ার একটা বারে গিয়েছিল। অর্থাৎ অভিপ্রায় ছিল ফুর্তি করা। আমাদের এজেন্টরা কোম্পানির সময় কীভাবে অপচয় করে এটা হলো তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু যাকগে সে প্রসঙ্গ।

ট্রেতে রাখা এক গোছা পলিসি ফর্মের ওপর ছাই ফেলল ম্যাডক্স।গুডইয়ার অবশ্য বলেছে, ঐ সময় ব্র্যাড ডেনি নামে একজন লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সে থিয়েটারের একটা ছোটখাটো এজেন্ট। কথায় কথায় লোকটা গুডইয়ারের কাছে একটি মেয়ের জন্য ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা করার প্রস্তাব নিয়ে আসে। আর এতে গুডইয়ারের সন্দেহ করা উচিত ছিল। কারণ, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা কেউ কখনো উপযাচক হয়ে করাতে আসে না। লোককে বোঝাতে হয়, কাঠ-খড়ও কম পোড়ে না। তবেই রাজি করানো সম্ভব হতে পারে। তাই এপ্রসঙ্গে অযাচিতভাবে কেউ বীমার কথা তুললেই ধরে নিতে হবে, ব্যাপারটার পেছনে যে অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে তা ভালো নয়। কিন্তু ঐ পাঁঠা গুডইয়ারের মাথায় এই সহজ ব্যাপারটা ঢোকেনি। সে মনে মনে ভাবলো, এই দাওতে কমিশনের টাকায় নিজের একখানা চকচকে নতুন গাড়ি যদি বাগিয়ে নেওয়া যায়, তবে মন্দ কি! সে ঐদিন রাতেই কোর্ট হোটেলে মেয়েটার সঙ্গে দেখা করার সব বন্দোবস্ত করে ফেলে। এখানেও একটা কথা উঠছে।

হাতের একটা হৃষ্টপুষ্ট আঙুল আমার বুকের ওপর তাক করে নাচাতে নাচাতে ম্যাডক্স বলে উঠল, এই কোর্ট হোটেল হল এমন একটা হোটেল, যেখানে এক ঘন্টার জন্য ঘর ভাড়া করে মেয়েছেলে এনে তুলতেও কোন অসুবিধা হয়না। এবিষয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। তাই কেউ কোন অপ্রিয় প্রশ্ন তুলে সময় নষ্ট করেনা। অথচ জীবনে একবার মাত্র হলিউডে গিয়েও ওখানে আমি চারঘণ্টার জন্য কাটিয়ে এসেছিলাম।

আকর্ণ হেসে উঠলাম আমি, আপনার কথা শুনে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, ঐ চারঘণ্টার এক মুহূর্তও আপনি নষ্ট করেননি।

যা বলছি মন দিয়ে আবার শোনো! খেঁকিয়ে ওঠে পুনরায় ম্যাডক্স, যে এজেন্টের বিন্দুমাত্র দায়িত্বজ্ঞান থেকে থাকে, সে কখনও কোর্ট হোটেলে তার পার্টির সঙ্গে দেখা করতে যাবে না। অথচ গুডইয়ারের নিজের কমিশনের কথাই সর্বপ্রথম মাথায় এল

একবারের জন্যও ভেবে দেখল না, তার জন্য আমাকে পরে কত ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে।

প্রতিবাদে আমার মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজই শুধু বেরলো মাত্র, কারণ অ্যালান গুডইয়ার আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ম্যাডক্সকে তাতে থামানো গেল না।

মেয়েটার নাম, সুসান গেলার্ট। সে এক লক্ষ ডলারের ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা করাতে আগ্রহী ছিল। মেয়েটা স্টেজে শো করে নিজের পেট চালায়। বর্তমানে সে নতুন খেলা দেখাচ্ছে। এই পলিসি তার এই নতুন খেলার প্রচারে বেশ কিছু সাহায্যও করবে। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এই ধরনের একজন তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেত্রীর

একলক্ষ ডলারের দুর্ঘটনা বীমা করাকে খবরের কাগজের লোকেরাই বা গুরুত্ব দিতে যাবে কেন? গুডইয়ার এসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেনি।

ম্যাডক্স তার চওড়া নাসিকা একবার রগড়ে নেয়। আমি থাকলে প্রথমে তাকে এই প্রশ্নটাই করতাম।...মেয়েটির বক্তব্য, এই পলিসি শুধুমাত্র প্রচারের জন্যই করা। আর যেহেতু ডেনি বা ওর কারুরই টাকাকড়ি নেই, তাই প্রিমিয়ামের অঙ্ক খুব সামান্য না হলে তাদের এমতলবও বাদ দিতে হবে।

...এই কথাটা শোনা মাত্রই গুডইয়ারের ওখান থেকে বেরিয়ে আসা খুবই উচিত ছিল। কিন্তু তা সে করেনি। পরিবর্তে তক্ষুনি সে তাদের প্রিমিয়ারের অঙ্কটা বলে দিল। আর ওরা সঙ্গে সঙ্গে দুহাত দিয়ে সেটা লুফে নেয়। এবার বলল কী বুঝলে?

এখনও পর্যন্ত আমি কোন গণ্ডগোল দেখছিনা। আমার যা মনে হচ্ছে তাতে এক লক্ষ ডলারের পলিসিটা প্রচারের উদ্দেশ্যে চমৎকার রূপে ব্যবহার করা যায়। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো টোপটা খুব সহজেই গিলে নেবে।...নাঃ, আপনার মতো সন্দেহ করার কোন কারণ এখনও পর্যন্ত আমার চোখে পড়ছে না।

হুম্! তোমার সঙ্গে গুডইয়ারের কোন তফাতই নেই দেখছি। নিজের নাকের ডগার বাইরে তোমাদের চোখে কিছুই ধরা পড়ে না।

কথাটায় কর্ণপাত না করে আমি প্রশ্ন করে বসি, যাইহোক, বলে যান, তারপরে কী হল?

এরপর ডেনি আর মেয়েটা এক প্রস্তাব রাখে। ওরা বলে, অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু হলে টাকা পাওয়া যাবে, এই আশা বুকে নিয়ে ওরা ইনসিওর করছে, তাদের উদ্দেশ্য একটাই, মেয়েটির নাম কাগজের মাধ্যমে প্রচার করা।

পলিসিতে প্রচলিত সর্বপ্রকারের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর উল্লেখ করে তারা জানায় যে, ঐসব ক্ষেত্রে আমাদের কোম্পানী ক্ষতিপূরণের জন্য কখনই দায়ী থাকবে না।

তাদের যুক্তির বিষয় ছিল, পলিসি সব রকম দুর্ঘটনার দায় থেকে বাদ পড়ে গেলে প্রিমিয়ামও খুব কম হয়ে যাবে, অথচ প্রয়োজনের মুখোমুখি দাঁড়ালে সাংবাদিকদের সন্দেহ নিরসনের জন্য একটা, লিখিত পলিসিও তারা হাতের কাছে প্রস্তুত রাখতে পারবে।

টেবিলে রাখা পাকার কাগজগুলো উল্টে, পাল্টে তার থেকে একখানা কাগজ টেনে আনলো ম্যাডক্স।

এই হলো সেই পলিসি, তিনজনে যুক্তি করে, সম্ভাব্য দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর একটা লিস্ট ওরা পলিসিতে লিখেছে।

মুখ তুলে কটমট চোখে একবার তাকাল। শুনেছো তো, নাকি?... এখানে উল্লেখিত সম্ভাবনাগুলোর মধ্যে কোনটায় যদি মেয়েটার মৃত্যু ঘটে, তার জন্য আমরা দায়ী থাকবনা, কিন্তু এর বাইরে কিছু হলেই, আমাদের মাল ছাড়তে হবে। কি, বুঝলে কিছু?

বুঝলাম।

এবার লিস্টটা একবার পড়ে যাচ্ছি, শোনো। পলিসিটার ওপরে ঝুঁকে পড়তে থাকে ম্যাডক্স। নিম্নলিখিত কারণগুলিতেবীমাকারীর মৃত্যু হলে কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেনা। গুলি বা ছুরিজনিত আঘাত, বিষক্রিয়া,অগ্নিকাণ্ড বা জল দুর্ঘটনা, বিমান, যাত্রীবাহী গাড়ি, মোটর সাইকেল অথবা চক্রচলিত নানাধরনের যানবাহন ও অন্য পরিবহন সংক্রান্ত দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা বা অসুস্থতা; উচ্চস্থান থেকে পতন বা পতিত কোন বস্তুর আঘাত; শাসরুদ্ধতা, স্পন্দনহীনতা অথবা তপ্ত তরলের দগ্ধতা; মস্তিষ্কে কোন প্রকার আঘাত, গৃহপালিত বা বন্যজন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া; পোকামাকড় অথবা অন্য সরীসৃপের দংশন; বৈদ্যুতিক লাইনে ত্রুটি অথবা যান্ত্রিক গোলযোগ।

চোখ তুলে একবার তাকিয়ে তাকিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো ম্যাডক্স। এবার কীরকম মনে হচ্ছে?

ঠিকই তো আছে সব। এর মধ্যে গন্ডগোলের আঁচ পেলেন কোথায়?

চেয়ারটা পেছনে ঠেলে হাত প্রসারিত করার আরও খানিকটা জায়গা করে নেয় ম্যাডক্স। এই ঝুঁকিগুলো বাদ দিয়ে একলক্ষ ডলারের ইনসিওরেন্সের দরুন তাকে বছরে প্রিমিয়াম দিতে হবেমাত্র পনেরো ডলার।

এও তো কিছু কম নেওয়া হলো না, আমি মুচকি হাসি হাসলাম। গুডইয়ারতে কোন সম্ভাবনাই বাদ রাখেনি দেখছি।

তাই নাকি? একটু ঝুঁকে বসলো ম্যাডক্স। ঠিক আছে, ও নিয়ে আমরা না হয় কিছুক্ষণ বাদে আবার আলোচনায় বসব।

যাক আমি বরং পুরো-ঘটনাটার বিবৃতি না হয় একবার দিয়ে দিই। গুডইয়ার এই পলিসিটা নিয়ে বড়সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেছিল। আমি যদি ওখানে থাকতাম তক্ষুনি ওটা বড়সাহেবের মুখে সপাটে ছুঁড়ে মারতাম।বছরে মাত্র পনেরো ডলার প্রিমিয়ামের জন্যে আমরা এক লক্ষ ডলারের একটা ইনসিওর করার ব্যাপারে কেন অযথা ঝুঁকি নিতে গেলাম–ভাবা যায়?... অথচ আমি যখন এবিষয়ে বড়সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য গেলাম, উনিতো আমার কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে একেবারে উড়িয়েই দিলেন। আমাদের উচিত জনসাধারণের সেবা করা। সদা সর্বদা লাভের কথা ভাবলে চলবে না। শব্দ করে শ্বাস নিল ম্যাডক্স। অথচ মেয়েটা মরার পর যদি কেউ টাকা। দাবি করতেও আসে, তখন কিন্তু উনি সব দোষ আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দেন।

পলিসিটা হাতে তুলে নিয়ে আমার সামনে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে উঠল, এই দেখো, এখানে পরিস্কার লেখা আছে, এই দুর্ঘটনাগুলো বাদে অন্য যে কোন ভাবে বীমাকারীর মৃত্যু হলে আমরা দায়ী থাকব।...অন্য যে কোনপ্রকারে! একজন চালাক লোকের কাছে কি আমাদের বোকা বানানোর জন্য এটা কি চক্রান্ত রূপে যথেষ্ট নয়?

তাই কি? আমি সামান্য অধৈর্য কণ্ঠেই বলে ফেলি, আমার তো মনে হচ্ছে গুডইয়ার কোন কিছুই অবশিষ্ট রূপে ফেলে রাখেনি। তাছাড়া, আপনি বোধহয় একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেননি। মেয়েটা উপযাচক হয়ে নিজেই পলিসিটা করিয়েছে। আপনার কি ধারণা, সে এমন এক অস্বাভাবিক উপায়ে মরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে তার

উত্তরাধিকারীর একলক্ষ ডলার অতি সহজেই হাতের মুঠোয় চলে আসে? এটা আমাকে অন্ততঃ বিশ্বাস করতে বলবেন না।

ম্যাডক্স একটু পিছিয়ে বলে। বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, গতকাল পর্যন্ত আমিও তাই ভাবতাম। কিন্তু আজ দুপুরে কনফারেন্সে যাবার পরেপরেই আমি বদলে ফেলেছি।

ওখানের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

অনেক কিছু। ওখানে জেনারেল লয়োবিলিটির অ্যানড্রুজের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় তার কাছে গেলার্ট মেয়েটির বিষয়টা উত্থাপন করেছিলাম। সে বললো ওদের কোম্পানিও নাকি একই শর্তে মেয়েটাকে দিয়ে একটা ইনসিওরেন্স করিয়েছে।

হাত তুলে আমাকে কথা বলা থেকে নিবৃত্ত করলো স্বয়ং ম্যাডক্স। একমিনিট। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। এনিয়ে আমি ওখানে আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ম্যাডক্স হাতড়ে ছোট একটুকরো কাগজের ফালি বের করল। মিস গেলার্ট আরও নটা কোম্পানী থেকে ঠিক একই ভাবে আরও নখানা ইনসিওর করিয়েছে। অর্থাৎ দশ লক্ষ ডলারের জন্য তাকে বছরে প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে মোট দেড়শো ডলার। এবারে বলো, মাথায় কিছু ঢুকল?

নিস্তব্ধ ঘরে টেবিল ঘড়িটার টিক টিক শব্দই কানে আসছিল। ছাইদানিতে সিগারেটটা খুঁজে আর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলাম। তারপর প্যাকেটটা ম্যাডক্সের সামনে

ঠেলে দিয়ে বললাম, দশ লক্ষ ডলার!!... টাকার অঙ্কটা কম নয়, কিন্তু তার মানে এই তো নয় যে, ব্যাপারটা জোচ্চুরি?

শুধু জোচ্চুরি নয়, তার থেকেও বহুগুণে বেশি। এটা একজনের খুনের পরোয়ানা।

ম্যাডক্সের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হলেও প্রতিবাদ করার সামান্য চেষ্টা করি, কিন্তু তাই যদি হবে...

তাই যদি হবে নয়, তাই! প্রচণ্ড শব্দে টেবিলে ঘুষি মারলো ম্যাডক্স। আজ বিশ বছর ধরে এই লাইনে আমি রয়েছি, এ জিনিস আমার কখনো এর আগে ভুল হয়নি। আমি এতে খুনের গন্ধ পাচ্ছি।

আপনি তাহলে বলতে চাইছেন–ডেনি?

হলেও হতে পারে,সঠিককীকরেবলবো?তবে এটুকু জোর গলায় বলতে পারি, এটাছকেবাঁধা খুনের নির্ভূল পরিকল্পনা। আচ্ছা, ডেনির কথাই ধরা যাক। সে হচ্ছে ছোটখাটো একটা থিয়েটার এজেন্ট। সম্ভবত তার পকেট একেবারে কপর্দকশুন্য। এখন কে-ই বা বলতে পারে, সেই মেয়েটাকে নতুন কৌশলে খুন করার ফন্দিভজেনি?কাজটাও তার কাছেকঠিন কিছুনয়.তাকে শুধু মেয়েটাকে এই বোঝাতে হয়েছে যে, দশটা কোম্পানিকে দিয়ে ওযদি দশ লক্ষ ডলারেরইনসিওরকরায়, তাহলে ওটা তার নাম প্রচারে ভীষণভাবে কাজ দেবে। ব্যস!টুসকি মারল ম্যাডক্স।

এরপর আর কি! মাস কয়েক পরে মেয়েটাকে প্রাণে মেরে টাকা কড়ি হাতিয়ে নেওয়া! এবার বলল কি বুঝলে?

শুনতে তো মন্দ লাগছেনা। কিন্তু একটা জিনিস আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছেনা। কী ভাবে খুন করে সে আমাদের কাছে টাকা দাবি করবে? বলুন তো এটা?

দুকাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল ম্যাডক্স। এত বড় সাংঘাতিক রকমের এক পরিকল্পনা যে-ই করে থাকুক, আমরা মাত্র পাঁচ-মিনিট ভেবে সেটা কিছুতেই বের করতে পারব না। তবে আমার চিন্তার বিষয় ও নিয়ে নয়। আমি চাই অনেক আগে থাকতেই পলিসিটা বাতিল করতে, যাতে ওদের কাছে টাকা দাবি করার কোন সুযোগই না থাকে, আর এই জন্যই তোমাকে আমার প্রয়োজন। সুসান গেলার্ট আর ডেনি, এই দুজনের সম্বন্ধে আমি যাবতীয় তথ্য জানতে চাই। কিন্তু ওরা কোন্ ধান্দায় এই অটুট জুটির বন্ধনে বাঁধা পড়েছে তা আমার জানা দরকার। যদি কিছু গণ্ডগোল না পাও আর আমরা পলিসিটাও যদি বাতিল করতে না পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের নীরবে মেয়েটার অন্তিম পরিণতি দেখা ছাড়া কোন গত্যন্তরও নেই। আবার টেবিলে এক ঘুষি মেরে বসল ম্যাডক্স, সারা মুখে রক্তিম রঙে রাঙিয়ে উঠিয়েছে। আর যদি তার কিছু হয়েও যায়–আমি জানি এও হতে বাধ্য –আমরা তখন আসল কাজে কোমর বেঁধে লেগে পড়বো।

অন্য কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কথা বলে নিলে ভালো হতো কারণ, মেয়েটার সত্যিসত্যিই যদি কিছু হয়ে যায়, আর দু-একটা কোম্পানি ওদের দাবির ব্যাপারে সমর্থন জানায়, তখন আমরা ফেঁসে যাব না তো?

ও ব্যাপারটানা হয় আমার ওপরই ছেড়ে দাও।কাল সকালে আমি একটা মিটিং ডেকেছি। আমরা যাতে একাই এই তদন্ত চালাতে পারি, সে সম্বন্ধে আমি ওদের রাজি করাতে চেষ্টাও করব।দশ-দশটা গোয়েন্দা একসঙ্গে নিজেদের মধ্যে অযথা কামড়াকামড়ি করুক তা আমি কখনই চাইব না।

আমার কিন্তু এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না এটা কোন পূর্বপরিকল্পিত জোচ্চুরি। মেয়েটি যদি শুধু মাত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে দশ লক্ষ ডলারের একটা পলিসি করানোর জন্য আসত তাহলে আমাদের বড়সাহেবও নিঃসন্দেহে তাকে বাইরের দরজা দেখিয়ে দিতেন। এই কারণেই হয়তো সে বুদ্ধি করে দশটা ভিন্ন কোম্পানির নিকট দ্বারস্থ হয়েছিল?

ম্যাডক্সের হাসিটা এখন ঠিক নেকড়ের মতোই বিচিত্র দেখালো। এই জন্যই আজ আমি এই চেয়ারে বসেছি, আর তুমি এখনও আমার সহকারী হিসেব কাজ করছে। কত বছরের অভিজ্ঞতা আমার জানো? আজ কোথাও কোন গণ্ডগোল হলে আমি এক মাইল দূর থেকেই তার গন্ধ পেয়ে যাই। পলিসিটার ওপর টোকা মারতে মারতে বলে উঠল, শুনে রাখো হারমাস, আমি তোমায় আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এই কাগজের টুকরোটা হলো একজনের খুনের পরোয়ানা।

বেশ তাই না হয় হলো। এখন কি করতে হবে?

লিস্টে লেখা মৃত্যুসম্ভাবনাগুলো ছাড়াও, এই কাগজের অন্তে এমন এক বস্তু আছে, যৎসামান্য অভিজ্ঞ লোকও তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলবে। দেখো। পলিসিটা সে ছুঁড়ে দিল

আমার প্রতি। আমি সেটা তুলে নিয়ে দেখি, নীচে সুসান গেলার্টের ছেলেমানুষি সইটার পাশে আছে কিছুটা অবিন্যস্ত ধাবড়ানো কালির দাগ আর একটা আঙুলের স্পষ্টছাপ।

এবার গুডইয়ারের কাছে জেনে যাও,এটা মেয়েটার আঙ্গুলের ছাপ কিনা। জানতে চাও,কেন এটা শুধু শুধু পলিসিতে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়ে পড়লো? আমার মনে হয়েছে, এই ছাপটা তাতে যে দেওয়া হয়েছে এর পিছনে এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আর সেই উদ্দেশ্য হলে, সনাক্তকরণের দোহাই দিয়ে আমরা যেন টাকা দেওয়া বন্ধ না করে দিই। আমি তোমায় বলছি হারমাস, যতই আমি পলিসিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি আমার কাছে ব্যাপারটা ততই পরিস্কার হয়ে চোখের সামনে ধরা দিচ্ছে। আর আঙ্গুলের ছাপটা আর কিছুই অবশিষ্ট রাখছে না।

চকিতে আমার মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। বললাম,ওতে ইলেকট্রিক শকে মৃত্যুর কথাও উল্লেখ আছে বললেন না তো?

ম্যাডক্স পলিসিটা সযত্নে তুলে নেয়। হ্যাঁ, লেখা আছে, বৈদ্যুতিক লাইনে ত্রুটি অথবা যান্ত্রিক গোলযোগ। ও একই ব্যাপার।

না, এক নয়। ইলেকট্রিক চেয়ারে যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক কোন রকম কোন গোলযোগই নেই।

চমকে উঠল ম্যাডক্স, ভয়ঙ্কর ভাবে কুঁচকে গেল » যুগল। কি বলতে চাইছ তুমি?

ধরে নিন মেয়েটা একজনকে খুন করেছে। আর ও জানে, আগে বা পরে, একদিন না একদিন তাকে ধরা পড়তেই হবে। এখন দশটা শক্তিশালী ইনসিওরেন্স কোম্পানি যদি তার পেছনে থাকে, কোর্টে গিয়ে ও আগের চাইতে অনেকটা স্বস্তি বোধ করবে না কি?

কেন?

কারণ, আমরা যখন দেখব, মেয়েটা মারা গেলে আমাদের এক লাখ ডলার দিতে হবে, তখন আমরা ভালো ভালো নামজাদা উকিল এনে ওকে বাঁচানোর প্রচেষ্টায় লাগব না?

ম্যাডক্সকে উদভ্রান্তের মতো দেখাল। হু, হতে পারে!

হতে পারে নয়, হতে হবেই! আর বাকি নটা কোম্পানিকেও ঐ একই কাজ করতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই মরিয়া হয়ে এই চেষ্টাই করবো, তাকে চেয়ারে মৃত্যুর সাজা থেকে বাঁচাতে শব্দগুলো এখন ভালোভাবে একবার লক্ষ্য করুন। লেখা আছে, বৈদ্যুতিক লাইনে ত্রুটি। বিদ্যুৎ প্রবাহে মৃত্যু নয় কেন?

চোয়ালের পাশটা একবার চুলকে নেয় ম্যাডক্স। ই...চিন্তার বিষয়ই বটে! তবে আমার ঠিক এব্যাপারটা মনঃপূত হচ্ছে না। তুমি বরং মেয়েটাকে আগে খুঁজে বার করো। চারদিকে ওর সম্বন্ধে খোঁজখবর নাও। তবে হ্যাঁ, মনে রেখো, এই চালবাজিটা ওরা যথেষ্ট মাথা খাটিয়ে বের করেছে। খুব বুঝে-শুনে পদক্ষেপ না ফেললে তুমি কিছুই জানতে পারবেনা। আর একটা জিনিস, মেয়েটার মৃত্যু হলে কে বেশি লাভবান হবে এটাও বের করার নিশ্চয়ই চেষ্টা করো। দেখবে ও কোন উইল টুইল করেছে কিনা। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, যে ওর টাকাগুলো পাচ্ছে, পুরো পরিকল্পনার সমস্তটাই তার মাথা থেকে

বেরিয়েছে। একবার যদি কোনভাবে ওটা জেনে যাও–ব্যস, অর্ধেক কাজ সিদ্ধি হয়ে যাবে।

কোথায় ওর দর্শন পাওয়া যাবে?

ঠিকানা দিয়েছে লস এঞ্জেলসের। পলিসিটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেয় ম্যাডক্স। দুই, পাঁচ, ছয়, সাত–ফোর্থ স্ট্রীট? গুডইয়ার কী এখন শহরেই আছে?

আমি কেমন করে জানবো ও কোথায় আছে? বার-টারগুলো খোঁজ নাও, থাকলেও থাকতে পারে। যাও, এবার এখন থেকে পাত্তারি গোটাও দেখি, আমার হাতে এখন বহু কাজ। আর দয়া করে কথাগুলো নিজের মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ। আমি পলিসিটা নিয়ে তদন্তে নামছি, বড়সাহেবের কানে ভোলার কোন বাসনা আমার নেই। একবার যদি এটা জোচ্চুরি প্রমাণ করতে পারি, তখন আমি নিজে গিয়ে তার গলা চেপে ধরব।

আমি দরজার কাছ বরাবর আসতেই ম্যাডক্স পেছন থেকে বলে উঠল, তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওনা কেন?... মেয়েটি বুদ্ধিমতী। তোমার থেকে ওর ওপর বেশি ভরসা রাখি আমি।ওকেও সঙ্গে নাও, ভালো লাগবে।

এত ট্যাকের জোর নেই আমার, এই পর্যন্ত বলেই দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়ালাম।

ওর দরুণ হপ্তায় তিরিশ ডলার তোমার হাতে আসবে, ম্যাডক্স হঠাৎ করেই ভীষণভাবে অমায়িক হয়ে ওঠে।

তিরিশ ডলার!না হেসে পারি না, ওতে তো ওর খাওয়ার খরচও উঠবে না। আপনার কাছ থেকে কাজ ছাড়ার পর থেকে ওর ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনেক উন্নত হয়েছে। হপ্তায় একশোর ব্যবস্থা যদি করতে পারেন, নেওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে।

তিরিশ ডলার। এর থেকে এক আধলাও বেশি পাবে না। এখন যেতে পার।

চরকিবাজির মতো সারা শহরটা ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ অ্যালান গুডইয়ারের সাক্ষাত পাওয়ার সৌভাগ্য হল। আর তার থেকে আশ্চর্যের কথা, সে একটা বারেই বসেছিল।

গুডইয়ার একজন আকর্ষণীয়, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, সুঠাম দেহের অধিকারী প্রাণোচ্ছল পুরুষ। আমাদের অন্যান্য এজেন্টরা যেখানে মক্কেলের বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে কাল ঘাম ছুটিয়ে ফেলে, সেখানে গুডইয়ার তার অসাধারণ রমণীয় ব্যক্তিত্বের সাহায্যে অনায়াসেই অন্দরমহলে প্রবেশের অনুমতি জুটিয়ে ফেলে আমার থেকে সে ছবছরের ছোট কিন্তু এখনই যা উপায় করে তা আমার তিনগুণতো বটেই। মাত্র তিন বছর বীমা কোম্পানিতে ঢুকে আজ সে সব থেকে সফল সেলসম্যান রূপে সুনাম কুড়িয়েছে।

আমাকে দেখা মাত্রই হাত তুললো গুডইয়ার, কি সংবাদ, স্টিভ? একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। নে, বোস্। তারপর? এখানে কী মনে করে? হেলেন কোথায়?

হাতছানি দিয়ে ওয়েটারকে ডেকে আমার জন্য বীয়ারের অর্ডার দিল।

এতক্ষণ তোকে গরু-খোঁজা খুঁজছিলাম,বসতে বসতে বলে উঠি। হেলেন এখন বাড়িতে। হয়তো তার ভাবনার বিষয় আমাকে কেন্দ্র করে, কোথায় আমি?

ওয়েটার বীয়ার আনল। গেলাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললাম, তোর কাছে গেলার্ট মেয়েটার বিষয়ে জানতে এলাম।

গুডইয়ার হতবাক। গেলার্ট! ওকে নিয়ে তোর আবার কী দরকার?

দরকারটা শুধু একান্তভাবে আমার নয়, ম্যাডক্সেরও।

কেন? পলিসিটা তত তিনমাস আগেই হয়ে গেছে। তিনখানা প্রিমিয়ামও দেওয়া হল। এখন তো আর ওটা বাতিল করাও যাবে না! ঝামেলাটা কীসে বাধলো?

ম্যাডেক্সের হুকুম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে ওটা বাতিল করাতে হবে।

গুডইয়ারের মুখ লাল হয়ে ওঠে। আসলে ম্যাডক্স আর ও, পরস্পর পরস্পরের কাছেদু-চক্ষের বিষ। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না।

অসম্ভব! তোরা কিছুতেই তা পারিস না! বড়সাহেব নিজে যখন ওতে সই করেছে। ম্যাডক্সকে আমি কখনই এর মধ্যে নাক গলাতে দেব না।

দাঁড়া, দাঁড়া, অত উত্তেজিত হোস না। আগে আমার থেকে পুরো ব্যাপারটা শোন।

সম্মেলনে ম্যাডক্স যা শুনেছিল, সব খুলে বলার পর বলি, এটা কম করে দশ লক্ষ ডলারের মামলা, অ্যালান।ম্যাডক্স যদি উপযাচক হয়ে এ সম্বন্ধে খোঁজখবর করাতে উদ্যোগীহয়, তুই তাকে দোষ দিতে পারিস না।

কিসের আবার খোঁজখবর? এর মধ্যে দোষের কী দেখলো সে? শোন স্টিভ, তুই মিস গেলার্টকেও দেখিসনি, ডেনিকেও নয়। কিন্তু আমি দেখেছি।তুই ও কী ভাবিস আমি অগ্র-পশ্চাৎ না জেনে বুঝে পলিসিটা করিয়েছি? এই লাইনে যুক্ত হওয়ার পর থেকে আমার একটা পলিসিও আজ পর্যন্ত বাতিল হয়নি। আর সে রকম কোন সুযোগও কাউকে আমি দেব না। ওদের মধ্যে কোন গণ্ডগোল নেই, স্টিভ–আমি তোকে বলছি।

হতে পারে, কিন্তু এটা একটা রুটিন, তদন্ত করাতে দোষ কোথায়?

বেশ, তোমার যা মন চায়, তাই কর গিয়ে তাহলে, উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে গুডইয়ার। আমি বিন্দুমাত্র পরোয়া করি না। তবে ব্যাপারটা আসলে কী, বোধগম্য হয়েছে আমার। ঐ মোটা হারামজাদা ম্যাডক্স হিসেব করে দেখেছে, এই পলিসিতে আমি কত কমিশন পাচ্ছি?...এ থেকে বলা যায় আমার ভাগে কিছুই জোটেনি। সময় নষ্ট হবে জেনেও আমি ওদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিলাম। আর বড় সাহেব বিচক্ষণ বলেই, বুঝতে পেরেছিলেন তাই কোন আপত্তি তোলেন নি।

তা নয় হয় হল, কিন্তু ম্যাডক্সকে নিয়েই মুশকিল, ওকে কী করে বোঝাই বল তো?

নিকুচি করেছে ম্যাডক্সের!

ওদের প্রচারের সুযোগ দিতে হবে। বেচারিরা পয়সার জন্য বিশ্রী জায়গায় এঁদো পচা হলে শো দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। সেখানে যেখানে রাত কাটাচ্ছে–আর ওদের লাইনে রেষারেষির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। একবার ভাব দেখি,নামটা কাগজ মারফত প্রচার হলে ওদের পক্ষে কতখানি সুবিধা হতে পারে? শুধু তাই এই একটা কারণেই ওরাইনসিওরকরার কথা চিন্তা করেছিল। তবে হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, ওরা যে অন্য জায়গাতেও একইভাবে ইনসিওর করিয়েছে, এই সত্য আমার কাছে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু তাতে অন্যায়টা কোথায় দেখলে? আমাদের কোম্পানির একাই দশ লক্ষ ডলার ইনসিওর করার কথা তুই স্বপ্নেও ভাবতে পারিস?

এই কথাটা আমি বার বার ম্যাডক্সকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তার মতে, এটা একজনের খুনের পরোয়ানা।

খুন? গুডইয়ার আঁতকে ওঠে। ও লোকটা বদ্ধ উন্মাদ! ওর এবার রিটায়ার করার সময় হয়েছে। কী উদ্ভট সব কল্পনা!..বেশ, তুই নিজে গিয়েই না হয় দেখে আয়, এসব আমি পরোয়া করি না।

হয়তো তোর কথাই সত্য। হাসলাম আমি। যাইহোক, অন্ততঃ এই সুযোগে হলিউডটা তো ঘুরে আসা যাবে। বল মেয়েটার দর্শন মিলবে কোথায়? পলিসিতে যে ঠিকানা দেওয়া আছে, ওটাই কী ওর পাকাপাকি আস্তানা?

না, ওটা ডেনির অফিসের ঠিকানা। ওরা বিভিন্ন শহরে শো দেখিয়ে বেড়ায়, বর্তমানে ও ঠিক কোথায় আছে তা বলতে পারব না। ওদের দেখা পেতে হলে তোকে হয়তো সামান্য দৌড় ঝাঁপ করতে হতে পারে।

তাতে আমার আপত্তি নেই। বীয়ারটা শেষ করে ফেললাম। লম্বা ছুটি নিয়ে আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ, ভালো কথা, পলিসিতে বৈদ্যুতিক লাইনে ক্রুটি বলে যা লেখা আছে, সেটা কী তুই-ই ওদের বলেছিলি?

না, আমার নয়, ওটা ডেনির প্রস্তাব। গুডইয়ারকে রীতিমতো কেমন বিভ্রান্ত দেখাল। কেন? ওতে আবার কী গণ্ডগোল আছে?

শব্দগুলো আমার কাছে একটু বেখাপ্পা মনে হয়েছিল। ওটা বিদ্যুৎ প্রবাহে মৃত্যু লিখলে কি এমন ক্ষতি ছিল?

এতে কী এসে যায় আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না! শক খেয়ে কেউ যদি মারা যায়, তাহলে তার কারণ বৈদ্যুতিক লাইনে ক্রুটি বা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোথাও গোযোগ–এর যে কোন একটা কারণ হবেই–এতো জানা কথা। আমরা ওতে দুটোর-ই উল্লেখ করেছি। তুই এর গ্যাড়াকল পেলি কোথায়?

যাক গে, ওসব এখন থাক। এমনি ওটা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। আর একটা কথা, পলিসির ওপর আঙুলের ছাপটা কী জন্যে?

ওঃ! পিছিয়ে বসে হতাশ দৃষ্টি নিয়ে তাকায় একবার গুডইয়ার। তোর স্বভাবটাও দিন দিন ম্যাডক্সের মতো হয়ে উঠছে, দেখছি!ও ছাপটা নিছক এক দুর্ঘটনা। পেন থেকে একফোঁটাকালি পড়ে গিয়েছিল আর তার ওপর ওর আঙুল পড়ে যায় আকস্মিক ভাবেই। কিন্তু এতে কী এসে গেল?

কথাটা আমার ঠিক বিশ্বাস হল না। ছাপটা দেখে মোটেই মনে হয় না ভুলবশতঃ লেগে গিয়েছিল। ওটা তাহলে এত স্পষ্ট হয়ে ধরা দিত না। বললাম, তুই ঠিক জানিস ওটা ইচ্ছাকৃতভাবে। লাগানো হয়নি?

হে ভগবান! আমি এটাই লক্ষ্য করছিলাম ও অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছে।

পলিসিটা লেখার সময় আমি আগাগোড়া ঠায় বসেছিলাম। আর ও যদি ছাপটা নিজে থাকতেই লাগিয়ে থাকে–তাতে কী হলো?

আরে অত চটছিস কেন? ওকে আমি শান্ত করার চেষ্টায় আছি। আমায় একটা ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য বলা হয়েছে, তোর সাহায্য আমার এই জন্যই প্রয়োজন!

আমি সত্যিই অনুতপ্ত, স্টিভ, তবে ম্যাডক্স যা করছে তাতে মাথা ঠাণ্ডা রাখাও একেবারেই অসম্ভব। বেশ বুঝতে পারছি ও আমাকে সুস্থ ভাবে কাজ করতে দিতে ইচ্ছুক নয়।

সিগারেট ধরিয়ে আমি আচমকা প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা মিস গেলার্ট ভুলে তোকে বলেছে কী তার মৃত্যু হলে টাকাটা কার ভাগ্যে জুটবে?

ব্রীফ কেসের চামড়া বন্ধনীগুলো আটকে টুপি নিতে হাত বাড়িয়ে দিল গুডইয়ার। টাকা পাবার কোন প্রশ্নই উঠছে না,অতিকষ্টে গলার স্বর আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনল সে। তাই উত্তরাধিকারীরও কোন প্রশ্ন না থাকাটাই স্বাভাবিক, এটা শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের চমক ছাড়া আর কিছুই নয়। উঠে দাঁড়াল। চলি, আমাকে গিয়ে আবার গোছগাছ করতে হবে।

ওকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলে উঠি, আচ্ছা আজ এই পর্যন্ত। চিন্তা করিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

হলেই মঙ্গল। ম্যাডক্স কিছু ঝামেলা করলে আমি সোজা বড়সাহেবের কাছে চলে যাব। আর অতিরিক্ত কিছু করতে উদ্যোগী হলে চাকরিতে ইস্তফা দিতেও দ্বিধান্বিত হবে না। বাইরে বহু কোম্পানি আছে যারা আমাকে কাছে পেলে বর্তে যাবে। চলি, স্টিভ।

.

তোমার থেকে আমি ওর ওপর বেশি আস্থা রাখি। হেলেন সম্বন্ধে ম্যাডক্সর এই মন্তব্য অযৌক্তিক নয়। পাঁচ বছর ও ম্যাডক্সের ব্যক্তিগত সচিবের কাছে নিযুক্ত ছিল, আর ঐকম সময়ের মধ্যে ভুয়ো দাবি আদায়ের কেসগুলো ধরতে ও সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে। তালিকা না দেখেই ও যেভাবে প্রিমিয়ামের হিসাব-নিকাষ কষে দেয় তাতে মাঝে মধ্যে আমারও মুণ্ড ঘুরে যায়।

কিন্তু আমার মাথায় এখনও এটা ঢুকছে না ও আমাকে বিয়ে করল কেন?

তবে আমার ওকে বিয়ে করার বিষয়ে যথেষ্ট কারণ আছে। একনম্বর : ওর রান্না খেলে স্বয়ং ঈশ্বরের জিভে জল আসবে।

দুনম্বর : নাম মাত্র খরচেও সংসার চালানোর দক্ষতা ওর আছে।

তিন নম্বর : বীমা সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলতে পারে।

চার নম্বর : ম্যাডক্স একবার বিগড়ে গেলে তাকে কিভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন ও আমাকে নির্দেশ দেয়–যেটার প্রায়ই প্রয়োজন হয়ে পড়ে আমার কাছে।

পাঁচ নম্বর : সিনেমার নায়িকার মতো ওর রূপের ছটা।

ছনম্বর : ও নিজেই নিজের পোষাক তৈরীতে পটু। পরিশেষে সাত নম্বর ও আমাকে বাজারে ধার রাখতে দেয় না, যেটা বিয়ের আগে কোনদিন পারিনি।

আমাদের চার কামরার অ্যাপার্টমেন্টটা আমার অফিস থেকে কুড়ি মিনিটের গাড়ি চালানোর পথ। আমি যখন বাড়ি পৌঁছালাম তখন রাত্রের আহারের সময় এক ঘণ্টা প্রায় অতিক্রান্ত। কিন্তু তার জন্য আমার কোন মাথাব্যথা নেই। দেরী হওয়ার কারণটা হেলেনের কাছে উপস্থাপনা করার জন্য আমার কল্পনায় জুতসই কাহিনী অটুট আছে।

আমার দেরী করে খাওয়ার অভ্যেসটা হেলেন কোনমতেই বরদাস্ত করতে পারে না।

ঐ একটা ব্যাপার, আর গাদাখানেক ছাইদানি সাজানো থাকা সত্ত্বেও আমার সিগারেট খেয়ে গালচের ওপর ছাই ছড়ানোর বদভ্যাস, এই দুটো নিয়ে ও প্রায়ই আমার সঙ্গে খিটির-মিটিরের পর্যায়ে চলে আসে।

সন্তর্পণে সামনের দরজা খুলে ছোট্ট হলঘরটা পেরিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করতেই হেলেনের কণ্ঠ কানে এল।

ফিরলে নাকি গো? বলতে বলতেই দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ালো সে।

যথারীতি ভাবে আমার চক্ষু জোড়া ওর শরীরে আটকে গেল। দেখবার মতোই চেহারা। মাঝারি উচ্চতা, চৌকা আকৃতির কাধ, ঘন রঙের বাহার, মাঝখানে সিঁথি কাটা চুলের বোঝা কাঁধের দুপাশে ঢেকে রেখেছে। হাতির দাঁতের মতো মসৃণ গায়ের চামড়া, চোখ দুটো অপরাজিতা ফুলের মতোই নীল।

তোমার কিন্তু আজও দেরী হলো, আমার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগলো। আমি ভেবেছিলাম তুমি বাইরে খেয়ে আসবে। ক্ষিধে পেয়েছে তোমার?

ক্ষিদে মানে একথা বলার অর্থ?নাড়িভুড়ি জ্বলে যাচ্ছে বলো! আর দেরীর কথা বলছ? আজ যা কাজের চাপ ছিল তা তুমি যদি স্বচক্ষে একবার দেখতে।

সে আমি তোমার মুখের গন্ধেই আঁচ করতে পারছি। আমি এক্ষুণি তোমার খাবারের ব্যবস্থা করছি। আজ কিন্তু হালকা খেয়েই থাকতে হবে। আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে রাতের আহার তৈরীর কথা মনেই ছিল না।

আমাদের তিনবছরের দাম্পত্য জীবনে এ ঘটনা আজ এই প্রথম। আমি অবাক হয়েই তাকালাম, তারপর কোন কথা না বলে দুহাত দিয়ে ওকে কাছে টেনে নিলাম। জানো তো, শুধু এই একটা কারণে আমি তোমাকে ডিভোর্স করে দিতে পারি?

রাগ কোরো না গো, লক্ষ্মীটি। তোমার জিনিষপত্র গোছগাছ করতেই আমার অনেক সময় ব্যয় হয়ে গেছে।

গোছগাছ? তুমি কী করে জানলে আমি বাইরে যাচ্ছি?

আমার অনেক গুপ্তচর আছে। মুচকি হাসি হেসে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রান্না ঘরে ঢুকল ও, তারপর অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় একে একে ছটা ডিম ফ্রাইং প্যানের ওপর ফাটানোর পর বলল, আমার কাছে কিছুই অজানা থাকে না।

প্যাটি তাহলে তোমায় ফোন করেছিল?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

এই একটা সুযোগ বুঝলে, আমি সহাস্যে বলে উঠি। হলিউডে গিয়ে একবার যদি কোন ফিল্ম ডিরেক্টরের নজরে পড়ে যাই ব্যস, আর দেখতে হবে না। আমাকে হিরো হিসেবে কেমন মানাবে বলো তো?

মিষ্টি হাসি হাসল হেলেন। দারুণ!

আর মেয়েরা যখন পটাপট আমার পায়ে ফ্ল্যাট হতে থাকবে?

পায়ের ওপর যতক্ষণ তাদের স্পর্শ অনুভব করবে কিছু বলবে না, কথাটা অসমাপ্ত রেখে দুষ্টমিভরা দুচোখ নিয়ে তাকাল। প্যাটির কাছে শুনলাম, তুমি এক সপ্তাহের মতো বাইরে থাকবে। হয়তো অবসর সময়ে তোমার নাইট ক্লাবে যাবার বাসনা হওয়াটাও খুব অস্বাভাবিক নয়, তাই তোমার সান্ধ্য-পোষাকগুলো আমি সঙ্গেই দিয়ে দিয়েছি।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আর হাসি চাপতে পারি না। এই জন্যই তোমাকে আমি বলি, এক আদর্শ গৃহিণী। হ্যাঁ, নাইট ক্লাবে দু-একবার পদধূলি ফেললে মন্দ কিছু হবে না। সহসা নিজেকে ভীষণভাবে অপরাধী বলে মনে হল। আর তুমি এখানে একলা-নিঃসঙ্গ কী বা করবে? ...আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তোমার জন্যে একটা কুকুর ভাড়া করার ব্যবস্থা করে রেখেছি। এক সপ্তাহের মধ্যেই যখন ফিরে আসছি শুধু শুধু এটা কিনলে আখেরে কিছু লাভ হবে না।

না, হলিউডে আমরা কুকুর নিয়ে যেতে পারব না। ওখানকার নামী-দামী হোটেলে কখনোই কুকুর সঙ্গে রাখতে দেবে না।

আমরা? আমি অবাক। তুমিও যে সঙ্গে যাচ্ছ তা আবার কে বলল?

স্বভাবসুলভ দুষ্টুমি ভরা চোখে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে হেলেন। একনম্বর, তোমার বস আর দুনম্বর, স্বয়ং আমি। তাই আমরা দুজন যেখানে একদিকে, তুমি আপনা থেকেই সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছ।

দাঁড়াও দাঁড়াও! তুমি তো বলেই খালাস। টাকাগুলো কোত্থেকে আসবে আগে শুনি?

গাদা করা বিল পড়ে আছে, গাড়ি কেনার দামের পনেরোটা কিস্তি এখনো বাকি, তারপর–তোমার পাল্লায় পড়ে যে টেলিভিশন সেটটা কিনেছি তার মূল্য এখনও অসমাপ্তর পথে। না না, তা হয় না হেলেন। তুমি পাশে থাকলে আমার খুশির অন্ত থাকত না, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় একবার ভেবে দেখো...

এটাও বোধহয় প্যাটি হতচ্ছাড়ি তোমার কাছে উগরেছে? ওর একটা কথাও তুমি বিশ্বাস করো না। অফিসশুদ্ধ সবাই জানে ওর চরিত্র, ও কী রকমে মিথ্যেবাদী। এই তো সেদিন...

খাবার দেওয়া হয়েছে, মিঃ হারমাস, হেলেনের মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য। থালা হাতে খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায় ও।...

গোগ্রাসে খাওয়ার পর সিগারেট ধরিয়ে আমি আবার বোঝাতে শুরু করি, আমি জানি ম্যাডক্সের খুব ইচ্ছে তুমি এই যাত্রায় আমার সঙ্গিনী হও। কিন্তু তোমার জন্য সে তিরিশ ডলারের বেশি খরচ করতে নারাজ। আর আমারও কিছু নেই যে...

তোমাকে এসব নিয়ে অযথা মাথা ঘামাতে হবে না, হেলেনের মুখে আবার সেই আগের দুষ্টুমিভরা হাসি ফিরে এসেছে।

আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি বটে, তবে আমার জন্য তোমার এক কপর্দকও খরচা হবে না। কারণ আমি নিজেই একটা কাজ যোগাড় করে ফেলেছি।

তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে, টাকা তুমি পাবে? হতবাক, স্তম্ভিত মূর্তি আমার।

হা গো, হ্যাঁ। মাডক্সের কাছে যখন কাজ করতাম, ইনসিওরেন্স লাইনে আমার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তোমাকে বিয়ে করার পরেও যৎসামান্য প্রভাব যা ছিল তা এখনও স্ব-মহিমায় অক্ষত। প্যাটির কাছে শুনেই আমি অ্যানড্রুজকে ফোনে যোগাযোগ করেছিলাম। আমিও এই তদন্তে থাকতে চাই বলতে ও তো লাফিয়ে উঠল। ব্যস, হয়ে গেল আমার একশো ডলার ফি আর আনুসঙ্গিক খরচের ব্যবস্থাদি!

সে কি! অ্যানড্রুজরাও তাহলে ঐ একই মত পোষণ করে যে গেলার্টের পলিসিতে গণ্ডগোল আছে?

সেটা আমি ওর মাথায় ঢুকিয়েছি, নির্দ্বিধায় বলে উঠল।

একশো ডলার! যাক কয়েকটা বিল কমপক্ষে মেটানো যাবে। কিন্তু একমিনিট, অ্যানড্রুজকে হাড়ে হাড়েই চিনি আমি। কাজ ছাড়া ও তোমার কাছ থেকে অন্য কিছু সুবিধা পাবার প্রত্যাশা করবে না তো?

তোমার কী তাতে কোন আপত্তি থাকতে পারে? চোখ তুলে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাল হেলেন।

একমুহূর্ত নীরবতা, ভেবে নিই। বেশ, তাই হবে। একশো ডলার যখন পাওয়া যাচ্ছে তার পরিবর্তে একটু ছাড়তে তো হবেই। তবে দেখতে হবে, তার খাই কতটুকু আর আমার ভাগ্যে জুটছে কতটা।

পেছন থেকে এসে দুহাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরল হেলেন, আমি গেলে তুমি সত্যি সত্যি রুষ্ট হবে না তো, স্টিভ?

তোমার অসুবিধা না হলে আমার আপত্তি থাকবে কেন?

তুমি কাজের অতিরিক্ত কিছু করলেও আমার দিক থেকে কোন বাধা তুমি পাবে না।

আমি নিজের জিনিসের ওপর বাড়াবাড়ি করেই সন্তুষ্ট। পেছন থেকে টেনে এনে হাঁটুর ওপর বসালাম। আসুন মিসেস হারমাস, স্মরণে রাখার জন্য, তার কিছু নমুনা হাতে কলমে আপনাকে এখন দেখাবো।...

২.

বিকেল তিনটে নাগাদ আমরা লস এঞ্জেলসে পৌঁছালাম। মাল-পত্তর সমেত হেলেনকে কাল ভোর হোটলের দিকে রওনা করিয়ে আমি চললাম আমাদের শাখা-দপ্তরের বড়বাবু ফ্যানর সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায়ে।....

ম্যাডক্স আমায় ঘন্টা খানেক আগে ফোন করেছিল গেলার্টের পলিসি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর ফ্যান'শ বলল, আঙুলের ছাপটা সম্বন্ধে সে খোঁজ নিয়েছিল কিন্তু কিছু পাইনি। সে বোধহয় এই ভেবেছিল, মেয়েটার পুলিশের খাতায় নাম থাকবে।

পুলিশের খাতায় নাম থাকলে কেউ ওভাবে ছাপ দেওয়ার সাহস দেখায় নাকি!আমি জবাব দিলাম। কিন্তু ওটা অসাবধানতা বশতঃ লেগেছে বলেও আমার মন বিশ্বাস করতে একেবারেই প্রস্তুত নয়।

আমি ব্যাপারটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি না, মৃদু হাসি হাসল ফ্যান'শ।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে ঐ ম্যাডক্সকে নিয়ে। তার সন্দেহবাতিক স্বভাবটা বেড়েই চলেছে। আরে বাপু, গুডইয়ারকে একটু বিশ্বাস করলে ক্ষতিটাই বা কোথায়?

ওর মতো দক্ষ সেলসম্যান কটা আছে শুনি?

আমি ভাগ্যবান যে সে আমার অফিসে বদলি হয়ে এসেছে। তুমি শুনেছ কিনা জানি না, ও তো এখানে জোইস শারম্যানকে পর্যন্ত মক্কেল বানিয়ে নিয়েছে। অত আটঘাট বাঁধা পলিসি আজ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। প্রিমিয়ামের অঙ্কটা শুনলেই তো মুণ্ড ঘুরে যায়। শুধু তাই নয়, সে এখানে নিজে উপস্থিত থেকে শারম্যানকে দ্বিতীয় কিস্তির প্রিমিয়াম দেবার কথা স্মরণ করিয়ে। দিয়েছে। এ জায়গায় আমাদের অন্য এজেন্টরা থাকলে কী করতো? বড় জোর টেলিফোন করে না হয় চিঠি লিখে দায় মিটিয়ে কর্তব্য শেষ করত। কিন্তু গুডইয়ার এদের সকলের থেকে পৃথক। নিজে এসে সে দেখা করেছে। আমি কখনোই তাকে বিতাড়িত করার পক্ষপাতী নই।

সে আমার অজানানয়, গুডইয়ার এখন আমাদের সেরা এজেন্ট। কিন্তু ম্যাডক্স কাউকে বিশ্বাস করবে, এ ভাবাই তো দুরাশা।যাইহোক, আমার ও নিয়ে বিশেষ চিন্তা ভাবনা নেই, কাজটা সহজেই মিটে যাবে এ আশা রাখি। ম্যাডক্সের ধরাছোঁয়ার বাইরে কটা দিন কাটাতে পারব, তার থেকে আর সুখের কী হতে পারে।

ফ্যান'শ মুচকি মুচকি হেসে উঠল। অবসর সময়ে যদি দেহকসরত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে আমাকে জানাতে ভুলো না। আমার নিজস্ব নোটবইতে যেসবনরম গরম যত্তরবৃন্দের টেলিফোন নম্বর সযত্নে রাখা আছে, ওদের মধ্যে যে কেউ খুশি হয়ে তোমায় সঙ্গ দিতে চাইবে।

না ভাই, ঐ উপায়টা এখন আর কাজ দেবে না। গিন্নীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াই। ও অবশ্য গরম কিছু কমতি নয়। যাক চলি। সময় যখন হাতে আছে, ডেনির অফিস একবার ঘুরে যাব।

রাতে কাজ না থাকলে তোমরা দুজন একবার কষ্ট করে অ্যাথলেটিক ক্লাবে এসোনা!

আচ্ছা, দেখা যাবে।

ফ্যান'শর সঙ্গে করমর্দন করে রাস্তায় পা রাখলাম আমি।

যে বাড়িতে ডেনির দপ্তর সেটাকে দু-পাশ থেকে স্যান্ডউইচের মতো চেপে রেখেছে, একটা ওষুধের দোকান আর একখানা চীনে রেস্তোরাঁ।

সুইং দরজা ঠেলে ভেতরে কদম রাখতেই ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগল। ডেনির নাম একপাশে চোখ পড়ল। আগের কোন ভাড়াটের নামের ফলকের ওপর কাগজ সেঁটে গোটা গোটা কালির হরফে লেখা?

ব্র্যাড ডেনি
এজেন্ট নং দশ, ছতলা।

ছতলায় উঠেও দেখি একই অবস্থা। ডেনির দপ্তরের পাশেই পুরুষের প্রস্রাবাগার আর দরজার সম্মুখে অবতরণ পথ। দপ্তরের দরজাটা বোধহয় লাগানোর পর থেকে আর রঙের প্রলেপ লাগেনি। দরজায় গায়ে ডেনির একটা পরিচয়কার্ড আঠা দিয়ে মারা।

দরজাটা বন্ধ দেখে খটখট করে টোকা মেরে বসলাম বেশ কয়েকবার। কিছুক্ষণ জবাবের প্রতীক্ষা করে হাতলটা ঘোরানোর বৃথা চেষ্টা করলাম। কিন্তু ব্যর্থ হতে হল। ঘুরলো না। অর্থাৎ তালা দেওয়া।

কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দরজাটা ভালো ভাবে দেখে নিলাম। এ তালা খুলতে আমার কয়েক সেকেন্ডও লাগবে না। আপাততঃ এ প্রচেষ্টা থাক।

ফাঁকা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে বারান্দায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। লিফটের পাশেই আছে আরও একটা দরজা। ওখানেও টোকা মারলাম।এবারও প্রত্যুত্তরে কোন সাড়া মিললো না।

দ্বিতীয়বার টোকা মারতেও সাড়াশব্দ এলো না দেখে দরজার হাতলটা ঘুরিয়ে ঠেলা দিলাম। দরজাটা খুলে গেল আর সেই সঙ্গে বীয়ার আর নর্দমার ভ্যাপসা গন্ধ ভক্ করে বেরিয়ে এসে নাকে লাগল আমার।

সামনে কতকগুলো পাথরের সিঁড়ি। কোনদিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমি ওদিকে এগিয়ে গেলাম, তারপর সিঁড়ির ওপর থেকে রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে নীচে তাকালাম। বিরাট মাপের একখানা ঘর, তাতে গাদা গুচ্ছের বালতি, ঝাড়ু, খালি টিন আর আছে কাঠের বাক্স। পচা খাবার আর ইঁদুরের দুর্গন্ধে চারিদিক ভরপুর।কাঠের বাক্সের ওপর বসেছিল এক বৃদ্ধ। চোখে মান্ধাতার আমলের টিনের ফ্রেমের সাধারণ এক চশমা, মাথায় টুপি, শতছিন্ন প্যান্ট। এক হাতে ঘোড় দৌড়ের বই, অন্য হাতে বীয়ারের পাত্র নিয়ে আপন মনে গুন গুন করে যাচ্ছিল সে। দুনিয়ার কোন কিছুতেই যেন পরোয়া নেই তার।

তার বীয়ারটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরই আমিনীচে নামতে শুরু করলাম। আমাকে দেখা মাত্রই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বৃদ্ধ, চশমাটা টেনেটুনে ঠিক করে নিল, তারপর বীয়ারের খালি পাত্রটা নামিয়ে রেখে চোখ পিটপিট করল বেশ কয়েকবার।

লোকটাকে দেখে মনে হয়না যে অযথা ঝামেলা সৃষ্টি করার কোন সুপ্ত বাসনা আছে বলে। তবু কাছে যাবার আগে আরও সতর্ক হতে লম্বা-চওড়া এক হাসি বর্ষণ করলাম আমি।

আমি এ বাড়ির ম্যানেজারের খোঁজ করছিলাম। আপনি নাকি?

ঘোলাটে চোখ দুটো আগের মতো বারকতক পিটপিট করল সে। আঁ?

বলছিলাম, এবাড়িটার তত্ত্বাবধায়ক কী স্বয়ং আপনি? মানে দেখাশুনো করেন?

এবার কথার মানে কী বুঝল কে জানে, তবে কিছুক্ষণ চিন্তা করেই ঘাড় নাড়লো।

অর্থাৎ ও-ই।

ততক্ষণে গরমে দগ্ধ হয়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার জোগাড়। তা সত্ত্বেও একটা খালি টিন নিয়ে ফুঁ দিয়ে ওপরের ধুলো ঝেড়ে তার ওপর বসে পড়ি।

আপনি যদি এক পাত্র বীয়ার বেচেন, তাহলে আমি নিতে পারি।

বেচার মতো আমার কাছে কিছুই নেই। উত্তর এসেও গেল তৎক্ষণাৎ।

অগত্যা সিগারেটের প্যাকেট বের করে দুটো সিগারেট নিয়ে একটা তার দিকে এগিয়ে দিলাম। বৃদ্ধ ওটা বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে তুলে নিল।

দুজনেই এক সঙ্গে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলাম। তারপর কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ার পর ও-ই সর্বপ্রথম কথা শুরু করল? আমায় খুঁজছিলেন?

হ্যাঁ। মানিব্যাগ থেকে নিজের কার্ড বার করে বাড়িয়ে ধরি। ওটা হাতে নিয়ে ভুরু কুঁচকে চোখ বুলিয়ে নেয় কিছুক্ষণ, তারপর আবার ফিরিয়ে দেয় আমাকে।

ওসবের কোন প্রয়োজন নেই। ইনসিওর-টিনসিওরে আমার তেমন বিশ্বাস নেই।

আরে না, না, ওর জন্যে আপনার দ্বারস্থ আমি হইনি। আমি ব্র্যাড ডেনির সন্ধান করছি।

ছতলায় চলে যান, দশ নম্বর ঘর।

সে, জানি। আমি গিয়েও ছিলাম। উনি বোধহয় বেরিয়েছেন।

তাহলে আমার করণীয়ই বা কী থাকতে পারে? জবাব শেষ করেই ঘোড়দৌড়ের বইটা আবার নাকের ওপর তুলে ধরল সে। অর্থাৎ সোজা কথায়, এখন কেটে পড়ো তো বাপু! কিন্তু অত সহজে ছাড়ার পাত্র আমি নই।

উনি কখন ফিরবেন বলতে পারেন? অগত্যা জানতে চাইলাম আমি।

জানিনা।

কোথায় গেছেন জানার উপায় আছে?

নাঃ।

কিন্তু যে করেই হোক ওঁর সঙ্গে দেখা আমায় করতেই হবে, গাম্ভীর্যের আবরণে নিজেকে ঢেকে নিই। কাজটা সত্যিই জরুরী।

বইটা চোখ থেকে সামান্য সরায় বৃদ্ধ। আমাকে দিয়ে কিছু সুবিধা হবে না।

হওয়াতো উচিত ছিল, বলেই দুডলারের একটা নোট বার করে তার সামনে তুলে ধরি।

বৃদ্ধ এবার নিজের আসন ছেড়ে তড়াৎ করে লাফিয়ে ওঠে। তারপর কয়েক পা হেঁটে গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখা একটা বীয়ার নিয়ে আসে।

টিনটা হাতে নিয়ে মুঠোয় ধরা নোটটা বাড়িয়ে দিই তার দিকে। তাহলে আবার শুরু করা যাক, কেমন? বলুন ডেনি কোথায়?

আরে ওসব গুলি মারুন।

আমি টিনে চুমুক দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সারা গা কেমন গুলিয়ে উঠল। বীয়ারটার স্বাদ ঠিক চায়ের কাপ ধোয়া জলের মতো।

আপনার সঙ্গে তার শেষ কখন দেখা হয়েছে?

গতমাসে, ভাড়া দেবার সময়।

এখন কোথায় গেলে তার দর্শন মিলবে, জানেন?

মুখটাকে কাচুমাচু করে ঠোঁট ওলটায় বৃদ্ধ। নাঃ, ওনার বহু পরিভ্রমণ করার শখ আছে শুনেছি।

কী করে যোগাযোগ করা সম্ভব হতে পারে তাও বলতে পারবেন না?

উঁহু, এই কথাই সেদিন ঐ লোকটাকে বলছিলাম...

মাঝপথে থেমে গিয়ে চোখ কোঁচকায়, নড়ে চড়ে বসে নিজের জায়গায়।

কে লোক?

তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ধরি। বেশ, তাহলে আমার মালটি ভালোয় ভালোয় ফেরত দিন তো দাদু। আমার পয়সা অত সস্তা নয়।

যেই না বলা সঙ্গে সঙ্গে কাজ। নোংরা হাতে নোটটা শক্ত করে চেপে ধরে তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে বসল,

দুদিন ধরে একটা লোক বারবার মিঃ ডেনির সন্ধানে চক্কর দিচ্ছে। আজ সকালেও এসেছিল।

নাম কিছু বলেছে সে?

না আমি জিজ্ঞাসা করিনি। দেখেই বোঝা যায় অত্যন্ত বদ স্বভাবের লোক, তার সঙ্গে একাকী কথা বলতেও ভয় লাগে।

ব্যাপারটা মনে কিঞ্চিৎ সাড়া দিল, জিজ্ঞেস করলাম, কোন অভিনেতা-টভিনেতা নয় তো? ডেনির কিন্তু এদের নিয়েই কাজ কারবার।

না, অভিনেতা সে নয়, বৃদ্ধর গলার স্বর গুরু-গম্ভীর। তার চোখ দেখলেই আমার শির দাঁড়া হিম হয়ে যায়।

আজও সে এসেছিল?

হ্যাঁ, সকালে। আমাকে দেখতে পায়নি কিন্তু আমি তাকে দেখতে পেয়েছি। সিঁড়ি দিয়ে গুঁড়ি মেরে উঠেছিল। ভেবেছে ধারে কাছে কেউ নেই।-বাবা, এবাড়িতে আমার চোখে ধূলো দেবার উপায় আছে।

ডেনি তো নেই, তাহলে সে উপরে উঠেছিল কোন উদ্দেশ্যে!

বৃদ্ধর শীর্ণ মুখটা মুহূর্তের মধ্যে ভাবলেশহীন হয়ে ওঠে। সে আমি কী করে জানব! ওরকম একটা সাংঘাতিক লোককে তো আর প্রশ্ন করে উত্যক্ত করতে পারি না!

তাকে দেখতে কেমন, তার একটা বর্ণনা তো দিতে পারেন? বৃদ্ধ চোখ-টোখ কুঁচকে ভেবে নেয় বেশ কিছুক্ষণ, তারপর মাঝপথে থেমে থাকা তার বক্তব্য আবার শুরু করে,

আপনার মতোই চেহারা, ঘন গায়ের রঙ। ভুরু দুটো নাকের ওপর জোড়া। যতদূর মনে পড়ছে... নীল আর সাদা ডোরাকাটা একটা কোট পরে এসেছিল। প্যান্টটা...হালকা বাদামী। টুপিটাও প্যান্টের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে, তবে গাঢ়।

বর্ণনা শুনে তো অভিনেতাই বলেই মনে হচ্ছে।

যাকগে, ওসব প্রসঙ্গ এখন থাক। আমি আর একটা সিগারেট ধরালাম। আমি শুধু তাই জানতে আগ্রহী, যার বিষয় একমাত্র ডেনি। আচ্ছা, সে টুর যাবার সময় নিজের মালপত্র কোথাও রেখে যায়না?

রাখতে পারে, আমার জানা নেই।

চিঠিপত্রগুলোর কী দশা হয়?

ওনার জন্যে রেখে দেওয়া হয়। তবে চিঠি-টিঠি বিশেষ আসে না।

না, কোন দিক থেকেই সুবিধের ক্ষীণ আশাও চোখে পড়ছেনা। তবু শেষ চেষ্টা করে দেখতে কোন লোকসান তো নেই।

আচ্ছা, মিস গেলার্ট নামে কোন মেয়ে তার কাছে আসে?

আমি কোন মেয়ে-ফেয়ে সম্বন্ধে জানিনা।

এতে আমি কম অবাক হলাম না।

তার কোন বন্ধুও তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসত না?

ভাড়াটেদের নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই আমার।

ও যে কীসে মাথা ঘামায় সেটাই একমাত্র চিন্তার বিষয়।

লোকটাকে পাওয়া মুশকিল হবে দেখছি, কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াই।

আরে, বীয়ারটা আপনি কী অসমাপ্তই রেখে দেবেন? বৃদ্ধ হাঁ হাঁ করে ওঠে।

ওটাইতো আমাকে প্রায় শেষ করার উপক্রম করেছিল, বলেই গটগট করে দ্রুত পদব্রজে দরজার অভিমুখে হাঁটতে শুরু করে দিই।

কালভার হোটেলের কোম্পানীর কাছে হেলেনের খোঁজ-খবর নিয়ে আমি ককটেল বারে প্রবেশ করলাম। ওর চিহ্ন মাত্র নেই সেখানে।

হোটেলের এককোণে নিরিবিলি একটা টেবিল বেছে সবে মাত্র বসবার আয়োজন করছি, আচমকা, ধূমকেতুর মতো উদয় হল হেলেন।

এক মুখ হাসি নিয়ে আমার পাশের আসনটা গ্রহণ করল। ভীষণ ভালো লাগছে গো এখানে এসে। কি সুন্দর এখানের ঘরগুলো। তুমি নিশ্চয়ই এতক্ষণ ধরে ফ্যান'শর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলে না?

দিইনি একথা ঠিক, তবে দেওয়ার সুযোগ ছিল। তার কাছে মহিলা জগতের টেলিফোন নাম্বারের একটা বড় লিস্ট আছে। ওদের সঙ্গে সে আমায় একটু যোগাযোগ করিয়ে দিতে চেয়েছিল।

আর তুমি নিশ্চয়ই...? ব্যাগ থেকে ছোট আয়নাটা বের করে নিজের মুখটা একবার চোখ বুলিয়ে নেয় হেলেন।

আরে না, আমি গিয়েছিলাম ডেনির অফিসে।

তারপর?

মনে হয় লোকটার সন্ধান পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। দারোয়ানের কাছ থেকে কিছু জানা গেল না। ভাবছি রাত্রে ডিনার সেরে ওর অফিসে হানা দেব। ওখানকার সব কাগজপত্র ঘেঁটে কেঁটে হয়তো কোনসূত্র পাওয়া গেলেও যেতে পারে। তুমি কী বল?

তার মানে শেষ পর্যন্ত তালা ভেঙে ঢুকবে? হেলেনের চোখ দুটো অপার বিস্ময়ে একবারে ছানা বড়া।

তাছাড়া উপায় তো কিছু নেই। তালাটা দেখে তেমন মজবুত মনে হলনা।

আমিও তাহলে তোমার সঙ্গে যাব।

পাগল হলে নাকি! এটা মহিলা মহলের কোন কাজ নয়। তুমি এখানেই থাকবে, আমি ফিরে এসে তোমায় সব বলে দেব।

না, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি,ওর কণ্ঠে জেদের আভাস। তার থেকেও ভালো হয়, যদি তুমি এখানে থাক আর আমি কাজটা সেরে আসি। মেয়েরা এসব কাজ পুরুষ মানুষের চাইতে ভালোভাবে করতে যথেষ্ট পটু, হৈ-চৈ হবারও কোন প্রশ্নই ওঠে না।

পাগলামি করা না হেলেন। এতে ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হয়। তোমার মতো আনাড়ি লোকদের একাজ সাজে না। ভেতরে প্রবেশ করতে হবে, তালা ভাঙতে হবে, এরকম বহু ঝামেলার ব্যাপার তো আছেই। অবশ্য একটা মেয়েকে তালা ভাঙতে অবস্থায় দেখার শখ আমার বহুদিনের।

তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আমার সঙ্গে এসে দেখে যাও। হেলেন উঠে দাঁড়াল।

রাত এগারোটা নাগাদ আমরা হোটেল থেকে রওনা হলাম। রাতের আহার সারতে সারতে আমরা গেলার্টের পলিসিটা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনায় বসেছিলাম।

হেলেনের বক্তব্য, ব্যাপারটা সন্দেহজনক রূপে দৃষ্ট হলেও এর মধ্যে যে কোন গ্যাড়াকল কারবার আছে তা বলা যায় না। হয়তো এটা সতিসত্যি প্রচারের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। টিম অ্যানড্রুজ তো আমায় বলল, পলিসিটা দেখে সে সন্তুষ্ট। অ্যালান গুডইয়ার সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ সে। সে পলিসিটা করেছে বলেই তার ওটা গ্রহণে কোন আপত্তি নেই। অবশ্য ম্যাডক্স অ্যালানকে একেবারেই সহ্য করতে পারেনা। তবে এটাও খেয়াল রাখতে হবে, পলিসির গণ্ডগোল আগে থেকে আঁচ করতে ম্যাডক্সের আজ পর্যন্ত ভুল হয়নি। তাই ভুল অ্যালানের হয়ে থাকতে পারে।

সে আমি বুঝেছি, কিন্তু এটা যদি সত্যিই কোন গ্যাড়াকলের ব্যাপার হয়, মেয়েটা খুন হবে কীভাবে?

এখন পর্যন্ত একটা সম্ভাবনাই আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে।

পলিসিতে উল্লেখিত বৈদ্যুতিক লাইনের ত্রুটি আর প্রাণদণ্ড হিসেবে বৈদ্যুতিক চেয়ারে মৃত্যু, দুটোর মধ্যে তফাত ঠিক কোন জায়গায় তা ওকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম।

সব শুনে হেলেন বলল, কিন্তু প্রাণদণ্ডের আদেশ আর কটা মেয়ের ভাগ্যেই বা জোটে? এটা যদি জোচ্চুরি হয়, তাহলে তার পেছনে যার হাতই থাক, এমন এক অনিশ্চিত ব্যবস্থার ঝুঁকি সে কখনোই নেবে না।

কিন্তু আমার মন বলছে, মেয়েটা ইতিমধ্যেই হয়তো একটা খুন করেছে। আর ধরা পড়লে যাতে আত্মপক্ষের দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায়, সেই আশায় ও পলিসিগুলো করিয়েছে। আমি জানি, তার ইলেকট্রিক চেয়ারে সাজা পাবার পর সম্ভাবনার আভাস যদিও খুব কম, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে সম্ভাবনা একটুও থেকে থাকবে,ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলোকে ওর হয়ে লড়তে হবে তো?

না, হেলেন গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে। আমার তো মনে হয় না। জোচ্চুরি যদি হয়েই থাকে তাহলে সেই টাকা আদায়ের জন্যেই, এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত। ব্যাপারটা আমার কাছে যাদুকরের খেলা দেখানোর মতো লাগছে–যে এক হাতের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অন্য হাতে কাজ সেরে ফেলে। অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে, তুবে ওদের দুজনকে

চোখে না দেখা পর্যন্ত কোন ভবিষ্যৎবাণীকরাআমার বোধহয় এই মুহূর্তে উচিত হবেনা, কিন্তু আমার কথাটা স্মরণে রেখ। যে তাসটা ওরা এখন আমাদের দেখাচ্ছে, সেটা যাতে ওরা অন্যনা তাসের সঙ্গে বদল করে নেয় বা করার সাহস পর্যন্ত না পায়, তার জন্য আমাদের যথেষ্ট সতর্ক হয়ে থাকতে হবে।

বাবা! তুমি কী দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হয়ে গেলে নাকি? মিটিমিটি হাসলাম আমি। একেই বলে নাকি সহজাত প্রবৃত্তি?

হেলেন খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। না গো না, আমার মনে যা ছিল সব কথাই তো তোমার কাছে উজাড় করে দিলাম। আবার যা বললাম তার হয়তো পুরোটাই আমার ভুল।

তখনকার মতো এই বিচিত্র আলোচনা মুলতুবি রেখে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিলাম আমরা। সিঁদকাঠি আর ৩৮ পুলিশ স্পেশালটা সঙ্গে নিয়েই আমরা বেড়িয়ে পড়লাম।

ফোর্থ স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে রয়েল অ্যাভিনিউতে বুইকটা পার্ক করে হেলেনকে বললাম, গাড়িটানা হয় এখানেই থাক।অনর্থক পুলিশের মনে সন্দেহ জাগাবার কোন প্রয়োজন নেই। কোন গণ্ডগোল হলেই তুমি একমুহূর্ত না দাঁড়িয়ে কেটে পড়ো। ঝামেলা যদি হয়ও আমি একাই সামলে নেবার ক্ষমতা রাখি।

কী রকম ঝামেলা তুমি আশা করছ?

তা বলতে পারবনা, কিন্তু সাবধানের কোন মার নেই। পুলিশই আসুক বা অন্য কোন ঝামেলাই হোক, তুমি গাড়ি নিয়ে হোটেলে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

আর তুমি যদি না ফেরো?

তাহলে ফ্যান'শকে ফোন করে আমাকে ছাড়িয়ে আনতে বলবে।

গাড়ি থেকে নেমে ফোর্থ স্ট্রীটে ফিরে এলাম আমরা। রাস্তায় কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে না দেখে একটা অন্ধকার দুর্গন্ধময় গলিতে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু গলির মাঝবরাবর এসে একটা পায়ের শব্দ কানে আসতেই দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

কয়েক সেকেন্ড পরে একটি মেয়ে হনহন করে দ্রুতগতিতে আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গলির শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল। অন্ধকার ছিল বলে ওর মুখ তেমন ভাল বোঝা গেলনা, শুধু দেখলাম, মাথায় জড়ানো একটা স্কার্ফ আর পরনে গাঢ় রঙের লম্বা কোট।

আচমকা ওকে ভূতের মতো উদয় হতে দেখে আমরা দুজনেই চমকে উঠেছিলাম। হেলেন ভয়ে-শঙ্কিত হয়ে আমার হাত খামচে ধরেছিল। তার হাত ছাড়িয়ে আমি ঘুরে মেয়েটাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছি, এমন সময় গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ কানে এল। দৌড়ে গলির মুখে গিয়ে দেখি, একটা বিশাল গাড়ি আলো নিভিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে হেলেনও আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়িটাকে লক্ষ্য করতে করতে ও বলে উঠল, সেন্টের গন্ধ তুমি পেয়েছিলে?–ওটার নাম জয়

বাজারের সবচেয়ে মূল্যবান সেন্ট।

চলল, গলিটা একবার দেখা যাক, আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

কুড়ি গজ মতো এগোতেই একটা দরজা নজরে পড়ল। ওপরে সাদা রঙ দিয়ে লেখা?

জেন ম্যাসন
দ্বাররক্ষী
শুধুমাত্র মালপত্র রাখিবার জন্য।

পকেট থেকে টর্চ বার করে দরজার ওপর টর্চের আলো ফেললাম। তারপর দু-পা এগিয়ে একটু ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

হু! মেয়েটা যতদূর সম্ভব এখানেই এসেছিল।

ওর এখানেই অফিস হয়তো! চাপা গলায় বলল হেলেন, যাবে নাকি ভেতরে?

হ্যাঁ। আমি বারান্দায় পা রাখলাম। দরজাটা বরং টেনে দাও।

হেলেন দরজা বন্ধ করে ছোট একটা কাঠের গেজ তলায় ঢুকিয়ে দিল। পুলিশ এসে পড়লেও সহজে খুলতে পারবেনা। একটা বই দেখে এই নিদর্শন পেয়েছি।

ভালোই করেছ। কোন কথা না বলে চুপচাপ আমার সঙ্গে এসো। আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠব, লিফটে আমার ঠিক আস্থা নেই।

নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগলাম। হেলেন আমার থেকে দু-ধাপ পেছনে। মাঝে মধ্যে টর্চ জ্বালাচ্ছে।

পাঁচতলায় উঠে হেলেন আচমকা আমার কোট আগের মতোই খামচে ধরল। অগত্যা থেমে যেতে হয় আমাকে। কী হল আবার?

আমি যেন একটা শব্দ শুনলাম, আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস কণ্ঠে বলে ও। মনে হচ্ছে বাড়িতে জন-মানব আছে।

কিছুক্ষণ আমরা কান পেতে শুনলাম, কিন্তু কোন শব্দই হল না। যাকগে, আমি বললাম। তোমার শুনতে ভুল হয়েছে? চলল, আমরা একদম ওপর তলায় যাব।

হাঁফাতে হাঁফাতে ছতলায় পৌঁছে হেলেনের কাছ থেকে টর্চ চাইলাম। এবার আলোটা দাও দেখি। বন্ধ তালা কী করে খুলতে হয় আজ আমি তোমায় হাতে নাতে দেখাব। এই দৃশ্য দেখার জন্য অনেকে বহু পয়সা খরচ করতেও রাজি থাকে। টর্চ হাতে দরজার কাছে এগিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এল ও। টর্চ তুমি নিতে পার কিন্তু একে বোধহয় আর কাজে লাগবেনা।

এক দর্শনেই বুঝে গেলাম আসল ব্যাপার। দরজাটা অর্ধেক খোলা। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, দেখেই আমার ঘাড়ের লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠল। কে ঢুকেছিল ওখানে? আমি তো সন্ধ্যার সময়েও তালা বন্ধ দেখে গেছি।

সে যে এখনও ভেতরে নেই তুমি জানছই বা কী করে? কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভালভারটা টেনে আনি। চলো দেখা যাক। পা দিয়ে দরজাটা খুলে টর্চের আলো ফেলি ঘরের মধ্যে। চারদিকে ধূলোয় ধূলো। আসবাব বলতে একখানা টেবিল,দুটো চেয়ার, দড়ি বেড়িয়ে থাকা কাপেট আর ফাইল রাখা একটা ক্যাবিনেট। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। আশ্চর্য তো!পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকলাম। তবে কি ডেনি সন্ধ্যার পর কোন এক সময় এসেছিল? ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল হেলেন, তারপর জানালার খড়খড়ি নামিয়ে আলো জ্বালাল। ডেনি বলে আমার অন্ততঃ মনে হয়না। যে মেয়েটাকে আমরা গলির মধ্যে এই কিছুক্ষণ আগে দেখেছি, ও-ই এসেছিল। তুমি সেন্টের গন্ধ পাচ্ছনা?

বারকয়েক নাক টেনেও সেন্টের কোন গন্ধ আমি পেলাম না। তবে আমার ঘ্রাণশক্তি যে হেলেনের মতো অতো তীব্র নয় তা বহু অনেক আগেই আমার জানা ছিল। ঠিক বলছ? আমি কিন্তু এখনও কোন গন্ধ পাচ্ছিনা।

আমি কিন্তু স্থির নিশ্চিত, স্টিভ।

দপ্তরের চারপাশটা একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম, কোথাও কিন্তু কোন বিসদৃশ কিছু চোখে পড়ল না।

যে মেয়ে অত দামী সেন্ট মাখে সে ডেনির মক্কেল হতে পারেনা। হেলেন বলে উঠল।

তাহলে কে ও? কি করতেই বা এখানে পদধূলি দিয়েছিল? এগিয়ে গিয়ে একটানে খুলে ফেললাম টেবিলের দেরাজটা। পুঞ্জীভূত জঞ্জালে ভর্তি কাগজ আটকানোর ক্লিপ,টুকরো কাগজ, পাইপ পরিষ্কার করার কাঠি, খালি তামাকের টিন-কিন্তু কাজে লাগার মতো কিছু

নেই। অন্য দরজাগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। একটায় ছিল নোংরা একখানা শার্ট। আর অন্যটায় তোয়ালে, ক্ষুর, দাড়ি কামানোর সাবান আর আয়না।

হেলেন ক্যাবিনেটটা খুলে একটা ফাইল নিয়ে ভেতরের মধ্যে রাখা সমস্ত কাগজপত্রগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিল। কিছুক্ষণ পরে ফাইলটা যথাস্থানে ঢুকিয়ে রেখে মাথা নেড়ে উঠল, নাঃ, এর থেকে বোঝার উপায় নেই তার বর্তমান পরিস্থিতি।

তলারটা না হয় একবার খুলে দেখো তো।

তলার দেরাজটা খুলতেই তার থেকে বেড়িয়ে পড়ল লালটেপে জড়ানো এক বাণ্ডিল বীমা পলিসি।

এগুলোই হলো যত গণ্ডগোলের মূল কেন্দ্রবিন্দু। দেখি ওগুলো। টেপ খুলে দশটা পলিসি টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিলাম। একবার চোখ বোলাতেই বোঝা গেল, গুডইয়ার যেসব শর্তে পলিসিটা করিয়েছিল এগুলো প্রত্যেকটাই তার হুবহু নকল। সইটা দেখতে গিয়ে একটা পলিসি ওলটাতেই আমার চোখ কপালে ওঠার জোগাড়! দেখেছো? এখানেও সেই ধ্যাবড়া কালি আর আঙুলের ছাপ!

হেলেন দ্রুততার সঙ্গে অন্য পলিসিগুলোও উল্টে ফেলে। আরি ব্বাস! সবই দেখছি এক ব্যাপার! আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

অ্যালান বলছিল কালিটার এই দুর্গতি ঘটনাচক্রে। এখন দেখা যাচ্ছে তা সত্যি নয়। তার মানে গণ্ডগোল একটা আছেই।

হেলেন পলিসিগুলোর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। প্রথম ছাপটা ঘটনাচক্রে হলেও হতে পারে। হয়তো ওটা থেকেই বাকিগুলোতে ছাপ দেবার চিন্তা তার মাথায় দানা বাঁধে।

তোমার সহজাত প্রবৃত্তি কী একই মত পোষণ করে?

না, মাথা নাড়ে হেলেন। বর্তমানে আমাদের কাজ হল অন্য নজন এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে হবে, তারাও ছাপটাকে দুর্ঘটনা বলে মনে করে কিনা। এই কাজটা তুমি কর, স্টিভ।

আমিও তোমার সঙ্গে একমত, এখানে নিশ্চই গণ্ডগোল আছে।

পলিসিগুলো গুছিয়ে আবার সযত্নে দেরাজে ঢুকিয়ে দিলাম। চলল, এখানে দেখার আর কিছু নেই। এক মিনিট সময় যদিও অপব্যয় হয়নি, কিন্তু কোথায় গেলে যে তার দর্শন মিলবে এখনও পর্যন্ত তা জানা গেলনা।

ঘর থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে দ্রুত পদব্রজে সিঁড়ি ভেঙে আবার আমরা নীচে নামতে লাগলাম।

চার তলার চাতালে নেমে হেলেন হঠাৎ করে থমকে দাঁড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরল।

দাঁড়াও! ফিসফিস কণ্ঠে ও বলে উঠল। শুনতে পাচ্ছ? টর্চ নিভিয়ে অন্ধকারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ালাম এবার আওয়াজটা আমার কানও পরিষ্কার শুনতে পেল। খুব মৃদু খসখস শব্দনীচের থেকে ভেসে আসছিল।

ঠিক যেন একটা বস্তাকে পাথরের মেঝের ওপর কোন এক জন টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমার হাত আরো শক্ত করে বলে আঁকড়ে ধরল হেলেন। কি ওটা?

বারান্দার রেলিঙে বুকে আমি নীচে দেখার চেষ্টা করলাম। ঘুটঘুটে গুমোট অন্ধকার ছাড়া দৃষ্টিতে আর কিছুই এলনা, অথচ শব্দ ধারাবাহিক ভাবে হয়েই চলেছে।

কেউ কিছু টানা হিচড়া করছে বলে মনে হয় হেলেনের কানের কাছে মুখ এনে আমি জবাব দিলাম।

কান খাড়া করে রেলিং-এ বুকে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। সহসা খস খসানি থেমে ধাতু ঠোকাঠুকির এক তীব্র শব্দ আমাদের উভয়কেই চমকে দিল।

লিফটে করে কেউ ওপরে আসছে। হেলেনকে রেলিঙের ধার থেকে টেনে নিয়ে এসে বলি এসো, গা ঢাকা দিই।

ক্যাচ ক্যাচ শব্দে লিফটা ওপরে উঠে আসছিল। সামনে একটা দরজা দেখে আমি ভেতরে ঢোকবার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুতিও নিলাম। কিন্তু সেটা ছিল তালা বন্ধ।

সিঁড়িতে চলো, হেলেন ফিসফিস করে বলে ওঠে। ও যতক্ষণ উঠতে থাকবে, আমরা ততক্ষণে ধাপে ধাপে নেমে যাব।

ওর হাত ধরে সিঁড়ির কাছে একছুটে চলে গেলাম। সবেমাত্র আমরা প্রথম ধাপে পা ফেলেছি, এমন সময় আর একটা শব্দ শুনে থমকে গেলাম আমরা মর্মভেদী এক গোঙানির আওয়াজ লিফটের পাশ থেকে উঠে যেন ভরিয়ে দিচ্ছিল সারা বাড়িময়। কেউ জখম হয়েছে। আমার বড় ভয় করছে স্টিভ, কাঁপা কাঁপা গলায় হেলেন বলে ওঠে।

ওকে আমার কাছে টেনে নিল চাতাল থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখি, লিফটটা ধীর গতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। অবশেষে আমাদের থেকে মাত্র দুগজ দূরে ওটা আপনা থেকে থেমে গেল।

কয়েকটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল। একটা দীর্ঘশ্বাস। তারপরেই ভারি কিছু একটা গড়িয়ে পড়ার স্পষ্ট আওয়াজ।

হেলেন আগের থেকে আরো সবলে আঁকড়ে ধরল দুহাতে আমাকে।

ওকে আমার পেছনে ঠেলে দিয়ে, এক হতে রিভলভার ধরে অন্য হাতে টর্চের আলো ফেললাম লিফটের জাফরির ঠিক ওপরে। হেলেন অস্ফুট আর্তনাদেঝাঁকিয়ে উঠল।

লিফটের সিঁড়ির কাছটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কম্পমান হাতে টর্চ ধরে আমি এক পা এগিয়ে লিফটের ভেতরে উঁকি দিলাম।

দারোয়ানটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দণ্ডায়মান। চশমাটা ঝুলে পড়েছে তার স্থান অর্থাৎ কান থেকে। সারা মুখে রক্তে মাখামাখি। নিষ্প্রাণ দুটো চোখ। আমি আর এক পা এগোতেই সেজাফরির ওপর মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল।

বহুদূর থেকে হঠাৎ নিস্তব্ধ রাত্রির বুক ভেদ করে পুলিশ সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল আমাদেরও এই কানে।

৩.

কে ও? চাপা উত্তেজনায় হেলেনের গলা থরথর করে কাঁপছে। ঐ অবস্থায় সে আমার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

নাও, টর্চটা ধরো।

টর্চটা ওর হাতে দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে হাতে জড়িয়ে নিলাম। তারপর জাফরি লাগানো দরজাটা আলতো করে খুলে ঝুঁকে পড়ে দারোয়ানের অসাড় দেহটা চিৎ করে উল্টে দিলাম।কঁধ আর গলা ভেদ করে ঢুকে গেছেছুরির ফলা। কোন দরকার ছিল না, অকারণেই চোখের পাতা টেনে একবার দেখে নিলাম। লোকটা মৃত।

পুলিশের সেই অতি বিখ্যাত সাইরেনের শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। হেলেন আমার হাত খামচে ধরে বলল, ওপরে চল। গলি দিয়ে বেরোতে গেলে ওদের সামনাসামনি পড়ে যাব।

নীচে সদর দরজার ওপর দুমদাম করে আওয়াজ হচ্ছিল। আমরা দুজন পড়িমরি করে সিঁড়ি ভেঙে তরতর করে ওপরে উঠতে লাগলাম।

আমরা ওপরে পা রাখার অগেই পুলিশ অন্দর মহলে ঢুকে পড়ল। হেলেন ক্ষিপ্রহস্তে অবতরণ পথের দরজায় লাগানো খিলটা খুলে বলে উঠল, রাস্তাটা ঠিক কোথায় গেছে জানা আছে তোমার?

সেটা এক্ষুণি না হয় জানা যাবে। কিন্তু খিলটা আমরা পেছন থেকে লাগাতে পারবনা। ওরা তখন সহজেই বুঝে যাবে আমরা কোন পথে পালিয়েছি।

ওর পেছনে পেছনে ভেতরে ঢুকতেই নীচ থেকে একজনের কণ্ঠস্বর কানে এল–ওপরে কেউ আছে?

দরজাটা তাড়াতাড়ি করে আটকে দিলাম। অবতরণ পথটা একবার চোখ বুলিয়ে বুঝে গেলাম, ওটা গলি পথে গিয়ে মিশেছে। বাড়ির সামনে দাঁড়ান একজন পুলিশও নজরে এল। রাস্তায় পাহারা বসে গেছে। বললাম; এখান দিয়ে নামা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। হেলেন একটা জায়গার দিকে আঙুল তুলে আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করল। ওখান দিয়ে আমরা যেতে পারি। কষ্ট করে একটু লাফাতে হবে, কিন্তু অসম্ভব হবে না। কুড়ি ফুট নীচে রয়েছে আর একটা ছাত। সম্ভবতঃ ওটাই সেই চীনে রেস্তোরাঁ, যেটা আমি সন্ধ্যার সময় দেখেছিলাম।

পা যদি ভেঙে যায়!

ঠিক মতো লাফাতে পারলে ভেঙে যাবার ক্ষীণ আশাও নেই, বলেই ছাতের ওপর বসে পড়ে, পয়োনালীর খাজে হাত রেখে, নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখে সুন্দর ভঙ্গিমায় নিজের দেহটাকে নীচের দিকে ছেড়ে দেয় হেলেন। ছাতে পড়ে পলকের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাতছানি দিয়ে ফিসফিস করে ওঠে, খুব সোজা, নেমে এসো!

নিজের মনে অশ্লিল বুলি আওড়াতে আওড়াতে আমি ছাতের ধারে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম। ওর থেকে আমার দেহের ভার যথেষ্ট বেশী।বুঝতে আমার এতটুকু অসুবিধা হচ্ছিল না যে আমার গোড়ালির হাড়টা ভাঙনের পথে। যথাসম্ভব আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভবপর ছিল ঠিক সেই ভাবে ওর মতো করে দেহটা নীচে নামিয়ে হাত ছেড়ে দিলাম। নীচে পড়ার পর মুহূর্তের জন্য হলেও মনে হল, আমার চলমান নিঃশ্বাস বোধহয় থেমে গেল। হতভম্ব হয়ে নীরবে বসে রইলাম কিছুক্ষণ, তারপর হেলেন হাত ধরে টানতে সম্বিত ফিরে এল, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম।

এভাবে কেউ লাফায়? কপট ধমক দিল হেলেন। লেগেছে?

শিরদাঁড়া আর দুটো ঠ্যাঙ বোধহয় আর আস্ত নেই, গুড়ো গুড়ো হয়ে গেছে,দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথাগুলো বলে ফেলি। তবে তোমার চিন্তার কিছু নেই।

অবশ্য একথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। হেলেনের মনে আমাকে নিয়ে আদৌ চিন্তা ছিল না। ছাদের রোদ শার্শিটা ও ততক্ষণে নিজের ক্ষমতা বলে খুলে ফেলেছে।

দারুণ গন্ধ বেরোচ্ছে!সজোরে নাক টেনে মুচকি হাসি হাসল ও। তারপরেই চোখের নিমেষে রোদ শার্শিতে পা গলিয়ে ঝুপ করে ভেতরে নেমে গেল।

আমি ওকে অনুসরণ করলাম।

অন্ধকারাচ্ছন্ন এক দালানে এসে পড়লাম আমরা দুজনে। সামনে একসারি সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। রেলিঙে ঝুঁকে দেখি বাড়িটা দুতলা, নীচে ওয়েটাররা ট্রে হাতে ঘোরাফেরা করছে।

এখান দিয়ে নামা যাবে না, ওরা ঠিক বুঝে যাবে আমরা ওপর থেকে এসেছি,আমি বলে উঠলাম।

ওরা বুঝতেই পারবেনা। সিঁড়ির মুখে এগিয়ে যায় হেলেন। ওরা এখন ওদের কাজে ভীষণ ব্যস্ত। চলে এসো।

দ্রুত পদক্ষেপে নেমে পৌঁছে গেলাম চাতালে। মহিলা লেখা এক দরজা ইঙ্গিতে দেখিয়ে হেলেন বলল, বাথরুম থেকে টুপিটার একটা গতি করে আমি আসছি। তুমি ততক্ষণেনীচের একটা টেবিলে গিয়ে বসে পড়।

আমাকে কিছু বলার অবকাশ পর্যন্ত না দিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল ও।

গরাদস্তম্ভ ধরে নীচের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে চাতালটা জনশূন্য হতেই তরতর করে নীচে নেমে গেলাম। রেস্তোরাঁর চাতাল ছাড়িয়ে আরও খান দশেক সিঁড়ি অতিক্রম করে যাবার পর সেখান থেকে ধীরে সুস্থে আবার ওপরেই উঠে এলাম, দেখে সকলেই এই ভাববে যে সবেমাত্র রেস্তোরাঁয় ঢুকছি।

চাতালে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে রেস্তোরাঁর দরজার পর্দার আড়াল থেকে উর্দি পরা একজন সজ্জন ব্যক্তি বেরিয়ে এসে আমায় ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল, আপনার টেবিল কী রিজার্ভ করা আছে স্যার?

না। কেন, তার কোন প্রয়োজন আছে নাকি?

না না, ঠিক আছে। আজ বহু টেবিল ফাঁকা।ভুরু কুঁচকে তাকাল সে। পাশের বাড়িতে কোন গণ্ডগোল হয়েছে নাকি? সাইরেনের শব্দ শুনলাম!

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাই, তারপর গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়ে এনে জবাব দিই, গোটা দুই পুলিসেরও দর্শন পেয়েছি। কিসের ঝামেলা বলা সম্ভব নয়। যতদূর মনেহয় চুরির ব্যাপার, কোথাও চুরি করতে গিয়ে কেউ ধরা পড়েছে বোধ হয়।

হেলেন এসে দাঁড়াল। দুহাত পকেটে গোঁজা, মুখ জুড়ে বিরক্তির চিহ্ন। টুপি না থাকায় ওর চুলগুলো মাথার দুপাশ থেকে নেমে এসে মুখের সৌন্দর্য আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

দুজন স্যার? হেলেনের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল আগন্তুক।

হ্যাঁ। আমাদের ছছেলেমেয়ে আর কুকুরটাকে বাইরে রেখে এসেছি।

অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি বার দুই চোখ পিটপিট করল, তারপর হেলেনের দিকে আর একবার তাকিয়ে আমাদের রেস্তোরাঁর মধ্যে নিয়ে চলল।

কীসব আবোল-তাবোল বকছো? হাঁটতে হাঁটতে চাপা গলায় হেলেনের ধমক আমাকে শুনতে হল।

সন্দেহ এড়াতে গেলে এরকম ঘরোয়া প্রসঙ্গ অনেক সময় কার্যকরী হয়ে ওঠে। হাসতে হাসতেই নীচু গলায় জবাব দিলাম।

রেস্তোরাঁটা যেমন বিরাট তেমনই জাঁকজমকপূর্ণ। এক চিকের দেওয়ালে অতিকায় এক ড্রাগনের চিত্র।আমরাঢুকতেই ভেতরে বসেথাকাকিছুঅচেনামুখমুখ তুলে তাকাল।সবার লক্ষ্যের সীমা অবশ্যই হেলেন, আমাকে কেউ ভুল করেও পাত্তা দিচ্ছিল না। কোনের দিকের একটা টেবিল বেছে নিয়ে আমরা বসে পড়লাম। খাবারের অর্ডার দিয়ে হেলেনকে শুধু চাপা গলায় বলি, এভাবে পালানো বোধহয় উচিত হলো না। যে কোন মুহূর্তে আমরা ঝামেলায় ফেঁসে যেতে পারি।

ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়াল হেলেন। মোটেও নয়। বরং ওখানে থাকলেই আমরা আরও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তাম।

পুলিশকে নিশ্চয়ই কেউ সংবাদ দিয়েছিল। কী মনে হয়, আমাদের পেছনে কোন টিকটিকি লক্ষ্য রাখছে?

ঠোঁট উল্টিয়ে কাধ বেঁকালো ও, দেখতেও পারে। আমরা না হয় এখানে কিছুক্ষণ থাকার পর বেরোব। কেউ যদি আমাদের বর্ণনা ওদের কাছে দিয়ে থাকে...।

ঠিকই বলেছে।

ওয়েটারের আগমন ঘটল,তার হাতে ধরা আমাদের ভোজন সামগ্রী। সে চলে যেতে হেলেন বলল, তুমি কি জানো, লোকটা আর বেঁচে নেই?

তাতে সন্দেহের কোন ব্যাপার নেই। ওর গলার শিরা দু-ফালা করা। কিন্তু ও লিফটের ভেতর ঢুকলো কী করে?

বোধহয় অন্তিম প্রচেষ্টায় একটা ফোন করতে অগ্রসর হচ্ছিল। ওর ঘরে ফোন নেই।

তুমি কী মনে কর, ওর মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের ডেনির কোন সম্পর্ক আছে?

হেলেন নিজের মনে বকে যাচ্ছিল, তার কথায় কর্ণপাত করার মতো মানসিকতা তখন ছিল না। কারণ তখন আমার দৃষ্টি আটকে গেছে ঘরের অপর প্রান্তে দাঁড়ান একজন ব্যক্তির ওপর। মুজিমোক্কার মতো লম্বা পেশীবহুল চেহারা। ফোলা ফোলা লোমশ ভুরু জোড়া-নাকের ওপরে একসঙ্গে মিলে গেছে। রোদে-তপ্ত মুখ গম্ভীর,থমথমে, ভাবলেশহীন।পরনেনীল সাদা ডোরাকাটা কোট আর হালকা বাদামী রঙের পালুন। হাতে ধরা টুপি, পিঙ্গল বর্ণের।

সহসা রেস্তোরাঁর জানালা দিয়ে সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল। আমাদের আশে পাশের কয়েকজন আসন ছেড়ে এক ছুটে জানলার কাছে চলে গেল ব্যাপারটা দেখতে, কৌতূহল চরিতার্থের জন্য। এক্ষুণি দেখার চেষ্টা করোনা,আমি হেলেনকে বললাম। আমাদের ডোরাকাটা কোর্ট পরা ব্যক্তিটিও এখানে উপস্থিত। মূর্তিমান বেরোবার জন্য উদগ্রীব। আমি ওকে অনুসরণ করছি। তোমার সঙ্গে হোটেলে দেখা হবে।

হেলেন গাড়ির চাবিটা লুকিয়ে আমার হাতে তুলে দিল।তোমার গাড়ি কাজে লাগতে পারে। আমি না হয় ট্যাক্সিতে ফিরব।

ডোরাকাটা কোটকে দরজার দিকে এগোতে দেখে আমি দ্রুত বেগে এগিয়ে গেলাম কাউন্টারের দিকে। পাঁচ ডলারের একটা নোট রেখে বললাম, আমি বাইরের ঝামেলার আবহাওয়াটা একবার দেখতে যাচ্ছি। যা ফিরবে ঐ মহিলাকে দিয়ে দেবেন।

ঠিক আছে, স্যার।

বারান্দায় এসে দেখি, ডোরাকাটা কোর্ট বাইরে বেরিয়ে পুলিস পরিবেষ্টিত ঘেরা বাড়িটার উল্টো দিক বরাবর হাঁটতে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় এসেদাঁড়ালাম। লোকটা চলার গতিবেগ এতোই বাড়িয়ে দিয়েছিল যে চক্ষের নিমেষে মিশমিশে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

পাশের বাড়িটার সামনে তিনটে পুলিশের গাড়ি আর একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে। প্রবেশের পথে বেশ কিছু স্থানীয় লোকের ভিড়। পুলিস হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ভিড় সামলাতে। আমাদের প্রতি নজর দেবার অবকাশ পর্যন্ত তাদের ছিলনা।

আমার গাড়ি বরাবর সেই ব্যক্তিটি গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। তড়িঘড়ি করে আমি তার নাগাল পাবার জন্য তাকে অনুসরণ করলাম।

পথ চলতে চলতে বেশ কিছু প্রশ্ন আমার মনে জট পাকাতে লাগল। রেস্তোরাঁতে ঐ ব্যক্তির হঠাৎ করে আগমন ঘটল কেন?

ডেনির দপ্তরের দরজা ভেঙে ঢোকা আর দরোয়ানকে হত্যা করার পিছনেও কী ওর কীর্তি? আবার এমন হওয়ায় অস্বাভাবিক নয় যে বাড়িতে আমাদের দেখামাত্রই রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ে সে পুলিশকে ফোন করে এই সংবাদ জানিয়ে দিয়েছে। যদিও সবটাই আমার অনুমান, তবুও..

কিন্তু গলির মধ্যে উদয় হওয়া সেই মেয়েটাই বা কে? খুনের সঙ্গে ওরও কী যোগসাযোগ আছে?

ডোরাকাটা কোট গাড়ি রাখার ঘেরা টোপে প্রবেশপথের সামনে দাঁড়িয়ে থমকে গিয়ে পেছন ফিরে তাকাল। চকিতে আমি পাশের একটা দেওয়ালের সঙ্গে গা সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি নিশ্চিত যে সে আমায় দেখতে পায়নি। বিরাট মাপের ফটকটা পেরিয়ে সে ভেতরে ঢুকে গেল। আমি নিঃশব্দে লম্বা লম্বা পা ফেলে ফটকের মুখে পৌঁছে গেলাম।

লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না বটে তবে আমি জানি সে ভেতরেই আছে। বিরাট উঁচু দেওয়ালের পাঁচিল। সহজে টপকানো সম্ভব নয়। চেষ্টা করলে আমার কান সেই শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে ভুল করত না। হয় সে নিজের গাড়ির অনুসন্ধানে ব্যস্ত আর নয়তো

আমি অনুসরণ করছি বুঝতে পেরে নিজেকে আড়াল করে ঘাপটি মেরে কোথাও অপেক্ষা করছে আমার পরবর্তী কার্যকলাপ দেখার প্রত্যাশাকে বুকে নিয়ে।

লোকটা যদি এই মাত্র একটা খুন করে নিজের হাত রাঙিয়ে থাকে তাহলে আর একটা প্রাণ নিতেও তার হাত কাঁপবেনা। মনের মধ্যে অজানা এক অস্বস্তি দেখা দিল রিভালভারটা খাপ থেকে বার করে, পকেটে ঢুকিয়ে আরো কয়েক মিনিট অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর সজাগ দৃষ্টি ভেতরে রেখে দেওয়াল ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। মাঝখানে কম করেও ছটা গাড়ি পরপর সার সার করে দাঁড় করানো। কিন্তু কোনটাতেই জন মানবের নড়াচড়ার চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। পায়ে পায়ে এক একটা গাড়ির সামনে এগিয়ে ভেতরগুলো ভালোভাবে চোখ বুলিয়ে নিলাম।

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে চললো এই বিচিত্র খেলা।আমিতখন দস্তুর মত ঘামঝরিয়ে চলেছি। সহসা একটা গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে ভেতরে ঢুকল। চকিতে ডাইনে বাঁয়ে একবার দেখে নিয়ে সটান খালি মাটিতে নিজেকে গড়িয়ে দিলাম। কোথাও ভোরাকাটা-কোটের পাত্তা পর্যন্ত নেই।

গাড়িটা থেমে যাবার পর হেডলাইটটা আপনা থেকেই নিভে গেল। একজন পুরুষ আর একজন মহিলা গাড়ি থেকে নেমে হনহন করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মেয়েটার উত্তেজনা পূর্ণ গলা কানে আসছিল?

শেষ পর্যন্ত ফোর্থ স্ট্রীটে খুন হলো! তুমি কি বলল, মৃতদেহটা আমরা দেখতে পাব?

চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি তো নেই। মেয়েটার হাত ধরে দৌড় লাগাল লোকটা।

ওরা বাইরে চলে যেতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। ডোরাকাটা-কোট আমার মতো লোককেও বোকা বানিয়েছে। আমার কানকে ফাঁকি দিয়ে দেওয়াল টপকে পালিয়েছে।

ইস, হেলেন যখন একথা শুনবে সে আমার সম্বন্ধে কী ভাববে? আমার মতো ধুরন্ধর বিচক্ষণ এক গোয়েন্দার হাত থেকে লোকটা পালাল, একথা ওকে বলবই বা কোন মুখে।

নিজের উদ্দেশ্যে খিস্তি আওড়াতে আওড়াতে মাঝে দাঁড় করানো গাড়ি গুলোর পাশ দিয়ে প্রবেশদ্বারের দিকে আমি হেঁটে চললাম।

তৃতীয় গাড়িটা অতিক্রম করতেই একটা হালকা শিসের শব্দে আমার কান সজাগ হয়ে উঠল। থমকে গেলাম, দেওয়ালে যেন মুখ ঠুকে যাচ্ছিল। তারপর রুদ্ধশ্বাসে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে দেখার বৃথা চেষ্টায় লেগে গেলাম। যে কোন তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সম্পন্ন বন্দুকধারীর কাছে আমি এখন চমৎকার এক নিশানা।

মাটিতে বসে পড়ব পড়ব ভাবছি, এমন সময় পেছন থেকে মৃদু খখস্ আওয়াজ হল। রিভলভার রাখা পকেটে হাত ঢুকিয়ে চকিতে আমি সেদিকেই ঘুরে দাঁড়ালাম।

চওড়া কাঁধওয়ালা এক ব্যক্তি আমার সামনে সশরীরে দাঁড়িয়ে। আচমকা এক প্রচণ্ড ঘুষি বুকের ওপর আছড়ে পড়তে আমি বেসামাল হয়ে গেলাম। আগ্নেয় অস্ত্র হিসেবে রিভালভারটা বার করতে উদ্যত হতেই আরো একটা শক্তিশালী ঘুষি চোয়ালে আঘাত হানতেই আমার এই দেহ ধরাশায়ী হয়ে মাটির বুকে আশ্রয় নিল।

চোখের সামনে একঝাক তারা আর রঙ-বেরঙের আলোর রশনাই দেখতে দেখতে জ্ঞান হারালাম আমি।

হোটেলে ফিরে দেখি, হেলেন শোবার ঘরে পায়চারি করছে। আমার বিধ্বস্ত মুখের দশা আর ধূলো মাখা মলিন পোষাকের দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে দৌড়ে এল ও।

কী হয়েছে, স্টিভ? খুব লেগেছে তোমার?

কোনরকমে বাঁকা ঠোঁটে হাসলাম। এই অবস্থায় এর থেকে বেশি হাসির ক্ষমতা আমার আসছিল না। না, তেমন কিছু নয়, বিছানায় বসতে, বসতে জবাব দিলাম।

স্কচের বোতলটা দাও দেখি।

ক্ষিপ্র হাতে একটা গেলাসে স্কচ ঢেলে আমার পাশে এসে ও বসল।

বুঝতে পারছি লোকটাকে ধরতে তোমার ক্ষমতায় কুলোয়নি। গেলাস হাতে একটা লম্বা চুমুক দেবার পর সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললাম ওকে।–এই হল ব্যাপার। লোকটা আমার পকেট ভাণ্ডারে থাকা জিনিসগুলো লণ্ডভণ্ড করে কেটে পড়েছে।

কি কি ছিল তোমার ঐ ব্যাগে?

কি ছিল না তাই বলো? আমার পরিচয়পত্র, ফ্যান'শর ঠিকানা, আমার গোয়ন্দা লাইসেন্স আর যে সমস্ত উপায়ে মৃত্যু হলে গেলার্টের পলিসি থেকে টাকা দাবি করা যাবে না তার একটা লিস্ট। অর্থাৎ এক কথায় ধরতে গেলে সব কিছু। ঐ অজ্ঞাত নামা লোকটি যদি ডেনির চেনা হয়, তাহলে আমি এখানেই শেষ।

কী আর করবে বলল, হেলেন ছোট্ট করে গালে একটা চুমু খেল আমার। এরকম ঘটলে তুমি কেন, যে কোন লোকই ফেঁসে যেত। অনর্থক নিজের ঘাড়ে দোষের বোঝা চাপিও না।

তুমি তো বলেই খালাস। আর এ কথাটা যদি একবার ম্যাডক্সের কানে কোন ভাবে পৌঁছে যায়? তক্ষুণি সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। যাক, অনেক হয়েছে, এবার শুধু ঘুম। গেলার্ট কেসটা নিয়ে আজ যথেষ্ট মাতামাতি হয়েছে।

পোষাক আলমারি থেকে আমার পায়জামা বের করে হেলেনবলল, তুমি চলে যেতেই ভিড়ের মধ্যে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। বোকার মতন এদিক-ওদিক উদভ্রান্তের মতো ঘুরে শেষে ক্যাবলা সেজে একটা পুলিশের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলাম। তার কাছ থেকেই শুনলাম, চারতলায় এক হীরের দালালের অফিসের সেফ খোলার প্রচেষ্টা হয়েছিল। সফল হয়নি। কারণ চোরটা একেবারেই আনাড়ি। সবে হাতখড়ি হয়েছে বোধহয়। কয়েকটা আঁচড় কাটা ছাড়া সেটার কোন ক্ষতি করতে পারেনি।পুলিশটার মতে, থ্যাসন–মানেদারোয়ানটা,শব্দ শুনে দেখতে গিয়ে চোরের হাতে ছুরির আঘাতে বেঘোরে প্রাণ হারায়।

ডেনি সম্বন্ধে কিছু শুনলে। মাথা নাড়ে হেলেন। নাঃ! তবে পুলিশ এই সিদ্ধান্তে অনড় যে, হীরেগুলো চুরির মতলবেই লোকটার এখানে আগমন।

তাই যদি হয়ে থাকে, তবে দারোয়ানটার খুন হবার সঙ্গে ডেনির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এখনও জোর দিয়ে একথা বলা সম্ভব হচ্ছেনা যে, ঘটনাটা যখন ঘটে ঐ সময় ডোরাকাটা কোট বাড়িতে ছিল কিনা বা এই খুনটা তার দ্বারাই হয়েছে কিনা। তবে তিনদিন ধরে ডেনির খোঁজ নিয়ে যাচ্ছিল, তার ওপর ঐ অঘটনের সময়েও আমরা স্বচক্ষে তাকে রেস্তোরাঁতে খেতে দেখেছি, তাই সব দেখে-শুনে সমগ্র পরিস্থিতি তাকেই খুনি বলে ইঙ্গিত করছে–অবশ্য তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আমাদের হাতে বর্তমানে নেই। আর আছে সন্দেহের এক মুখ জয় সেন্ট মাখা সেই মেয়েটা। তারই বা এখানে কোন ভূমিকা ছিল কি?

আমার কথা বলার ফাঁকেই কোন এক সময় হেলেন পোষাক খুলে নাইটিটা পরে নিয়েছিল। ওর পরনের পোষাক খোলার অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতা আমাকে সব সময়েই বিবশ করে দেয়।

ও স্নানঘর থেকে বেরোবার পর বললাম, বুঝলে হেলেন, এই গেলার্ট মেয়েটাকে আমাদের যে কোন উপায়েই হোক সন্ধান করে বার করতে হবে। থিয়েটারের ছোটখাটো এজেন্টদের কাছে গেলে হয়তোওর খোঁজ মিললেও মিলতে পারে। এর চাইতে আর কোন উন্নত মানেরমতলব দিতে পার?

হ্যাঁ। এক লাফে তড়াক করে বিছানার ওপর উঠে বসল ও।

আসুন মিঃ হারমাস, আপাততঃ গোয়েন্দাগিরি ভুলে একটু ঘুমিয়ে নিই আমরা। দুটো যে কখন বেজে গেছে সে খেয়াল আপনার আছে?

তাহলে শুনুন মিসেস হারমাস, বুক ফুলিয়ে বলে উঠি, একজন গোয়েন্দার ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করার প্রবণতা নেই বা থাকা উচিত নয়। দিনে রাতে প্রত্যেকটি ঘন্টাই তার নিকট যথেষ্ট মূল্যবান।

থাক থাক, ওসব এখন ভোলা থাক। এখন বিছানায় এসে তো একটু গড়িয়ে নিই..

পরের দিন প্রাতঃরাশের পর টেলিফোন-পঞ্জী দেখে দেখে আমি আর হেলেন শহরের বিভিন্ন থিয়েটারের এজেন্টদের নামের তালিকা বানিয়ে ফেললাম।

কাজটা যখন শেষ হল, তাকিয়ে দেখি তালিকাটি লম্বায় আমার হাতকেও ছাড়িয়ে গেছে।

তালিকায় লেখা এত জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে করতে তো আমাদের নাতি-নাতনি হয়ে যাবে, বিরক্ত কণ্ঠেই আমি বলে উঠলাম।

কে বলতে পারে আমাদের ভাগ্যে প্রথম বারেই শিকে ছিঁড়ে যাবে না? হেলেন আশ্বাসের সুরে বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল আমায়। লিস্টটা মাঝখান থেকে অর্ধেক করে ছিঁড়ে নাও। অর্ধেকটা নিয়ে তুমি কাজ করো, বাকিটার বোঝা আমি আমার কাঁধে তুলে নিচ্ছি।

সত্যি খুব ভালো বুদ্ধি দিয়েছে তো

আচ্ছা, আমারটা দাও দেখি। কাজে নেমে পড়া যাক। একটার সময় খাবার টেবিলে আবার দেখা হচ্ছে। খেতে আসবে তো এখানে?

হ্যাঁ, যেখানে যেখানে এজেন্টের দর্শন পাবে, সেইসব জায়গায় বেশি করে মনোযোগ দিও।বড় কোন জায়গায় এ মেয়েটার সন্ধান পাওয়া যাবে বলে তো মনে হচ্ছে না। সাবধানে থেকো কিন্তু।

তালিকাটা পকেটে পুরে আমি নিজের উদ্দেশ্যে পথে নামলাম।

এ কাজটায় যদিও আমার মনের দিক থেকে কোন সাড়া পাচ্ছিলাম না, কিন্তু আমি জানি ধৈর্য ধরে কাজ করতে পারলে কাজে সফলতা আসবে।

প্রায় দু-ঘণ্টা ক্রমাগত সিঁড়ি ভেঙে ওঠানামা আর এ-অফিস ও-অফিসে দৌড়াদৌড়ি করার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, আজ বিধাতা আমার ওপর একেবারেই প্রসন্ন নন। ইতিমধ্যে দশটা এজেন্সী অফিসে আমার খোঁজ করা হয়ে গেছে। সুসান গেলার্টের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সবজায়গা থেকে বার বার একটা উত্তর-ই পেয়েছিলামই কোনদিন শুনিনি মশাই। আর ব্র্যাড ডেনির কথা তো না হয় ছেড়েই দিলাম। তাকে কেউ চেনেও না আর চেনবার কোন ইচ্ছাও তাদের নেই।

একেই এতো গরম, তার ওপর অনবরত হাঁটাহাঁটি করতে করতে আমি কাহিল হয়ে পড়েছি। তাই বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ স্থির করলাম, পা দুটোকে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম দিতে কফি হলে মন্দ হয় না।

এ রাস্তায় এজেন্ট ছিল কমপক্ষে বাইশ, আর সকলেরই দপ্তর বাড়ির একেবারে ওপর তলায়, লিফটের কোথাও কোন বন্দোবস্তও নেই। ভেবে দেখলাম, যে বৃদ্ধ ওয়েটারটি আমায় কফি দিয়ে গেল তার কাছে খোঁজ নিলে সে কিছু জানলেও জানতে পারে।

রুমালে মুখ আর ঘাড়েরঝড়ে পড়া ঘাম মুছতে মুছতে ধীরসুস্থেকথাটা পাড়লাম, বুঝলে, আমি একটা মেয়ের খোঁজ করছি। স্টেজে শোকরা তার পেশা।নাম সুসান গেলার্ট। চেনোনাকি তাকে?

সুসান গেলার্ট? ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। না, কোরিন গেলার্টের নাম শুনেছি, সুসান নয়। ওর আপন বোন নয়তো? কোরিন গেলার্টের একজন বোন আছে, শুনেছিলাম?

কোরিন গেলার্ট আবার কে?

তিনখানা দাঁত আর অনেকটা মাড়ি বের করে বৃদ্ধ হাসল।

বয়েস কালে ও একটা জিনিস ছিল বটে, স্যার। নিত্যই তার পদধূলি এখানে পড়ত। ভীষণ বেপরোয়া স্বভাবের মেয়ে এই কোরিন।

বেপরোয়া! মানে?

দুনিয়ায় কাউকে সে মানতো না। ছ-সাত বছর আগে এখানকার কী হোল ক্লাবে নিজেকে উন্মুক্ত করে সকলের সামনে নৃত্য পরিবেশন করত। একদিন হল কি একরাতে সে

নেশায় বুঁদ হয়ে ঐ অবস্থাতেই রাস্তায় চলে গিয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে, ওরই জানাশুনো এক পুলিশ তাকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে আসে। ওঃ, মেয়ে ছিল বটে একখানা!

এখন সে কোথায় আছে জানো?

না স্যার। তিন বছরের বেশি হয়ে গেল তাকে আমি আর দেখিনি। শুনেছি বিয়ে-সাদি করেছে। তবে এটুকু বলতে পারি, ঐ ব্যবসার সঙ্গে সে আর জড়িত নেই, ওখানে থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছে।

আচ্ছা ব্র্যাড ডেনি বলে কারুর নাম শুনেছো? সে যতদূর সম্ভব থিয়েটারের একজন এজেন্ট।

নাঃ! বিষণ্ণতায় ডুবে গিয়ে শুধু মাথা নাড়ে বৃদ্ধ। রাস্তার ওপারে মমি-ফিলিপসের দোকানে বরং চলে যান। তার নিকট এ লাইনের সকলের ছবি পেয়ে যাবেন। ও হয়তো আপনাকে কিছু খবর দিতে পারবে বা আপনার কাজে আসবে।

বাঃ, চমৎকার মতলবটা আপনা থেকেই ধরা দিল! কফির দাম মিটিয়ে আর বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আবার রোদ ঝরা দুপুরে নেমে পড়লাম।

রাস্তাটা পার হতেই ছোট্ট স্টুডিওটা চোখে পড়ল। কাঁচের জানালার ওপর সব থেকে বেশি ছবি আটকান। ছোট্ট সাইন বোর্ডটায় আবছা অক্ষরে লেখা?

এম ফিলিপিস, ফটোগ্রাফার, স্থাপিত ১৮৯৭।

দরজা ঠেলে ভেতরে পা রাখলাম। সামনেই কাউন্টার।

চারটে বড় বড় বোর্ডের ওপর বেশ কিছু ছবি পিন দিয়ে আটকানো। দরজা ঠেলার সঙ্গে সঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক ঘন্টি তীক্ষ্ণভাবে বেজে উঠছিল, কিন্তু কারও দর্শন পেলাম না।

ছবিগুলো দেখতে দেখতে পেছনে হঠাৎ কাশির শব্দ কানে যেতেই ঘুরে দাঁড়ালাম।

দীর্ঘকায়, বিষণ্ণ রূপের শ্বেত শুভ্র কেশের এক নিগ্রো কাউন্টারের পেছন থেকে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

গুডমর্নিং স্যার। বলুন?

আমি আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসলাম।পোষা একটা কুকুরের সামনে তুড়ি মারলে যা হয়,এখানের প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি হল ঠিক সেরকম। বৃদ্ধ তার সাদা ঝকঝকে বড় বড় দাঁতের পাটি এই সুযোগে বার করে দেখিয়ে নিল। নিজের পরিচয়পত্রটা কাউন্টারের ওপর রেখে বললাম, আমি আপনার কাছ থেকে কিছু সংবাদ সংগ্রহের জন্য এসেছিলাম।

কার্ডটা নেড়ে চেড়ে দেখে নিয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তির মতো মাথা নাড়ল সে। ই, বুঝেছি। আপনার কোম্পানির নাম আমি জানি, মিঃ হারমাস। আমার ছেলে ওখানেই ইনসিওর করিয়েছে।

ও, তাই নাকি!হাসি অক্ষত রেখেই জবাব দিলাম, তাহলে একদিকে তো ভালোই হল। আমি এক মহিলার বিষয়ে খোঁজ নিতে এসেছি, মিঃ ফিলিপস। প্রয়োজনটা আমার ইনসিওর সংক্রান্ত।

কী নাম বলুন তো?

সুসান-গেলার্ট, তার এজেন্টের নাম ব্র্যাড ডেনি। এর বেশি কিছু আমার জানা নেই।

সুসান গেলার্ট? ফিলিপস ভুরু কুঁচকে তাকাল। কোরিন গেলার্টের বোন নাকি?

আমি সঠিক জানি না, মিঃ ফিলিপস, যথাসম্ভব নিরীহভাবে জবাব দিলাম আমি।

ওই-ই হবে। দুজনের মধ্যে কোরিন মেয়েটাই চালাক-চতুর ছিল।

হাড্ডিসার কপালে টোকা মারতে মারতে মাথা নাড়তে থাকে ফিলিপস। ওরা যমজ। একমাত্র চুলের রঙ ছাড়া আপনি কোনমতেই ওদের আলাদা ভাবে চিনে নিতে পারবেন না।

যমজ? সজাগ হয়ে উঠি।

হ্যাঁ, এরকম মিল সচরাচর চোখে পড়ে না। প্রভেদের মধ্যে সুসানের কেশ সোনালী আর কোরিনের কালো। একবার ওরা একসঙ্গে অভিনয় করেছিল, সুসান কালো পরচুলা পরে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। ওদের একটা ছবি আমার কাছে হয়তো আছে। দাঁড়ান দেখাচ্ছি।

বিরাট একটা ফাইল থেকে গাদা খানেক ছবি বের করে দেখতে লাগল ফিলিপস। এক একটা ছবি দেখছে আর নিজের অজান্তে নাকে হাত চলে যাচ্ছে আর গায়ের জোরে নাক রগড়ে যাচ্ছে। বুঝলাম, চোখের দৃষ্টি তেমন ভালো নয়। অধৈর্য হয়েই এদিক-ওদিক দৃষ্টি দিলাম আমি।

একসময় তার উল্লাসধ্বনি কানে এল।

অ্যাই হলো সেই ছবি। খুশিতে গদগদ হয়ে আটবারো মাপের একটা ছবি আমার দিকে এগিয়ে দিল সে, দেখেই বুঝবেন কী ধরণের অভিনয় করত ওরা।

ছবিতে এক মহিলা বিরাট মাপের এক দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছিল। একটু খুঁটিয়ে দেখতেই বুঝে গেলাম, ফ্রেমটা ফাঁকা–ভেতরে কোন আয়না নেই। প্রতিবিম্বটা আসলে ঐ যমজ বোনের, একই ভঙ্গীমায় উল্টো দিকে সে দাঁড়িয়ে। হুবহু একরকম রূপের বাহার দুজনের। পরনে ঝালর দেওয়া খাটো ঘাগরা আর টাইট কাঁচুলি, তাতে চুমকি বসানো।

পরচুলা ছাড়া সুসানের আর একটা ফটো আমার কাছে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, ফিলিপস সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, তবে দেখি, পাই কিনা।

এই সুসান মহিলাকে কোথায় গেলে দেখা মিলবে বলতে পারেন?

নাঃ, বহুকাল তাকে চোখের দেখা দেখিনি। কোরিনও বিয়ে থা করে বছর তিনেক হল কাজ ছেড়ে দিয়েছে। যতদূর জানি সে এখন বুয়েনস এয়ারস-এ আছে।

আচ্ছা, ব্র্যাড ডেনি নামে কারুর নাম আপনি এর আগে শুনেছেন?

হা হা, শুনেছি বৈকি। সেও তো এখানে বার দুই এসেছিল।

সে কোন ফটো-টটো তোলেনি এখান থেকে?

নাঃ, বিষণ্ণ-বিষাদে মাথা নাড়ে ফিলিপস।

আমার কাজকর্মের ধারা তার বোধহয় সেকেলে মনে হতো। সে কিছু ছবি কিনতেই এখানে উপস্থিত হয়েছিল।

কী রকম বলুন তো লোকটা?

বেশ ভদ্রগোছের লোক। একদৃষ্টে অ্যালবামের দিকে চোখ রেখে পাতা ওল্টাতে থাকে ফিলিপস। নাচেও চমৎকার।

সে সুসানের এজেন্ট নাকি?

হলেও হতে পারে, আমার ঠিক জানা নেই। মাস ছয়েক আগে তার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন সে একটানৃত্যনাট্যকরছে।বয়স খুব বেশী হবেনা ছোকরার।বড়জোর মেরে কেটে তেইশ চব্বিশ।

এবার সামান্য ঝুঁকি নিয়েই প্রশ্ন করলাম, লোকটাকে আপনি বিশ্বাস করেন, মিঃ ফিলিপস?

চট করে মাথা তুলে পিটপিট চোখে আমার দিকে তাকাল ফিলিপস, বিশ্বাস মানে,...ঠিক বুঝতে পারলাম না আপনার কথাটা।

মানে, লোকটাকে দেখে আপনার সৎ বলে মনে হয়?

হ্যাঁ, বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে যায় সে। যদিও আমি তার সঙ্গে কোন কাজ করিনি, কিন্তু মিঃ ডেনিকে আমার মানুষ হিসেবে সৎ-ই মনে হয়।

মাথা নাড়া ছাড়া আমার আর কোন কৌশলও জানা ছিল না। গুডইয়ারের কথাগুলো একে একে সব মিলে যাচ্ছে। আর এই গেলার্ট বোনেরা?

ফিলিপস কিঞ্চিৎ অস্বস্তির মুখে পড়ল। সমালোচনা করা...হয়তো আমার উচিত হবে না। আর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো অনেক পরিবর্তনও ওদের হয়েছে। আসলে তারা চরিত্রের দিক থেকে একটু উজ্জ্বল প্রকৃতির ছিল বটে, তবে এ ব্যবসায় লোকেরা সাধারণতঃ এরকমই হয়ে থাকে। তাছাড়া বহুদিন তাদের আর দেখি না, তাই এর চেয়ে বাড়তি কিছু বলাও আমার উচিত নয়।

বৃদ্ধ অনেক কিছু জেনেও নিজেকে গুটিয়ে রাখল। কথাগুলো আদায়ে সহজ হবে না বলে আমি আর পীড়াপীড়ি করলাম না অহেতুক।

অবশেষে ছবিটা পাওয়া গেল। ফিলিপসের হাত থেকে ওটা নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমি ছবিটা দেখতে লাগলাম। সুসান প্রকৃত সুন্দরী। কৌতুকে ঝলমল করছে চোখের মনি, তবে ও দুটো সময়ে সময়ে চরম দুঃসাহসিক হয়ে উঠতে পারে তা একবার দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু মুখ দেখে ঘুণাক্ষরেও বোঝার উপায় নেই ও নষ্ট চরিত্রের মেয়ে।

মুখটা খুব চেনা চেনা, কোথায় যেন দেখেছি ওকে...!

দেখা শেষ হলে পর বললাম, ছবি দুটো আমাকে বিক্রি করবেন? ফিলিপস একটু অপ্রস্তুত, ইতস্ততঃ করছে দেখে পাঁচ ডলারের একটা নোট সামনে রাখলাম।

আপনি যদি এগুলো দেন, আমার কোম্পানী বড় উপকৃত হবে।

হা-হা, নিশ্চয়ই!কিন্তু, এগুলোর পরিবর্তে পাঁচ ডলার বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছেনা? এক ডলারই যথেষ্ট।

না না, ঠিক আছে, বিনয়ের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠি আমি। আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর কোনো ভাষা আমার নেই, তবু বলছি ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে, মিঃ ফিলিপস। আপনি যে খবর আমাকে শোনালেন তাতে আমার অনেক উপকার হল। আচ্ছা, কোথায় গেলে সুসান গেলার্ট বা ডেনির সঙ্গে দেখা হতে পারে বলতে পারবেন না, না?

আপনি ভদেভিল ক্লাবে একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। ফায়ার স্টোন বুলেভার্দের কাছেই ক্লাবটা। ওরা ওখানকার মেম্বার হতে পারে।

আচ্ছা..বলছে যখন, দেখি চেষ্টা করে। ধন্যবাদ। ফিলিপসের সঙ্গে করমর্দন করে, ছবিদুটো সঙ্গে নিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম...।

হোটেলের লাউঞ্জে বসে খোস মেজাজে কাগজ পড়ছিল হেলেন। ওর চোখে-মুখে ক্লান্তির কোন ছাপই নেই বরং অসম্ভব তাজা আর প্রাণবন্ত মনে হচ্ছিল ওকে। কেন জানি না ওকে দেখেই আমার মনে খটকা লাগল।

এই তো, আমাকে দেখামাত্রই মুখ থেকে কাগজটা নামিয়ে মুক্তোর মতো দাঁত বের করে হাসল ও। ক্লান্তিতে তোমার চোখ মুখ বসে গেছে। খুব ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে বোধহয়? গরমও পড়েছে বেশ, তাই রোদে আর বেরোতে মন চাইল না, থেকে গেলাম।

তার মানে তোমার কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে সকাল থেকে তুমি এভাবেই বসে? শুধু অবাকই নই সেইসঙ্গে ততধিক স্তম্ভিত। আর এদিকে আমার শালা সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে জান কয়লা হবার জোগাড়! তুমি না বলেছিলে লিস্ট দেখে দেখে অনুসন্ধানে নামবে?

নিয়েছি গো নিয়েছি, হাসতে হাসতে হেলেন আমার হাতে মৃদু চাপ দিল।

তুমি চলে যাবার পর মাথায় হঠাৎ এক উদ্ভট খেয়াল এল, ভেবে দেখলাম পা দুটোকে অনর্থক কষ্ট না দিয়ে মগজটাকে কাজে লাগানো যাক। তুমিই একবার আমায় বলেছিলে, শুধুমাত্র মাথা খাটানোর জন্যই আমাকে একাজে বহাল করা হয়েছে। কি, বলোনি?

সিক্ত রুমালটা দিয়ে মুখ মুছলাম। তুমি জানো কোথায় গেলে ওদের পাওয়া যাবে?

জানি বৈকি। ওরা এখন উইলিংটনে প্যালেস থিয়েটারে কাজ করছে।

কী করে জানলে?

খুব সহজ। আমি ভ্যারাইটিটা উল্টেপাল্টে দেখেছি। আমার মনে পড়ল, আর্টিস্টরা সাধারণতঃ তাদের পরবর্তী শোয়ের বিজ্ঞাপন ঐ পত্রিকাতেই দিয়ে থাকে। যেমনি না ভাবা অমনি কাজ। ভাগ্য জোরে পেয়েও গেলাম। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করা বাসনা ছিল, কিন্তু সম্ভব হবে না জেনে আর বৃথা চেষ্টা করিনি।

নির্বাক শ্রোতা হয়ে সব শোনার পর উঠে দাঁড়িয়ে আমি বার অভিমুখে হেঁটে চললাম।

৪.

হেলেন শুধু ওদের খোঁজ-খবর সংগ্রহ করেই হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি, উইলিংটনের একমাত্র নামকরা হোটেলে ফোন করে রাতে থাকার জন্য একটা ঘরেরও বন্দোবস্ত করে ফেলেছিল।

লস-এঞ্জেলস থেকে একশো কুড়ি মাইল দূরে একটা পল্লীগ্রাম উইলিংটন যার নাম। ওখানকার প্যালেস থিয়েটারে সন্ধ্যের শোতে যাতে উপস্থিত থাকা যায়, তার জন্য দুপুরের ভোজন শেষ করেই গাড়ি নিয়ে আমরা উইলিংটনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রাস্তায় মমি ফিলিপসের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হওয়ার শুরু থেকে একেবারে সমাপ্ত পর্যন্ত যা যা ঘটনা ঘটেছিল তার সম্পূর্ণ বিবরণ আমি হেলেনকে এক নিঃশ্বাসে বলে গেলাম।

যমজ বোন! সব শোনার পর অস্ফুট স্বরে বলে উঠল হেলেন।

এইবার ব্যাপারটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ রহস্যের সমস্ত জট এখানে বেঁধেছে। এই রহস্যের চাবিকাঠি হচ্ছে এই দুই যমজ বোন।

তুমি ব্যাপারটাকে আর কেঁচেগস করো নাতো! আমি মৃদু ধমক দিয়ে বলি, সুসানকে এখনও পর্যন্ত আমরা চোখেই দেখলাম না, আর কোরিনের বাস তো সেই সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা।

ওখানে একবার ঘুরে এলে কেমন হয়, স্টিভ? আমার বহুদিনের শখ দক্ষিণ আমেরিকা যাবার।

আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে, আপাততঃ মন দিয়ে তুমি গাড়ি চালাও আর আমাকে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দাও। সারা সকাল কেবল চরকি বাজির মতো ঘুরে চলেছি, একদণ্ড বসার সুযোগ পর্যন্ত এই পোড়া কপালে জোটেনি।

ঠিক আছে, তুমি তাহলে ঘুমোও। আমার মাথায় একটা মতলব ঘুরপাক খাচ্ছে। কাজের মতো যদি হয়, তোমাকে ঘুম থেকে তুলে না হয় বলবো।

উইলিংটন না পৌঁছন পর্যন্ত ওটা তোমার মনের মধ্যেই চেপে রাখো, এই বলেই চোখ বন্ধ করলাম আমি...।

সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই উইলিংটন পৌঁছে গেলাম। জায়গাটা যতটা গ্রাম্য আশা করেছিলাম আমরা আমাদের কল্পনায়, আসলে ততটা কিন্তু নয়। রাস্তাঘাট বেশ ভালো, বাড়িগুলোও চমৎকার। আমরা সোজা হোটেলে গিয়ে উঠলাম।

শোয়ের সময়ও প্রায় এগিয়ে এসেছে। তাই চটপট হাত-মুখ ধুয়ে সামান্য কিছু জলযোগ করে, হোটেল-আপ্যায়িকার কাছে থিয়েটার হলটার নির্দেশ দিয়ে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম।

প্যালেস থিয়েটারের দূরত্ব হোটেল থেকে খুব বেশী নয়, বড়জোর একশো গজ। গাড়ি না নিয়ে ওটুকু পথ আমরা পায়ে হেঁটেই চলে এলাম। তারপর টিকিট কেটে আমরা হলের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

প্রথমে সঙ্গীত, তারপর হাস্যকৌতুক পরিবেশনের পর আলো কমিয়ে ব্রাড ডেনির নাম ঘোষণা করা হল। সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি মুখর এক চাপা গুঞ্জনে হল ভরে গেল। দর্শকের আসনে সংখ্যা গরিষ্ঠের দিক থেকে পুরুষরা অনেক এগিয়ে, আর সকলেই একটা উদ্দেশ্যই বুকে নিয়ে এসেছে তা হল সামনাসামনি সুসানকে দেখার আকাঙ্খা। এদিক থেকে দেখতে গেলে অসন্তোষটা না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

ব্যান্ড শুরু হল, জ্বলে উঠল আলো, ঝলমলে আলোয় স্টেজের মাঝখানে নৃত্যের ভঙ্গিমায় মঞ্চে প্রবেশ ঘটল এক তরুণের। সুদর্শন চেহারা, গোরা রঙ, বলিষ্ঠ কাঁধ, মনোরম হাসি, উজ্জ্বল দুটি চোখ, সদা সতর্ক দৃষ্টি। দর্শক বৃন্দের কাছে প্রথম দর্শনে সে অবাঞ্ছিত হলেও নাচ দেখানোর পর হাততালি কুড়োল প্রচুর।

পরিশেষে দর্শকদের দিক থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে তার নাচ শেষ করল ডেনি।

করতালির শেষ শব্দটা ক্রমশঃ মিলিয়ে যাবার পথে পা বাড়ালে হাত তুলল ডেনি।

লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন...এবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে চলেছেন, প্রতিভাময়ী, দুঃসাহসী, অপরূপা এক নর্তকী–যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে আপনাদের

কাছে শতাব্দীর সব চাইতে রোমাঞ্চকর নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন।...লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান ও সুসান গেলার্ট এবং মৃত্যুচুম্বন।

ডেনি একটু পিছিয়ে দাঁড়াতেই ড্রামবাদক দুবার করতালে ঝঙ্কার তুলে ড্রামের ওপর তার– কেরামতি শুরু করে দিল। দর্শকদের তালে তালে হাততালির সঙ্গে মঞ্চে আলো কমতে কমতে এমন এক সময় উপস্থিত হল যখন নিভে গেল সব আলো।

সারা হল জুড়ে থমথমে এক নীরব নীরবতা, টুক করে একটা আলপিন মাটি স্পর্শ করলেও তার শব্দ বোধহয় শোনা যেত।

সহসা আবার আলো জ্বলে উঠল, মঞ্চের ঠিক মাঝখানে মঞ্চ আলো করে দাঁড়িয়ে আছে অপরূপা সুন্দরী এক রমনী। তার পরণে ক্ষুদ্র কটিবস্ত্র আর উর্ধাঙ্গে বুকে আর কণ্ঠে আষ্ঠে-পিষ্ঠে বেষ্টন করে ফুস্কার দিচ্ছিল ছ ফুট লম্বা এক জীবন্ত গোখরো সাপ। রমনীর নগ্নতার এর চাইতে ভাল প্রাণবন্ত বর্ণনা নিজেকে উজাড় করেও এর বেশী বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

অবিরাম ধারায় ড্রামের আওয়াজ আর দর্শক আসনে উপবিষ্ট জনসাধারণের করতালি আর চিৎকারের মধ্যে প্রায় কুড়ি সেকেন্ড কণ্ঠে লেপ্টে থাকা সাপটার লেজ এক হাতে আর অন্য হাতে ফণা ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রমনী।

দেখানোর মতোই শরীরী গঠন আর দৈহিক আকর্ষণ–এক কথায় অপূর্ব। এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একসময় সাপটা ওর দেহ পেচিয়ে ধরতে আমরা সবাই চাপা উত্তেজনা বুকে নিয়ে ঝুঁকে বসে রইলাম আসনে।

এই জঘন্য নাচে তুমি এমন মোহিত হয়ে উঠবে জানলে তোমার জন্য একটা দূরবীন নিয়ে আসতাম।

লক্ষ্মীটি দয়া করে এখন একটু চুপ করো, আমাকে দেখতে দাও।

মঞ্চের ওপর ঘুরতে থাকল সুসান। বিরাট ভুল পদক্ষেপ। ওর ভঙ্গিমা দেখে আমি বুঝতে পারলাম, নাচের দক্ষতায় আমার চাইতে ও পিছনেই থাকবে। ছন্দের কোন বালাই নেই, নিতান্তই সাধারণ। কিন্তু হলের সকলেই তার দিক থেকে চোখ সরাবার ক্ষমতা প্রায় হারিয়ে ফেলেছে।নাচের দক্ষতা ওর থাক বা না থাক তাতে ওর কিছু আশাভঙ্গ হচ্ছে না। কারণ রমনী ওর দেহ দেখিয়ে দর্শককুলকে মূককরে রেখেছে, মূক হবার মতোই ওর দেহজ গঠন। দেহখানা যে ওর চাবুক তাতে কোন সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

মৃদুভাবে ওয়ালটজ-এর সুর বেজে উঠতেই রমনীর গতি আরো বেড়ে গেল। সাপের মাথাটা তখনও সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরা। এরপর লেজটা ছেড়ে দিতে সাপটা প্রচণ্ড এক ঝাঁপটা মেরে ওর শরীর পেঁচিয়ে ধরল। এই দৃশ্যে দেখে আশেপাশের কয়েকজন মহিলা অস্ফুট-আর্তনাদ করে উঠলেন আতঙ্কে বিবস হয়ে।

নিজের মনকে এই বোঝাবার চেষ্টা করলাম, সাপটার বিষ থলি খুলে নেওয়া হয়েছে, বর্তমানে ওর দ্বারা ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে আশ্রয়দাতা ভেবে খামচে ধরলাম সীটের হাতল।

মাঝখানে নাচ থামিয়ে আবার স্থির হয়ে দাঁড়াল আমাদের নর্তকী সুসান। সাপটা ওর দেহের পাক ছেড়ে জড়িয়ে গেল তার হাত আর কণ্ঠে।

ড্রামের তালে তালে এবার হাঁটু ভেঙ্গেনীচু হতে লাগল সুসান। তারপর নিপুণ-দক্ষতায় নিজের দেহ থেকে সাপটা খুলে নিয়ে মাটিতে বসিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে পিছিয়ে এল কয়েক পা। সাপটা সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলি পাকিয়ে ফণা মেলে ধরল। সামনে ঝুলছে তার সকলকে জিভ।

বেশ কিছুক্ষণনীরবে দাঁড়িয়ে সাপটার দিকে একদৃষ্টেঅপলকনয়নে তাকিয়ে রইল ও। তারপর খুব ধীরে ধীরে তার দিকে ঝুঁকতে শুরু করে দিল।

আরে বাপ! আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলামনা, বেসামাল হয়েই বলে উঠি, ওটা যদি এখন ছোবল...।

চুপ! হেলেন ধমক দিয়ে বসে আমাকে, কিন্তু ওর গলার স্বরেই বুঝলাম ও নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি। অন্ধকার হলের মধ্যে এক মহিলার আর্তনাদ কানে এল। একজন আসন ছেড়েই লাফিয়ে উঠেছিল, পেছনের লোকেরা তার এই দশা দেখে জোরকরেতাকে তার আসনে বসিয়ে দিল।

নত হতে হতে সাপটার ভয়ঙ্কর ফণা থেকে ফুট খানেক দূরে মুখ এনে স্থির হয়ে গেল সুসান। ড্রামটাও থেমে গেল সহসা। হল বিভীষিকাময়-নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল।

সাপটাও স্থির-নিথর হয়ে আছে। উত্তেজনায় হেলেন আমার হাত খামচে ধরল। এখন আর এটা ছেলেখেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আমাদের আশেপাশের সকলেই মুমূর্ষ রোগীর মতো শ্বাস নিচ্ছে। কয়েকজন এমনভাবে গোঙানি দিয়ে উঠছে যেন এখুনি জ্ঞান হারাবার অন্তিম লগ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

আবার নড়ল সুসান। ইঞ্চি-ইঞ্চি করে সাপটার কাছে এগিয়ে আনতে লাগল তার মুখ। সাপটা তার কাটা চামচের মতো জিহ্বা ঢোকাচ্ছে আর অনর্গল বার করছে।...তফাৎ মাত্র এক ইঞ্চি। তার পরেই জিভটা চাবুকের আলতো আঘাতের মতো স্পর্শ করে গেল সুসানের নরম পাতলা-ঠোঁটে। জীবনে এরকম ভয়ঙ্কর দৃশ্য খালি চোখে দেখার সৌভাগ্য ঘটেনি। নিঃসন্দেহে এটাই ছিল নৃত্যের চরম অন্তিম মুহূর্ত, এরপরই ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে করতাল বেজে উঠল, নিভে গেল মঞ্চের আলো।

কয়েক মুহূর্ত বেশ চুপ করে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলাম আসনে হেলান দিয়ে। দশতলা সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠার দুরবস্থা আমার। সারা হল জুড়ে ভারী নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ হচ্ছিল। হঠাৎ একসময় সমস্ত নীরবতা ভঙ্গ করে করতালির শব্দ ছাপিয়ে গেল সারা হল। কেউ সিটি দিল, চিৎকার বর্ষণ করে কেউ বা অভিবাদন জানাল। থরথর করে কাঁপছে সারা প্রেক্ষাগৃহে।

আলো জ্বলে উঠল, মঞ্চে সুসান মাথা ঝুঁকিয়ে সকলের অভিনন্দন গ্রহণ করতে লাগল। তার পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পান্না সবুজের একটা আলখাল্লা। কর্পূরের মতো উধাও গোখরোটা।

প্রায় মিনিট পাঁচেক সুসান দর্শকবৃন্দের তুমুল উচ্ছ্বাসের প্রতিদানে অনবরত মাথা ঝুঁকিয়ে আর চুম্বন নিক্ষেপের পর পর্দা নেমে গেল। জ্বলে উঠল আলো। সারা হল আলোর সাজে আবার সেজে উঠল। কিছু লোক কখনও চেঁচিয়ে কখনও সিটি দিয়ে নিজেদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে যাচ্ছে।

আমার হাত আঁকড়ে ধরে হেলেন বলে উঠল, উঃ, বেরিয়ে চলো এখান থেকে। এই পরিবেশ আমার আর একটুও ভালো লাগছে না।

আমার বুকে তখনও হাতুড়ির পিটুনি হয়ে চলেছে, কুলকুল করে ঘর্মাক্ত সারা শরীর ঘামে ভিজে সপসপ করছে। কোনরকমে ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলাম। পাশ দিয়ে উত্তেজিত দর্শক উচ্চস্বরে কথা বলতে বলতে পথচলছে, উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করছেতাদের চোখ। কয়েকজনের চোখের দৃষ্টি ক্ষুধার্ত জন্তুর মতো। আমাকে কাদের মতো দেখাচ্ছিল কে জানে?

নিউইয়র্কে এরকম উত্তেজক শো কখনই সে প্রদর্শন করার অনুমতি পাবে না, হেলেন বলে উঠল।

আমারও সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পুলিশের কাছ থেকে অনুমতির কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু আমি মনে করি এখানে দোষের ভাগীদার কিন্তু দর্শকরাই। ওরা আসলে পরিবেশ তৈরী করেছিল। চলল, ওর সঙ্গে একবার কথা বলব। তোমার মন কী বলে, সাপটা নির্বিষ সাপ?

তাতে কোন সন্দেহ আছে নাকি? সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ বিষধর গোখরো সাপ নিয়ে খেলা দেখাতে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেবে?

যাক, একটা ব্যাপারে বাঁচোয়া যে আমাদের পলিসির মধ্যে সাপের কামড়ের কথাটারও উল্লেখ আছে। না হলে একটা সাপবদল করার মধ্যে কোন সাহসিকতা নেই। চলে গিয়েই দেখি মেয়েটা মুখে কী বলে।

বেশ কয়েকজন উন্মুখ দর্শক মঞ্চের দরজার সামনে তখনও ভিড় করে দাঁড়িয়ে। একজন পুলিশ তাদের ভিড় সরাবার চেষ্টায় ছিল। তার কাছে নিজের পরিচয়পত্রটা দেখিয়ে বললাম, আমি মিস গেলার্টের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

এ ব্যাপারে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলুন, এই বলে দরজা খুলে ধরল সে। আমরা তার হাতের তলা দিয়ে গলে ভেতরে প্রবেশ করলাম।

তার কাছে গিয়ে গলায় মধু ঢেলে অমায়িক সুরে বললাম, আমি মিস গেলার্টের খোঁজে এসেছিলাম। ম্যানেজার আর একজন বৃদ্ধ দারোয়ান নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছিল। আমরা ঢুকতেই দুজনের দৃষ্টি আমাদের ওপর নিবদ্ধ হল।

কাছে এসে গলায় মধু ঢেলে অমায়িক সুরে বললাম, আমি মিস গেলার্টের খোঁজে, এসেছিলাম।

ম্যানেজার মাথা নাড়ল, উনি কারুর সঙ্গে দেখা করবেন বলে আমার মনে হয় না। কার্ড আছে। আপনার?

কার্ড এগিয়ে ধরলাম। ম্যানেজার একপলক চোখ বুলিয়ে সেটা দারোয়ানের হাতে দিল। এটা মিস গোলার্টকে দেখিয়ে জেনে এসো ভদ্রলোকের সঙ্গে উনি দেখা করবেন কিনা?

দারোয়ান বেরিয়ে যেতে আমি ম্যানেজারের হাতে একটা সিগারেট দিয়ে বললাম, ওঃ, একটা শো দেখালেন বটে!

ভালো লেগেছে আপনার?মাথা জুড়ে বিস্তীর্ণ টাকের মহাশয় ম্যানেজারটির মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল।

কিন্তু দেখুন এই পৃথিবীতে এমনও কিছু উত্যক্ত হৃদয়ের লোক আছেন যারা মুখে যা আসছে তাই লিখে যাচ্ছে অম্লান বদনে। শেরিফের অফিসেও কয়েকজন ছুটেছিল। অবশ্য আখেরে কিছুই সুবিধা হয়নি। তবে আমার হলের অবস্থা দেখে মনে হয়, বেশির ভাগ লোকেরই শো মনে খুব আনন্দ দিয়েছে, তৃপ্তির হাসি মুখে নিয়ে তারা বাড়ি ফেরে। কিন্তু কার আর দায় পড়েছে আমাদের দ্বারস্থ হয়ে এই কথা বলার! সিগারেট ধরিয়ে হেলেনের দিকে তাকাল। এই হলে এর আগে এত বেশী দর্শক হয়নি। আপনার কেমন লাগল মিস?

আমি খুব একটা খুশি নই। উন্মুক্ত পোষাকে উলঙ্গ মেয়েদের উদ্দ্যম নৃত্য আমার ভালো লাগে না। তবে ডেনিকে মন্দ লাগেনি।

হ্যাঁ, সেও খারাপ নাচে না। মাথা নাড়তে নাড়তে সিগারেটে টান দেয় ম্যানেজার।

ছেলেটার ভাগ্য সত্যি ভালো মিস গেলার্টের মতো নর্তকীর সে সঙ্গ পেয়েছে। মেয়েটার ভবিষ্যৎ সত্যি উজ্জ্বল, ভবিষ্যতে আরো নাম খ্যাতি কুড়োবে।

যদি না জেলের জীবন ওর কপালে লেখা থাকে। হেলেনের কাঠ কাঠ জবাব শুনে ম্যানেজারকে ভুরু কোচকাতে দেখি। আমি পরিস্থিতিটা সামলে দিতে তাড়াতাড়ি বলে উঠি, আমি ওর জায়গায় থাকলে কখনোই সাপটার অত কাছে মুখ নিয়ে যাবার সাহস পর্যন্ত করতাম না। ওটার বিষ নেই যদিও, তবু এই ব্যাপারটা আমার ভালো লাগেনি।

মাংসালো গোছের সাদা মুখে মুহূর্তের মধ্যে অমাবস্যার কালো মেঘে ছেয়ে গেল। বিষ নেই। আপনি এতো জোর দিয়ে বলছেন কী করে?হলের বাইরে বিজ্ঞাপনটা পড়ে দেখেননি?সাপটার বিষ নেই কেউ প্রমাণ করতে পারলেই তাকে আমরা একশো ডলার পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছি। যে কেউ যে কোন সময়ে এসে ওটা পরীক্ষা করে যেতে পারে।

এখনও পর্যন্ত পরীক্ষার জন্য কেউ এগিয়ে এসেছে? হেলেন মুখ খুলেই এই প্রশ্ন ছুঁড়ল।

নিশ্চয়ই। এইতো সেদিন এক চাষী এখানে এসেছিল, সাপ বিশেষজ্ঞ রূপে নিজেকে পরিচিত করাল। সাপটা রাখা আছে একটা কাঁচের বাক্সে। তাকে দেখা মাত্রই সাপটা ভেতর থেকেই এমন ছোবল মারে যে বিষটা কাঁচের ওপরই ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকে কী এমনি ভিড় জমায় এখানে? আমি তো কিছুতেই ভেবে পাই না, আজ পর্যন্ত ওটা শোয়ের সময় ছোবল মারেনি কেন?

দারোয়ান ফিরে এল।

উনি দেখা করবেন। গমন পথের দিকে বুড়ো আঙুল বাঁকিয়ে দেখল সে।

ডানদিকের একেবারে শেষ দরজা, চলে যান।

ম্যানেজারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াতে হেলেনকে চাপা গলায় বললাম, মেয়েটার কাছে দুটো সাপ নেই তো! একটা বিষধর, অন্যটা বিষ ছাড়া?

হেলেন কথার কোন জবাব দিল না। দরজায় মৃদু টোকা দিতেই, ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে সাড়া এল, আসুন।

ভেতরে প্রবেশ করলাম আমরা। খুব সাধারণ এক সাজঘর। চেয়ারের সংখ্যা দুটো আর একটা প্রসাধনের টেবিল, আসবাব বলতে শুধু এগুলোই ঘরের শোভাবর্ধনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ঢাকা দেওয়া একটা কুলুঙ্গী আলমারির প্রয়োজন মেটাচ্ছে। মেঝে জুড়ে এক টুকরো গালচে, আর আছে জলাধার, সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ছিল জল।

প্রসাধন টেবিলের সামনে বসে সুসান গেলার্ট তোয়ালে দিয়ে জোরে চুল ঘষতেই ব্যস্ত। দেখেই বোঝা যায় এইমাত্র মাথা ধুয়েছে ও। হেলেনের পিঠে খোঁচা মারার একটা সুপ্ত বাসনা আমি আর সামলাতে পারলাম না। এতক্ষণ ধরে ও পরচুলা পরে অভিনয় করেনি একথা প্রমাণ হয়ে গেল। অর্থাৎ কোরিনই নিজের বোনের ছদ্মবেশে অভিনয় করছিল বলে যে অভিমত হেলেন কিছুক্ষণ আগে ব্যক্ত করেছিল তা ভ্রান্ত প্রমাণ হল। হেলেনকে আড়ষ্ট হয়ে কুঁকড়ে যেতে দেখে বুঝলাম, ভোয়ালে ঘষার অর্থটা ওর মগজেও ঢুকেছে।

সুসানের পরনে তখন নীল সোয়েটার আর কালো স্ন্যাক্স। প্রসাধনবিহীন থাকা সত্ত্বেও ওকে অপরূপই লাগছিল। ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে একমুখ হাসি হেসে ও তাকাল আমার দিকে। আসুন, আসুন। সত্যি অবাক হয়েছি, অবাক হবারই কথা কিন্তু।

হেলেনের দিকে দৃষ্টি পড়তে বলল, আপনি কী ওঁর স্ত্রী?

হ্যাঁ, হেলেনের উত্তর। তবে এই মুহূর্তে জেনারেল লায়বিলিটি কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব আমার ওপরেই।

ওঃ! সুসানের নীল চোখের তারা সামান্য গোলাকার হয়ে গেল। একপলক আমার কার্ডটার ওপর চোখের দেখা দেখে নিয়ে শুধু বলল, আর আপনার এখানে আগমন হয়েছে ন্যাশনাল ফিলিটি থেকে! কেন...কোন গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে নাকি?

বসুন, বসুন আপনারা। বসার জায়গাও এখানে নেই। অন্য চেয়ারটা হেলেনের উদ্দেশ্যে ঠেলে দিয়ে দেওয়ালের পাশে রাখা ট্যাঙ্কটা আমাকে দেখিয়ে দিল। কিছু মনে করবেন না, কেউ যে এখনে আসতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আমি কিছু বলার আগেই গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ব্র্যাড!...এখানে এসো তো একবার!

বাইরের দরজা খোলার শব্দ হল। পরক্ষণেই মূর্তিমান ডেনিহাজির হল। আমাদের দিকে অবাক চোখে একবার তাকিয়ে সুসানের দিকে ফিরল সে।

এহচ্ছে ব্র্যাড ডেনি,তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি হাসল সুসান। একাধারে আমার এজেন্ট আর পার্টনার। আর...এরা হলেন মিঃ অ্যান্ড মিসেস হারমাস।

মিঃ হারমাস এসেছেন ন্যাশানাল ফিডালিটি থেকে আর মিসেস হারমাস জেনারেল লায়বিলিটির প্রতিনিধি হয়ে।

মুহূর্তের জন্য থতমত খেয়ে গেল ডেনি, পরক্ষণেই দন্ত-বিকশিত করে হেসে ফেলল, আপনাদেরইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলো পরস্পরের মধ্যে ঘটকালির কাজ করে এর আগে জানতে সৌভাগ্য ঘটেনি তো!কিন্তু এতে ভেতরের গোপন খবর ফাঁস হয়ে যেতে পারে, তাইনা?আপনারা বোধহয় অন্য পলিসিগুলোর খবরও রাখেন?

হ্যাঁ, প্রত্যুত্তরে উত্তর দিলাম আমি। শুনেছি।

দুজনের ওপরই গভীর দৃষ্টি রেখেছিলাম, কিন্তু কারুর মধ্যেই অপরাধ জনিত মনোভাবের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ওরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে যেভাবে হাসাহাসি করছে তাতে মনে হয় ব্যাপারটাকে ওরা তেমন গুরুত্ব না দিয়ে তার পরিবর্তে মজার খোরাক রূপেই সেটা ব্যবহার করছে।

কথাটা আপনাদের জানানো উচিত ছিল কিনা জানি না, ডেনি দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়াল। তবে অন্য কোম্পানিতে ইনসিওর করার কথাটা কেউ জানার আগ্রহ প্রকাশ করেনি বলে আমরাও সে বিষয়ে কোন উল্লেখ করিনি।

শুধু বললাম, আপনারা যে ধরণের পলিসি করেছেন তাতে অন্য কোম্পানিগুলোতে না জানালেও তেমন কিছু ক্ষতি হয়না। মিস গেলার্ট বোধহয় সবশুদ্ধ দশলক্ষ ডলারের ইনসিওর করিয়েছেন?

হ্যাঁ, জ্বলজ্বল করে ওঠে সুসানের মুখ। কথাটা যখন প্রেস রিপোর্টারদের কানে উঠবে, কী হাস্যকর ব্যাপারটাই না হবে বলুন দেখি?আজকের শো দেখে আপনার মন কী বলে? সকলকে আমি তাক লাগিয়ে চমকে দিইনি? প্রতিদিন এরকমটাই ঘটে, তাই না ব্র্যাড?

নিশ্চয়ই, ডেনি গর্বিত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিল সুসানের দিকে। বুঝলেন মিঃ হারমাস, আমি ওকে সবসময়ে একটা কথা বোঝাই তাহল ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা। নিউইয়র্ক যাবার আগে এইসব জায়গায় আমাদের খেলা দেখিয়ে খেলাটা আরও ভাল ভাবে রপ্ত করে নেবার সময় বা সুযোগ দুই আমরা পাব। কিন্তু সুসান এক্ষুনি ওখানে যেতে প্রস্তুত অথচ বেলারিয়াসের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আমার নেই। কোন বড় জায়গায় খেলা দেখাতে গিয়ে শেষে কোন সমস্যা না দেখা দেয়?

বেলারিয়াস না কী যেন বললেন?

সুসান ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। ওটা আমার সাপের নাম। ওকে কেমন ট্রেনিং দিয়েছি তাতে নিজের চোখেই দেখলেন, ট্রেনিংটা কেমন দিয়েছি বলুন? অবশ্য ব্রাডের কথাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বেলারিয়াস মাঝে-মধ্যেই বড় খেয়ালী হয়ে ওঠে, তখন আমাকে চুমু দিতে একেবারেই অরাজী থাকে।

তাতে অত দুশ্চিন্তার কোন ব্যাপার দেখছি না ওদের ন্যাকামিত পিণ্ডি জ্বলে ওঠে আমার। আচ্ছা, শুনলাম সাপটা নাকি বিষধর সাপ, আর যতদুর আমি জানি, গোখরোর ছোবল সব সময়েই মৃত্যুকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে আনে...

ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু আমাকে ও দংশন করবে না।

আপনার বিশ্বাসের প্রশংসা না করে আমি পারছি না, অত ঝুঁকির মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে বিষ থলিটা বের করে নেন না কেন?

সেটা কী ঠিক হবে?বিমর্ষ গলায় বলে সুসান। ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে আমরা দর্শকের সঙ্গে প্রতারণা করব না নাকি?

আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি, আমার দিকে তাকিয়ে ডেনি বলল। প্রথমবার শো দেখার পর আমারও তাই মনে হয়েছিল। বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে যাবার পর আমি এখন অনেক ধাতস্থ হয়ে গেছি আর অভিজ্ঞতাও হয়েছে প্রচুর। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, প্রথম দুমাস ওর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমার ওজন এক স্টোন কমে গিয়েছিল। তবে এখন আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাইনা।

নিউইয়র্কে ব্র্যাড আমার জন্য নাইট ক্লাবে শো ঠিক করেছে, সহসা কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল স্বয়ং সুসান।

সে রকমই ইচ্ছা আছে, ডেনি বলল। দেখা যাক এখন কতদূর কী হয়?

সেই ভালো, আমি বললাম আপনাদের দুজনের জন্যই আমার আগাম শুভেচ্ছা রইল। আচ্ছা, এবার পলিসি সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করা যাক।

কেন, ওর মধ্যে গণ্ডগোলের কিছু আছে নাকি? সুসানের মুখে চির রেখা ফুটে ওঠে। মিঃ গুডইয়ার যে বললেন, সব ঠিক আছে।

না না, পলিসিতে কোন গণ্ডগোল নেই। তবে আপনি যখন এতো লক্ষ ডলারের ইনসিওর করিয়েছেন, তাই আমার ওপরওয়ালা আপনাকে একবার সতর্ক করে দেওয়া উচিত বলে বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎস্পষ্ট কথায়–কোন দুরাত্মা সমগ্র বিষয়টাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে কাজে লাগাতে পারে। ওরা দুজনেই আমার দিকে ফ্যাকাশে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকাল।

আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। সুসানের মুখ দিয়ে পরিশেষে এই কথাগুলো বেরিয়ে এল।

আরও সহজ করে বলবো?...বেশ, শুনুন তবে। আপনার এই দশলক্ষ ডলারের দুর্ঘটনা বীমার দরুণ আপনাকে কেউ যদি হত্যা করে বসে, তাহলে জিনিসটা শুধু আপনার পক্ষেই ক্ষতিকারক নয়, এর জন্য আমাদের কোম্পানিরও লোকসানে ভুগতে হবে।

খুন করবে...ওকে? হতভম্ব হয়ে ডেনি বলে উঠল।

তার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সুসানকে লক্ষ্য করে বলি, দশলক্ষ ডলার নেহাৎ কম নয়। হয়তো আপনি এটাকে আমার অনধিকার চর্চা বলে মনে করবেন, কিন্তু দুর্ঘটনায় আপনার মরণ হলে বীমার টাকাটা কার ভাগ্যে জুটবে জানতে পারলে আমি খুশি হতাম।

কেন? কেউই পাবে না। মিঃ গুডইয়ার সে কথা আমাদের স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে এ বিষয়ে কিছু বলেন নি উনি?

তা বলেছে, তবে পলিসিতে কিছু গলতি আছে। ওতে লেখা আছে, উল্লেখিত কারণগুলো ছাড়া অন্যকিছুতে মৃত্যু হলে আমরা টাকা দিতে বাধ্য থাকব।

কিন্তু, ডেনি বলল, মিঃ গুডইয়ারত আমাদের বলেছেন, দুর্ঘটনায় উনি সবরকমের সম্ভাবনার দিকগুলো পলিসিতে উল্লেখ করেছেন, আর সেই জন্যই এত কম প্রিমিয়াম দিচ্ছি আমরা।

এই দুজন যদি ধুরন্ধর অভিনয় না দেখাত তাহলে ওরা মুখে যা বলছে মনে মনে হয়তো সেটাও বিশ্বাস করে বসবে। ওদের দেখে এই কথাই মনে এল আমার।

এটাই হচ্ছে কথার কথা, স্থির গলায় বললাম আমি, সব রকমের পরিচিত দুর্ঘটনা। কিন্তু আমরা কখনোই নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি না যে এমন কোন দুর্ঘটনা নেই, যেটা কাজে লাগিয়ে কোন চতুর লোক সুবিধে আদায় করে নিতে পারে সহজেই।

ওহ, ব্র্যাড! চেয়ার ছেড়ে উৎফুল্ল হয়ে লাফিয়ে উঠল সুসান। উনি আমাকে অহেতুক ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন।

শুনুন মিঃ হারমাস, ডেনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল। এইসব অর্থহীন কথা বলে কোন লাভ নেই। আপনারা কীভাবে আপনাদের ব্যবসা চালাবেন সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে আপনাদের ওপর, তাই এ ব্যাপারে আমাদেরউতলা হবার কোন কারণ নেই। আমরা মিঃ

গুডইয়ারকে গিয়ে ধরেছিলাম আর উনি আমাদের সব বুঝিয়ে দিয়েছেন, এ পলিসিতে টাকা দাবি করার কোন সম্ভাবনাই নেই। আপনি অনর্থক ওর মনে অকারণ কেন ভয়ের সৃষ্টি করছেন আমার মাথায় ঢুকছে না।

অসহায় দৃষ্টিতে আমি হেলেনের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা ওর হাতেই ছেড়ে দিলাম পরম নিশ্চিন্তে।

আমার মনে হচ্ছে আমরা অনর্থক অহেতুক সময়ের অপব্যয় করছি হেলেনের কণ্ঠস্বর বরফের মত ঠাণ্ডা। তর্ক-বিতর্কের কোন প্রয়োজন নেই, মিস গেলার্ট। একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে সবরকম পরিচিত দুর্ঘটনার সঙ্গে আপনি বীমা করেছেন। ধরুন, এমন কোন এক অসম্ভব ঘটনাকী করে, সেটা এখন না হয় ছেড়ে দিন–অসম্ভব এক দুর্ঘটনার আপনি শিকার হলেন এবং প্রাণও হারালেন, যেটার কথা পলিসিতে উল্লেখ নেই। এবার বলুন, সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে বীমার টাকা দাবী করার কার অধিকার থাকতে পারে?

এইসব বিশ্রী ধরণের প্রসঙ্গ কেন তুলছেন বার বার আপনারা, বুঝতে পারছি না! সুসানের গলায় বিরক্তিকর সুর ঝরে পড়ে।

টাকাটা কার ভাগ্যে জুটবে বলুন? হেলেন এক ধাপ গলা চড়ায়।

আমি জানি না।

আপনি কোন উইল করেন নি?

না।

আপনার বাবা-মা জীবিত?

না, মারা গেছেন।

আপনজন কেউ নেই?

এক বোন ছাড়া আমার আপনজন আর দ্বিতীয় কেউ নেই।

টাকাটা তাহলে আপনার বোন পাবেন।

তাই পাওয়া উচিত, কিন্তু আমি তো তার কোন সম্ভাবনা...

আপনার বোনও কী এই লাইনের সঙ্গে যুক্ত? কথোপকথনের মোড় ঘোরাতে নিরুপায় হয়েই আমি মাঝপথে প্রশ্ন করলাম।

ছিল, কয়েক বছর হল ছেড়ে দিয়েছে। সুসান আবার বসে পড়ে কথাটা সমর্থনের আশায় ডেনির দিকে তাকায়। আমরা একসঙ্গেই কাজ করতাম। তারপর ওর বিয়ে হয়ে যায়।

ওর ঠিকানাটা দিতে পারলে আমাদের বড় ভালো হয়। আমার অনর্থক কৌতূহল দেখে আপনি মনে মনে বিরক্ত হচ্ছেন জানি, কিন্তু দশলক্ষ ডলার পলিসি করার পরে আমরাও আপনার কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তরের প্রত্যাশা রাখি।

না না। আমি কিছু মনে করিনি। আপনি বলুন।

বেশ, তাহলে ওঁর ঠিকানাটা দিন দয়া করে।

আপনি কী ওর সঙ্গে দেখা করবেন?সুসানের গলায় সামান্য বিস্ময়। ও কিন্তু এসবের বিন্দু বিসর্গ জানে না। আমি ওকে চমকে দিতে চাই।

না না, ঠিকানাটা শুধুমাত্র ফাইলে রাখার উদ্দেশ্যেই চাইছি আমরা।

ও, তাহলে লিখে নিন। মিস কোরিন কনি...ডড লেক...স্প্রিংভিলে..ক্যালিফোর্নিয়া।

মুখে কোন বিস্ময় না ফুটিয়ে আমি ঠিকানাটা লিখে নিলাম। আমার অনুমান ছিল ঠিকানাটা দক্ষিণ আফ্রিকা হবে।

ব্যস, আজ এই পর্যন্তই থাক। আর আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। কাগজটা মুড়ে পকেটে রাখলাম। অজস্র ধন্যবাদ আপনাদের।

ওরা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তখন আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।

সুসান প্রশ্ন করল, এর মধ্যে গণ্ডগোলের কোন ব্যাপার নেই তো, মিঃ হারমাস?

আপনি খুনটুনের কথা বলছেন...

মৃদু হাসলাম আমি। আরে না না, ওটা একটা কথার কথা। আপনার মতো অল্পবয়সী এক রমনী অত কম প্রিমিয়াম দিয়ে গোপনে দশ লক্ষ ডলারের একটা ইসিওর করালে তাতে আমাদের দাবি বিভাগের মনে সন্দেহ জাগাটাই স্বাভাবিক। আর এই তদন্তটাও আপনার দোষেই হয়েছে। আপনি যদি আগে ভাগে আমাদের জানিয়ে রাখতেন যে, অন্য কোম্পানিগুলোর কাছেও একই ধরণের বীমা করিয়ে রেখেছেন, তাহলে আজ আমাকে এখানে আসতে হতো না। তবে এখন আপনার সাথে কথা বলার পর কোন দ্বন্দ্ব নেই আমার মনে, কথা বলে সন্তুষ্ট যে আপনি কারুর চাপে পড়ে এই পলিসিগুলো করেন নি। ব্যস, গণ্ডগোলের আর কিছুই নেই।

তাহলে সব ঠিক ঠাক আছে বলছেন? ঝুঁকে বসল সুসান।

হ্যাঁ।

আচ্ছা, পলিসিতে আপনি আঙুলের ছাপ দিয়েছেন কেন? হেলেন আচমকাই এই প্রশ্নটা করে বসল। আর কেনই বা দেখাতে চেয়েছেন ওটা হঠাৎ করে পড়ে গিয়েছিল?

কইনা তো! চোখ বড় বড় করল সুসান। ওটা হঠাই হয়ে গিয়েছিল।কলম থেকে আচমকা এক কালির ফোঁটা পড়ে যেতে আমি বুড়ো আঙুল দিয়ে ওটা চেপে দিয়েছিলাম।মিঃ গুডইয়ারের এব্যাপারে খুশির অন্ত ছিল না। আমিও দেখলাম, মতলবটা খুব খারাপনয়! তাই অন্য পলিসিগুলো করানোর সময়েও একইভাবে আঙুলের ছাপ দিয়ে দিয়েছিলাম।

মতলবটা আপনি কোন দিক থেকে ভালো বলছেন? হেলেন প্রশ্ন করে বসল।

মিঃ গুডইয়ার বলেছিলেন, আমার সই সম্বন্ধে এতে আর কোন সন্দেহ থাকবে না।

আপনি যখন এতই নিশ্চিত যে, পলিসিগুলো থেকে কেউ টাকা দাবি করতে পারবে না, তখন সই সম্বন্ধে সন্দেহ থাকার প্রশ্ন উঠছে কোথায়?

হেলেন প্রশ্নটা করার সময় মনোযোগসহকারে আমি সুসানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলাম। ওর সারা মুখে জুড়ে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

মিঃ গুডইয়ার যা বলেছিলেন আপনাকে সবটাই বললাম। তাই উনি নিজ মুখে স্বীকার করলেন কাজটা ভালোই হয়েছে, তখন ভাবলাম, এরকম করলে অন্য কোম্পানিগুলোও খুশীহবে নিশ্চয়ই। কেন, কাজটা কী আমি ভালো করিনি?

না, ঠিকই করেছেন, বলে হেলেন দরজা দিয়ে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ অন্ধকারে একটা ঢিল ছোঁড়ার বাসনা জাগল আমার। বললাম, যাবার আগে আপনাকে আর একটি মাত্র প্রশ্ন করতে চাই, মিস গেলার্ট। আচ্ছা লম্বা, স্বাস্থ্যবান চেহারা, নীল সাদা ডোরাকাটা কোট পরে এমন কোন লোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে কি? তার ভুরু দুটো নাকের ওপর থেকে জোড়া!

সুসান শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল, কই না তো! কে সে?

সে আপনার সন্ধান করছিল। ডেনিকে বলে উঠলাম, শুনেছি তাকে আপনার অফিসের ধারে কাছে ঘুর ঘুর করতে দেখা গেছে বহুদিন ধরে।

ডেনি ধীরে ধীরে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ালোচেহারার বর্ণনা শুনে ঠিক চিনতে পারছি না, তবে মনে হয় কোন অভিনেতা কাজ পাবার উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছিল। আসলে খুব অল্পদিনই হল এজেন্টের কাজ শুরু করেছি তো আমি, তাই যারা আমার খোঁজে আমার দোরগোড়ায় আসে তাদের অর্ধেককেই আমি চিনি না।

আচ্ছা চলি তাহলে। আপনাদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দে মন ভরে গেল। আপনাদের শো এর জন্য আমার আগাম শুভেচ্ছা রইল। হেলেন আর আমি দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম।

নীরবে হল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামার পর আমি-ই সর্বপ্রথম মুখ খুললাম, তাহলে তোমার বদলি ভূমিকার অভিনয় করার সম্ভাবনাটা একেবারেই খাটল না। ও যে পরচুলা পরে ছিল না তাও স্পষ্টই বোঝা যায়। আর অ্যালানের কথাগুলোও বর্ণে বর্ণে মিলে গেল–ওদের দুজনকেই আমার ভালো লেগেছে। আমি অবশ্য আগেই টের পেয়েছিলাম যে এটা ম্যাডক্সের উর্বর মস্তিষ্কের একটা ভ্রান্ত চিন্তা মাত্র, এখন ভালোভাবে সেটা প্রমাণও হয়ে গেল।

আমার অনুমান কী বলে জানো? চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হেলেন। আমার মনে হচ্ছে, ও দুটো যেন বড্ড বেশী ভালোমানুষ।

এটা তোমার মেয়েলি সন্দেহ মাত্র। তোমার অবাস্তব তত্ত্বটা ভুল প্রমাণিত হবার পরেও তোমার মন সেটা মেনে নিতে পারছে না কেন?

তোমরা যখন কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলে, আমি হাত সাফাই করে ওর আয়নাটা পেঁড়িয়ে নিয়েছি। ওতে ভালো ভাবে গোটা দুই আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। ওটা তোমার পলিসির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার অভিপ্রায় আছে নাকি?

নিশ্চয়ই দেখবো।উৎফুল্ল হয়ে উঠি আমি। এটার কথা তো আমার মাথাতেই আসেনি!..

হোটেলে পৌঁছেই ঘরে ঢুকে ব্রীফকেস খুলে পলিসির প্রতিলিপিটা বের করে ফেললাম। হেলেন মুখ দেখার ছোট্ট একটা আয়না বের করল। যাতে অনেকগুলো আঙুলের ছাপ বেশ স্পষ্টভাবেই অক্ষত ছিল। হেলেনের পাউডার কেস থেকে কিছুটা পাউডার নিয়ে আয়নার ওপর। ছড়িয়ে দিলাম। ছাপগুলো আরো স্পষ্ট রূপে চোখের সামনে ধরা দিল।

পলিসি আর আয়নায় অক্ষুণ্ণ থাকা ছাপগুলো আলোর নীচে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করেই বুঝতে অসুবিধে হল না, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। হেলেনকে বললাম, এই দেখ আঁকসির মতো শিরটা ওপর থেকে নীচে নেমে বাঁ দিকে ঘুরে গেছে, আর মাঝের এই গোলাকার চাকাটা দুটোই হুবহু এক। এবার তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ তো?

সম্পূর্ণ ভাবে নয়, হেলেন গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল। আমার মনে হয় ম্যাডক্সকে রিপোর্ট দেবার আগে পর্যন্ত আমাদের একবার কোরিন কন-এর মুখোমুখি হওয়া খুবই উচিত।

স্প্রিংভিলের দূরত্ব এখান থেকে প্রায় দুশো মাইল। কী দরকার শুধু শুধু সময় নষ্ট করার? তর্ক করার বৃথা চেষ্টা করি আমি।

একটু ভাবো, চিন্তা করো স্টিভ। ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে ম্যাডক্সকে সম্পূর্ণ রিপোর্ট দেওয়া আমাদের উচিত হবে কি? আমি মানছি, সুসান আর ডেনিকে দেখে মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করে না, তবু আমার স্থির বিশ্বাস যে, কোথাও কিছু না কিছু একটা গণ্ডগোল আছেই।

ডোরাকাটা কোট আর সেই সেন্ট লাগানো মেয়েটার কথা কী একেবারে ভুলে বসলে? দারোয়ান খুনের সঙ্গে অনায়াসেই ওদের জড়িয়ে ফেলা যায়। তাই বলছিলাম, কোরিন আর তার পতি দেবতার সঙ্গে দেখা করার পরই ঘাড় থেকে সন্দেহের বোঝাটা নামাতে পারব।

স্মরণে রেখো, সুসানের কিছু হলে কোরিন যদি টাকাটা পেয়ে যায়। ওর স্বামীরও তাতে ভাগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই এটা যদি ঠকবাজি হয়, তারও এ ব্যাপারে জড়িত থাকা কোন অসম্ভব কিছু নয়। বেশ, তুমি যা চাইছ তাই হোক। বরং ফ্যান'শকে ফোন করে আমাদের বক্তব্যটা তাকে জানিয়ে দেওয়াই ভালো।

৫.

একটানা গাড়ি চালিয়ে সন্ধ্যা ছটা চল্লিশে স্প্রিংভিলেতে পৌঁছনোর পর আমি স্প্রিংভিলে হোটেল লেখা কাঠের একটা বাড়ির সামনে বুইকটা দাঁড় করালাম।

আমাদের দেখা মাত্রই টাকমাথা গোলগাল চেহারার এক বৃদ্ধ এগিয়ে এল।

আসুন, আসুন। আমি পেটে ইগান। হোটেলটা আমারই। এখানে থাকতে আপনাদের কোনরকম অসুবিধা হবে না।

বেশ, আমি বললাম, আজ রাতটা আমরা এখানেই থাকতে চাই।

হোটেলের খাতায় নাম সই করা হলেইগান আমাদের বলল, মিনিট কুড়ির মধ্যে খাবার তৈরী হয়ে যাবে। ততক্ষণ কিছু ড্রিঙ্ক চলবে নাকি?

এই কথাটা আমার জিভের ডগায় এসেও গিয়েছিল। চলুন যাওয়া যাক।

ওকে অনুসরণ করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম। সুসজ্জিত একটা বারে এসে ঢুকলাম। পানীয় ঢালতে ঢালতে ইগান বলে উঠল, এই সময়টা আমাদের এখানে খুব কম ভিড় থাকে। আপনারা যদি দু-এক মাস আগে বা পরে আসতেন তাহলে এতটা ফাঁকা বোধহয় পেতেন না।

পানীয় নিয়ে টুলে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে করতে এক সময় সুযোগ বুঝে ঝুপ করে আসল কথাটা পেড়েই ফেললাম : আচ্ছা, কনি পরিবারের বাস আশেপাশেই কোথাও শুনেছি। ওদের সঙ্গে কী ভাবে যোগাযোগ করা যায় বলতে পারেন?

ইগান মাথা নাড়ল, ওরা থাকে ডেড লেকে–ওখানে সব চাইতে নির্জন জায়গা বলে সুনাম আছে। ওখানে যেতে হলে আপনাদের অনেকখানি পথ যেতে হবে। তার থেকে আপনাদের হাতে যদি সময় থাকে, এখানে দিন-তিনেক থেকে যান না? প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে ওদের এখানে আগমন ঘটে। এখানে ওরা চিঠিপত্রও নিয়ে আসে, সেইসঙ্গে মাসকাবারি জিনিসপত্রও কিনে নিয়ে যায়।

আমি মাথা ঝাঁকাই, নাঃ, অতদিন থাকার কোন উপায় নেই। কাল রাতের মধ্যে আমাদের যে ভাবেই হোক লস-এঞ্জেলসে পৌঁছতে হবে। আপনি বরং যাবার রাস্তাটা যদি বলে দেন অনেক উপকার হয়।

ঠিক আছে, আপনার যা মনে হয় তাই করুন। এই হোটেল ছাড়িয়ে আরও মাইল পাঁচেক এগিয়ে গেলে একটা সাইনপোস্ট চোখে পড়বে। তারপর বাঁদিকে ঘুরে আরও তিনমাইল মতো রাস্তা যেতে হবে। সেখানে গেলেই দেখতে পাবেন, রাস্তাটা আঁকশির মতো দু-ভাগ হয়ে বেরিয়ে গেছে। আপনারা ডানদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাবেন। রাস্তায় প্রবেশের ঠিক মুখে ঘন্টি বাজাবার– এক অদ্ভুত কল আছে দেখবেন। ওটা বাজাতে ভুলে যাবেননা। ওটা হলো, আপনারা যে আসছেন তার সঙ্কেত। গলিটায় একটার বেশী গাড়ি যাবার অন্য কোন রাস্তা নেই। আপনারা যদি ঘন্টি না বাজিয়ে গাড়ি ঢোকান আর কনিরা যদি ওপাশে থেকে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়, তাহলে আপনাদের দুজনের একজনকে গাড়ি

নিয়ে মাইল দুই পিছু হটতে হবে। আর সে কাজটা কনিরা করতে কখনোই রাজি হবে না পরিবর্তে আপনাকেই সর্বপ্রথম এই কাজটা করতে হবে।

দন্ত-বিকশিত করে হাসল ইগান, তারপর আবার বলা শুরু করল, লেকের ধার দিয়েও একটা রাস্তা গেছে, তবে লম্বায় সেটা পঁচিশ মাইল। কনিদের বাড়িটা একটা দ্বীপের মধ্যে। রাস্তার শেষ পর্যন্ত গেলেই দ্বীপটা দেখতে পাবেন।

সাধারণতঃ এপারে একটা ডিঙি বাঁধা,থাকে। ওটা পেলে আপনি নিজেই চালিয়ে চলে যেতে পারবেন। আর যদি ওটার দেখা না পান, তাহলে ঘণ্টির ব্যবস্থাও আছে। ঘণ্টি টিপলেই কনিরা হাজির হবে।

কনিরা করে কী? স্বাভাবিক কণ্ঠে হেলেনের প্রশ্ন।

ঠিক বলতে পারব না। দ্বীপে ওরা মিঙ্ক চাষ করে। কানে যতদূর এসেছে, ওদের ব্যবসায় ভাটা চলছে। স্বামী-স্ত্রী এখন কষ্ট করে তাদের সংসার চালাচ্ছে।

বিয়ের আগে মিসেস কনি তো শো দেখিয়ে জীবিকা উপার্জন করত, শুনেছি। গেলাসে চুমুক দিয়ে আমি বললাম, তা, ও লাইন ছেড়ে হঠাৎ এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় দিন কাটাচ্ছেন কী করে?

মাঝে মধ্যে আমিও তাই ভাবি, চিন্তান্বিত কণ্ঠে জবাব দেয় ইগান। তরে ওনাকে দেখে সুখীই মনে হয়। আমি ওর জায়গায় হলে ওরকম বদমেজাজী লোককে নিয়ে বছরের পর বছর কাটাতে পারতাম না।

দ্বীপে বসবাস করার আগে কি করতেন ভদ্রলোক?

বিমর্ষ হয়েই মাথা নাড়ে ইগান, বলতে পারি না। তার সম্বন্ধে কেউই কিছু জানে না। আমার এখানে এসেও সে বিশেষ মুখ খোলে না। লোকটা দ্বীপে বাস করছে প্রায় ছমাস হয়ে গেল। তবে এই সংবাদ আমার কানে এসে পৌঁছতে আরও একমাস লেগে গেছে। মাস দেড়েক পরে সে তার স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। ভদ্রমহিলা বেশ ভাল। আমার সঙ্গে আলাপও আছে, কিন্তু তার স্বামী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তার কাছ থেকে জানা যায়নি।

ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন? হেলেন প্রশ্ন করল এবার।

দুকাঁধে ঝাঁকুনি তুলল ইগান, বলতে পারব না। ওদের জোড়ে দেখার সৌভাগ্য কোনদিন হয়নি। ওরা এখানে আসে ঠিকই, তবে পৃথক।

সেদিন ওর বোন সুসান গেলার্টকে দেখলাম আমি, আমি মুখ খুললাম। উইলিংটনে ওর শো দেখতে গিয়েছিলাম। সে এখানে কখনও আসে না?

একবার এসেছিল, মিসেস কনে আসার মাসখানেক পরে। আশ্চর্য মিল না ওদের মধ্যে? আমি তো প্রথম দেখে ঘাবড়েই গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম মিসেস কনেই বোধহয় চুলের রঙ। করিয়েছেন। বহু পরে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম।

সেও নাচে, তাই না?

একটা গোখরো সাপ নিয়ে খেলার আসরে নামে, আমি বললাম।

কনি লোকটারও সাপ পোর বাতিক আছে। এ যেন তার কাছে একেবারে ছেলেখেলা। তাকে খালি হাতে সাপ ধরতে দেখার অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছে, বিশ্বাস করতে পারেন?

সাপ নিয়ে কী করে সে? হেলেন প্রশ্ন করল।

বিক্রি করে। গোখরো সাপের মাংসও কিছু লোক এখনও খায় শুনেছি। লোকটা কিছু না হলেও কমকরে প্রতিদিন এক ডজন করে গোখরো সাপ ধরে। কোথায় গেলে ওদের দর্শন মিলবে তা ওর নখদর্পণে।

এধারের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাল ইগান।

চলি, খাবারের ব্যবস্থা হলো কিনা একবার দেখে আসি। রান্নার লোকটা ভালো বটে কিন্তু এত কুঁড়ে যে চোখের সামনে না থাকলে তাকে দিয়ে কাজ করানো সম্ভব হয় না। কারণ সে দায়সারা হয়ে ইচ্ছেমতো কাজ করে যাবে।

ইগান চলে যাবার পর আমি হেলেনকে বললাম, তারপর, কী বুঝছো? সন্দেহ আছে আর?

আমার এখনও পর্যন্ত ওদের সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ হয়নি, গম্ভীর কণ্ঠে হেলেন জবাব দেয়।

আচ্ছা, পাণ্ডববর্জিত জায়গায় থাকার পেছনে ওদের কোন অভিসন্ধি নেই তো?

হেলেন একদৃষ্টে আমার পিছনে তাকিয়েছিল। ওর চোখে মুখে চাপা উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট। ঘুরে তাকাতেই চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, নীল সাদা ডোরাকাটা কোট পরনে লোকটা দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করছে।

চারপাশে সজাগ চোখ বুলিয়ে আমাদের দিকে সে অচেনার দৃষ্টি নিয়ে তাকাল, তারপর বারের দিকে ধীর পদব্রজে এগিয়ে গেল। একজোড়া মোমের পুতুলের মতো নিষ্পলক নেত্রে আমরা তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। কাউন্টারের ওপর অধৈর্য হয়েই বার কয়েক টোকা মেরে বসল সে। ইগান আসতে ভরাট গমগমে কণ্ঠে বলে উঠল, দু প্যাকেট লাকি।

সিগারেটের বিনিময়ে টাকা নিয়ে ইগান পানীয় দ্রব্যের প্রস্তাব রাখল তার কাছে।

দরকার নেই। খাবারটা আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবেন। আমার কাজ আছে। প্যাকেট ছিঁড়ে তার থেকে একটা সিগারেট বের করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

ইগান রান্নাঘরের দিকেই পা বাড়িয়েছিল, আমি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। মিঃ ইগান?

ঘুরে দাঁড়াল সে, আর এক গ্লাস খাবেন?

না, এখন থাক। আচ্ছা এই লোকটাকে এর আগে কোথায় যেন দেখেছি। কে বলুন তো, খুব চেনা মুখ?

মিঃ হফম্যানের কথা বলছেন। উনি এর আগে আরও দু-থেকে তিনবার এখানে এসেছেন। ভদ্রলোক ফিল্ম লাইনের সঙ্গে যুক্ত।

ও, তাহলে বোধহয় হলিউডে দেখেছি। এখানে কী উনি ছুটি কাটাবার উদ্দেশ্যে এসেছেন?

না না,কাজেই এসেছে। এখানে একটা ফিল্ম তুলতে চান। এখন লোকেশান খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সারাদিন কেবল গাড়ি নিয়ে চক্কর মারাই ওঁনার অন্যতম কাজ।

কনিদের ওখানে গিয়েছিলেন নাকি?

নিশ্চয়ই। প্রথমবার এসেই ওই জায়গাটা সম্বন্ধে জানার আগ্রহ ছিল তার।

দ্বীপটা ওনার মনে ধরলে কনিদের ভাগ্য খুলে যাবে। ফিল্ম লাইনের লোকেরা ভালোই পয়সাকড়ি দেয় শুনেছি।

আপনার রান্না এগলো কদুর? আমার যে পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে।

ব্যস, হয়ে গেছে, তিন মিনিট। রেস্তোরাঁতে বসতে বসতে খাবার আপনাদের সামনে পৌঁছে যাবে, বলে রান্নাঘরে ঢুকে গেল ইগান।

রেস্তোরাঁর দিকে যেতে যেতে হেলেন বলল, তোমার কী মনে হয়, লোকটা আমাদের অনুসরণ করেই এতোটা পথ এসেছে? না এমনি এখানে এসে ঢুকেছে?

আমাদের অনুসরণ করছে বলে তো মনে হয় না। একটা টেবিল বেছে বসে পড়ি। ওর এই দুরভিসন্ধি মাথায় চাপলে এত সহজে আমাদের সামনে নিজেকে ধরা দিত না। তাও এটাকে নিছক দৈব্যক্রম বলেও মানতে মনের দিক থেকে সাড়া পাচ্ছি না।

সে তোনয়ই। হয় ও আমাদের অনুসরণ করছে, না হয় কনিদের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ আছে। আচ্ছা কনিদের নির্দেশে ডেনির ওপর ও গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছে না তো?

ঠিক ধরেছ তো! হ্যাঁ, কনিদের লোক হওয়া কোন অস্বাভাবিক নয়।

সাদা কোট পরা একজন নিগ্রো আমাদের টেবিলে খাবার সাজিয়ে চলে যাবার পর হেলেন বলে উঠল, নিশ্চয়ই গাড়িও ওর সঙ্গে আছে। গাড়ির লাইসেন্স নম্বরটা রেজিস্ট্রেশান কার্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে কেমন হয়?

সেটা করলেই ভালো হয়।

আহার পর্ব মিটিয়ে বুইকটা কোথায় রাখব ইগানকে জিজ্ঞাসা করায় সে জানাল, পেছনে অনেকগুলো গ্যারেজ আছে। আমার কাছ থেকে চাবি পেলে সে গাড়িটা ওখানে রাখার ব্যবস্থা করবে। আমি নিজেই ও বন্দোবস্তটা করব বলে হেলেনকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলাম।

পাশাপাশি গ্যারেজের শুধু একটারই দরজা বন্ধ ছিল। বুইকটা একটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর হেলেনকে মাঝের দরজার সামনে পাহারায় দাঁড় করিয়ে আমি বন্ধ গ্যারেজটার দরজা খুলে ভেতরে পা দিলাম।

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে আলো জ্বালাতেই চোখে পড়ল কাদায় সিক্ত একটা প্লাইমাউথ। দেখেই বোঝা যায়, গাড়িটা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হলেও যত্ন-আত্তির তেমন নেওয়া হয় না। গাড়ির নাম্বারটা টুকে নিয়ে দরজা খুলে রেজিস্ট্রেশন কার্ডটা একবার পরীক্ষা করে দেখলাম:

বার্নাড হফম্যান
৫৫, উইল্টশায়ার রোড
লসএঞ্জেলস ১

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে গ্লোভ কম্পার্টমেন্টের ডালা খুললাম। ভেতরে রাখা আছে শক্তিশালী একটা দূরবীন আর একটা ৩৮ বোরের পুলিস স্পেশাল।

নলের মধ্যে পড়া ধূলির আস্তরণটা দেখে মনে হয় ওটা দিয়ে বহুকাল গুলি ছোঁড়া হয়নি। রিভলবারটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে গাড়ির অন্য ফোকরগুলো পরীক্ষা করে নিলাম। উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই তেমন চোখে পড়ল না। অগত্যা আলো নিভিয়ে, গ্যারেজের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম।

হোটেলে ফেরার পথে পথ চলতে চলতে হেলেনের কাছে সব খুলে বললাম, কিছুক্ষণ আগে গাড়ির মধ্যে যেগুলো সচক্ষে দেখেছি। শেষে শুধু বললাম, দূরবীনটা দেখে মনে

হল ও কনিদের ওপর নজর রাখছে। তার মানে কথার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, লোকটা কনি আর ডেনি দুজনেরই বিরুদ্ধে। ওকে গিয়ে ধরবো নাকি?

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ে হেলেন। তাতে আমাদের কোন লাভ হবে বলে মনে হয়না। ও যদি সত্যিই দারোয়ানটার হত্যাকারী হয়ে থাকে আমাদের কাছে ও কখনোই এ ব্যাপারে মুখ খুলবে না।

লোকটা নিশ্চয়ই আমাকে চিনে ফেলেছিল, নিজে সামনে আসতে চায় না, তাই ঘরে খাবার পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করল।

আমি এখন শুতে যাব, ঘুম দরকার,হাই তুলল হেলেন।এতখানি রাস্তা গাড়িতে এসে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ওকে হোটেলের সিঁড়িতে তুলে দিয়ে আবার আমি বারে ঢুকে পড়লাম।

ওখানে আমার জন্য আশ্চর্য এক চমক প্রতীক্ষায় ছিল। দেখি, এককোণে বসে হুইস্কি খাচ্ছে। স্বয়ং হফম্যান। আমায় ভেতরে ঢুকতে সম্ভবতঃ সে খেয়াল করেনি।

বার কাউন্টারের পেছনে গ্লাস মুছতে মুছতে ইগান আমাকে লক্ষ্য করেই বলল, বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে নিশ্চয়ই?

ঠাণ্ডা বলে ঠাণ্ডা, ভীষণ ঠাণ্ডা। আমাকে একগ্লাস স্কচ দিন।

স্কচ ঢালতে ঢালতে গান বলে উঠল, আপনার স্ত্রী কি শুতে গেলেন?

হ্যাঁ, বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হফম্যানের সঙ্গে শুভ দৃষ্টি হতেই বললাম, গুড ইভিনিং। আপনার সঙ্গে এর আগেও কোথাও যেন দেখা হয়েছে, তাই না?

দুচোখের শূন্য দৃষ্টি নিয়ে সে আমার দিকে তাকাল, দেখতে পারেন।

ইগানের থেকে গ্লাসটা নিয়ে তার টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলাম, এখানে বসতে পারি?

লোকটা তার কুচকুচে কালো যুগল চোখ আমার সারা দেহে বুলিয়ে নিল, বসুন।

চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসে পড়লাম, তারপর গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে আমার চোয়ালের ক্ষতচিহ্নটায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে উঠলাম, ওঃ, আপনার ঘুষি বটে, একটাই যথেষ্ট!

চোখ ঘুরিয়ে একপলক আমার ক্ষতটা দেখে নেয় হফম্যান। প্রয়োজনে ঘুষিতে শক্তির জোরটা সময়ে সময়ে বেড়ে যায় বৈকি।

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিলাম, আপনি তো ফিল্ম লাইনে আছেন শুনেছি। ইনসিওরেন্সে কাজ করি। এটা জানা আছে নিশ্চয়ই?

প্রশ্নের উত্তর পেলাম না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বলি, তারপর, শেষ পর্যন্ত ডেনির নাগাল পেয়েছিলেন?

ডেনিকে নিয়ে আমার কোন কৌতূহল নেই, ঝাঝালো কণ্ঠে উত্তরের জবাব এল।

তাহলে কী আপনি তালা ভেঙে তার অফিস ঘরে ঢুকেছিলেন? কথাটা এই কারণেই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সেই সময় আমরা আপনাকে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে চীনে রেস্তোরাঁয় ঢুকতে দেখেছিলাম।

কম করেও পাঁচ সেকেন্ড মতো লোকটা আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল, সহসা মন স্থির করে এক চিলতে ধূর্ত হাসি ফুটিয়ে তুলল তার ঐ কুটিল মুখে।

আপনি অসম্ভব চালাক, তাই না? ...বেশ, আপনার সঙ্গে কাজ করতে আমার কোন আপত্তি নেই। চলুন না আমার ঘরে গিয়ে আলোচনায় বসা যাক।

কি সংক্রান্ত?

এটা-সেটা নিয়ে আর কি। উঠে দাঁড়াল, আসছেন?

মাথা নেড়ে এক চুমুকে গ্লাস ফাঁকা করে আমিও উঠে পড়ি। চলুন, না হয় যাওয়াই যাক।

হফম্যানকে অনুসরণ করতে করতে ওর পিছু পিছু এগিয়ে যেতে দেখে, ইগানও কম অবাক হয়নি। সেও আমাকে লক্ষ্য করছিল।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল হফম্যান। মাথা ঝাঁকিয়ে ঘরে থাকা একটিমাত্র চেয়ারে আমাকে বসতে বলে নিজে বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল।

আমি বসতেই কথা শুরু করে দিল, ঘুষিটার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত। মুখে বলছে বটে তবে দুঃখের লেশমাত্র নেই। কেউ আমাকে অনুসরণ করলে আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না, তার ওপর অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই ঝাঁপিয়ে পড়ি।

একটা সিগারেট বার করে প্যাকেটটা ওর দিকে এগিয়ে ধরলাম। এ ব্যাপারে আপনি কোন ভূমিকা নিচ্ছেন?

একটা কাজের ব্যাপারেই আমার এখানে আগমন। মানিব্যাগ খুলে একটা কার্ড দেখাল হফম্যান। তাতে লেখা?

বার্নাড হফম্যান
লাইসেন্স প্রাপ্ত গোয়েন্দা
৫৫, উইল্টশায়ার রোড
লস এঞ্জেলস ১

আমি একাই একশো, বিদ্রূপমাখা হাসি ফুটে উঠল হফম্যানের মুখে, আপনাদের তুলনায় আমার ভূমিকা নূন্যতম, তবে মাঝেমধ্যে দু-পয়সা কামিয়ে থাকি।

কার হয়ে একাজে নেমেছেন?

হরিদাস পালের হয়ে। আবার হাসল হফম্যান।

যাক, ওসব কথা এখন থাক। যতদূর আমি জানি, আপনার আমার তদন্তের বিষয় কিন্তু একই ব্যাপার।

ডেনির অফিসে যে পলিসিগুলো আছে তার মধ্যে আপনার কোম্পানিটাও পড়ছে নাকি?

হু, তাহলে ডেনির অফিসে ওই-ই ঢুকেছিল। আমাকে এখন খুব বুঝে শুনে পা ফেলতে হবে। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই, হ্যাঁ।

আপনাদের মনেও ওটার ব্যাপারে অসন্তোষ আছে?

পুরোপুরি বললে ভুল বলা হবে। তবে এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু আমাদের চোখে পড়েনি। কিন্তু পলিসি নিয়ে আপনার দরকারটা কোথায়?

এর উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। তবে আজ যদি আপনি আমায় কিছু সংবাদ দেন পরে আমার ভাগ্যে কিছু জুটলে আপনাকে জানাতে ভুলব না। বলুন, রাজী আছেন?

লোকটাকে গম্ভীরভাবে লক্ষ্য করছিলাম। আমার তাকে দেখে মোটেই সুবিধের ঠেকছে না। লস এঞ্জেলসের বেসরকারী গোয়েন্দাদের মধ্যে এমনও বহুলোক সন্ধান করলে পাওয়া যাবে যারা বিভিন্ন সূত্রে খবর সংগ্রহ করে নিজেদের মক্কেলদের ব্ল্যাকমেল করে তাদের পসার জমায়। একে দেখেও আমার তাদেরই একজন মনে হচ্ছে। অবশ্য আমার সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল তা বলা যায় না, ভুল হলেও হতে পারে। কিন্তু তাচ্ছিল্যভরা ওর চাউনি আর চাপা ঠোঁটের ধূর্ততা আমার প্রথম থেকেই ভালো লাগছে না।

কি জানার ইচ্ছা আছে আপনার?

সুসান গেলার্ট দশলক্ষ ডলারের একটা ইনসিওর করিয়েছে-কথাটা কী সত্যি?

মুখে কিছু না বলে মাথা নেড়ে কথাটার সমর্থন জানালাম।

পলিসিটা যে এজেন্টদের দ্বারা হয়েছিল তার নাম কি?

তাকে নিয়ে কী হবে?

হফম্যান নড়েচড়ে বসল, নিজের হাতে ধরা সিগারেটটার দিকে একবার তাকাল, তারপর মুখ তুলল।

আপনি যদি প্রশ্নবানে আমাকে জর্জরিত করে তোলেন তাহলে আমাদের কাজ মোটেই এগোবে না। লোকটা কে বলুন?

লোক আছে সবশুদ্ধ দশজন। মেয়েটা দশজনের কাছে পৃথক পৃথক ভাবে পলিসি করিয়েছে। সবার নাম জানা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

আপনি কার হয়ে কাজ করছেন?

ন্যাশানাল ফিডেলিটি।

আর আপনার সঙ্গের ঐ মহিলা?

জেনারেল লায়বিলিটি।

বেশ, আপনাদের এজেন্ট ছিল কারা?

অ্যালান গুডইয়ার আর জ্যাক ম্যাকফেডেন।

সিগারেটে লম্বা টান দিল হফম্যান, তারপর ছাতের দিকে তাকিয়ে ধীরেসুস্থে ধোঁয়া ছাড়ল। প্রথম কে করিয়েছিল? গুডইয়ার?

হ্যাঁ।

মাথা নেড়ে বুড়ো আঙুলের নখ কামড়ালো কিছুক্ষণ। তারপর বলল, পলিসিগুলো আমি দেখেছিলাম। সব কটাই হুবহু একই ধরণের। মনে হয় আপনাদের থেকে পলিসিটা করানোর পর অন্যগুলো করতে মেয়েটার আরও সুবিধা হয়েছিল, তাই না?

অনেকটাই তাই।

এই ধরণের পলিসি এর আগে কেউ করিয়েছে বলে শুনেছেন?

না, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না।

কনিরা যে এতে জড়িত হঠাৎ এই ভাবনা আপনাদের মনে এল কী করে?

জড়িত আছে নাকি?

জবাব দেবার আগে হফম্যান তার মোটা নাকটা ঘস ঘস করে রগড়ে নিল। হয়তো আছে, বিশেষ করে কনি লোকটার ওপর নজর রাখারও প্রয়োজন আছে, তাকে দেখেছেন নিশ্চয়ই?

না দেখিনি, কাল তার সঙ্গে দেখা করতে যাবার ইচ্ছা আছে।

দেখা করে আসুন তাহলে। আমি তো জোর গলায় বলতে পারি লোকটার পুলিশের খাতায় নাম আছে। তবে সে সম্ভবের চাইতে একটু বেশী ধুরন্ধর। আমি তো তার সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কিছুই জেনে উঠতে পারিনি।

কোরিন মেয়েটাকে দেখে কেমন মনে হয়?

ঠোঁট বেঁকিয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল হফম্যান, ও কিছু না। এই লোকটাই পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে।

সব কিছুর পেছনে বলার অর্থ?

হফম্যানের মুখে সবজান্তার মতো বিখ্যাত সেই হাসি, ধৈর্য ধরে কিছুদিন তার ওপর নজর রাখলেই সব ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার ওপর মুখে কুলুপ এঁটে থাকার নির্দেশ মাথায় ঝুলছে। হ্যাঁ, ভালো কথা, পলিসির ওপর আঙুলের ছাপ দেওয়ার বুদ্ধিটা কার মগজের? গুডইয়ারের না মেয়েটার?

মেয়েটারই হবে।

হফম্যান আবার মাথা নাড়ল, আমি আগে থাকতেই জানতাম, কনি লোকটা এতো বোকা নয়।

আমি ধৈর্যের বাঁধ ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম। কিছুটা রুক্ষ স্বরেই বলে উঠলাম, আপনি ঝেড়ে কাশলে আমাদের সময়ও বাঁচত আর ঝক্কি ঝামেলাও অনেক কম হতো। আপনার মক্কেলটি কে জানতে পারি কি?

উঁহু, উপায় নেই বলার। এর পেছনে বহুরথী মহারথীও জড়িত, আমার এক পা ভুল পদক্ষেপে সব কেঁচে গণ্ডুষ হয়ে যাবে। যাক, খবরগুলোর জন্য অনেক ধন্যবাদ।

আপনার কাজে লাগতে পারে এমন কিছু তথ্য আমার হাতে এলেই আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।

আমি ওঠার বিন্দুমাত্র কোন লক্ষণ না দেখিয়েই বললাম, আমি কিন্তু এই মুহূর্তে আপনাকে এমন একটা খবর শোনাতে পারি, যা শুনলে রাতের ঘুম আপনার পালিয়ে যাবে। ম্যাসনকে মনে আছে আপনার?

ডেনির অফিসের দারোয়ান?

হ্যাঁ, ভুরু কুঁচকে উঠল হফম্যানের। কি হয়েছে তার?

গতকাল রাতে সে খুন হয়েছে।

চমকে উঠল সে, খুন হয়েছে?

হ্যাঁ, ছুরির সাহায্যে নির্মম হত্যা। কেন, কাগজ পড়েননি?

তাতে আমার কী আসে যায়? উত্তেজনায় দুহাতের মুঠো শক্ত করে রেখেছিল হফম্যান। এসব আমাকে শোনানোর অর্থ কী?

কারণ, যেসময় খুন হয় ঐ সময় আপনি ও বাড়িতে ছিলেন। আপনার কর্মকাণ্ড দেখতে গিয়েই বেচারীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

মিথ্যে কথা! ঝুঁকে বসে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে ও তাকাল। আপনিও তখন ওই বাড়িতে উপস্থিত। আমি যদি বলি আপনি তাকে ছুরি মেরেছেন?

মুখ দিয়ে অবিরাম ধারায় ঘাম চুঁইয়ে ঝরে যাচ্ছিল ওর, জ্বলন্ত দৃষ্টির পরিবর্তে দুচোখে এখন চাপা-আতঙ্ক। চকিতে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলবার উঁচিয়ে ধরল আমার সম্মুখে। একপলক সেটার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে সেদিন যে মহিলা ছিল তিনি কে? আপনার কোন ধনী মক্কেল?

উঠে দাঁড়িয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে রিভলবার ঝাঁকালে আমার সামনে, বেরিয়ে যান।

হাবভাব দেখেই বুঝলাম ওষুধে কাজ হয়েছে, এখন আর গুলি চালাবার জন্য ওকে বিশেষ প্ররোচনার আর দরকার হবে না।

অযথা ঝুঁকি মাথায় না নিয়ে দালানে বেরিয়ে এসে বলি, খুব বেশীদিন তাকে গোপনে লুকিয়ে রাখা আপনার ক্ষমতায় কুলোবেনা। আপনি নিজেও ঐ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন। তার থেকে আমার কাছে সব কথা খুলে বললে আপনারই সুবিধা হতো। আমাদের কোম্পানির পক্ষে কেউ থাকলে পুলিশকেও তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সমঝোতা করেই চলতে হয়। একটু ভেবে দেখবেন।

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে যদিও সে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু চোখের দিকে তাকাতেই বুঝলাম, সেখানে লোভ আর শঙ্কার দ্বন্দ্ব চলছে। পরিশেষে যা হয়ে থাকে সব সময়-লোভেরই জয় হলো।

জাহান্নামে যান! খিঁচিয়ে উঠে আমার মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

পরের দিন সকাল সকাল পোক গায়ে পরার সময়ে হেলেনকে হফম্যানের সঙ্গে কথাবার্তার বিশদ বিবরণ দিয়ে দিলাম। গতরাতে যখন ফিরে আসি ও তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, ইচ্ছে করেই আমি তার কাঁচা ঘুম আর ভাঙাইনি।

বিছানায় উঠে বসে চোখ দুটো বড় বড় করে ও একমনে আমার কথা শুনছিল। সবশেষে আমি শুধু বললাম, আমার দৃঢ় ধারণা, ম্যাসন ওর হাতে খুন হয়নি। আর ও যদি নাও করে থাকে তাহলে একটাই উজ্জ্বল সম্ভাবনা কাজটা সেই রহস্যময়ী মেয়ের কাজ। আমার মনে হয় ঐ মেয়েটা হফম্যানকে কাজে লাগিয়েছে। ওরা দুজনেই একসঙ্গে ডেনির অফিসে ঢুকেছিল। আর খুব সম্ভব, মেয়েটা যখন পলিসিগুলো পরীক্ষা করেছিল, হফম্যান তখন তাদের আসল উদ্দেশ্যটা চাপা দিতে ঘটনাটা এমনভাবে সাজিয়ে ফেলে, যাতে দেখে মনে হয় ওটা ডাকাতির চেষ্টা।

ম্যাসনের কান হয়তো কিছু আওয়াজ শুনেই কৌতূহলেই সে এগিয়ে দেখতে গিয়েছিল, সেই সময় মেয়েটা তাকে ছুরি মেরে কোনরকমে ওখান থেকে পালায়। এই কারণেই আমার মুখ থেকে শোনা দারোয়ানের ছুরি খেয়ে মৃত্যুর ঘটনাটা শুনে হফম্যান চমকে উঠেছিল।...বলল, আমার থিওরিটা শুনে তোমার কী মনে হচ্ছে?

হেলেন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর বিছানা থেকে নেমে স্নান ঘরের দিকে এগোতে এগোতে মুখে শুধু বলল, আমাদের হফম্যানের পেট থেকে আরো কথা আদায়ের চেষ্টা করা উচিত নয় কি?

আমি তা ভেবে দেখেছি। দেখি খাওয়া-দাওয়া সেরে আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব।

প্রাতঃরাশ সারতে সারতে ইগানের মুখ থেকে শুনলাম, হফম্যান চলে গেছে। সে বলেছে, রাত্রেই গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ আমার কানে গিয়েছিল। উনি এত তাড়াতাড়ি হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন যে হোটেলের পাওনাগণ্ডাও অসম্পূর্ণ রেখেই চলে গেছে।

আপনি তাহলে এখন কী করতে চান? হেলেন প্রশ্ন করল, শেরিফকে জানাতে চান ব্যাপারটা?

মাথা নাড়ল ইগান, নাঃ, হফম্যান এর আগেও এখানে এসেছে। কয়েকদিন অপেক্ষা করে দেখি।

ইগান চলে যাবার পর পরই হেলেনের গলার স্বর একেবারে পালটে গেল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলে উঠল, ইস্! সুবর্ণ সুযোগ হাতে এলেও আমরা তা হারালাম। আমাদের উচিত ছিল ওর ওপর, নজর রাখা।

ও চিন্তা কোর না, ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি। ওকে এসময় কোথায় পাওয়া যাবে তা একমাত্র আমি জানি। লস এঞ্জেলসে পা দেওয়ার আগে ভাগেই আমি ঠিক ওকে ধরে ফেলব।

প্রাতঃরাশের পর ডেড লেকের উদ্দেশ্যে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম। মাইল তিনেক পরে ইগানের শোনা আঁকশির মতো রাস্তাটা চোখে পড়ল। সামনে একটা ঝরঝরে নোটিশ বোর্ড। তাতে মুক্তোর মতো হরফে লেখা?

ব্যক্তিগত পথ
শুধু একদিকে গাড়ি যাবে
ঘন্টি বাজান

তুমি কী ঘণ্টা বাজাবে নাকি? হেলেন জিজ্ঞাসা করল।

পাগল নাকি! আমরা যে আসছি ওদের আগে থাকতে আমাদের উপস্থিত সম্বন্ধে সতর্ক করব কোন দুঃখে! এটুকু ঝুঁকি তো আমাদের নিতেই হবে।

আমরা এগিয়ে যেতে থাকি। রাস্তাটা এত সরু যে দু-পাশের জংলী গাছগুলো গাড়িতে লেগে ছিটকে যাচ্ছিল। প্রায় মাইল খানেক পরে রাস্তা কিছুটা চওড়া হয়ে গেল, আরও দু-মাইল যাবার পর হ্রদের জল আমাদের গোচরে এল।

গাড়ির গতি কমিয়ে এনে বললাম, যাক আর বেশী দূর নয়, এসে গেছি। এবার গা ঢাকা দিয়ে জায়গাটা একবার দেখে আসতে হবে।

গাড়িটা একটা গাছের নীচে দাঁড় করিয়ে রাস্তার শেষপ্রান্তের দিকে আমরা এগিয়ে চললাম। সামনেই বিরাট হ্রদ। সকালের মিঠেসূর্যের আলো জলের ওপর পড়েছেআর চিকচিক করছে হ্রদের এই জল। অন্ততঃ মাইল দুই চওড়া হবে হ্রদটা। পাড় থেকে সিকি মাইল দূরে আমাদের বিপরীত দিকে একটা ছোট দ্বীপবড় বড় ফার গাছে ওটাকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল।

কি সুন্দর জায়গা, চোখ জুড়িয়ে যায় না গো?

হেলেনের কণ্ঠ জুড়ে আজ উচ্ছ্বাস ফেটে পড়ছে।

সে আর বলতে! ঠিক যেন এক দুর্গ।

প্রায় দশমিনিট দ্বীপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন আমাদের নজরে এল না। ছোট্ট ঘরটার কাছে একটা মোটরবোট তখনও বাঁধা রয়েছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি বলে উঠি, চলো, ওদিক বরাবর কোন নৌকা-টৌকা আছে কিনা একবার দেখে নেওয়া ভাল।

এদিকের ঘাটেও একটা নৌকা, তাতে মোটর ছিল না। দাঁড় টানতে হবে দেখে কোট খুলে শার্টের হাতা গুটিয়ে নিলাম। হেলেন বসার পর দ্বীপের দিকে নৌকা নিয়ে এগিয়ে চললাম।

ঘর্মাক্ত মুখটা রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে বলে উঠি, লোকটার কাছে যদি রাইফেল থাকে আর গুলি চালানোর অনুশীলনে সে যদি আমাদের বেছে নেয়?

খুব খারাপ হবে না তাহলে। হেলেন খরখরে কণ্ঠে এই কথার জবাব দিয়ে বসে। দয়া করে এখন চুপ করো তো! এই দৃশ্যটা আমি খুশী মনেই উপভোগ করছি।

দ্বীপে পৌঁছতে প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। নৌকার মুখ যখন ঘাট স্পর্শ করল আমি তখন একেবারে ঘর্মাক্ত কলেবর। হেলেন তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে এগিয়ে গিয়ে নৌকাটা বাঁধতে শুরু করে দিল। আমি ওর পাশে গিয়ে বললাম, ওঃ, এটা নিয়ে ফেরার কথা ভাবতেই আমার এখনই গায়ে জ্বর এসে যাচ্ছে। রৌদ্রের তেজ তখন তিনগুণ বেড়ে যাবে।

তোমার ওজনও যে কিছুটা কম হয়ে যাবে সেটাও একবার ভেবে দেখছো,নির্মম কণ্ঠে জবাব দিল হেলেন।

হ্রদ থেকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। পঞ্চাশ গজের মতো সেই রাস্তা ধরে হেঁটে আমরা একটা নির্জন জায়গায় এসে পড়লাম। সামনেই ছোট একটা কুটির আর জরাজীর্ণ কতগুলো পুরনো আমলের বাড়ি। কুটিরের চওড়া বারান্দার ওপর কতকগুলো চেয়ার আর কাঠের একটা টেবিল পাতা আছে।

পরিবেশটার মধ্যে অদ্ভুত এক শ্রীহীন বিভীষিকা অনুভব করলাম।

যাক বাবা, কুকুর-টুকুরও কোথাও নেই, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল হেলেন। সারা রাস্তা আমি কুকুরের ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলাম।

ওদের কুকুরের কোন প্রয়োজন নেই। গোখরো সাপ নিয়ে ওদের সংসার, তাকে ওরা দুধকলা দিয়ে পোষে। মনে আছে নিশ্চয়ই?

কুটিরটা একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিলাম। জানালাগুলো আর সামনের দরজাটা খোলা। ভেতর থেকে কোন একটা ঘর থেকে রেডিওর আওয়াজ ভেসে আসছিল।

হেলেনের উদ্দেশ্যে আমি বললাম, মিঙ্ক পোষার খামার অথচ মিঙ্কের দিক থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই–আশ্চর্য! দেখা যাক, বাড়িতে কেউ আছে কিনা।

বারান্দার সিঁড়িতে তিন ধাপ সবে উঠেছি এমন সময় দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ায় একটি মেয়ে। ইগান আর মসি-ফিলিপসের মুখ থেকে শোনা সুসান আর তার বোনের মধ্যে আশ্চর্য এক মিল আছে।কিন্তু দুজনের মধ্যে সামান্যতফাৎ আমার দৃষ্টিতে ফাঁকি দিতে পারলনা। এই মেয়েটির মুখও ভরাট তবেদাঁতগুলো সামনের দিকে যৎসামান্য ঠেলে

উঠেছে। তাছাড়া মাথার কেশও কালো আর যতদূর মনে হয়, স্বাস্থ্যও সুসানের চাইতে ভালো। গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। হেলেনকে প্রথম দর্শনে দেখে নিয়ে তারপর হাসি হাসি মুখে আমার দিকে মুখ ফেরাল। আপনারা যুগলবৃন্দ কোত্থেকে উদয় হলেন? এত গরমে এতটা পথ নিশ্চয়ই দাঁড়ের সাহায্যে আসেননি?

আপনার ধারণাই ঠিক, আসলে আমরা এভাবেই এসেছি।রুমালে মুখ মুছলাম আমি। আমরা উঠেছিস্প্রিংভিল হোটেলে। ওখানকার পেট ইগানের কাছ থেকে আপনাদের মিচাষ সম্বন্ধে সেই প্রথম শুনলাম। আমার স্ত্রীর বহুদিনের শখ একটা মিঙ্ক কোট করানো। তাই ভাবলাম, আপনাদের এখানে জ্যান্ত মিঙ্কগুলো দেখিয়ে যদি ওর সখের কিছুটা পূরণ করা যায়...ওগুলো দেখাতে আপনাদের যদি খুব অসুবিধে না হয়।

বারান্দায় চলে এল কোরিন কনি। আমাদের দেখে ওকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখে আমার প্রথমে অবাক-ই লেগেছিল।

সত্যিই কি আপনারা মিঙ্কগুলো দেখার অভিপ্রায়ে নৌকা চালিয়ে এতটা পথ এসেছেন? ইস, বেচারী! শুধু শুধু এতো কষ্ট ভোগ করতে হল আপনাদের। ঐ হতচ্ছাড়াগুলো তো কবে ইহ জগত ত্যাগ করেছে!

সে কি? ইগান যে বলল...

জ্যাক ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিল, খিল খিল করে হাসতে থাকে কোরিন, তাই ও কথাটা কারুর কাছে প্রকাশ করেনি। আসলে ওগুলো ওর দোষেই মারা যায়। নিন, বসুন আপনারা, ঠাণ্ডা কফি খাবেন?

চমৎকার প্রস্তাব, এই প্রথমবার হেলেন মুখ খুলল।

কিন্তু আপনার কোন কষ্ট হবে না তো?

ছিঃ ছিঃ, এসব কী বলছেন? এই ছন্নছাড়া জায়গায় মাসের পর মাস মানুষের মুখ দর্শন না করলে আপনারা এটাকেও কষ্ট বলে মেনে নিতে পারতেন না। বসুন, আমি এখুনি আসছি।

কোরিন ভেতরে ঢুকে যাবার পর আমি হেলেনকে বললাম, কী বুঝছো?

হেলেন দুকাঁধে সামান্য ঝাঁকুনি তুলল, মেয়েটাকে দেখে তো ভালোই মনে হয়। তবে ও আমাদের পেয়ে খুশি হয়েছে এটা সত্যিই আশ্চর্যের।

ওর কত্তাটি অসময়ে গেলেন কোথায়? এখন সেও যদি আমাদের দেখে খুশি হয় তাহলে আমাদের সব থিওরি ভেস্তে যাবে।

কোরিন ফিরে এল হাতের ট্রেতে তিন গ্লাস কফি। ও ট্রেটা নামিয়ে রাখতেই আমি বলে উঠলাম, আমাদের পরিচয় পর্বটা আগে না হয় সেরে ফেলা যাক। এ হলো আমার স্ত্রী, হেলেন। আর আমি, স্টিভ হারমাস। আমরা এই প্রথমবার স্প্রিংভিলেতে ছুটি কাটাতে এসেছি।

আমি কোরিন কনি। আমার স্বামী আশেপাশেই কোথাও আছেন। সম্ভবতঃ সাপ ধরার কাজে ব্যস্ত।

সাপ? হেলেন বলে উঠল, তাহলে নিশ্চয়ই সুসান গেলার্ট আপনার সহদরা বোন হবেন। গতকাল রাত্রে উইলিংটনে তার শো দেখতে গিয়েছিলাম। কী আশ্চর্য যোগাযোগ বলুন তো!

কথাটার কী প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখার জন্যে আমি কোরিনের দিকে তাকালাম, কিন্তু একটা মনোরম বিস্ময় ছাড়া এর বেশী কিছু প্রস্ফুটিত হলো না ওর মুখে। খুশি খুশি গলায় ও বললো, সত্যি সত্যি আপনারা সুসিকে দেখেছেন? তাহলে তো এটাকে অদ্ভুত যোগাযোগ বলে মানতেই হয়। বিয়ের আগে আমিও শো দেখিয়ে বেড়াতাম। এগিয়ে এসে আমার পাশে বসে পড়ল।

মাঝে মধ্যে ভাবি, আমার মাথায় বোধহয় কোন গণ্ডগোল হয়েছিল। না হলে এই ভয়ঙ্কর জীবনের জন্য কেউ ওটা ছাড়ে! যাক, কীরকম লাগল বলুন সুসির অভিনয়?

মনে হল, বড় ভোলামেলা, আমি বলে উঠলাম।

সাপটাকে দেখে আমার তো ভিরমি খাবার উপক্রম দেখা দিয়েছিল।

বাঁধ ভাঙা হাসিতে ফেটে পড়ল কোরিন।বেলরিয়াস, কে দেখে? ওর তো একটা মাছি মারারও ক্ষমতা নেই। সাপটা সুসিকে দেবার সময় জ্যাক ওর বিষ থলিটা আগেই খুলে নিয়েছিল। কিন্তু মজার কথা এই যে, সুসি আজও জানে ওটা বিষধর সাপ।

সে কী! আমি হতবাক। ম্যানেজারও সুসির মতোই ঐ একই ধারণা পোষণ করে।

সে তো সাপটাকে দেখাশুনো করার ব্যাপারে একটা ওঝাও রেখে দিয়েছে।

জানি সব, কোরিন হাসতে লাগল। জ্যাকই ঐ লোকটাকে ঠিক করে দিয়েছে। সুসি খেলাটাকে বেশী গুরুত্ব দেয়। ওর ধারণা, সাপটার বিষ না থাকলে লোকের সঙ্গে প্রতারণা করা হবে। তাই ওকে না জানিয়ে আমরা এই ব্যবস্থা করেছিলাম। এমা, আমি আবার সব ফাস করে দিলাম! দোহাই আপনাদের, সুসির সঙ্গে দেখা হলে এই সত্যি কথাটা ওর কানে তুলবেন না যেন।

না না, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, হাসতে হাসতেই জবাব দিই আমি, আমার আর আপনার মধ্যে এই কথা আমাদের দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, উনি এর বিন্দু বিসর্গও জানতে পারবেন না।

হেলেন একদৃষ্ট কোরিনকে লক্ষ্য করছিল। এতক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ করে সেবলল, সত্যিই আপনাদের অদ্ভুত মিল।

আমাদের দেখলে সবাই এই একই কথা বলে। বিয়ের আগে আমরা দুজনে একসঙ্গে খেলা দেখাতাম। আমি তো জ্যাককে কতবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি, এই দ্বীপ ছেড়ে চল লোকালয়ে ফিরে যাই। সুসি আর আমি আবার একসঙ্গে খেলার আসরে নামতে পারব। বেচারী সুসি! সাপটাকে নিয়ে ও নিউইয়র্কে শো করার স্বপ্ন দেখে। আমার কোন কথাই ও কানে তোলে না। বাইরের দিকে চোখ পড়তেই কোরিন বলে ওঠে, এই তো, জ্যাক এসে গেছে।

আমরা দুজনে ঘুরে তাকালাম। বেঁটে-মোটাসোটা গড়নের একজন লোক রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছিল। পরনে মলীন সাদা ফতুয়া, মোটা কাপড়ের প্যান্ট আর পায়ে উঁচু বুটজুতো। কাঁধে ঝোলানো এক চটের বস্তা।

লোকটার বয়স তেত্রিশ থেকে বড় জোর চৌত্রিশ, তার বেশী হতে পারে না। অথচ এর মধ্যেই টাক পড়তে শুরু করেছে। থলথলে গোলাকার মুখটা রোদের তাপে বিবর্ণ, গর্তে ঢোকা চোখজোড়া নুড়ি পাথরের মতো নিষ্প্রাণ আর ভাবলেশহীন। সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই আমাদের দুই মূর্তিমানকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

কোরিন বলল, জ্যাক, এরা হলেন মিঃ অ্যান্ড মিসেস হারমাস। পেটে ইগানের কাছ থেকে খবর পেয়েই আমাদের মিঙ্কের চাষ দেখতে এখানে হাজির হয়েছেন।

আপনারা সেই এলেনই তবে বড় বেশী দেরী করে ফেলেছেন, অস্বাভাবিক মৃদু গলার স্বর লোকটার। বহুদিন আগেই ওগুলো মরে গেছে। আপনারা কি নৌকো করে এসেছেন?

হা, আমি বললাম। বেলটা বাজাবো একবার ভেবেছিলাম, তারপর কী মনে হল, আপনাদের আর বিরক্ত করার ইচ্ছে হলো না।

জ্যাক কনি মাথা নাড়ল। মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই তার মনের মধ্যে কী চলছিল, তবু দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা আর মাথা নাড়ার কায়দার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা দেখলে সহজেই টের পাওয়া যায়, মোটেই সুবিধের নয় এই লোকটা। কাঁধ থেকে বস্তাটা নামিয়ে রেখে জ্যাক কনি বলল, কোরিন আপনাদের দেখিয়ে দেবে জায়গাটা। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমাকে বেরোতে হবে। আপনারা চাইলেও আমার সঙ্গে আসতে পারেন।

কুটিরের দরজা বরাবর এগোতেই কোরিন বলে উঠল, কিন্তু জ্যাক, আমি যে ভেবেছিলাম, ওঁদের খেয়ে যেতে বলবো।

জ্যাক কনি থমকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কোরিনের দিকে। মুহূর্তের জন্য নিষ্প্রভ চোখের জ্যোতি জীবন্ত হয়ে এক হলুদ দীপ্তিতে ঝলসে উঠল।

আমি যাবার সময় ওদের নিয়ে যাব, বলেই ঢুকে গেল কুটিরের ভেতর।

অস্বস্তিকর এক নীরবতা ছড়িয়ে পড়ল আমাদের মধ্যে।

অবশেষে কোরিন মুখে আড়ষ্ট হাসি হেসে বলে উঠল, আপনারা কিন্তু জ্যাককে ক্ষমা করে দেবেন। লোকজন ও একদম সহ্য করতে পারে না। আসলে এত বছর ধরে একা থাকতে থাকতে বিনয় জিনিসটা সে একেবারেই ভুলে গেছে।

না না ঠিক আছে, হেলেন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। মোটরবোট করে ফিরতে স্টিভের ভালোই লাগবে। ওত এই গরমে নৌকা চালাতে একেবারে অরাজী ছিল।

তাহলে আসুন আপনাদের দ্বীপটা ঘুরে দেখিয়ে দিই। কোরিন উঠে পড়ল। দেখার বিশেষ কিছুই নেই, তবে আপনাদের হয়তো ভালো লাগতে পারে।

দেখার মতো কিছুই ছিল না। আমি যা অনুমান করেছিলাম দ্বীপটা তার থেকে অনেক ছোট। কুটিরের ঠিক পেছনে পনেরো-ষোলটা খাঁচা দেখলাম। সব কটাই শূন্য। দেখে বোঝা যায়, কোন এক কালে মিঙ্কের রাজত্ব ছিল ওখানে। খাঁচাগুলো দেখিয়ে কোরিন

বলল, জ্যাকের আজকাল সাপ ধরেই চলে যায়, তাই মিঙ্ক নিয়ে আজকাল ওর কোন মাথা ব্যথা নেই।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা ঘাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি এমন সময় জ্যাক কনি এসে হাজির। মুখে কিছু না বলে সোজাসুজি মোটরবোটে উঠে বসল সে।

আচ্ছা, বিদায় তাহলে, কোরিন বলে উঠল। কথা এতো কম হল বলে আমার সত্যিই বড় বিশ্রী লাগছে। এদিকে এলে মনে করে একবার আসবেন কিন্তু।

হেলেনকে ওর সঙ্গে করমর্দন করতে দেখে আমি নিজের সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট নিয়ে কেসটা কোরিনের দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।

ও, ধন্যবাদ বলে সিগারেট নিতে তার হাত বাড়িয়ে দিল।

কিন্তু আমি অনেকটা ইচ্ছে করেই কেসশুদ্ধ ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে বলে উঠলাম, এহ হে, কি হল বলুন তো!

না না, এটা আমারই দোষ। হাসতে হাসতে একটা সিগারেট ধরিয়ে কেসটা বন্ধ করে আমায় ফিরিয়ে দিল ও।

যাক, এখানে আসাটা তাহলে একেবারেই বৃথা হয়নি। ওর আঙুলের ছাপ এখন আমার হাতে।

মোটরবোটে উঠতে যাব ঠিক এই সময় হঠাৎ এক বিশ্রী শব্দ কানে আসতেই চমকে পেছনে তাকালাম। কুটিরের দিক থেকে কারুর অস্পষ্ট এক আর্ত চিৎকার ভেসে আসছিল।

কে চেঁচাচ্ছে? আমি জানতে চাইলাম।

আমার দেখে বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না যে জ্যাককনি শব্দটা শোনামাত্র আড়ষ্ট হয়ে গেছে, আমার দিকে তাকিয়ে জোর করে হাসার ব্যর্থ প্রয়াস। তাড়াতাড়ি করে আমি কোরিনের মুখের দিকে তাকালাম।

চমকে গিয়েছিলেন নাকি? হাসতে হাসতে বলল ও। ওটা আমার পোষা কাকাতুয়া। আপনাকে দেখাতে ভুলে গেছি। রাত্রে ওর চিৎকার শুনলে সবাই চমকে যায়। কাউকে প্রাণে মারা হচ্ছে যেন, অনেকটা তাই না?

হ্যাঁ, কোনরকমে আমি বলে উঠলাম। জানি না কেন আমার মেরুদণ্ড দিয়ে তখন একটা হিম স্রোত নেমে যাচ্ছিল।

আসুন, উঠে পড়ুন, জ্যাক কনি তার নরম গলায় যতটা সম্ভব কাঠিন্য এনে বলে উঠল। ইতিমধ্যে সে ইঞ্জিনও চালু করে ফেলেছে। আমি আর হেলেন বসার পর মোটরবোটটা চলতে শুরু করে দিল।

ঘাটে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে লাগল, কোরিন।

বড় চমৎকার জায়গায় থাকেন আপনারা,কনিকে বললাম আমি।

জবাব দেওয়া দূরে থাক মুখ তুলে তাকাল না একবারও।চুপনা থেকে আবার বলি, আপনার স্ত্রীর পক্ষে জায়গাটা একটু বেশী নির্জন হয়ে গেছে।

উত্তরে সে মোটরবোটের ইঞ্জিনগুলো সম্পূর্ণ গতিতে চালিয়ে দিল, যার প্রচণ্ড গর্জনে কথা বলা অসম্ভব।

বিপরীত ঘাটে পৌঁছতে দশ মিনিটও বোধহয় লাগল না। জ্যাক কনি সারাক্ষণ ধরে আমাদের উপেক্ষা করে তার চোখের দৃষ্টি সামনের দিকেই স্থির ছিল। ঘাটের কাছে এসে ইঞ্জিন বন্ধ করে এই প্রথম তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল, আমাকে আরও ওপাশে যেতে হবে। আপনারা নেমে যান।আমরানামার পর বলে উঠল, এখানে যদি আসতেই হয় বেল বাজিয়ে আসবেন। সেইজন্যই ওটা লাগানো হয়েছে। আমাদের এখানে চোর-হিচড়ের কোন অভাব নেই, সেইজন্য আগে গুলি চালিয়ে পরে আমি ক্ষমা চেয়ে থাকি।

কথা শেষ হতে মুখ ঘুরিয়ে সে মোটরবোট করে চলে গেল। একবারও আর পেছনে তাকাল না।

এই লোককে খুব মিশুকে বলা যায় না, কী বলো? আমি হাসতে হাসতে বললাম।

উঃ, কী ভয়ঙ্কর! মোটরবোটটা একদৃষ্টে লক্ষ্য করতে করতে হেলেন বলল,লোকটা আমার হৃদ্বে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল।

গাড়িতে উঠতে উঠতে শুধু বললাম, মেয়েটার আঙুলের ছাপ সিগারেট কেসের ওপর নিয়ে নিয়েছি। তোমার পাউডার একটু পেলেই এক্ষুনি আমি ওটা পরীক্ষা করে নেব।

সিগারেট কেসের ওপর পাউডার ছড়াতে যে ছাপটা স্পষ্ট হল, সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে এটুকু বুঝতে পারলাম, পলিসির ওপর যে ছাপ পড়েছে তা কোরিনের আঙুলের ছাপ নয়।

কেসটা হেলেনকে দেখিয়ে বললাম, চেয়ে দেখো, এই সম্ভাবনাটাও বাতিল। অর্থাৎ আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম। একটা সিগারেট ধরালাম। আচ্ছা, তখন ওর আওয়াজটা তোমার কাকাতুয়ার মতো শুনিয়েছিল?

বলতে পারলাম না. হেলেনকে বিভ্রান্তর মতো দেখাল। আমি তো ভীষণভাবে চমকে গিয়েছিলাম। সবচেয়ে মজার কথা, দ্বীপটা ঘুরিয়ে দেখালেও কোরিন আমাদের দ্বীপের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায়নি।

তার অন্য কোন কারণও থাকা স্বাভাবিক। সবারই নিজেদের ঘরদোর দেখানোর ব্যাপারে কখনোই আগ্রহ থাকে না। আমার কান যদি ধোঁকা না খেয়ে থাকে তবে ওটা কোন মেয়েছেলের চিৎকার ছিল ইঞ্জিন চালু করলাম।

জ্যাক কনির আঙুলের ছাপটা নিতে পারলে ভালোই হতো। হফম্যানের ধারণাই ঠিক ছিল। লোকটার চেহারা জেল ফেরত আসামীর মতো। তবে তাকে হয়তো এত সহজে ফাঁদে ফেলা সম্ভব হতো না। কোরিনই বা নিজে থাকতে এত ধরা দিল কেন বুঝলাম না!

হ্যাঁ, এটাও একটা প্রশ্ন–যদি না ইচ্ছে করেই ছাপ দিয়ে থাকে,গলায় চিন্তার ছাপ হেলেনের।

কতকগুলো জিনিস ভালো করে একবার চিন্তা করো তো স্টিভ। আমাদের দ্বীপে যেতে কোনরকম বেগ পেতে হলো না...কেন? নৌকা রাখার যুক্তি কি?

ওর নিজেরই যখন একটা মোটর বোট আছে তখন কোন দুঃখে একটা নৌকা বেঁধে রাখে বলতে পারো?

তুমি এবার ব্যাপারটাকে অযথা ঘোলা করে তুলছো? কিন্তু মেয়েটাই বা তার আঙুলের ছাপ আমাদের হাতে আসার সুযোগ করে দেবে কেন?

আর ওটা পেয়ে আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম? আমরা কী মনে মনে ভাবছিনা, অযথাই ওদের সন্দেহের তালিকায় ফেলা হচ্ছে? আর দোষী হলে আমাদের মনে এই চিন্তাটা জাগিয়ে ভোলা কী ওদের কাম্য নয়?

আমি মাথা নাড়ি, হা, তোমার কথায় যুক্তি আছে বটে।

আমার এখনও বদ্ধমূল ধারণা যে এর মধ্যে হাত সাফাইয়ের কোন ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, ওরা আমাদের যা দেখাতে চাইছে শুধু এইটুকুই আমাদের চোখে পড়ছে। স্টিভ, আমরা যদি এখনও সতর্ক না হই তাহলে মেয়েটাকে বাঁচানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

চট করে আমি একবার ওর মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিই। তোমার তাহলে মন বলছে, মেয়েটাকে ওরা খুন করার মতলবে আছে?

ঐ লোকটার পক্ষে কোন কাজই অসম্ভব নয়। আমার অনুমান মেয়েটার অবস্থা সত্যিই বিপজ্জনক। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে কিনা জানিনা, কিন্তু আমার চোখে পড়েছে সবাই আমাদের ওপর একটু বেশি সদয় হয়ে উঠেছে। সকলে এক কথায় স্বীকার করেছে, মেয়েটার মৃত্যুর পর টাকা দাবি করার কোন সম্ভাবনাই নেই। এই ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো ঠেকছে না, স্টিভ। আমার শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে, এই দশলক্ষ ডলারের জন্য কোন একজন মেয়েটাকে এমন এক উপায়ে খুন করার মতলব এটেছে, যেটা এখনও পর্যন্ত আমাদের মাথাতেই আসেনি। স্টিভ বিশ্বাস করো, আমি জ্যাক কনির ভয়ঙ্কর ঐ চোখ দুটোর কথা মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছি না। লোকটাকে দেখে ভালোর পরিবর্তে খুনীর মতোই ঠিক দেখতে লাগে।

লোকটা যে সুবিধের নয় তা আমিও মানছি, কিন্তু আমরা যে এগোব তার তো কোন রাস্তা জানা চাই! আমি বলছিনা তোমার কথায় কোন ভূল আছে...তর্ক করতে করতে আমরা হোটেলের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলাম। কিন্তু তবু কোন মীমাংসায় আসা গেল না।

গাড়ি থেকে নামতে নামতেই বলে উঠলাম, ভাবছি তল্পিতল্পা গুটিয়ে লস-এঞ্জেলস ফিরে যাব এখনই। হফম্যানকে যদি ধরতে নাও পারি তাহলে আমার পরবর্তী কাজ হবে, সম্পূর্ণ বিষয়টা ম্যাডক্সের দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়া।

তাহলে তুমি ফিরে যাও, এখান থেকে এক পাও নড়ছি না আমি, হেলেন উষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে। তুমি এতো ছটফট কোর নাতো! আমাদের একজনকে এখান থেকে দ্বীপটার ওপর নজর রাখতে হবে। খুব শীঘ্রই এখানে কিছু একটা ঘটবে, আমার কথা মিলিয়ে নিও তুমি।

হেলেন, আমি এত আহাম্মক নই তোমাকে এই পরিবেশে অচেনা জায়গায় একা ছেড়ে চলে যেতে পারি না, দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠি।

জ্যাক কনি লোকটা বড় সাংঘাতিক। তার থেকে লস-এঞ্জেলস-এ ফিরে যেতে যদি হয়ই তুমি চলে যাও। আমি এখানে থেকে সব দিকে সামলে নেব।

অযৌক্তিক কথা বন্ধ কর, স্টিভ। হফম্যানকে সামলানো আমার একার কম্ম নয় তা তোমার থেকে ভালো কে বোঝে? নিশ্চিন্তে থাকো তুমি, কনি আমায় দেখতে পাবেনা। দ্বীপের উল্টো দিক থেকে দূরবীণ দিয়ে দিকটা আমি লক্ষ্য রাখব।

.

পেটে ইগান হোটেলের ভেতর থেকে হনহন করে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। জনৈক মিঃ ফ্যান'শ আপনাকে বেশ কয়েকবার ফোন করেছিলেন। উনি বললেন, ফিরেই আপনি যেন তাকে ফোন করেন, জরুরী দরকার।

ইগানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় করার পর হেলেনকে বলে উঠলাম, ওকে আবার কোন্ পোকায় দংশন করল কে জানে! তুমি বরং এখানে থাকো, আমি ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসি।...

হেলেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে নামলাম। ফ্যান'শর দপ্তর পৌঁছতে কয়েক মিনিটও লাগল না। আমাকে দেখা মাত্রই হই হই করে দ্রুত পদক্ষেপে ছুটে এল সে।

আরে হারমাস নাকি? এসো এসো–ভেতরে এসো। ম্যাডক্সের কড়া হুকুম, গেলার্টের কাজ ছেড়ে এখন থেকে তুমি আমার হয়ে কাজ করবে।

কী ব্যাপার কী–এত হাঁক-ডাক কিসের? আমি তো তোমার কাছে এমনিতেই আসছিলাম।

ব্যাপার খুব গোলমেলে। ফিল্মস্টার জোইস শারম্যানকে কেউ কিন্তু ন্যাপ করে নিয়ে গেছে। ম্যাডক্স আমাদের হয়ে ব্যাপারটা তদন্ত করার দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছে, এই তার নির্দেশ।

তা, এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? বলেই মনে পড়ে গেল, সম্প্রতি অ্যালান গুডইয়ার জোইস শারম্যানকে দিয়ে একটা পলিসি করিয়েছে।

মুক্তিপণের দায়িত্ব কি শুধুই আমাদের?

আমার এই নির্বুদ্ধিতায় নাক সিটকে এক বিশ্রী শব্দ করল স্বয়ং ফ্যান'শ।

দায়িত্ব আমাদের ঘাড়েই পড়বে বৈকি। কিডন্যাপিং-এর জন্যই নসিওর করিয়েছিল। তাকে। যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের সন্ধান করতে হবে, আর তার খোঁজে ব্যর্থ হলে পুরো পঞ্চাশ হাজার ডলার আমাদের গুণেগুণে দিতে হবে। নাও, চটপট এবার কাজে লেগে পড়ো তো।

৬.

চিত্রজগতে জোইস শারম্যানের উত্থান এক নাটকীয় ঘটনা। শোনা যায়, তিনবছর আগে সে ছিল ম্যান করনাডিনের এক ছোট্ট হোটেলের অ্যাপ্যায়িকা। এসময় পেরি রাইস নামে প্যাসিফিক পিকচার্সের সুদক্ষ এক পরিচালকের নজরে সে পড়ে যায়। রাইসের তখন বাজার মন্দা। অযোগ্যতার অজুহাতে ফিল্ম জগৎ থেকে বিতাড়নের মুখে এসে মুখ থুবড়ে সে পড়েছিল। জোইস শারম্যানের সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত তার ভবিষ্যত ছিল অন্ধকারের মোড়কে মোড়া।

যোগ্যতা থাক বা না থাক জোইসকে এক দেখাতেই বিচক্ষণ রাইসের বুঝতে অসুবিধে হয়নি, মেয়েটার মধ্যে নায়িকা হবার প্রতিভা আছে। তাই অভিনেত্রীহিসেবেওর যাবতীয় অধিকার নিজের হাতে তুলে নিতে দেরি করেনি। এরপর প্যাসিফিক পিকচার্সকে দিয়ে জোইসের একটা স্ক্রিন টেস্ট করাতেও তাকে কোনরকম বেগ পেতে হয়নি। এই পরীক্ষায় জোইস সহজেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পেরেছিল।

এক রোমাঞ্চকর কাহিনীর উপনায়িকা হিসেবে জোইসকে প্রথম সুযোগ দেওয়া হয়, এতেও সে এমন দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে যে নায়িকার ভূমিকাও সেখানে ম্লান হয়ে যায়। প্যাসিফিক পিকচার্সের প্রধান, হাওয়ার্ড লয়েড প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে একটা ছবির নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য প্রস্তাব করে।

প্রস্তাব যেদিন আসে, সেইদিনসকালে পেরি-রাইস প্যাসিফিক পিকচার্সের কাজ ছেড়ে জোইস শারম্যানের এজেন্ট এবং ম্যানেজার হিসেবে লয়েডের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে। লয়েড অবশ্য তার এই আচরণে ক্রোধে-উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল।

তারপর বন্ধ দরজার ভেতর বেশ কয়েকঘন্টা ধরে চলতে থাকে রাইস আর লয়েডের দর কষাকষি। অবশেষে যে চুক্তিপত্র সই হয় তা আজও হলিউডের আলোচনার অন্যতম বিষয়।

রাতারাতি হলিউডের সব চাইতে নামী অভিনেতা হয়ে ওঠে জোইস শারম্যান।

এক সপ্তাহ পরেই রাইস নিজের এই দুর্লভ সম্পত্তিকে সুরক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়, তাকে বিবাহ করে স্ত্রীর যোগ্য সম্মান দেয়।

শুধু অভিনয় ক্ষমতা নয়, জোইস শারম্যানের দৈহিক সম্পত্তিও ছিল চিত্রতারকা হবার উপযুক্ত। তার আগুনরঙা কেশ (ড্রাই করা) আর আয়ত চোখ দুটো (নকল বলে অনেকের সন্দেহের বিষয়বস্তু) ছিল নারী-পুরুষ উভয়ের কাছেই আকর্ষণীয় বস্তু। শরীরের গড়ন ছিল যেমনি নিখুঁত, তেমনি যৌন আবেদনেও শরীর ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

.

ফ্যান'শর দপ্তরে ম্যাডক্সকে দেখতে পেয়ে আমি অবাক। তার পাশেই ছিল গুডইয়ার। তাকে দেখে খুশীর পরিবর্তে কেমন মনমরা লাগছিল।

ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো গর্জন করতে করতে ঘরময় পায়চারি করে ফিরছিল ম্যাডল। আমাকে দেখেই সে আমার ওপর রাগে ফেটে পড়ল,কোন চুলোয় ছিলে তুমি, আঁঃ, একঘণ্টা ধরে আমি তোমার অপেক্ষায় বসে আছি।

প্রতীক্ষার অবসান,এই তো এসে গেছিএকটা চেয়ার টেনেবসতে বসতে বললাম। গুডইয়ারের দিকে একবার মাথা নেড়ে সহজ করে প্রশ্ন করে বসি ম্যাডক্সকে, কি ব্যাপার বলুন, শুনি?

ব্যাপার? ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আমার দিকে মুখ করে দড়াম করে টেবিলে ঘুষি মেরে বসল ম্যাডক্স।

ব্যাপার কিছুনা। আমরা এক হতচ্ছাড়ি ফিল্ম অ্যাকট্রেসকে দিয়ে পলিসিকরিয়েছিলাম, যাকে কিডন্যাপ করা হলে মুক্তিপণ দিয়ে আমরা তাকে ছাড়িয়ে নেবো। আর তিন হপ্তা পার হতে না হতেই সেই মাগীকে কারা যেন তুলে নিয়ে গেল। কিছু বুঝলে? এই ব্যাপার।

পলিসিটা করার সময় আপনি তো এসব কিছুই বলেননি,গোবেচারার মতো মুখের ভাবফুটিয়ে গুডইয়ার বলে উঠল। আমিই বা কেমন করে জানবো...

আর এসবের মধ্যে একদম নাক গলিওনা,হুঙ্কার দিয়ে বসে ম্যাডক্স। পলিসিটা করিয়ে তুমি আমাদের ক্ষতি যা করার ছিল তা করেই দিয়েছ।

এক মিনিট, উত্তেজিত কণ্ঠে বাধা দেয় ফ্যান'শ। আমি কিন্তু এসব শুনতে ইচ্ছুক নই। অ্যালনের কাজই হলো পলিসি করানো। ওটুকু না করলে আমরা ওকে চাকরিতে কখনোই রাখব না। ওর সঙ্গে এভাবে কথা বলার কোন অধিকার আপনার নেই।

কি একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল ম্যাডক্স, ফ্যানশুর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে গুডইয়ারকে বলে উঠল, ঠিক আছে, ওসব স্মরণে না রাখাই ভালো। আমার মাথার ঠিক ছিল না, আমি আমার ভুল স্বীকার করছি।

যাক বাদ দিন ওসব,গুডইয়ার বলল, মুখে বলল বটে দেখে কিন্তু তাকে খুশী লাগছিল না।

এবার আমি মুখ খুললাম, আপনি বরং পুরো ঘটনাটা আমাদের খুলে বলুন। কিডন্যাপ হয় ঠিক কখন?

আজ থেকে তিনদিন আগে,ফ্যান'শবলল। কিন্তু পলিসির কথা ওরা সবেমাত্র জেনে থাকবে। আর এখনও কিডন্যাপের খবরটা স্টুডিওর লোকজনের কানে তোলা হয়নি। সেদিন ডিনারেরপর কাউকে কিছু না বলে মেয়েটা গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে যায়। রাত দুটোর পরে ও ফিরছে না দেখে রাইস চিন্তিত হয়ে পড়ে। অবশ্য রাইসের মতো মাথা মোটা এক গাড়োল কারুর জন্য চিন্তা করবে একথা আর কেউ বিশ্বাস করলেও আমি করব না।

যাইহোক, ওর বক্তব্য অনুযায়ী জোইসের ফিল্ম লাইনের বহু বন্ধুর সঙ্গে সে ফোনে যোগাযোগ করেছিল, তাঁরা কেউই ওর সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেনি। এরপর পুলিস হেড

কোয়ার্টারে খবর আসে, যে, ফুটহিল বলে ভার্দের কাছাকাছি একটা গাড়ি পাওয়া গেছে। গাড়িটা জোইস শারম্যানের আর তার উইন্ডস্ক্রিনের ওপর রাইসের নাম লেখা একটা খাম আটকানন, তাতে লেখা ছিল-মিস শারম্যানকে কিডন্যাপ করা হয়েছে আর মুক্তিপণ আজই দাবি করা হবে।

দাবি করা হয়েছিল কি?

না। এর অর্থ দাঁড়ায় এইমুহূর্তে আমাদের গাঁট থেকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড খুলতে হবে। মিস শারম্যানের কোন সন্ধান করতে না পারলে এর থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

ম্যাডক্স নাক টেনে বিশ্রী এক শব্দ করল, তার এই শব্দে কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

কোন সূত্র-টুত্র পাওয়া গেছে কি? আমি জিজ্ঞেস করলাম। না–পুলিশ এ ব্যাপারে বেসরকারী তদন্ত শুরু করেছে। রাইসের মনোগত ইচ্ছা নয় যে তারা এব্যাপারে নাক গলাক। সে বলেছে, স্ত্রীকে ও জীবন্ত ফিরে পেতে চায়, আর যতক্ষণ না সে ফিরে আসছে, হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। তার মানসিক অবস্থা আমি অনুমান করতে পারি। চিঠিতে স্পষ্ট লেখা ছিল, পুলিসকে যেন খবর না দেওয়া হয়, ক্ষতিটা তাহলে মিস শারম্যানকেই ভুগতে হবে।

ম্যাডক্স অনেকক্ষণ ধরেই কিছু বলার জন্য উসখুস করছিল, এবার সুযোগ বুঝে ফ্যান'শর কথার মাঝে ঢুকে পড়ে, আমি চাই তুমি এখুনি শারম্যানের বাড়িতে চলে যাও। যদিও এই আমরাই তোমায় লাগাচ্ছি, তবু পুলিশের দিক থেকে সব রকমের সাহায্যই

তুমি পাবে। তাদের সঙ্গে কথা আমার হয়ে গেছে, সেইসঙ্গে তোমার সুযোগ-সুবিধার সব রকমের ব্যবস্থাও সেরে রেখেছি।

বেশ। ফ্যান'শর দিকে ঘুরলাম। একটা কথা ছিল আমার। রাইসকে তুমি গাড়োল বললে কেন?

আমার বলাতে একটু ভুল হয়ে গেছে। দুশ্চরিত্র কথাটার ওর আচরণের সঙ্গে বেশি মানায়। আজ পর্যন্ত তিনমাসের বেশী একটা দিনও কাউকে নিয়ে ঘর করেনি। মেয়েদের নিয়ে বহু কেচ্ছা কেলেঙ্কারিতে তার নামে শোনা যায়–সব ব্যাপারগুলোই সে দক্ষতার সঙ্গে যে ভাবেই হোক ধামাচাপা দিতে পেরেছে।

বর্তমানে সে লজ্জার মাথা খেয়ে স্ত্রীর রোজগারের টাকায় বসে বসে খাচ্ছে। আর বিয়ের আগেই সে যখন একটা চুক্তি তাতে সই করে নিয়েছিল, জোইস এখন তাকে ছেড়েও যেতে পারছে না।

গুডইয়ারকে প্রশ্ন করলাম, রাইসের সঙ্গে পলিসিটার কোন সম্পর্ক আছে কী?

গুডইয়ার মাথা নাড়ল, না, কিছুই নেই। বরং মিস শারম্যানই আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল কথাটা যাতে তার কানে না পৌঁছয়।

রাইস ওটা পরেও শুনে থাকতে পারে নাকি?

তা কী করে সম্ভব? ওটা মিস শারম্যানের উকিলের অফিসে সই করানোর পরে তারই দায়িত্বে রাখা হয়েছিল। মিস শারম্যান কিডন্যাপ হবার পর সেই ভদ্রলোকই আমাদের নিকট টাকা দাবি করেছেন।

উকিলের নাম?

লিও সিমান,ফ্যান'শবলে উঠল। উনি এখানকার এক নামজাদা আইনজীবী। রাইস পলিসি সম্বন্ধে আগে বিন্দুবিসর্গ জানত না, সব শুনে এখন আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

ঠিক আছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমি ওখানেই যাই তাহলে।

আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো, ম্যাডক্স বলল। আমি সানফ্রান্সিসকো ফিরে যাচ্ছি। খবর থাকলে আবার আসব।

গেলার্টের কেসটা শুনে যাবেন নাকি একবার?

ঘড়ি দেখল ম্যাডক্স। গণ্ডগোলের কিছু না থাকলে এখন তাহলে থাক। আমাকে এক্ষুণি প্লেন ধরতে হবে। আমাদের বর্তমানে আলোচনার বিষয়বস্তু শারম্যান, তার কেসটা নিয়েই মাথা ঘামাবো। গেলার্টের ব্যাপারে কোন দাবি এলে তখন না হয় দেখা যাবে।

গুডইয়ার আর আমি দপ্তর থেকে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় নেমে গুডইয়ার বলে উঠল, শালা কী কপাল করেই না জন্মেছি আমি!

তোর এত চিন্তার কি আছে? আমি ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি। এতে তোর দোষটা কোথায়?বলতে হয় তাই ম্যাডবলেছে।তাছাড়া তোর তোঅজানানয়, এরকম আমাদের লাইনে হয়েই থাকে।

তা জানি, কিন্তু আমার দু-দুটো এরকম শোচনীয় ফল হলো, তাই ভাবছিলাম। যাকগে, মিস গেলার্টের সঙ্গে দেখা করে কিছু পেলি?

ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ি। নাঃ, কাজে আসে এমন কিছু নয়। আচ্ছা, তুই জানতিস, মেয়েটার একটা যমজ বোন আছে?

কই, নাতো! কেন, তার সঙ্গে কী সম্পর্ক?

সেটা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। ওর বোন জ্যাক কনি নামে একটা লোককে বিয়ে করেছে। তার মাথায় বদমতলবের চাষ থাকলেও থাকতে পারে।

উত্তেজনায় হাত দুটো কাঁপিয়ে ওঠে গুডইয়ার, এ দোষটাও কী আমার?

আমি না হেসে পারিনা, আরে অত চটছিস কেন? সুসান গেলার্ট আর ডেনি দুজনকেই আমি দেখেছি। তোর জায়গায় আমি থাকলে, অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে পলিসিটা করিয়ে নিতাম। দুটো বোনকেই আমার খুব ভালো লেগেছে।

আমি জানতাম, তুই একথাই বলবি, জ্বলজ্বল করে জ্বলে ওঠে গুডইয়ারের সারা মুখ।

সত্যিই ওদের মতো সন্দেহ করার মতো কিছু নেই।

তুই মেয়েটার অভিনয় দেখেছিস?

নারে, একটুর জন্য দেখা হয়নি। কেমন? ভালো?

যে জায়গায় ও এখন শো করছে সেখানে সাড়া ফেলেছে, তবে নিউইয়র্কে ও জিনিস কখনোই চলবে না।

মেয়েটা প্রায় উলঙ্গ হয়েই একটা সাপ নিয়ে খেলা দেখায়।

হেলেনও তোর সঙ্গে কাজ করছে শুনলাম?

হ্যাঁ, অ্যানড্রুজ ওকে কাজে লাগিয়েছে। স্প্রিংভিলেতে কনিদের ডেরার দিকে ও সজাগ দৃষ্টি রেখে বসে আছে।

কনিরা আবার এর মধ্যে এল কী করে? গুডইয়ার অবাক।

সে আমারও জানা নেই। হেলেন লোকটাকে সন্দেহের চোখে কেন দেখছে একমাত্র ওর পক্ষেই বলা সম্ভব। সহসা একটা কথা মনে আসতেই প্রশ্ন করি, আচ্ছা, বার্নাড হফম্যান নামে তুই কোন লোককে চিনিস?

ভুরু কুঁচকে ওঠে গুডইয়ারের। নাম শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি কখনো। কেন?

গেলার্টের কেসে সেও কাজ করছে। লোকটার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই জানতে পারলাম না কে ওকে এই কাজে লাগিয়েছে। তার সম্বন্ধে তুই কিছু জানিস?

চমকে উঠল, গুডইয়ার। তার চমকে ওঠা ক্ষণিকের এই দৃশ্যটা আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

ও অতি সাধারণ এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ। লোক তেমন সুবিধের নয়।তুই ঠিক জানিস গেলার্টের ব্যাপারে সে তদন্তে নেমেছে?

শুধু এইটুকুই জানার পরিধির মধ্যে ছিল আমার, লোকটা পলিসিগুলো সম্বন্ধে আগ্রহী। দিন তিনেক আগে ডেনির অফিসে ঢুকে ওর সেগুলো দেখে আসাও হয়ে গেছে।

কেন? বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে গুডইয়ার।

মুখ খুলল না। তবে সুযোগ এলে তাকে একটু চাপ দিয়ে দেখব। আশা করি কথাটা আদায় করা আমার পক্ষে খুব সহজ না হলেও শক্ত হবে না।

গুডইয়ার ঘড়ি দেখাল, এবার চলি। অনেক দেরী হয়ে গেল। হফম্যানের সম্বন্ধে কিছু পেলে আমাকে জানাতে ভুলিস না, কেমন?

ওর কাছে বিদায় নিয়ে নিজের গাড়িতে চেপে আমি বেভারলি প্লেন বুল ভার্দের দিকে এগিয়ে চললাম।

জোইস শারম্যানের বাড়ি পৌঁছতে বহুক্ষণ স্টিয়ারিংহাতে বসে থাকতে হলে আমাকে। বাড়িটা সম্বন্ধে আমার প্রত্যাশার হুবহু মিল খুঁজে পেলাম। চলচ্চিত্র শিল্পীরা নিজেদের সাফল্য আর বিত্তশালীতার প্রমাণ স্বরূপ যে সকল জাকজমক প্রদর্শন করে থাকে তার সব উপকরণই অক্ষুণ্ণ ছিল বাড়িটায়।

ফ্লাডলাইটে আলোকিত সাঁতার দীঘি, চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ সাজানো বাগান,চওড়াচওড়া বারান্দা, লাউঞ্জে রাখা সারি সারি চেয়ার, ঝুলন্ত শয্যা, বিরাট বিরাট ছত্রছায়ায় নীচে আরামের সুব্যবস্থা–কোনটারই অভাব সেখানে পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। এর ওপর কমপক্ষে কুড়িটা ঘরওলা বিশাল অট্টালিকার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

বাড়ির বাইরে পুলিশ পাহারা ছিল, কিন্তু পরিচয়পত্র দেখার পর ওরা আমায় বাড়ীর অন্দরমহলে প্রবেশের অনুমতি দিল। বাড়ির সদর দরজাতেও বেশ কয়েকজন প্রহরী। ওখান থেকে একজন পরিচারক সঙ্গে করে আমায় লাউঞ্জে নিয়ে গেল। সেখানে পা দিতেই চোখে পড়ল, তিনজন পুরুষ আর এক তরুণী চাপা-স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছিল।

একজন পুরুষ আমাকে দেখে এগিয়ে এল। লোকটা ঢ্যাঙা, রোদে পোড়া লম্বাটে মুখ, টিকোলো চিবুক, পেনসিলের মতো সরু গোঁফ আর দাম্ভিক চোখ–সেই দৃষ্টিতে অবজ্ঞা ভরপুর। লোমশ হাতে ছিল সোনার একটা ব্রেসলেট।

ইনি যে পেরি রাইস তা বুঝতে আমার এতটুকু অসুবিধে হল না। জোইস শারম্যানের সঙ্গে এই ব্যক্তির অজস্র ছবি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় চোখে পড়েছে। তবে আমার মনে হয়, তাকে ছবিতে দেখার চাইতে শরীরে দেখা বড় বেশী বিরক্তিকর।

আমি সর্বপ্রথম এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম আমি হারমাস-ন্যাশানাল ফিডালিটি কোম্পানি থেকে আসছি। ক্লেম ডিপার্টমেন্ট থেকে মিঃ ম্যাডক্স আমায় পাঠিয়েছেন।

আপনাদের অনেক সময় লেগে গেল, টেনে টেনে কথা বলে এই ব্যক্তি, আমরা তো আপনাদের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। যাই হোক; এসে যখন পড়েছেন। এদের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিই।..ইনি মিস মীরা ল্যাসটিস-আমার স্ত্রীর সেক্রেটারি।

মেয়েটা ঘুরে আমার দিকে তাকাল বটে তবে সে দৃষ্টিতে কৌতূহলের কোন চিহ্নই নেই। ছোটখাটো ঘনবর্ণের মেয়ে। দেখে মনে হয়, ওরশরীরে মেক্সিকান রক্ত থাকা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। এরকম পরিস্থিতিতে ভদ্রতার খাতিরে লোকে যা বলে আমিও তাই বললাম, কিন্তু মীরা ল্যাসটিস তাতে উত্তর দেবার প্রয়োজনটুকুও অনুভব করল না।

ইনি মিঃ হাওয়ার্ড লয়েড।লম্বা,সাদা চুলওয়ালা লোকটা এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করল। কৌতূহল চোখে তার দিকে তাকালাম। এনাম আমার খুব চেনা, কোথায় শুনেছি যেন।

প্যাসিফিক পিকচার্সের প্রধান, হাওয়ার্ড লয়েড পৃথিবীর অন্যতম ধনী হিসেবে জগৎ বিখ্যাত। লোকটার কোটরাগত দু-চোখের সন্ধানী দৃষ্টি আমাকে রীতিমতো বিব্রত করে তুলল।

আপনি আসায় খুশী হলাম, মিঃ হারমাস। গুরুগম্ভীর গলার স্বর লয়েডের, নীচু সুর বাঁধা। মনে হচ্ছে ভাগ্যদেবী আপনাদের ওপর সুপ্রসন্ন নন!

মৃদু হাসি হাসলাম আমি। আমাদের এই ব্যবসায় এরকম ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা লেগেই থাকে, এটা আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়, মিঃ লয়েড।

আর ইনি মিকলিন–পুলিশ থেকে এসেছেন। ছোট আকৃতির বলিষ্ঠ লোকটার দিকে সামান্য মাথা ঝোকালাম আমি। জবাবে হাত মেলানোর কোন প্রচেষ্টাই তার দিক থেকে এলোনা।

এখনও পর্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া গেছে? আমি জানতে চাইলাম তার কাছে।

না। মুক্তিপণের অঙ্কটা শোনার প্রত্যাশায় আছি আমরা। ওটা না জানা পর্যন্ত আমাদের বিশেষ কিছু করণীয় নেই।

টাকা দেওয়ার দায়িত্ব যখন আপনাদের,রাইস নিজের সোনার সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল, তাই আপনাদের পক্ষেই বলা সম্ভব। টাকা যোগাড় করতে কত সময় লাগবে?

সেটা নির্ভর করছে টাকার অঙ্কের ওপর,আমি যথা সম্ভবসংযত থেকে জবাব দিই। কিডন্যাপ যারা করে তারা কম মূল্যের নোটে টাকা দাবি করে থাকে, সাধারণতঃ এর জন্য অপেক্ষা করতেও ওরা প্রস্তুত থাকে।

ও আচ্ছা। সিগারেট ধরালো রাইস। তার ফ্যাকাশে চোখে দুটো আমার সর্বাঙ্গে যেন বিচরণ করতে লাগল।

বেচারি জোইসকে তাহলে ততক্ষণ ওদের কবলে আটক থাকতে হবে। টাকাটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা করে রাখলে আপনাদেরই ভালো।

ওরা কত টাকা দাবি করতে পারে আপনার এ সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে?

কটমট করে আমার দিকে তাকাল রাইস। সে আমি কেমন করে জানব?

এভাবে আমরা অনর্থক সময় নষ্ট করছি না তো? লয়েড অধৈর্য হয়েই বলে ওঠে।

মিঃ হারমাস, আমরা সকলেই এই কথা ভেবে দেখলাম যে, নির্দেশ আসার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকাটা মিটিয়ে দিলে আপনাদের বলার কিছু থাকবে না।

তাই নাকি? সত্যি আপনাদের চিন্তা-ভাবনা তারিফের যোগ্য...।

নিশ্চয়ই, উত্তেজিত শোনালো রাইসের কণ্ঠস্বর।যেকোন মূল্যে আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে চাই।

মিকলিনের দিকে ফিরে তাকালাম। এবিষয়ে আপনি কী বলেন? আপনারাও মুক্তিপণ মিটিয়ে দেবার পক্ষপাতিত্বের দলে?দুকাঁধে ঝাঁকুনি তুলল মিকলিন। টাকা হাতছাড়া হবার আগেই তাকে উদ্ধার করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। কিন্তু আমি এখানে এসেছি বেসরকারি ভাবে, তাই এক্ষেত্রে বিশেষ কিছুই করণীয় নেই আমার।

পুলিশকে যাতে এ ব্যাপারে জড়ানোনা হয় তার জন্য আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, লয়েড জবাব দিল, মিঃ মিকলিন শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের দায়িত্বেই থাকবেন। টাকা মিটিয়ে দেবার পর মিস শারম্যান ফিরে এলে আবার উনি তদন্তের কাজ শুরু করবেন।

আমি মিকলিনকে বলে উঠি, আপনারা কী করে ভাবছে টাকা দিলেই মিস শারম্যানকে ফিরিয়ে দেবে?

এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে বোঝাবার চেষ্টা করছি আমি। কিন্তু ওঁরা কিছুতেই এই সহজ কথাটা বোঝার চেষ্টাও করছেন না।

এর মধ্যে না বোঝার কী কারণ থাকতে পারে? রাইস সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে আর একটা ধরিয়ে নিল।

টাকা পাবার পর জোইসকে শুধু শুধু আটকে রেখে ওদের কী লাভ?

মিকলিন আমার দিকে তাকিয়ে বিচক্ষণের মতো সামান্য ঘাড় নাড়ল। আমি এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে এটুকু বুঝলাম যে ওদের বুঝিয়ে কোন লাভ নেই যে, অপহরণকারীরা বন্দীদের মেরে ফেলে নিজেদের সুরক্ষিত মনে করে। আমার আর মিকলিনের কথা যদি ওদের মাথায় না। ঢুকে থাকে, তাহলে অবুঝ মন খুব শীঘ্রই বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করবে সমগ্র ব্যাপারটা।

মুক্তিপণের টাকা মেটানোর দায়িত্ব যখন আমাদের ঘাড়েই পড়বে,আমি বলতে থাকি, তখন কতকগুলো ছোটখাটো তথ্য জানার অধিকারও আমাদের থাকা স্বাভাবিক। আচ্ছা, আপনারা বা মিস ল্যাসটিস কি স্থির নিশ্চিত যে, মিস শারম্যান গাড়ী নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন আপনারা তা একেবারেই জানেন না?

এ বিষয়ে উত্তর যা দেবার ছিল তা আমি বহুপূর্বেই দিয়ে দিয়েছি,রাইস উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ঘুরে দাঁড়াল। পুলিস তার প্রশ্নবানে আমাকে নাজেহাল করে তুলেছে। এরপর আপনিও যদি তাদের পন্থাই অনুসরণ করে তুলতে চান তুলতে পারেন, তবে আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমি নিজের শরীরটাকে আরও ক্লান্ত করতে চাই না।

সঠিক অনুমান আমাদের মধ্যে কারুর-ই নেই,লয়েড বলল। তবেস্টুডিওর কাজ মিটে যাবার পর জোইসএরকম প্রায় দিনই বেড়িয়ে যেতো। রাত্রে গাড়ি চালালে নাকি ওর নার্ভ ভাল থাকে।

উনি সঙ্গে করে কোন মালপত্র নিয়ে গেছিলেন কি?

রাইস অগ্নিশর্মা হয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আমার উদ্দেশ্যে। আপনি যা বলছে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে স্ত্রী আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে?

পঞ্চাশ হাজার ডলারের অঙ্কটা খুব ছোট নয়, মিঃ রাইস,কঠিন সুরে জবাব দিই। ওকে যে কিডন্যাপ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি স্থির নিশ্চিত হতে চাই।

এই কথা শোনার জন্য রাইস আর মীরা ল্যাসটিস প্রস্তুত ছিলনা, এরকম যে শুনতে হবে তা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। অধৈর্য হয়ে অঙ্গভঙ্গী করে উঠল লয়েড। একমাত্র মিকলিনকে এদের দলে ফেলা যায় না। তিনি সবার থেকে আলাদা। অবিচল মিকলিন।

এক পা আমার দিকে এগিয়ে এল রাইস। তার মরা মাছের মতো চোখ দুটো ধিকিধিকি করে জ্বলছে, নিভছে। কি বলতে চান আপনি?

তার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে জবাব দিলাম, আপনার স্ত্রী কোথাও পালিয়ে গিয়ে আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য চিঠিটা লিখে গেছেন কিনা সে সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত হবার প্রয়োজন আছে বৈকি। আমার জানা প্রয়োজন, ইনসিওরেন্সের কথাটা কেউ জেনে, পরে কিডন্যাপিংয়ের অজুহাত দেখিয়েছে কিনা। আপনার স্ত্রী আমাদের কাছ থেকে যে ইনসিওরটা করিয়েছেন, তাতে খুনের উল্লেখ নেই কোথাওঁ, তার পরিবর্তে আছে কিডন্যাপিংয়ের কথা। তাই এবিষয়েও সঠিক ভাবে জানা প্রয়োজন যে আপনি এবং আপনার স্ত্রী দুজনে মিলে মাথা খাটিয়ে কৌশলে আমাদের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করার চেষ্টা করছেন না।

আপনি...আপনি.... রাইস বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করল। অগ্নিদৃষ্টির ভয়াবহ রেশও প্রশমিত হলে কিছুটা। হয়তো উপলব্ধি করল, এই পরিস্থিতিতে মাথা গরমের পরিবর্তে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করা উচিত। বললো, সোজা কথায়, আপনারা এই চেষ্টায় আছেন মুক্তিপণ যাতে না দিতে হয়–তাইতো?

একরকম তাই,হাসি মুখে জবাব দিলাম আমি। একেবারে নিরূপায় না হলে আমরা কাউকে টাকা দিই না।... যাক, আমি মিস শারম্যানের ঘরটা একবার দেখতে চাই।

এক মিনিট, লয়েড বলে উঠল। আপনি যে সব প্রশ্নের পাহাড় খাড়া করছেন তার একটার সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ আমি দূর করতে পারি।

জোইসের পালানোর সম্ভাবনা এক কথায় ভিত্তিহীন, কেননা তার যে ছবিটার স্যুটিং বর্তমানে চলছে, সেটা ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ চরিত্র বলা চলে। এই অবস্থায় ছবিটা অর্ধেক পথে শেষ করে ও কখনোই পালাতে পারে না। আমি এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত।

ছবিটা বন্ধ হয়ে গেলে আপনার নিশ্চয়ই বেশ কিছু লোকসানের মুখ দেখতে হবে? আমি জানতে চাইলাম।

হ্যাঁ, বেশ কয়েক হাজার ডলার। আপনারা যা অনুমান করছেন তার থেকেও অনেক বেশি। এর মধ্যেই আমরা পঁচাত্তর হাজার ডলার খরচ করে ফেলেছি। জোইসকে না পাওয়া গেলে আমাদের পুরোটাই জলে যাবে। তাই, ওকে যে করেই হোক খুঁজে বার করতেই হবে।

আমি মিস শারম্যানের ঘরটা দেখতে চাই। মীরা ল্যাসটিস নীরবে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। ওকে অনুসরণ করেই বিশাল একটা ঘরে আমি পা রাখলাম। ঘরটার দেয়াল সবুজ রঙের আর বাদামী রঙের পর্দা। বিরাট পালঙ্কটাতেও দেয়াল আর পর্দার সঙ্গে মানানসই বাদামী আর সবুজ রঙের সুন্দর কাজ। চিত্র জগতের নায়িকার উপযুক্ত ঘরেরই মতো ঘর। স্বাভাবিক কারণেই একটু হকচকিয়ে গেলাম।

ঘরটার চারপাশে একবার তাকিয়ে আমি মীরাকে প্রশ্ন করলাম, উনি ওনার সঙ্গে কোন মালপত্র নিয়ে গেছেন কিনা আপনি বলতে পারেন?

না।

কথাটা শেষ করেই ও চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়, কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি তার সামনে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালাম।

আর আপনি এও জানেন না, কেন উনি রাত্রে কাউকে কিছুনা বলে একা বেড়িয়ে পড়েছিলেন?

চকচকে গভীর চোখে আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল ও। নিকটে এসে দাঁড়াল।

ও মদে ডুবে থাকতো,মিষ্টি চাপা গলার স্বর মেয়েটার। বেশির ভাগ সময়েই ওর হুঁশ থাকে না নিজে কি করছে। সে রাত্রেও ঐ একই ঘটনা ঘটেছিল। দেখছেন না, ব্যাপারটা ওরা কীভাবে ধামাচাপা দিতে চাইছে? ছবি ছাড়া ওঁদের অন্য কোন চিন্তাই নেই। জোইসের উপযুক্ত স্থান মনস্তাত্বিক বিশেষজ্ঞ, সেখানেই পাঠানো দরকার তাকে।

কানে হাত বোলাতে বোলাতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটা রাইসের বিপক্ষে গিয়ে বিরূপ মনোভাব পোষণ করছে। আমার যেন মন বলছে ওকে চুমু খাবার চেষ্টা করলে ওর দিক থেকে বিশেষ বাধা আসবে না।

গম্ভীর কণ্ঠেই বলে উঠলাম,, তাহলে এই ব্যাপার! কদ্দিন, এসব কদ্দিন ধরে চলছে?

বহুমাসের ব্যাপার এইসব। এটাই হয়তো ওর শেষ ছবি। এমন অনেক সময়েই হয়েছে যখন ওকে ধরাধরি করে সেট থেকে নিয়ে আসতে হয়।

কিডন্যাপটা তাহলে সময় বুঝেই হয়েছে?

এর কোন উত্তরই বেরাল না মীরার মুখ থেকে।

আপনার ধারণাও কি তাই বলে, সত্যি সত্যি ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?

না করার কোন কারণ তো চোখে পড়ছেনা?চিঠি চিঠি লিখে যাবার মতো ওর বুদ্ধি ছিলনা।

যদি না আপনাকে দেখে আমার খুব ভুল হয়ে থাকে, আপনি ওকে ঠিক পছন্দ করেন না–তাইনা?

মোটও না। ওকে আমার ভালোই লাগে। সবাই ওকে ভালোবাসে।

মিঃ রাইসও?

ওঁর ওকে ভাল না বাসলেও চলে যায়। কারণ উনি তো ওকে দিয়ে চুক্তিই করিয়ে নিয়েছেন।

ও আচ্ছা। তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। এগিয়ে এসে ও আমার টাইটা টেনে টেনেঠিক করতে লাগল। এতে আমাদের মুখ খুব কাছে এগিয়ে আসতে ইঞ্চি ছয়েক ব্যবধানে নিজেকে পিছিয়ে এনে এই দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করলাম।

আমি জানতাম দৃঢ়চেতা গোয়েন্দাদের কথা একমাত্র পুস্তকেই শোভা পায়, বলেই আমাকে মৃদু ঠেলা দিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে দিল ও।

নিজের মনেই কিছুক্ষণ হেসে একটা সিগারেট ধরালাম আমি। তারপর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের কাজে নেমে গেলাম ঘরটার মধ্যে। আমি নিজেও জানি না কি খুঁজে চলেছে আমার এই দুরন্ত মন। কিন্তু আমি স্থির নিশ্চিত, জোইস শারম্যানের সেই রাত গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে পড়াই ওর জীবনের অন্তিম গাড়ি চালানো। মেয়েটার পোষাকের কোন অন্ত নেই। অবশ্য একজন ফিল্ম অভিনেত্রীর পক্ষে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। রাশিকৃত ব্রান্ডির বোতলও হাতে ঠেকল। পোষাকের আড়ালে,জুতোর আলমারির মধ্যে আর অন্তর্বাসগুলোর নীচে সেগুলো লুকোনো ছিল।

দেরাজের ভেতর একটা ২২ রিভলভার পেয়ে গেলাম। গুলিভরা অথচ বোঝা যায় খুব বেশী দিন চালানো হয়নি। ঐ দেরাজেই ছিল তিনটে জয় সেন্টের শিশি কোনোটারই ছিপি খোলা হয়নি। এই আবিষ্কারটার জন্য আমার মন মানসিক দিক থেকে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাই ক্ষণিকের জন্য নিশ্চল-নিথর হয়ে পড়েছিলাম। কি মনে হল একটা শিশির ছিপি খুলে ঘ্রাণ নিলাম। ই, অন্ধকার গলিপথে হন্তদন্ত হয়ে বিরাট বড় গাড়িটায় উঠতে দেখা মেয়েটার গায়ের সেন্টের সঙ্গে এই গন্ধটার আশ্চর্য এক মিল আছে। এ

চিন্তা যদিও অর্থহীন, কেননা হলিউডের অর্ধেকের বেশি অভিনেত্রীই হয়তো জয় সেন্ট ব্যবহার করে থাকে।

শিশিটার ছিপি আটকে আমি আবার অনুসন্ধানের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এবার যেটা সামনে এল সেটা হল টুপির বাক্সতে লুকাতে কুৎসিত আকৃতির এক ছোরা। সঁচের মতো তীক্ষ্ণমুখ, দেখতে অনেকটা বরফ কাটা ছুরির মতো।

আকস্মিকভাবে সেন্ট আর ছুরির যুগল আবির্ভাব আমার অনুসন্ধানে আরো চাঞ্চল্য এনে দিল। মনের জোর বেড়ে গেল। জানালার পাশে রাখা টেবিলটার দিকে তাকালাম। এর একটা দেরাজ ছিল কাগজপত্রে আর চিঠিপত্রে ঠাসা, পুরনো চুক্তিপত্র, ছবি, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে কাটা টুকরো সংবাদ। চিঠির বান্ডিলের তলা থেকে হাতে ঠেকল একটা ব্যবসায়িক কার্ড। সামান্য অপরিষ্কার, তবে কোণাগুলো ভাঙা। তুলে নিয়ে চক্ষুস্থির, ওটা বার্নাড হফম্যানের।

কার্ডটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে উত্তেজনার এক ঠাণ্ডা শিহরণ নেমে এল আমার মেরুদণ্ড দিয়ে। নীচে কোথাও একটা টেলিফোন বেজে চলেছে।

ফ্যান'শর দপ্তরে আলো জ্বলতে দেখে আমি একটু অবাকই হলাম। এখন সাতটা পঁয়তাল্লিশ। এতক্ষণ ধরে তার কাজ করার কথাও নয়। ভেতরে ঢুকে দেখলাম সে কোন কাজও করছে না। টেবিলের ওপর ঠ্যাং তুলে একটা পেপার ব্যাক নভেল, পড়তেই সে ব্যস্ত। পাশেই হাতের নাগালের মধ্যে ছিল এক বোতল স্কচ আর সিগারেটের টুকরোয় ভরা ছাইদানি।

এই তো এসে গেছে, সন্তর্পণে পা দুটো মেঝেতে নামিয়ে আনল ফ্যান'শ। তোমার যদি হুট করে প্রয়োজন হয়ে পড়তে পারে ভেবে এতক্ষণ আমি অপেক্ষা করছিলাম। টাকার অঙ্কটা ওরা জানিয়েছে?

হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেক আগে তাদের দাবির অঙ্ক চেয়ে বসেছে। চেয়ার টেনে অগত্যা বসে পড়ি।

জানানোর স্বাদ জাগলেও জিজ্ঞাসা করতেই কেমন যেন ভয় ভয় করছে। কত টাকা?

ম্যাডক্সের হয়তো কানে যাওয়া মাত্রই স্ট্রোক হবার উপক্রম হবে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি, ইনসিওরেন্সের শর্তগুলো সবই ওদের নখদর্পণে। ওরা পুরোটাই পেতে যায়–পঞ্চাশ হাজার।

আঁ! আঁতকে ওঠে ফ্যান'শ। বলল কি? কবে দিতে হবে?

আজ থেকে চারদিনের মধ্যে। পাঁচ, দশ আর কুড়ি ডলারের নোটে–এর থেকে বড় নোট চলবেনা। লোকটার সঙ্গে আমি নিজেও কথা বলে দেখেছি। ভয়ঙ্কর সেয়ানা। চারদিন পরে আবার যোগাযোগ করে সে আমাদের জানিয়ে দেবে টাকা পৌঁছনোর স্থান। ফাঁদ পাতার কোন সুযোগই সে দেবার পক্ষপাতী নয়।

আর ম্যাডক্স যদি টাকা দিতে না চায়?

না দিয়ে সে যাবেই বা কোথায়? রাইস নিজেই উপযাচক হয়ে ইনসিওরেন্সের কথাটা ফোন করে খবরের কাগজওয়ালাদের বলে এ কাজটা সেরে রেখেছে। টাকা দিতে আমরা বাধ্য।

তাহলে সংবাদটা না হয় তাকেই জানিয়ে দিই। নোটগুলো এক কথায় যোগাড় করাও সহজ ব্যাপার নয়।

কুড়ি ডলারের থেকে বড় নোটও চলবে না বললে?

না। আচ্ছা, মিস শারম্যান বদ্ধ মাতাল ছিল, একথা তোমরা জানতে?

ফ্যানশের মুখে চিন্তার ছাপ। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু কিছু গুজব আমার কানেও যে আসেনি তা নয়, তবে পাড় মাতাল হবার কথাটা এই প্রথম শুনছি। রাইসকে তোমার লাগল কেমন?

যেমনটা ভেবেছিলাম। একজন নামীপ্রখ্যাত অভিনেত্রীমদ খেয়ে নিজের কাজ হারাতে বসেছিল, তার এই দুর্দিন দেখে তার স্বামী সুযোগ বুঝে স্ত্রীকে ভাঙিয়ে বেশ কিছু টাকা আত্মসাৎ করার মতলব আঁজলো। স্ত্রীকে কিডন্যাপ করিয়ে মুক্তিপণটা সে নিজের পকেটস্থ করার অভিপ্রায় রাখে।

মাথা নাড়ল ফ্যান'শ। হতে পারে। তবে সব ঠিক থাকলেও একটা প্রশ্নে কিছু গলদ থেকেই যাচ্ছে।...পলিসিটার কথা সে আগে থাকতে জানতো না।

সে প্রমাণ এখনও আমাদের হাতে আসেনি। কে বলতে পারে স্ত্রীর মুখে থেকেই সে প্রথম কথাটা শুনেছিল কিনা!..নাঃ, আমার কাছে এই অনুমান খুব ভিত্তিহীন লাগছে না।

আমরা তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না, এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কি?

টাকা মিটিয়ে দেবার আগে পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না। তারপর আছে রাইসের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। কিছুদিন দেখলেই বোঝা যাবে টাকা তার গবরে গেছে কিনা।

আর জোইস শারম্যান?

আমার ধারণা যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে ও আর এপথ মাড়াচ্ছে না।

আমারও তাই অনুমান, চিন্তিত গলায় বলল ফ্যান'শ। যাক, আমি না হয় ম্যাডক্সকে একটা খবর পাঠাচ্ছি।

তোমার বক্তব্য আমি তাকে জানিয়ে দেব।

ওতো মনেপ্রাণে এটাই চায়। এরকম একটা অবস্থা তার মন অনেক আগে থাকতেই কল্পনা। করে নিয়েছে।উঠে দাঁড়ালাম। চলি, একটা কাজ আছে। ম্যাডক্সয়দি আমার খোঁজ করে, বোলো, এক ঘন্টার মধ্যে কালভার হোটেলে ফিরে আসব আমি।

আচ্ছা। হাত তুলল ফ্যান'শ। সকালে আবার দেখা হবে।

বাইরে বেড়িয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা চলে এলাম ৫৫ নম্বর উইল্টশায়ার রোডে। ট্যাক্সি ওলাকে দাঁড় করিয়ে বাড়িটার দরজায় টোকা দিলাম।

দ্বিতীয়বার টোকা মারার পর একজন স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলে দিল।

কে?

মিঃ হফম্যান আছেন?

না।

বলেই কথা আর না বাড়িয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হলো স্ত্রীলোকটি। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি, আপনি কী মিসেস হফম্যান?

আমার পরিচয় যাই হোক না কেন তাতে আপনার কি আসে যায়? ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব এল।

মিঃ হফম্যানের সঙ্গে আমার একটু প্রয়োজন ছিল। কোথায় গেলে তার সঙ্গে দেখা হতে পারে বলতে পারেন?

একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করল, তারপর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। আপনি ভেতরে আসতে পারেন।

ওকে অনুসরণ করে যে ঘরে এসে ঢুকলাম, ঘরটা তেমন সাজানো-গোছানো নয়। সব কিছুই আছে তবে সবই অগোছালো। আসবাবপত্রগুলোর ওপর জমা পুরু ধূলোর আস্তরণ। বৈদ্যুতিক আলোয় স্ত্রীলোকটিকে ভালভাবে দেখার সুযোগ পেলাম। বয়েস প্রায় পঁয়ত্রিশের মধ্যে, ঘন গায়ের রঙ, তবে মুখটা জুড়ে বিষণ্ণতার ভাব। নিজেকে এভাবে শেষ না করে দিলেও হয়তো তার মধ্যে একটা সস্তা মাপের চটুলতা খুজলে এখনও বোধহয় পাওয়া যেত। গায়ে মোটা একটা সোয়েটার। ধূসর রঙের কোঁচকানো স্কার্টটার ঠিক মাঝে বিরাট একটা তেল কালির ছাপ।

আপনি কি মিসেস হফম্যান?

ধরুন তাই, রুক্ষ মেজাজে জবাব দিল। অবশ্য গর্ব করার মতো এটা কিছু নয়। কি চান আপনি?

আমি একটা সিগারেট এগিয়ে দিলাম। সিগারেটটা ধরিয়ে একটা প্রায় ভাঙ্গা চেয়ারে বসে ও আমার মুখের দিকে তাকাল। আপনি যা বলতে এসেছেন চটপট বলে ফেলুন তো। এক্ষুণি আমায় বেরোতে হবে।

আপনার স্বামী কোথায় গেছেন আপনি জানেন না?

এ কথার জবাব তো আমি অনেক আগেই দিয়েছি। তাকে আপনার কি দরকারে লাগবেবলুন।

গতরাত্রে স্প্রিংভিলেতে ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ। দেখা হলে ওঁর কিছু রোজগারের বন্দোবস্ত করে দিতাম আর কি।

কৌতূহলী চোখে জরিপকরল আমায়, মুহূর্তের জন্য চোখ দুটো জ্বলজ্বলে ভাবে আমার চোখে ও ধরা পড়ল।

আপনি কি সেই ইনসিওরেন্স কোম্পানির লোক?

হ্যাঁ। উনি তাহলে আমার সম্পর্কে আপনাকে বলেছেন?

ও বলবে! বিষঃ হাসি হাসল ও। ও আমাকে একটা কথাও বলে না। ও ফোনে বলেছিল আড়ি পেতে শুনে নিয়েছি। আপনার নাম হারমাস, তাই না?

মাথা নেড়ে আমি একটা আরাম কেদারায় আস্তে করে নিজের দেহটা এলিয়ে দিলাম। ফোনটা উনি কবে নাগাদ করেছিলেন?

ঠিক দিন তিনেক আগে রাত্রে।

কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, কিছু জানেন?

না। তবে একটা আন্দাজে ঢিল মারতে পারি।

বলুন?

অর্থপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল ওর মুখ জুড়ে। স্বামীর কাজের বিষয় নিয়ে আমি কারুর সঙ্গে আলোচনা করি না। ও এ ব্যাপারটা পছন্দ করে না।

মৃদু হাসি হাসলাম। সেটা আমার কাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু তার দরুণ কুড়ি ডলারের একটা পাত্তি খরচা করতে রাজি আছি।

ফ্যাকাশে ঠোঁটে একবার জিভ বুলিয়ে নড়েচড়ে বসল ও। তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

নোটটা মানিব্যাগ থেকে বার করলাম। এবার বলুন, কে সে?

লালচুলো ঐ মেয়েটা, আজকাল ও যার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

শুনুন, ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরী। একটু পরিষ্কার করে খুলে বলুন, কেমন? এর দরুণ টাকার অঙ্কটা বাড়িয়ে চল্লিশ করে দিচ্ছি। বর্তমানে কুড়ি, বাকিটা ভোলা থাক আপনার বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। নোটটা চেয়ারের হাতলের ওপর দিকে ঠেলে দিলাম।

সেটা তুলে নিয়ে সোয়েটারের ভেতর চালান করে দিল। আপনি যেন তার কাছে আবার ফাঁস করে দেবেন না, আমি এসব বলেছি। তবে আমি ভালো করেই জানি। ও আর ফিরে আসছে না।

সঙ্গে করেও জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। কেউ বোধহয় ওকে ভয় দেখিয়েছে। রান্নাঘরে আমায় ব্যস্ত দেখে চুপিসাড়ে ও পালিয়েছে। আমি এবিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে এপথ ও আর মাড়াচ্ছে না।

একটু আগে লালচুলো যে মেয়েটির কথা বললেন, সে কে?

জানি না। হপ্তাখানেক আগে এখানে একবার এসেছিল। আমি তাকে সঙ্গে করে ভেতরে এনেছিলাম, কিন্তু মুখটা ভালো করে দেখতে পারিনি। তার চোখে লাগানো ছিল গগলস্ আর মাথা জুড়ে বিরাট এক টুপি। এখন সামনে এলেও তাকে চিনতে পারব না।

মেয়েটা এর আগে কোনদিন আসেনি?

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল ও। নাঃ। তবে আমি জানি টাকা নেবার জন্য বানি তার সঙ্গে মাঝে মধ্যেই গভীর রাত্রে দেখা করতো।

মেয়েটা আপনার স্বামীকে কোন কাজে লাগিয়েছিল জানেন?

ঠোঁট উল্টিয়ে আবার মাথা নাড়ল ও, অর্থাৎ এবিষয়ে ওর কিছুই জানা নেই।

দিন তিনেক আগে মেয়েটিকে উনি ফোন করেছিলেন বললেন?

হ্যাঁ। আমি তখন রান্নাঘরে। কোন কাজের সঙ্গে ও যুক্ত সে বিষয়ে জানার ইচ্ছা ছিল আমার। তাই ফোনের শব্দ কানে যেতেই তাড়াতাড়ি দরজার কাছে কান পেতে দাঁড়িয়ে

পড়ি। ওরা...ওরা একটা খুন নিয়ে আলোচনা করছিল। আর আমি খুব ভালো ভাবেই জানি, রিসিভারের অপর প্রান্তে কথা বলছিল ঐ লালচুলো মেয়েটা।

আপনার স্বামীর কথাগুলো একবার বলতে পারেন?দু-এক মুহূর্তের জন্য বিরতি। মনে মনে গুছিয়ে নেয়। সবটা আমার মনে পড়ছে না, তবে অনেকটা এইরকম ছিল, সে বলছিল : হারমাস নামের ইনসিওরেন্সে কোম্পানীর এক গোয়েন্দা আমার পিছু নিয়েছে। সে জানে আমি তখন ঐ বাড়িতেই উপস্থিত ছিলাম। তার কাছে কোন প্রমাণ নেই, সে নিজেও এই কথাটা স্বীকার করে। খুনটা সে আমার ঘাড়েই চাপানোর চেষ্টা করবে। শুনুন, অনর্থক এতবড় ঝুঁকি নেবার মনোগত বাসনা আমার নেই। আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। হ্যাঁ, এক্ষুণি। সঙ্গে করে কিছু টাকাও আনকেন। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।...বলেই ও ফোন রেখে দিয়েছিল।

তারপর কি হল?

বেড়িয়ে যায়। তখন সোয়া বারোটা। সাড়ে বারোটা নাগাদ ফিরে এসে সোজা নিজের ঘরে চলে যায়। ও ভেবেছিল আমি ঘুমিয়ে আছি।... আমরা এখন একঘরে থাকি না। দুজনেরই আলাদা ঘর। মিনিট কুড়ি বাদে ব্যাগ হাতে ও আবার গাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিল।

আপনি তখন বলছিলেন, কেউ ওঁকে ভয় দেখিয়েছে। হঠাৎ করে এই চিন্তা আপনার মাথায় এল কেন?

কারণ আমি নিজের চোখে দেখেছি, ওর মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। আপন মনেই বিড়বিড় করতে করতে দর দর করে ঘামছিল। এর আগে এই হাল তার কখনো হয়নি। ও কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে নিঃসন্দেহে বলা যায়।ও যাওয়াতে কষ্টের পরিবর্তে আমি খুশি হয়েছি। অনাবশ্যক ঝুট-ঝামেলায় নিজেকে জড়ানোর কোন মানসিকতা আমার নেই। তাকে রাখা ঘড়িটার দিকে ফিরে তাকাল ও। রাত্রের শোতে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা, এখন না বেরোলে আবার দেরী হয়ে যাবে।

আর একটা প্রশ্নই আমার আছে, বলতে পারেন ঐ লালচুলো মেয়েটা বাদে আর কারুর সঙ্গে তিনি কাজ করছিলেন কিনা?

ঠিকঠিক বলতে পারবো না। দুএকটা ছুটকো-ছাটকা কাজ বোধহয় করত। লোকে তো সব সময়েই ওর খোঁজ করে থাকে। কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালও। কোন্ খুনটার কথা ও বলছিল বলুন তো?

জানিনা, বলেই চেপে গেল ব্যাপারটা। আপনার জায়গায় যদি আমি থাকতাম তাহলে কখনোই এর মধ্যে নিজেকে জড়াতাম না। কোথায় গেছেন উনি জানেন না, না?

না। কাল রাত্তিরে ও স্প্রিংভিলেতে গিয়েছিল তাও জানতাম না আমি। কাল ওর সঙ্গে কথা বলেন নি কেন?

সুযোগ পাইনি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল ও। ওকি সত্যি সত্যি কাউকে খুন করেছে?

এ, ব্যাপারে সঠিক ভাবে আমার কিছু জানা নেই।কুড়ি ডলারের আর একটা নোট ওর দিকে এগিয়ে ধরলাম।

কয়েকদিন এখানেই থাকবেন। পুলিশ হয়তো আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য আসতে পারে।

ধ্যাৎ, ওসবে আমি মাথা ঘামাই না,অবজ্ঞার সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকালো। ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না। এগিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলে ধরলো।

আপনার স্বামী বর্তমানে কোথায় এই খবরটা, জানতে পারলে আমি একশো ডলার খরচ করতেও প্রস্তুত। ওকে অতিক্রম করে দুটো সিঁড়ি টপকে বললাম, কালভার হোটেলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

কথা বলতে বলতে ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে কিনা দেখছিলাম। ওটা তখনও অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু রাস্তার উল্টোদিকে যে বিরাট কালো গাড়ি দাঁড়িয়েছিল আসার সময় খেয়াল করিনি। অন্ধকার থাকার দরুণ গাড়ির মধ্যে কেউ উপস্থিত আছে কিনা বুঝতে পারছিলাম না। সহসা কাঁচের ভেতর দিয়ে চালক আসনের ওপর কিছু একটা সরে যাচ্ছে মনে হল। এমন কিছু যা রাস্তার মৃদু আলোর আভায় চকচক করছিল।

ট্যাক্সির চালক বাজখাঁই কণ্ঠে আমায় সতর্ক করে চিৎকার করে উঠল। ট্যাক্সিটা ছিল গাড়িটার নাগালের মধ্যেই, তাই চলমান বস্তুটা অনেক আগে থাকতেই তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিল।

সরে যান! বলেই রাস্তার পাশে লাগানো আগাছার ঝোঁপ বরাবর লাফ দিলাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্তিরেও একটা হলুদ আলো ঝলকে উঠল, তার পর পরই বাতাস চিরে বেরিয়ে গেল একটা গুলির শব্দ। কিছু একটা প্রচণ্ড গতিতে ছুটে এসে আঘাত করল আমার বাঁহাতে। মনে হল গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমার দৃষ্টি তখন স্থির মিসেস হাফম্যানের দিকে। উপর্যুপরি বেশ কয়েকটা গুলির আঘাত ওকে ছিটকে ফেলেছিল ঘরের ভেতরে।ওর নিস্তেজ হাত দুটো ক্ষতবিক্ষত বুকটাকে আগলে ছিল। পরমুহূর্তেই হাঁটু ভেঙে হলের নোংরা কার্পেটের ওপর আছড়ে পড়ল ও। আগাছার ঝোঁপঝাড়ের জঙ্গল থেকে নিজেকে মুক্ত করে আমি যখন তার পাশে এসে দাঁড়ালাম, তখন সে মৃত।

৭.

টেবিলের ওপর রাখা ঘরের একটি মাত্র আলোকে দেরাজ আর কার্পেটের কিছুটা অংশ আলোকিত হয়ে উঠেছিল।

পুলিস ক্যাপ্টেন এত হ্যাকেট চোষ কাগজের ওপর অনবরত পেনসিলটা ঠুকছিল। আলোর পরিধি থেকে কিছু দূরে নেভা চুরুট মুখে লাগিয়ে গভীর চিন্তায় বসেছিল মিকলিন, তার চোখ কড়িকাঠে নিবদ্ধ। ফ্যান'শ দুহাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সমানে হাই তুলে যাচ্ছিল। কাঁচা ঘুম ছেড়ে মাঝ পথেই উঠে সদর দপ্তরে ছুটে আসতে হয়েছে বেচারীকে।

টেবিলের ওপর যন্ত্রণাগ্রস্ত হাতটায় আঙুলেরপ্রলেপ দিচ্ছিলাম। আমার বাঁ হাতের ক্ষত থেকে চার চারটে গুলি বার করা হয়েছে। বড্ড শরীর খারাপ লাগছে আমার।

তাহলে আপনি অনুমান করতে পারছেন না, গুলিটা কে ছুঁড়েছিল? মুখ না তুলে সহসা প্রশ্ন করল হ্যাকেট।

নাঃ, আমি জবাবে বললাম। ট্যাক্সি ড্রাইভারের মুখ থেকেই তো সব শুনলেন। সে পুরুষ না মহিলা ছিল সেটুকু দেখার সুযোগও তার ভাগ্যে জোটেনি। এই ঘটনা সে নিজের চোখে ঘটতে দেখেছে, এরকম অঘটন তার জীবনে বোধহয় এই প্রথমবার। তাই সে এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে গাড়ির নম্বরটা অব্দি নেওয়ার ভাবনা তার মাথাতে আসেনি। আর আমার যা অবস্থা তখন আমি নিজেকেই নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।

তার লক্ষ্যে কে ছিল–আপনি না মিসেস হফম্যান?

খুব সম্ভব আমি।

বেশ। হ্যাকেট মুখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। দেখি চিন্তা করে, আমরা যদি ঘটনাটার কোন সমাধানে পৌঁছতে পারি। প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। আপনি হফম্যানের বাড়ি যে গিয়েছিলেন, তার পেছনে কোন উদ্দেশ্য ছিল নিশ্চয়ই?

আমি ভেবেছিলাম জোইস শারম্যানের হয়ে সে এই কাজ করছে। আশা ছিল চাপ দিলে গরগর করে সে তার কর্মকাণ্ডের ইতিবৃত্তান্ত ঝেড়ে কাশবে।

জোইসের দেরাজ থেকে হফম্যানের কার্ড পাওয়া আর মিসেস হফম্যানের সঙ্গে আমার কথাবার্তার বিশদ-বিবরণ দিয়ে বলে উঠলাম, আমি জোর গলায় বলতে পারি, জোইস শারম্যান সে রাত্রে গা ঢাকা দেবার আগে হফম্যানের সঙ্গে নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করেছিল।

তোমার অনুমান যদি নির্ভূল হয় তাহলে তোমার বক্তব্য হল ওই-ই তাকে কিডন্যাপ করেছে? ফ্যান'শ প্রশ্ন করল।

.

না, মাথা নাড়লাম আমি। এখন মনে হচ্ছে ওকে কিডন্যাপ করা হয়নি। পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। জোইস আর হফম্যান দুজনে মিলে কিডন্যাপনাটক করে মুক্তিপণের টাকাটা আত্মসাৎ করার মতলবে আছে।

এটা আবার তুমি কোত্থেকে আবিষ্কার করলে? বিরক্ত হয়ে ওঠে ফ্যান'শ।

মিসেস হফম্যানের কথা শুনেই তোমাকে এটা বলছি হফম্যানকে ও ফোনে জোইসের কাছ থেকে টাকা চাইতে নিজের কানে শুনেছে। সম্ভবতঃ জোইসকে সে ব্ল্যাকমেল করে তার কাছ থেকে টাকা খাচ্ছিল। আমার বিশ্বাস, ফোর্থ স্ট্রীটের দারোয়ানের খুনের ঘটনার সঙ্গে ওদের দুজনেরই হাত আছে।

জো ম্যাসনের কথা বলছেন? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হ্যাকেটের প্রশ্ন। মঙ্গলবার রাতে ছুরি মেরে যাকে হত্যা করা হয়েছে?

হ্যাঁ, ঐ কিডন্যাপের দিন রাত্রের ঘটনা ওটা। সুসান গেলার্ট নামে একটি মেয়ের ইনসিওর পলিসি সম্বন্ধে জোইসের আগ্রহ ছিল। হফম্যানকে ঐ কাজেই লাগিয়েছিল জোইস। পলিসিগুলো দেখার উদ্দেশ্যে মেয়েটার অফিসে ওদের যুগলে আবির্ভাব ঘটেছিল।

আপনি বলতে চাইছেন ম্যাসনের খুনি অন্য কেউ নয়। স্বয়ং হফম্যান? আবার প্রশ্ন করল হ্যাকেট।

না। আমি ভালো ভাবেই জানি, পুলিশ আসার আগে পর্যন্তহফম্যান জানতোনা যে ম্যাসন মৃত।

তাহলে খুনটা করল কে?

যে ছুরিটা দিয়েছিলাম আপনাকে, পরীক্ষা করেছিলেন ওটা?

সামান্য ইতস্ততঃ করে ফোনে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন হাতে নিল। দু-একটা কথা মন দিয়ে শুনলো খানিকক্ষণ, তারপর বলল, বেশ, তুমি লেগে থাক, হ্যাচ।

টেলিফোন রেখে হ্যাকেটযখন আমার দিকে তাকাল, দেখলাম তার ধূসর রঙের চোখ দুটো এখন অদ্ভুত রকমের কঠিন হয়ে উঠেছে। ছুরিটা আপনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন, মিঃ হারমাস?

আমি পাল্টা প্রশ্নের তীর ছুঁড়লাম, ঐ ছুরিতে তাহলে ম্যাসনকে হত্যা করা হয়নি?

খুব সম্ভব হয়েছে। ক্ষতটা ছুরির ফলার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, আর হাতলে জমাট বাঁধা রক্তটাও ম্যাসনের ব্লাড গ্রুপের।

ওটা আমি জোইসের শোবার ঘর থেকেই পেয়েছি। আমার বদ্ধমূল ধারনা ওটা দিয়েই লোকটাকে খুন করা হয়েছে।

থমথমে নীরবতা নেমে এল ঘরের মধ্যে। আপনি প্রমাণ করতে পারবেন? অবশেষে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল হ্যাকেট।

না, তবে হফম্যান পারবে। জোইসের সেক্রেটারির মুখেই শুনেছি, জোইস অসম্ভব অতিরিক্ত মদ্য পান করত। ঘরটা সার্চ করার পর সে কথার বহু প্রমাণ আমার হাতে এসেছে। এমনও হতে পারে, ম্যাসনের কাছে হঠাৎ করে বাধা পেয়ে নেশায় বুঁদ থাকা অবস্থাতেই বিভ্রান্ত জোইস ওকে ছুরি মেরে বসেছিল।

হ্যাকেট চিবুকে হাত বোলাতে লাগল। আচ্ছা গেলার্ট নামে যে মেয়েটার কথা বলছিলেন একটু আগে, এখানে তার ভূমিকা কি?

সে এক বিরাট ব্যাপার। জানিনা কেন এই ঘটনার সঙ্গে আমি ওর যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি। সুসান গেলার্টের বীমা করানো শুরু থেকে আমাদের ডেড-লেকে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা একে একে খুলে বললাম। কিন্তু ডেনির দপ্তরে আমার আর হেলেনের মধ্যস্থতা করার ব্যাপারটা কতকটা ইচ্ছে করেই চেপে গেলাম।

সব শুনে মিকলিন জানতে চাইল, কিন্তু জোইস শারম্যানের এ মেয়েটা সম্বন্ধে এত আগ্রহই বা দেখাবে কেন? এর তো মাথামুন্ডুই বোঝা যাচ্ছে না!

সেটা আমার পক্ষেও বলা সম্ভব নয়। ওটা জানতে পারলে এই অদ্ভুত ইনসিওরেন্স পলিসিগুলোর রহস্যের জটগুলো একে একে খুলে যাবে আমাদের কাছে।

আমাদের তাহলে হাফম্যানকে ধরতে হবে,হ্যাকেট বলে উঠল। ওটা হবে আমাদের প্রথম প্রধান কাজ।

ধরে নিন, হফম্যান কিডন্যাপ করেছে কিন্তু আমার কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না, মিস শারম্যানকে কিডন্যাপ করা হয়নি এই উদ্ভট খেয়াল তোমার মাথায় এল কেন!–চিন্তিত গলায় ফ্যান’শ বলে উঠল।

ব্যাপারটাকে এইভাবে সাজিয়ে নিয়ে চিন্তা করুন,হ্যাকেট আর মিকলিনের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরুকরি, ম্যাসনকে হত্যাকরার জন্য ব্ল্যাকমেল করবে জোইসকে। জোইসবুঝে

গিয়েছিল, এভাবে টাকা শুষে হফম্যান ওকে নিঃশেষ করে ফেলবে। তাই ও চিরদিনের মতো উধাও হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু রিক্ত হস্তেও উধাও হওয়া যায়না! তাই ও হফম্যানের সঙ্গে দেখা করে নিজের পঞ্চাশ হাজার ডলারের পলিসির কথাটা অকপটে খুলে বলে। তারপর দুজনে মিলিত হয়ে টাকাটা হাতানোর ব্যাপারে সুন্দর এক পরিকল্পনা বানায়। সেইমতো হফম্যান মুক্তিপণ দাবি করে চিঠি লেখে আর জোইস গাড়িটা ফুটহিল বুলভার্দ ছেড়ে গা বাঁচিয়ে সরে পড়ে। এবার তাদের একটাই বক্তব্য, টাকাটা হাতে এলেই নিজেদের ভাগ বুঝে নিয়ে চিরদিনের মতো গা-ঢাকা দেওয়া।...এবার বলুন, ভাবনার এই ধারনাটা আপনাদের কি রকম লাগল?

আপনার চিন্তাধারার কোন অন্ত নেই, বিরক্তির সুরে হ্যাকেট বলে ওঠে। এগুলো সবইতো অনুমান মাত্র। আমাদের হাতে উপযুক্ত প্রমাণের অভাব, কোথায় প্রমাণ? কথাগুলো অসম্ভব বলে আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না, তবে পুরোপুরি ভাবে মেনে নিতেও আমার মনের দিক থেকে সাড়া পাচ্ছি না। সবার আগে আমি হফম্যানকে গ্রেপ্তার করতে চাই।

সব কিছুর মূলে এই লোকটা।

আমার কিন্তু কথাগুলো বেশ ভালোই লেগেছে, ফ্যান জবাব দিল। সময় নষ্ট না করে ম্যাডক্সকেও জানিয়ে দেওয়া হোক। মুক্তিপণের টাকাটা এখুনি দেবার কোন প্রয়োজন দেখছিনা। লয়েড যদি তার নায়িকাকে ফিরে পেতে এতই আগ্রহী, তবে সেই না হয় এখন ওটা মিটিয়ে দিক। পরে কিডন্যাপিংয়ের খবর প্রমাণিত হলে আমরা তার টাকা ফিরিয়ে দেব।

টাকা আমাদের যে কোন মূল্যেই দিতে হবে,আমি বলে উঠলাম। রাইস ব্যাপারটা খবরের কাগজওলাদের কানে তুলে দিয়েছে। তা নিয়ে ওরা কেচ্ছা কাহিনী শুরু করলে কোম্পানির সুনাম বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। মুক্তিপণের টাকা আটকাবার একটা রাস্তাই আপাততঃ খোলা আছে তা হলো, জোইসকে ম্যাসনের খুনী প্রমাণ করা। আর সে কাজটা আমাদের তিদিনের মধ্যে সেরে ফেলতে হবে।

সেটা কি এখনও প্রমাণ হয়নি? রুক্ষ কণ্ঠে ফ্যান'শ বলে উঠল।সেন্ট, দেরাজের ভেতর পাওয়া কার্ড, জুতোর বাক্সে ছুরি–আর কি পাবার আশা কর তুমি?

হাজারে হাজারে মেয়ে জয় সেন্ট ব্যবহার করছে আজ,আমি বললাম, ছুরি বা কার্ডের কথা বলছ, সে তো যে কেউ তার ঘরে গিয়ে রেখে আসতে পারে। এসব জিনিসকে মাধ্যম করে কোন কিছু প্রমাণ করা একেবারেই অসম্ভব।

ফ্যান'শ যাকেটকে প্রশ্ন করল, আপনারা কতদিনের মধ্যে হফম্যানের সন্ধান করতে পারবেন?

দুকাঁধে ঝাঁকুনি তুলল হ্যাকেট, হয়তো কাল, কিম্বা আগামী মাসে বা বছর খানেক লেগে যাবে তার কূল-কিনারা করতে করতে। এই ব্যাপারটা নির্ভর করে ভাগ্যের ওপর।

বাঃ চমৎকার! ফ্যান'শ কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর। বুঝতে পারছেন কি, এই তিনদিনের মধ্যে তাকে না পাওয়া গেলে পঞ্চাশ হাজার ডলার আমাদের গাঁট থেকে যাবে।

সেটা আমাকে স্মরণ না করালেও চলবে, চেয়ার পেছনে ঠেলে মিকলিনের মুখের দিকে তাকাল হ্যাকেট। এই নতুন পরিস্থিতিতে আমরা মিস শারম্যানের অনুসন্ধানের কাজে লেগে পড়তে পারি, কি বলো?

হ্যাঁ। তবে কাজটা আমাদের রেখে-ঢেকে বুঝে-শুনে করতে হবে। রাইস যদি একবারও টের পায় যে আমার তার স্ত্রীকে ম্যাসনের হত্যাকারী বলে সন্দেহের তালিকায় রেখেছি, অহলে এক্ষুণি সে আমাদের সকলের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করে বসবে।

ফ্যান'শ উঠে পড়ল। সে সব আপনারাই আমাদের থেকে ভালো বুঝবেন। আমরাও চলি। এসো স্টিভ, গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

রাস্তায় নেমে আমি ফ্যান'শকৈ বললাম, তোমাকে এখন টাকার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। কারণ হ্যাকেট যদি ওদের খুঁজে না পায় তাহলে আমাদের ভরাডুবি।

ঠিক আছে আমি ম্যাডক্সের সঙ্গে কথা বলব। আর স্টিভ তুমি একটু সাবধানে চলাফেরা করো। ওরা যদি তোমার ওপরে গুলি চালিয়ে থাকে, সে আবার হয়তো তোমাকে মারার চেষ্টা করবে।

আচ্ছা দেখবো।...

হোটেলে ফিরে এসেসতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমি শোবার ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে তালা দিয়ে বন্ধ করে দিলাম। রিভালভারটা সযতে ঢুকিয়ে রাখলাম বালিশের তলায়।

যা অনুমান করেছিলাম সকালে উঠে কাগজ খুলতেই চোখে পড়ে, মুক্তিপণ বীমার কথাটা ফলাও করে ছাপা হয়েছে। অতিরঞ্জিত করে লেখাই তাদের ধর্ম। মাডল্লকে জিজ্ঞাসাবাদ করাও হয়েছিল, সে নাকি চাপের মুখে পড়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, মুক্তিপণের দাবি আসার পূর্বে জোইস শারম্যানের সন্ধান পাওয়া না গেলে আমাদের কোম্পানি বীমার টাকা দিতে বাধ্য থাকবে।

ওদের টাকা পাঠানোর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত করণীয় কিছুই নেই, তার ওপর আমার হাতে সামান্য ব্যথা থাকায় আমি আপাততঃ বিশ্রাম নেওয়াটাকেই যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে করলাম।

হেলেনের খবর নিতে পেটে ইগানকে ফোন করলাম তার হোটেলে। সে জানাল, হেলেন তার কাজে ব্যস্ত।

সদাজাগ্রত সতর্ক দৃষ্টি রেখে বসে আছে লেকের দিকে। মাঝে মধ্যে ইগানও তাকে সঙ্গ দেয়। তার কথা বলার ঢঙ দেখে মনে হল, নজর রাখার কাজে সেও খুব মজা উপভোগ করছে।

সন্ধ্যার সময় হেলেনের ফোন এল। ওকে সব খুলে বললাম। শুধুমাত্র গুলি খাবার কথা ইচ্ছে করেই চেপে গেলাম। হফম্যানের নিরুদ্দেশের খবর আর জোইস শারম্যানের ম্যাসনকে হত্যা করার নিশ্চিত প্রমাণ আমার হাতে এসেছে শুনে ও বিস্ময়ে হতবাক।

আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না, স্টিভ। ওর মতো নামকরা এক অভিনেত্রীর একটা অখ্যাত স্টেজ নর্তকীর পলিসির সম্বন্ধে তার এতো কৌতূহল থাকবে কেন? এর মধ্যে যোগসূত্র কোথায়?

এই ব্যাপারটা আমিও বুঝতে পারছি না। সমস্তটাই আমার কাছে গোলক ধাঁধা।...

আসলে সত্যিও তাই। যত চিন্তা করছি ব্যাপারটা ততই অর্থহীন মনে হচ্ছে।

আমি চুপচাপ থাকলেও পুলিশ বিভাগ হফম্যানকে খুঁজে বার করতে উঠেপড়ে লেগেছে। কিন্তু জোইস শারম্যান বা হফম্যানের টিকি পর্যন্ত দেখা কোথায়ও যাচ্ছিল না।

একটা একটা করে ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল আর সেই সঙ্গে ক্রমশঃ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছিল কোম্পানীর মুক্তিপণ দেবার প্রবল সম্ভাবনা।

আমি নিশ্চিত খবরের কাগজে এই খবরটা ওরকম ফলাও করে না ছাপা হলে ম্যাডক্স কোন না কোন উপায়ে টাকা দেবার ব্যাপারটাই এড়িয়ে যেত। দারোয়ানটাকে খুন করাই জোইস শারম্যানের অন্তর্ধানের অন্যতম কারণ, আমার এ তত্ত্ব ম্যাডক্সের মনেও ধরেছে।

মুক্তিপণের টাকাটা ফ্যান'শ আগে থাকতেই যোগাড় করে রেখেছিল। সেগুলো বর্তমানে কড়া পাহারায় সুরক্ষিত। সহজে বহন করার জন্য নোটগুলো দুটো বড় মাপের সুটকেসে ভরে সযত্নে রাখা হয়েছে। এত টাকা একসঙ্গে দেখা আমার জীবনে এই প্রথমবার।

তৃতীয় দিন বিকেলে আমরা সেদিন টাকা পৌঁছনোর নির্দেশ পাবার আশা করেছিলাম– আমি, ম্যাডক্স আর মিকলিন ফ্যান'শর দপ্তরে এসে আবার এক হলাম।

মিকলিনের নিকট নতুন কোন খবর ছিলনা, আর হ্যাকেটের যখন আবির্ভাব ঘটল, তার পাংশু মুখ দেখেই বুঝতে কষ্ট হল না, তার ভাগ্যেও সংবাদ কিছু জোটেনি।

লোকটা নিশ্চয়ই আশেপাশেই কোথাও আছে, ঘরের মধ্যে সিংহ বিক্রমে পায়চারি করতে করতে ম্যাডক্স গর্জে উঠল। আপনাদের পুলিশ বিভাগের অপদার্থতার জন্যে আজ আমাদের পঞ্চাশ হাজার ডলার জলে যেতে বসেছে।

শহরের বাইরেও সে চলে যেতে পারে,হ্যাকেট নিজের মনেই গজগজ করে উঠল। অনর্থক চেঁচামেচি না করে, যদি কিছু ভেবেও থাকেন, তাহলে দয়া করে আমাদের খুলে বলুন।

আপনারা কি ভাবে আপনাদের কাজ করবেন সেটা বলা তো আমার কথা নয়? খেঁকিয়ে ওঠে ম্যাডক্স। কোম্পানী এই হাড় জ্বালানি পলিসি করিয়েই আমার জন্য যথেষ্ট মাথাব্যথা জুটিয়ে রেখেছে।

শারম্যানের বাড়ি হয়ে আমি একবার আসি, একঘেয়ে কথোপকথন শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত। তাই নিজের অজান্তেই কতকটা বিরক্ত হয়েই জবাব দিয়ে বসলাম। কোন খবর এলেই আপনাদের ফোন করে না হয় জানিয়ে দেব। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে তখন হয়তো ফাঁদ পাতার কোন সুযোগ মিলেও যেতে পারে।

তার কোন সম্ভাবনার অবকাশ নেই, যাকেট বলে উঠল। নির্দেশ দেবার আগে ওরা আপনাকে বহু মাইল দূর নিয়ে যাবে। ওদের আমি সকলকেই প্রায় চিনি। ফাঁদ পাতার কথা ওরা আগে থাকতেই পরিকল্পনা করে নেয়।

ওঁকে একটা শটওয়েভ রেডিও লাগানো গাড়ি দিচ্ছেন নাই বা কেন? মিকলিন জানতে চাইল।

ওটার মাধ্যমে উনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। নিজেদের আড়াল করে মাইল খানেক দূর থেকেও ওঁর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রেখে চলতে পারি।

এইতো, বাঃ! ম্যাডক্স পায়চারি থামিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এতক্ষণে একটা মনের মতো মতলব পাওয়া গেল। মিঃ হ্যাকেট, আপনি কী বলেন?

আমি এক্ষুণি ব্যবস্থা করে ফেলছি। কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে, মিঃ হারমাস।

মিকলিন টাকাটা আনার সময় আমাদের একটা সেরা বেতার গাড়ি আপনার জন্য মনে করে নিয়ে আসবে। ওর এরিয়ালটা আমি বরং খুলে নেব। কোনরকম ঝুঁকি আমরা আর নিতে চাই না।

ঠিক আছে, তাহলে চলি আমি।

রাস্তায় নেমে পাশ-পথের ওপর দিয়ে হেঁটে গাড়ির দিকে এগিয়ে চলছি, এমন সময় গুডইয়ারকে ফ্যান’শর দপ্তরের দিকেই আসতে দেখলাম।

আরে অ্যালান? ওকে দাঁড় করালাম। দাঁড়া, দাঁড়া। আমাকে একটু শুভেচ্ছা-টুভেচ্ছা জানিয়ে যা। শারম্যানের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলাম। আমাদের অনুমান টাকা পাঠানোর নির্দেশ আজই পেয়ে যাব।

জোইসের দেখা এখনও মেলেনি?

নাঃ। সেইসঙ্গে হফম্যানও বেপাত্তা

টাকা তাহলে আমাদের-ই দিতে হচ্ছে? গুডইয়ারকে ভীষণ বিব্রত দেখাচ্ছিল। ওহ, কি কুক্ষণে যে পলিসিটা করিয়েছিলাম!

ওসব ছাড় তো। শোন্, প্রয়োজন তেমন না হলে ওখানে না হয় এখন নাই । ম্যাডক্স বর্তমানে ক্ষেপা ষাঁড়ের দাখিল।

গুডইয়ার মুখ বিকৃত করল। তাহলে থাক। যথেষ্ট ঝড় খেয়ে গেছি ওর কাছ থেকে। আচ্ছা স্টিভ, টাকাগুলো পরে সন্ধান করার কোন উপায়-ই কি নেই?

মানে আমার হাতছাড়া হওয়ার পর?...আমি তো কোন সম্ভাবনাই দেখছি না। নোটগুলো সব ছোট অঙ্কের। ফ্যান’শ ওগুলোর নম্বর নেবারও সময় পেয়ে ওঠেনি।

অর্থাৎ ওদের ধরতে না পারলে আমাদের সব টাকা জলে গেল?

তা তো গেলই। তবে সান্ত্বনা একটাই...বিনা খরচে আমাদের কোম্পানির প্রচার বেশ ভালো ভাবেই হয়ে যাচ্ছে।

ও শালাদের ধরার জন্য পুলিশ কি করছে? কিছু করা যায় না, এটা তো বিশ্বাসযোগ্য নয়!

ওরা আমাকে একটা রেডিও কার দিচ্ছে। এইরে, বলে ফেললাম! তুই আবার মুখ ফসকে কাউকে বুলে দিস না যেন। ভাগ্য সদয় হলে হয়তো ওদের ধরে ফেলতেও সফল হব। মাইল খানেক পেছন থেকে পুলিশ আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।

গুডইয়ারের মুখ এই প্রস্তাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাঃ জব্বর মতলব মাথা খাটিয়ে বের করেছ বটে! তুই কিন্তু সাবধানে থাকিস স্টিভ, বিপজ্জনক কাজে ঝুঁকি তো আছেই।

তা জানি। আচ্ছা, মিস শারম্যানের সঙ্গে কথা বলে তোর কী মনে হয়েছিল?

কোন দিক দিয়ে?

শুনলাম ও নাকি অসম্ভব মাল টানে! তোর কী সেরকম কিছু মনে হয়েছিল?

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল গুডইয়ার। কই, আমার চোখে তো সেরকম কিছু পড়েনি। আমার সঙ্গে বসে বসে দিব্যি কাজের কথা বলে গেল।

ওর সেক্রেটারিকে দেখেছিস? মেক্সিকানদের মতো যাকে দেখতে?

দর্শন হয়েছে বৈকি। ঐ তো আমাকে সঙ্গে করে জোইসের কাছে নিয়ে গেল।

তাহলে পলিসির কথা সেও জানে?

মাথা নাড়ে গুডইয়ার।

ও জানে আমি চুরি আর আগুনের পলিসিটার জন্যই গেছি।নতুন পলিসিটার বিষয়ে ও কিছুই জানে না।

ওঃ, গোয়েন্দা হবার মজা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আচ্ছা, চলি।

অগ্রিম শুভেচ্ছা রইল আমার, স্টিভ। তোর এই যাত্রায় আমারও তোর সঙ্গী হতে মন চাইছে। এ দায়িত্বটা আমি সম্পূর্ণভাবে আমার বলেই মনে করি।

যাকগে, বাদ দে। ওর পিঠে চাপড় মেরে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলাম আমি।

শারম্যানের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছতে আমার মিনিট দশেক মতো লাগল। ঘড়িতে ঠিক সোয়া ছটা। কতকগুলো তাগড়াই চেহারার সেপাই বাড়ির বাইরে পাহারা দিচ্ছিল। নিজের পরিচয় প্রমাণ করার পরই বাড়িতে ঢোকার অনুমতি মিলল।

সাদা ফ্লানেলের প্যান্ট আর হাতকাটা গেঞ্জী পরে চাতালে পায়চারি করছিল পেরিরাইস। আমাকে দেখে রেলিংয়ের কাছে এসে বলল, আসুন।

কোন খবর আছে?

নাঃ। ওরা কিছু জানিয়েছে?

না। চঞ্চল চোখের দৃষ্টি রাইসের। চাপা উত্তেজনায় হাতের আঙুলগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

টাকা যোগাড় রাখা আছে। ওরা খবর দিলেই মিকলিন নিয়ে আসবে।

ওদের দাবি ছিল ছোট নোট, তাই রাখা হয়েছে তো?

হ্যাঁ।

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছল রাইস। বেশ। কোন ভুল পদক্ষেপ নেওয়া যোক আমি চাইনা। আমার স্ত্রী যেমন গেছে তেমনি অক্ষত অবস্থায় যেন ফিরে আসে। টেবিলে সাজানো পানীয়ের বোতলগুলোর দিকে আমাকে চাইতে দেখে বলে উঠল, আপনি পছন্দমতো ঢেলে নিন। এই মুহূর্তে আপনাকে সঙ্গ দিতে আমি অপারগ। অনেক কাজ আছে।বলেই ওখান থেকে সরে পড়ল।

খানিকটা হুইস্কি,সোডা সহযোগে সদ্ব্যবহার করার পর আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। বারান্দায় অসম্ভব রোদের তাত। মনের মধ্যে চিন্তার বোঝা না থাকলে বাগানের দৃশ্যটা হয়তো উপভোগ করতে পারতাম। কিন্তু ভাগ্যে নেই। অগত্যা বসে বসেই ভাবতে লাগলাম।

হঠাৎ করে মনে হল, জোইস শারম্যান যদি সত্যি সত্যিই ম্যানকে হত্যা করে থাকে, তাহলে এরকম বিলাসিতার জীবন গড়তে তার কষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ও গা ঢাকা দিয়ে আছেই বা কোথায়?...প্রায় আধঘণ্টা বসে থাকার পর গরমে উত্যক্ত হয়ে উঠে পড়তে বাধ্য হলাম। দেখা যাক কথা বলার মতো এখানে কারুর দেখা পাই কিনা। মীরী ল্যাসটিস হলেই সব থেকে ভালো, অবশ্য অন্য কেউ হলেও কোন আপত্তি নেই।

হাঁটতে হাঁটতে বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে চলে গেলাম। ওখানে একটা সিঁড়ি, নীচের গোলাপ বাগান পর্যন্ত নেমে গেছে। নেমে ফুলগুলো দেখব কিনা তাই ভাবছি, এমন সময় একজনের গলা কানে এল। গলার আওয়াজ আসছিল খুব কাছের একটা খোলা জানালা থেকে। এক মুহূর্ত শুনতেই বুঝতে অসুবিধা হলনা ঐ কণ্ঠস্বর মীরার। ও বলছিল? তুমি এতো জোরের সঙ্গে কী করে ও কথা বলতে পার? ও তো ফিরেও আসতে পারে! তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছ কীসের জোরে?

নিঃশব্দে জানালার কাছে এসে কান পাতলাম। ও কখনোই ফিরবে না, রাইসের গলা, কেন ফিরবে না তা ঠিক বলতে পারব না, তবে ফিরবে না সে আমি জানি। ইসিওর কোম্পানির টাকা মিটিয়ে দিলেই আমরা এখান থেকে সরে পড়তে পারি। যাচ্ছো তো আমার সঙ্গে?

যাবো। আমার কাছে এর থেকে সুখের আর কীই বা হতে পারে। তবে ও যে ফিরছেনা একথা নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত আমি এক পাও নড়ব না এখান থেকে।

আমি তো বলছি, ও আর ফিরছে না–তুমি কেন আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইছ না? উত্তেজনায় রাইস ফেটে পড়ে। ওরা যদি তাকে প্রাণে মেরে না থেকে থাকে, এতক্ষণে মদ ছাড়া ও কিছুতেই থাকতে পারবেনা,মদে ডুবে থাকাইযার ধর্ম।যাবার সময় ওরহাল তোস্বচক্ষেই দেখলে?

তোমার ওকে যেতে দেওয়া একদমই উচিত হয়নি, পেরি। আমার অবশ্য কিছুই করণীয় ছিলনা, কিন্তু যে অবস্থায় ও গেছে তা দেখে আমার বুক ধড়ফড় করছিল। তুমি ওকে আটকানোর চেষ্টা অন্ততঃ করতে।

জাহান্নামে যাক ও! খেঁকিয়ে ওঠে রাইস। ও চলে যাওয়াতে আমি খুশী। কিডন্যাপের পরিবর্তে ওর মৃত্যু হলে আমি আরও খুশী হতাম।

পেরি, একটা সত্যি কথা বলবে?...সত্যি সত্যিই কী ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?

কিছুক্ষণ নীরবতা, তারপর গুরগম্ভীর গলায় রাইস প্রশ্ন করল, কী বলতে চাও তুমি?

দেখো পেরি, অমন চোখে আমার দিকে তাকিও না, ভয়ার্ত গলার স্বর মীরার। তুমি কি করে এতো জোর দিয়ে বলছে যে ওর ফেরার আর কোন সম্ভাবনাই নেই? প্যারিসে যদি যাওয়া হয়,টাকা আসবে কোথেকে?...প্লিজ পেরি, আমার কাছে যা সত্যি তাই বল। আমি জানি তোমার কাছে ফুটোকড়ি, নেই–অত বোকানই আমি।বিলগুলো আমাকেই মেটাতে হয়। হাজার হাজার টাকার দেনা ওর মাথায়, তোমারও একই অবস্থা। তুমি কী ভাবে...।

দোহাই তোমার চুপ করবে? খরখরে গলায় রাইস বলে ওঠে। এসব কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়া যাবে তো বলল, না হলে আমি একাই চলে যাব।

কেন এরকম করে বলছে, গো? তুমি কী বুঝতে পারনা তোমার প্রতি ভালবাসা আমার কতখানি? প্লিজ

তাহলে তোমার এই অনর্থক প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ আপাততঃ বন্ধ রাখো। আমাকে এখন একটু একলা থাকতে দাও।শীঘ্রই যদি বেড়িয়ে পড়তে হয় আমাকেও অনেক কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। যাও, নিজের কাজ করো তুমি।

নিঃশব্দে জানলা থেকে সরে গিয়ে দৌড়ে বারান্দায় পূর্বের সেই নির্দিষ্টস্থানে ফিরে এলাম। ফ্যান'শকে ফোনে করার আগেই বাড়ির নিঝুম বিভীষিকাময় নিস্তব্ধতা চুরমার করে ঝনঝন শব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

সিঁড়ির দরজা খুলতেই রাইসকে চোখে পড়ল। তার চোখের শৃগাল চাউনি আমাকে চমকে দিল।

কিডন্যাপারদেরই ফোন হবে হয়তো। উত্তরটা আপনি দিন-তবে তাড়াতাড়ি।ঘরের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

তিনলাফে টেলিফোনের কাছে পৌঁছে আমি রিসিভার তুলে ধরলাম। হ্যালো! জোইস শারম্যানের বাড়ি থেকে বলছি।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর একটা চাপা গলা ভেসে এলঃ কে কথা বলছেন?

আমি হারমাস-ন্যাশানাল ফিডালিটির কর্মী। গলাটা চিনতে পেরেছি। প্রথমবার নির্দেশ দেওয়ার সময় এই লোকটাই কথা বলেছিল।

আমাদের টাকা প্রস্তুত?

হ্যাঁ।

ছোট ছোট নোটে তো?

হা, কুড়ি ডলারের ওপরে কিছু নেই।

বেশ। শুনুন এখন। এলমো স্প্রিংস চেনেন?

চিনি। লস এঞ্জেলসের একশো মাইল উত্তরে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট্ট শহর এলমো স্প্রিংস।

ওখানে পৌঁছতে আপনাদের সময় দেওয়া হল ঘণ্টা তিন। পরের নির্দেশ ব্লুটাঙ্গেল পেট্রল পাম্পে গিয়ে পাবেন। আর শুনে রাখুন।... কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলে ক্ষতিটা কিন্তু শারম্যানের ভাগ্যে জুটবে।

অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই, নরম গলায় বলি আমি। টাকা আপনি ঠিকই পাবেন। কিন্তু আপনাদের কথার কী গ্যারান্টি, টাকা দিয়েও আমরা মিস শারম্যানকে ফেরত পাবোই?

মনে করছেন ওকে আমাদের কাছেবন্দীরাখব?ভয় নেই। কুত্তিটা আমায় সর্বশান্ত করে দিচ্ছে। ও মাগী এতক্ষণে যত বোতল মাল তার পেটে ঢেলেছে তাতে একটা নৌকা ভাসানো যেতো।

ওকে একবার নিয়ে আসুন তো। আমি কথা বলব।

ও এখানে নেই, বন্ধু,লোকটার গলার স্বর এখন অনেক হালকা। আর থাকলেও হেঁটে আসার মতো টেংরির জোর ওর থাকতনা।

আচ্ছা, এবার বলুন, ওকে আমরা ফেরত পাচ্ছি কি ভাবে?

মালকড়িগুলো মিটিয়ে দিন,বলে দেব। যাক, ওসব বাজে প্রসঙ্গ এখন থাক। তিনঘণ্টার মধ্যে টাকা আমার কাছে যেন এসে যায়। ক্লিক শব্দে লাইন কেটে গেল।

ফ্যান'শর নম্বর ডায়াল করতে করতে আমি রাইসকে বললাম, এলমো স্প্রিংস, তিন ঘণ্টার মধ্যে। ওখানে গেলে অন্য নির্দেশ পাব।

জোইসের সম্পর্কে কী বলল লোকটা। কাঁপা কাঁপা গলায় জানতে চাইল রাইস।

টাকা পেলে জানাবে।

হ্যাকেট ফোন ধরল আমায় কোথায় যেতে হবে তাকেও জানালাম। শুনে সে বলল, ঠিক আছে, এক্ষুণি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। আপনি এলমো স্প্রিংস এ পৌঁছনোর আগেই

আমাদের গাড়ি দুটো যথাসময়ে সেখানে চলে যাবে। ধন্যবাদ বলে আমি ফোন রেখে দিলাম।

রাইস আমার নিকট এগিয়ে এল। ওরা কোন জাল পাতার ফন্দি আঁটছে না তো?

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালাম। সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া মিস শারম্যানকে ফিরিয়ে আনতে আমাদের আগ্রহ আপনার থেকে কিছু কম নয়।

স্থির চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর, আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে বেড়িয়ে গেল রাইস। আমি আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। মিনিট দশেক পরে একটা গাড়ি তীব্রগতিতে ছুটে এসে বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়াল। নীচে নেমে এলাম দ্রুত পদক্ষেপে।

মিকলিন আর ম্যাডক্স গাড়ি থেকে নামল। পেছনের সিটে রাখা দুটো বিরাট স্যুটকেসের দিকে চোখ পড়ল আমার। নিন, মিকলিন বলে উঠল, এবার রওনা হয়ে যান। যোগাযোগ রাখবেন, আপনার পেছনেই আমরা থাকব। ভাগ্যে থাকলে তাকে আমরা ধরেই ছাড়ব।

ধীরে-সুস্থে গাড়িতে উঠে বসলাম আমি। এলমো স্প্রিংস-এ পৌঁছে আমি... কথাটা শেষ করার আগেই রাইস হাজির। মিকলিন থামানোর আগেই গাড়ির দরজা খুলে শর্টওয়েভ রেডিও সেটটা তার চোখে পড়ে গেল।

হুঁ, তাহলে এই ছিল আপনাদের মতলব! দাঁত কিড়মিড় করে বলে ওঠে রাইস। জাহান্নমে যান আপনারা। আমি এর আগেও বলেছি, কোনরকম ছল-চাতুরির আশ্রয় যেন না নেওয়া হয়। নামুন, গাড়ি থেকে?

যেখানে আছেন ওখান থেকে একপাও নড়বেন না! ম্যাডক্স তাকে টেনে ধরল। কাজটা পরিচালনার দায়িত্ব আমার। টাকাটা যখন আমাদের, আর...

আমি ওকে কখনোই গাড়ি নিয়ে যেতে দেবনা। ম্যাডক্সের হাত ছাড়িয়ে আমার নিকট আসার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে দেয় রাইস। জোইসের যদি কিছু হয়ে যায়...

আমি তাড়াতাড়ি ইঞ্জিন চালু করে বেড়িয়ে গেলাম। ম্যাডক্স আর মিকলিন দুজনে মিলে রাইসকে সামলাতে লাগল।....

শারম্যানের বাড়ি থেকে বেড়িয়েছিলাম প্রায় সাতটা নাগাদ। লস এঞ্জেলসের যানবাহনের ভিড়ে প্রথমটায় বেশি জোর এগোনো সম্ভবই হচ্ছিল না, কিন্তু হাইওয়েতে পড়া মাত্র গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলাম। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি সড়কে গাড়ি চালাতে যথেষ্ট অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল, তবে জায়গাটার কাছাকাছি আসার পর দেখতে পেলাম, আমার হাতে সময় তখনও মিনিট দশ আছে।

একটা জায়গায় গাড়ি দাঁড়়করালাম। বেতার যন্ত্রটা একবার পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ছোট্ট একটা ইস্পাতের আকাশ-তার খাটিয়ে আমি সঙ্কেত জানালাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হ্যাকেটের দিক থেকে উত্তর এল।

আমি বলে উঠলাম, দেখছিলাম যন্ত্রটা ব্যবহার করা যায় কিনা?

আপনার গলা আমরা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি, গমগম করে উঠল হ্যাকেটের কণ্ঠস্বর। এগিয়ে যান আপনি। আমরা ঠিক আধমাইল পেছনেই আছি।

এরপর এলমো স্প্রিংস-এ পৌঁছেই যোগাযোগ করব।

রেডিওটা বন্ধ করে, আকাশ তারটা খুলে রেখে আমি এবার গাড়ি চালাতে মন দিলাম। এবারের রাস্তা ভালো। নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট পাঁচ আগেই এলমো স্প্রিংস-এ পৌঁছে গেলাম।দূরে বড় রাস্তার ওপর নীলরঙের নিয়ন আলোর ত্রিকোণ দেখা যাচ্ছিল। গাড়িটা সেখানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালাম।

পেট্রলপাম্পে টিমটিমে আলো। জায়গাটা একেবারে নির্জন। তিনটে পাম্পের পাশে ছোট্ট একটা অফিস ঘর। আমাকে দেখে সাদা পোষাক পরা একটি ছেলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

পেট্রল বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম, হাত-পা গুলো একটু খেলাতে হবে। ছেলেটি গাড়ির পেট্রল ভরার ঢাকনিটা খোলার জন্য এগোতেই তাকে দেখে বলে উঠলাম, আমার নাম হারমাস। আমার জন্য একজনের এখানে খবর রেখে যাওয়ার কথা, এ বিষয়ে তুমি কিছু জানো? নিশ্চয়ই। আপনার নামে একটা চিঠি আছে আনছি।

ঘরের মধ্যে থেকে খাম হাতে বেড়িয়ে এল সে। খামের ওপরে বড় বড় অক্ষরে ৫ নাম। খামটা নিয়ে গাড়ি থেকে সরে এসে টিমটিমে আলোর নীচে দাঁড়ালাম।

লেখাটা সংক্ষিপ্ত ।

এখান থেকে ক্যানিয়ন পাসে চলে যান। পরবর্তী
নির্দেশ হাইওয়ের পথ নির্দেশিকার তলায় পাথর চাপা দিয়ে রাখা আছে।

চিঠিটা পকেটে গুঁজে ছেলেটার কাছে জানতে চাইলাম, যে লোকটা তোমাকে এই চিঠিটা দিয়েছিল তাকে কেমন দেখতে বলতে পার?

আমি তাকে দেখিনি। আধঘণ্টা আগে একটা বেনামী ফোন আসে। সেই আমাকে বলে আপনার জন্য একটা চিঠি এখানে থাকবে। ঠিক দশ মিনিট পরে আমার টেবিলের ওপর কয়েকটা টাকার সঙ্গে এই খামটা পেয়েছিলাম।

সত্যি বলছো তাকে তুমি দেখোনি? দেখো, দেখলে কিন্তু এক্ষুণি দশ ডলার তোমার ভাগ্যে জুটে যাবে।

ছেলেটির জীবনে এই প্রথমবার হয়তো এতো ডলার প্রাপ্তির সুযোগ ঘটল। আকস্মিক ভাবেই এই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার চোয়াল ঝুলে পড়েছে। আমি দিব্যি গেলে বলছি বাবু তাকে দেখিনি। ইস দশ পাত্তি!

পাঁচ ডলারের একটা নোট তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। এখান থেকে ক্যানিয়ন পাস কীভাবে যাব বলো দেখি?

ছেলেটি নির্দেশ দিল আমাকে।

এখান থেকে জায়গাটা কত দূর?

কম করে তিরিশ মাইল তো বটেই। বড় রাস্তা থেকে একবার পাহাড়ি সড়কে পড়লে ও জায়গায় আপনি ঠিক পৌঁছে যাবেন। ওখানে যাবার ওটাই এক মাত্র রাস্তা।

ছেলেটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। মাইল খানেক এগোবার পর গাড়ি দাঁড় করিয়ে আবার যোগাযোগ করলাম হ্যাকেটের সঙ্গে।

ক্যানিয়ন পাসের দিকে এগোচ্ছি। লিখিত নির্দেশ হাতে এসেছে তবে চিঠি প্রেরককে পেট্রল পাম্পের ছেলেটি দেখেনি। ক্যানিয়ন পাস জায়গাটা জানা আছে তো?

হ্যাকেট মৃদু কণ্ঠে অশ্রাব্য এক গালি আমার উদ্দেশ্যে বর্ষণ করার পর বলল, জানি। ওখানে যাবার রাস্তা ঐ একটি, গা ঢাকা দেবার মতো কোন স্থান সেখানে নেই। লোকটা অসম্ভব রকমের ধূর্ত। ঠিক আছে মিঃ হারমাস, আপনি একাই এগিয়ে যান, ওর চোখকে ফঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না, ও ঠিক ধরে ফেলবে আমাদের।

অন্ধকারও হয়ে এসেছে, ওখানে যেতে যেতে রাত আরো বাড়বে, আলো নিভিয়েও আসতে পারবেন না?

অসম্ভব। রাস্তাটা একবার দেখলেই বুঝে যাবেন। আলো জ্বালিয়েই পথ চলা দুঃসাধ্য, সেখানে আলো না জ্বালিয়ে চেষ্টা করাতো আত্মহত্যার সামিল। আমরা নীচে অপেক্ষা

করব। আমি চেষ্টা করছি তিনটে গাড়িকে পাহাড়ের উল্টো দিকের রাস্তায় পাঠিয়ে দিতে, তবে অতখানি রাস্তা ঠেঙিয়ে তারা সময় মতো পৌঁছতে পারবে বলে তো মনে হয়না।

তাহলে এখন থেকে আমি একা এই পথের পথিক, তাইতো?

একরকম তাই। লোকটা যদি ঐ রাস্তা দিয়েই ফেরে, তাহলে আমরা তার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারি।

টাকা উদ্ধারের এর থেকে ভালো মতলব আর হয়না, তবে ব্যাপারটা আমার পক্ষে মোটেই সুবিধের নয়। ধরুন, সে যদি আমাকে শেষ করে দেবার মতলবে থাকে?

আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম কাজটায় ঝুঁকি আছে, হ্যাকেটের কণ্ঠে বিরক্ত ঝরে পড়ল, যদি আর এগোনোর বাসনা না থাকে, ওখানেই অপেক্ষা করুন। মিকলিনকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

না, আমি-ই যাবো দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিই। ক্যানিয়ন পাসে গিয়ে আবার যোগাযোগ করব।

ঠিক আছে। গাড়িগুলো আমি পাঠাচ্ছি। ধীরে সুস্থে চালাবেন। ওদিকে পৌঁছতে আমার লোকদের একটু সময় লেগে যাবে।

গ্রাহক নামিয়ে রেখে ইঞ্জিন চালু করালাম। সহসা ঠাণ্ডা আর কঠিন কিছু আমার ঘাড়ের পেছন

স্পর্শ করতেই ভয়ঙ্কর ভাবে চমকে উঠলাম। জিনিসটা আমার চেনা। ওটা রিভালবার। দুটো হাত শক্ত করে স্টিয়ারিং চেপে ধরে পাথরের মতো বসে রইলাম আমি। প্রতি মুহূর্তে খুলি উড়ে যাবার তীব্র আশঙ্কা।

নড়ো না–তাকাবার চেষ্টা কোরো না, অচেনা কণ্ঠ আমার কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল। কথা না শুনলে মুণ্ডুর ঘিলুগুলো কোলে ছড়িয়ে পড়বে।

অস্বীকার করে লাভ নেই। ভয়ে আমি হিম হয়ে গিয়েছিলাম। কিডন্যাপ যে করেছে সে সশরীরে আমার পেছনে। পেট্রল পাম্পের পেছনে বসে যখন কথা বলছিলাম সেই সুযোগে লোকটা গাড়িতে উঠে পড়ে। অর্থাৎ ঐ ছেলেটা এরই সহযোগী। এর আরও একটা অর্থ দাঁড়ায়। এ ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করার পর ছেলেটাকে যে পুলিশের হাতে তুলে দেব সে উপায় তারা আর রাখবে না।

চালাও! যা বলছি সেই মতো কাজ করো, নয়তো ঐ ভুলটাই তোমার জীবনের শেষ, ভুল হবে।

লোকটা রিভালবারের ঠাণ্ডা নলটা ঘাড়ে পেঁচাতে হিমের স্রোত নামতে শুরু করে দিল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে।

কাঁপা কাঁপা হাতে কোনরকমে স্টিয়ারিং ধরে আমি এগিয়ে চললাম।

মাইলখানেক যাবার পর পেছন থেকে লোকটার নির্দেশ এল, বাঁদিকে ঘুরে চলতে থাকো। ক্যানিয়ন পাসের ঠিক উল্টো দিকের পথে ঘুরে যাচ্ছি আমি। তাই সাহায্য লাভের

শেষ আশ্রয়টুকুর আশাও ছাড়তে হল। ফোঁটা ফোঁটা ঘামের বিন্দু নাক গড়িয়ে হাতের ওপর এসে পড়ছিল। ভাগ্য ভালো, হেলেন এখানে উপস্থিত নেই, না হলে আমার এই হাল সে বোধহয় সহ্য করতে পারত না। পৌরুষ, সাহস, সব কিছু খুইয়ে রিক্ত হস্তে নিঃসঙ্গ হয়ে বসে আছি।

চালাকি করতে গিয়েছিলে, আঁ? পেছন থেকে ব্যঙ্গের সুর বেজে উঠল লোকটির কণ্ঠ থেকে। এখন দেখার বিষয় বুদ্ধির দৌড় কার বেশি। কোন বাজিতে টাকা লাগাতে হয় আমি ভালোভাবেই জানি।

অচেনা লোকের সঙ্গে বাজি ধরার মানসিকতা নেই আমার,আমার গলাটা বর্তমানে ব্যাঙের ডাকের মতো শোনাল। নিজের দুর্বলতায় নিজেই বিরক্ত। আমরা চলেছি কোথায়?

অস্থির মনটা গাড়ি চালানোয় দিলেই ভালো কথা বলল না।

মুখে কুলুপ এঁটে বাধ্য ছেলের মতো গাড়ি চালাতে লাগলাম। লোকটার নির্দেশ মতো প্রথমে বাঁ দিকে তারপর ডায়ে বেঁকে আবার ঘুরে গেলাম বাঁ-দিকে। কোন পথে চলেছি তার বিন্দু মাত্র ধারণা আমার নেই। কুড়ি মিনিট এভাবে চলার পর পেছন থেকে কণ্ঠস্বরে এবার নির্দেশ : ঠিক আছে, এখানেই চলবে। গাড়ি থামাও।

আমাদের একপাশে ছিল ঝোঁপঝাড় আর অন্য পাশে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা হাহাকার শূন্যতা। জায়গাটা জুড়ে বিরাজ করছে মহাশ্মশানের স্তব্ধ নীরবতা। অনেক নীচে কতকগুলো গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে পাহাড়ী সড়ক বেয়ে উঠে আসছিল। নিঃশ্বাস নিতে

কষ্ট হচ্ছিল আমার–তবে তার সঠিক কারণ পাহাড়ের উচ্চতা না মনের ভীতি সেটা ঠিক এই মুহূর্তে বলা সম্ভব হচ্ছে না।

জোইস শারম্যানের কী হল? গাড়ি থামিয়ে আমি জানতে চাইলাম।

তোমার কী মনে হয়। ঘরছাড়া হওয়ার দুঃখে বেচারি মারা গেছে? নাও, এখন চুপ করে যা বলছি শোনে। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে একবার জানাও যে, তুমি ক্যানিয়ন পাসে এসে গেছ। গলার স্বর যেন স্বাভাবিক থাকে, কোথাও একটু বেচাল দেখলেই আমার হাতের জিনিসটা গর্জে উঠবে।

তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে জোইস শারম্যান আর জীবিত নেই। তাকেও মেরে ফেল হয়েছে?

মাথার পেছনে অতর্কিত সূজোরে এক বারি পড়তেই চোখে সর্ষেফুল দেখলাম।

চোপ! পুলিশকে ফোন করো।

হ্যাকেটের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

আমি ক্যানিয়ন পাসে পৌঁছে গেছি। সারা শরীরে ঘামে সপসপ করছে। রিভলভারের নলটা আমার ডান কানের ওপর। আমি জানি, হ্যাকেটের সঙ্গে কথা শেষ হতে যতক্ষণ দেরী, তারপর আমার জীবনেও যবনিকা নেমে আসবে।

ওকে বলল, নির্দেশ মতো টাকাটা তুমি মাইল পোস্টের তলায় রেখে দিচ্ছো,আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে উঠল লোকটার ঠোঁট।আমাকে এখানে টাকা দিতে হবে,হ্যাকেটকে বললাম। আমার ডান হাতটা ধীরে ধীরে গাড়ির দরজার হাতলের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। ওগুলো আমি মাইল পোস্টের নীচে রেখে দিচ্ছি।

আশে পাশে কেউ কোথাও নেই? হ্যাকেটের প্রশ্ন।

না।

ঠিক আছে, টাকাটা রেখে ফিরে আসুন। রাস্তায় কোন লাল আলো চোখে পড়লে হেডলাইটটা তিনবার জ্বালাবেন আর নেভাকেন।না হলে আপনাকেও গুলি হজম করতে হবে। আচ্ছা, ছাড়ছি।

হাতলটা ঠেলেই বুঝতে কষ্ট হলনা, দরজা খুলে গেছে। লাইনটা কেটে যাওয়া মাত্র সজোরে একটা হাত ওপর দিকে চালিয়ে এক ঝটকায় বাইরে এসে পড়লাম। সাঁই সাঁই শব্দে কয়েকটা গুলি ছুটে এল।

আমি গড়িয়ে রাস্তার ধারে আসবার আগেই একটা গুলি রাস্তায় পড়ে ধূলো ময়লায় ভরিয়ে দিল আমার মুখবদন। মরিয়া হয়ে পাহাড়ের প্রসারিত একটা অংশ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলাম। লোকটাকে এবার চোখে পড়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে গাঁট্টাগোট্টা একটা ছায়ামূর্তি দৌড় আসছিল আমার দিকে। তৃতীয়বার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবার প্রবৃত্তি তার নেই। নিজের রিভলভারটা বের করার সুযোগও পেলাম না।

কাছাকাছি আসতেই লোকটার হাতে ধরা রিভলভারটা আমার দিকে উঠতে লাগল। সব চিন্তাভাবনা জলাঞ্জলি দিয়ে নীচের ফাঁকা অন্ধকার লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিলাম।...

৮.

সিগারেটের শেষ অংশটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে টোকা মেরে ফেলে দিয়ে হ্যাকেট হুইসাল এর মতো শিস্ দিয়ে উঠল। আপনি তাহলে নিশ্চিত যে, লোকটা হফম্যান নয়?

না, এ লোক সে নোক নয়, যন্ত্রণাও পাদুটো কোন ক্রমে সোজা রেখে বসলাম। সারা শরীর জুড়ে ব্যথা, যন্ত্রণার এই চিহ্ন দেখে মনে হচ্ছিল, একটা ট্রেন যেন আমার ওপর দিয়ে চলে গেছে।

লস-এঞ্জেলসগামী একটা গাড়ীর লোকেরা আমার আর্তচিৎকার তাদের কানে না পৌঁছত। তাহলে হয়তো কোনদিনই এখানে পৌঁছবার ক্ষমতা আমার হতো না। পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ার দৃশ্যটা হয়তো দুঃস্বপ্নের আকার নিয়ে আমাকে অনেকদিন তাড়া করে ফিরবে। ..হফম্যান যেমন লম্বা তেমন বিশাল চেহারা। তবে অনেকটা বেঁটে, সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য বেশ ভালো। পেট্রলপাম্পের ছোকরাটাকে জেরা করে তার মুখ থেকে কিছু পেলেন?

আমরা যখন সেখানে পৌঁছাই, সে হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। আপনার বন্ধু তাকে মাথার পিছন দিক থেকে গুলি করেছে।

উঃ! রাগে আর বিরক্তিতে ফেটে পড়তে মন চাইছিল।মনের এই ইচ্ছাকে দমন করে বললাম, রাইস কী বলছে?

সে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে,মিকলিন বলে উঠল। স্ত্রী যে জীবিত নেই একথা সে টের পেয়ে গেছে।

কিডন্যাপারদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎহবার বহু আগেই সে এ বিষয়ে জানত। মীরা ল্যাসটিস আর রাইসের মধ্যে সংলাপগুলো তার কাছে খুলে বললাম।

তাহলে এই ঘটনার সঙ্গে সে-ও জড়িত,সব শোনার পর চিন্তিত কণ্ঠে প্রকাশ করল হ্যাকেট।

ভিন্নমুখী দুটো সূত্রধরে আমরা কাজে এগোতে পারি, আমি বললাম। একটা, জোইস শারম্যান স্যালনকে হত্যা করার পর হফম্যান তাকে ব্ল্যাকমেল করছিল, যার জন্য সে কিডন্যাপ হবার নাটক করে মুক্তিপণের টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যাবার চেষ্টায় আছে। আর তা যদি না হয়, জোইসের অবধারিত অধঃপতন দেখে, মীরা ল্যাসটিসকে বিয়ের জন্য রাইস নিজেই স্ত্রীকে কিডন্যাপ করেছে। এর মধ্যে যে কোন একটা সম্ভাবনা সত্যি হতে পারে। রাইসের যদি এ ব্যাপারে হাত থাকে, তাহলে যে লোকটা আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে, সে অবশ্যই তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবেইকারণ, প্রথমতঃ মুক্তিপণের পুরো টাকাটাই তার হাতে, আর দ্বিতীয় হল, রাইসেরও তাতে অংশ আছে। আপনারা কয়েকজন লোককে ওর ওপর দিবারাত্রি পাহারায় রাখার ব্যবস্থা করছেন না কেন?

ঠিক বলেছ, হ্যাকেট বলল। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আর যদি কিছু বলার না থেকে থাকে আমার একটু ঘুমের প্রয়োজন। আমি বলে উঠলাম। আপনারা এবার কী করবেন?

আমাদের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, গম্ভীর কণ্ঠে মিকলিন জবাব দিল। আমাদের এখন কাজ হল কিডন্যাপারটার পিছু নিয়ে মিস শারম্যানকে খুঁজে বার করা।

দায়িত্ব ওরা ওদের ঘাড়ে নিচ্ছে শুনে খুশী হলাম। প্রচুর ধৈর্য আর সুসংবাদ নিষ্ঠাচারের সঙ্গে অনুসন্ধানের প্রয়োজন এখানে একজনের কাজ এটা নয়। হয়তো লোকটা ধৈর্য হারিয়ে এমন কিছু ভুল করে বসবে যেটার মাধ্যমে সে আমাদের কাছে ধরা পড়ে যাবে। একমাত্র পুলিসের পক্ষেই এইরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব।

একটা ট্যাক্সি ধরে কালভার হোটেলে ফিরে এলাম। লাউঞ্জের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ নিজের নাম শুনে পেছনে তাকাতেই দেখি, স্বয়ং অ্যালান গুডইয়ার আমার দিকেই এগিয়ে আসছে।

এ কি রে! চোট পেয়েছিস নাকি রে?আমার নোংরা ছিন্ন-বিছিন্ন পোষাকটা সে অবাক চোখে দেখছিল।

আরে না, সব ঠিক আছে, আমি হালকা গলায় বলে উঠি। খাণিকক্ষণ শুয়ে পড়লেই সব ঝরঝরে। তুই এখানে কী মনে করে?

তোর কথাই ভাবছিলাম। ফ্যান'শর কাছে খোঁজ নিতে মন চাইল না। এখানেই তোর অপেক্ষায় ছিলাম। কি হয়েছিল তোর?

সংক্ষেপে একে একে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তার কাছে বলে ফেললাম। শুনে গুডইয়ার বলে উঠল, তোর ধারণা জোইসুকে সে মেরে ফেলেছে?

তাই তো মনে হচ্ছে।

পুলিশ বলছে লোকটাকে খুঁজে বার করবে?

পুলিসকে তো তুই বহুকাল ধরেই চিনিস। ওরা আশাবাদী সব সময়। আশাবাদী না হলে ওদের চলেও না। তবে আমি জোর গলায় বলতে পারি, রাইসও এর মধ্যে জড়িত। পুলিস আজ রাত থেকে তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, সেই সঙ্গে ফোনও ট্যাপ করা হবে।

রাইস? গুডইয়ার যেন নিজের অজান্তে চমকে উঠল। কী করে বুঝলি এসবের মধ্যে তার হাত আছে?

ওর কিছু কথা আমার কানে এসেছে। সে আর মীরা ল্যাসটিস পালিয়ে যাওয়ার তালে আছে।

চলি রে অ্যালান, আর দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই।

হ্যাঁ, নিশ্চই নিশ্চই। ডেকে শুধু শুধু বিরক্ত করলাম।

রাতের কেরানীটা এই সময় এগিয়ে এল। মিঃ হারমাস, দু-ঘণ্টা ধরে এক ভদ্রলোক আপনার খোঁজ করছেন। তার নাকি ভীষণ দরকার।

কি নাম?

নাম বলেননি। শুধু বলেছেন, চোয়ালের ঘুষিটা মনে করিয়ে দিলেই আপনি তাকে চিনে নেবেন?

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ক্লান্তি উবে গেল।

হফম্যান! উত্তেজিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম গুডইয়ারের দিকে। হফম্যান ছাড়া এ আর কেউ নয়! কেরানীটাকে বললাম, কিছু বলতে বলেছে সে?

হ্যাঁ, আপনাকে ওশ্যন পার্কের কাছে ব্ল্যাক হোটেলে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন।

আচ্ছা, ঠিক আছে। দরজার দিকে এগোতে এগোতে গুডইয়ারকে বলি, এই লোকটার সঙ্গে কথা আমায় বলতেই হবে। ওখানে হয়তো মিলে যাবে আমাদের হারানো বাড়ি।

তুমি যা আশা করছ তা নাও হতে পারে?আমার সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটতে হাঁটতে চলতে থাকে গুডইয়ার। সকালে দেখা করলেই পারতিস। তিনটে বেজে গেছে। তোর কিছুক্ষণ, বিশ্রামের প্রয়োজন।

তুই বিশ্রাম নে, আমি মৃদু হাসলাম। আমার ওখানে যাওয়া খুবই জরুরী।

ওকে ওখানে ছেড়ে এক দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে এপাশ-ওপাশ তাকালাম। ট্যাক্সির সন্ধানে, সামনে এসে একটা দাঁড়াল। তাতে পা দিতে যাবো গুডইয়ার সেখানে হাজির।

আমিও যাব নাকি তোর সঙ্গে?

দরকার নেই। হফম্যান একজন সাক্ষীর সামনে মুখ খুলতে রাজী হবে না। ভাবিস না, আমি ভালোই আছি। আচ্ছা, চলিরে ফিরে এসে তোকে উপাখ্যান শোনাব।

এক ঝটিকায় ট্যাক্সির দরজা খুলে লাফিয়ে উঠে চালককে নির্দেশ দিইঃ ব্ল্যাক হোটেল, ওশ্যান পার্কের কাছে।.....

কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেলাম। জলের ধারে এদো জায়গায় হোটেলটা। ভাড়া নেবার সময় ট্যাক্সি চালকটি বলে ওঠেন, সাবধানে যাবেন, স্যার। এ পাড়াটা ভালো নয়। আমি কী এখানে অপেক্ষা করব।

না, তার আর দরকার নেই। ধন্যবাদ।

ট্যাক্সির পেছনের লাল আলোটা মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ফাঁকা পথের ওপরই দাঁড়িয়ে রইলাম। জায়গাটা নিস্তব্ধ, ফাঁকা চারিদিক। আকাশের কালোপর্দার সামনে সমুদ্রে ভাসমান পাহাড়ের আলোগুলো জ্বলজ্বল করছে। জলে তাদের জ্যোতি ছড়াচ্ছিল।ব্ল্যাকস হোটেলের দিকে তাকালাম। উঁচু সরু বাড়ী। দরজার ওপরে নিয়ন আলোয় লেখা নাম।

কাঁচের দরজা দিয়ে ভেতর থেকে আলো এসে সামনের তৈলাক্ত পাশ-পথের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

ধীরে পদব্রজে এগিয়ে এসে চার ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলাম। কাউন্টারের পেছনে পাকানো চেহারার এক ছোট্টখাটো চেহারার লোক। মুখের সামনে কাগজ ধরা। চশমাটা নাকের ডগায়, আমাকে কতে দেখে কাগজটা একপাশে সরিয়ে ভাবলেশহীন চোখে আমার দিকে তাকাল।

একদম একা, দেখছি, কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে হাসতে হাসতে বলে উঠলাম।

সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা টেনে নিল সে। ডান হাতটা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল কাগজের নীচে। আমি জানি, ও হাতটা বর্তমানে গুপ্ত দেরাজে রাখা রিভলবারটার অনুসন্ধানে ব্যস্ত। লোকটার কুতকুতে চোখের কঠিন দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, ওটা ব্যবহার করতে সে দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে না।

কি বললেন? আর একবার বলুন তো? ভাঙা ভাঙা গলায় হিসহিস করে উঠল, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে আমার প্রতি, তার থেকে এক চুল এদিক-ওদিক নড়ছে না।

থাক থাক, গুলিগালা চালাবার কোন প্রয়োজন নেই; হাতদুটো কাউন্টার থেকে একচুলও না সরিয়ে জবাব দিই। আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল। এখন দেখছি আমারই ভুল হয়েছে। আমার নাম হারমাস। আমার এক বন্ধু এখান থেকে কিছুক্ষণ আগে যে ফোন করেছিল। সে আমার জন্য প্রতীক্ষায় আছে।

কি নাম তার?

নিজের নাম সম্বন্ধে সে বরাবরই একটু লাজুক, আসলটা এখানে ব্যবহার করেছে বলে আমার মনে হয় না। সেটা না জানলেই কী নয়, খুব দরকার?

চশমাটা নাকের ওপর টেনেটুনে ঠিক করে নিল লোকটা। কার্ড আছে আপনার?

নিশ্চয়ই, কিন্তু দোহাই আপনার, ওটা বের করার সময় গুলিফুলি মেরে বসবেন না। আমার রিভলবারটা পেছনের পকেটেই আছে। আপনাকে আগে ভাগেই জানিয়ে রাখলাম।

ওসব ন্যাকামির অভিনয় এখন থাক। ডানহাতটা কাগজের ওপর নিয়ে এল সে। এপাড়াটা খুব একটা সুবিধের নয়, আর আপনি আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছেন অহেতুক।

আর ছিছি। কিছু মনে করবেন না। সব দোষ আমার। এতক্ষণে আরাম করে বসবার সুযোগ হল। আসলে আমার বলার ঢঙটাই একটু বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল। মানি ব্যাগ থেকে নিজের একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিই।

কার্ডটা উল্টে-পাল্টে দেখে, মাথা নেড়ে আমাকে আবার ফিরত দিয়ে দিল লোকটা। চার তলার ঘর,নম্বর তিন। ঢোকার আগে বার চারেক টোকা মারবেন, না হলে পেটে কয়েকটা সিসের খণ্ড ঢুকে গেলেও আশ্চর্য হবো না।বলে চশমাটা নাকের ওপর নামিয়ে আবার কাগজে পড়ায় ডুবে গেল।

ধুলোয় ভরা রেলিং থেকে হাত বাঁচিয়ে ধীরে সুস্থে আমি একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করলাম। চারতলায় আসতেই নীল হলুদ কিমোন পরা একটি মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। হাতে একটা জগ নিয়ে এদিকে আসছিল ও। পায়ে জুতোর বালাই নেই, চুলগুলো কাঁধের ওপর এসে পড়েছে।

আমার দিকে মোহিনী হাসি ছুঁড়ে দিয়ে কিমোনটা একটু ফাঁক করে দেখিয়ে দিল মেয়েটা। দেখলাম, ভেতরে বিশেষ কিছু পরেনি। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে উঠল, কি গো, পথ ভুলে এসেছো নাকি?

না, তোমাদের জীবনযাত্রা ঠিক কী রকম সেটাই দেখতে এসেছিলাম। ওর পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলে উঠলাম।

অশ্রাব্য এক গালি দিয়ে চলে গেল মেয়েটা। তিন নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মুখের ঘাম মুছে নিলাম, তারপর আস্তে আস্তে টোকা মারলাম চারবার। ভয় হচ্ছিল, আশেপাশের ঘর থেকে কারো আবার কাঁচা ঘুম ভেঙে না যায়। দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, কিন্তু ভেতর থেকে এবারও কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। উল্টো দিকের একটা ঘরের মধ্যে থেকে ঘড় ঘড় নাকডাকার আওয়াজ ভেসে আসছিল। মনে হচ্ছিল, কাঁচের ওপর করাত চালাচ্ছে কেউ। অন্য দরজাগুলো অবশ্য খোলাই ছিল।

আবার টোকা, সামান্য একটু জোরে হয়ে গেল। সেই সঙ্গে চোরের মতো দু-পাশে তাকাতে লাগলাম। প্রতি মুহূর্তে মনে শঙ্কা জাগছিল এই বুঝি কেউ কিছু ছুঁড়ে মারল।

এবারও কোন সাড়া না পেয়ে ধীরে ধীরে হাতলটা ঘোরালাম। দরজা কিন্তু আগের মতোই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে, নড়ার বিন্দুমাত্রা লক্ষণ নেই। চাবির ফুটোয় চোখ রেখে দেখি, ভেতরে আলো জ্বলছে। এবার আরো জোরে টোকা মারলাম।শব্দের জোর এবার এতো বেশী যে করাতের শব্দটা হার মেনে থেমে গেল তৎক্ষণাৎ। তবু কোন উত্তর নেই।

নাঃ ব্যাপার সুবিধের নয়। দু-পাশ একবার ভালো ভাবে চোখ বুলিয়ে, এক দৌড়ে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগলাম।

নীচে বসা কেরানীটা চশমাটা নাকের পেছনে ঠেলে আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে।

সে নেই, বাইরে গেছে? হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম আমি।

কেন? সে তো আপনার অপেক্ষাতেই ছিল!

কাগজটা এক পাশে সরিয়ে রাখল লোকটা।

কই, কোন উত্তর তো পেলাম না! অথচ ঘরে আলো জ্বলছে–তবে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ আপনি কিছু করতে পারবেন, না আমি পুলিশের দ্বারস্থ হবো?

লোকটা এতো জোরে লাফিয়ে উঠল যেন বেয়নেটের খোঁচা খেয়েছে।বোকার মতো কাজ করবেন না। পুলিস-টুলিস এখানে ঢোকানো চলবে না। দেখুন সে হয়তো গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। নাক ডাকালে তার শব্দ পাওয়া আমার উচিত ছিল। আপনার কাছে চাবি আছে, না হলে তালাটা গুলি মেরে ভেঙে ফেলব?

আপনার সন্দেহ যদি এভাবে বাড়তে থাকে, সন্দেহ অবসানের জন্য আমিই যাচ্ছি।

চলুন তাহলে।

লোকটাকে আমার সামনে পেয়ে তাকে অনুসরণ করতে করতে উপরে উঠতে লাগলাম। চারতলায় পৌঁছে কিমোন পরা মেয়েটার সঙ্গে আবার দেখা।

কি গো, কার্লি? এত হিট কিসের? কেরানীটাকে বলে উঠল মেয়েটা।

দুর হ, নচ্ছার মাগি! ভাগ এখান থেকে, গলা না চড়িয়ে কেরানীটা বলে উঠল।

আমিতো ভাবলাম এক্ষুনি বুঝি তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে যাবে। অস্বস্তিকর হাসি নিয়ে নিজেকে সরিয়ে আনল মেয়েটা।

ওঃ, কী চমৎকার লোকজন নিয়ে আপনার এই কারবার!–তিন নম্বর ঘরের দিকে এগোতে এগোতে আমি বললাম।

সে নিয়ে মন্তব্য করার কোন অধিকার আপনার আছে কি? ওদের ঠিকঠাক মতো চালাতে পারলে অসুবিধে হবার কথাও নয়। আর গণ্ডগোলের কোন সম্ভাবনাও থাকে না!

তিন নম্বর ঘরের দরজায় দুম দুম করে শব্দ করে উঠল লোকটা, অপেক্ষা করল কয়েক মুহূর্ত তারপর পিছিয়ে গিয়ে পায়ের চেটো দিয়ে সজোরে একটা লাথি কষাল দরজা লক্ষ্য করে।

ওসব ন্যাকা ন্যাকা অভিনয় ছেড়ে দিয়ে দরজাটা খুলুন দেখি, আমি মন্তব্য করে বসলাম।

আমার দিকে কটমট করে তাকাল সে, তারপর পকেট থেকে চাবি বের করে তালায় ঢুকিয়ে মোচড় দেবার পর একপাশে সরে দাঁড়াল। ও ঘাবড়ে যেতে পারে,বলেই হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা ঠেলে খুলে দিল।

কিন্তু কিছু হল না। ভেতর থেকে কেউ গুলিও চালালো না। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মুখ বাড়িয়ে ঘরের ভেতর দৃষ্টি দিলাম।

চেয়ারে বসে হফম্যান, শিথিল হয়ে দু-পাশে ঝুলে পড়েছে তার অবশ দুটো হাত। মাথাটা বুকে রয়েছে বুকের ওপর, কোটে আর মেঝেতে রক্তের দাগ।

খানকির বাচ্চা মরার জন্য কী শেষ পর্যন্ত এই জায়গাটা বেছে নিল, কেরানীটা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে এই কথা বলে ফেলল।

ভেতরে ঢুকে হফম্যানের মাথাটা একবার তুলে আবার ধীরে সুস্থে নামিয়ে দিলাম। হাতটা এখনও গরম, তার মানে তার মৃত্যু বেশীক্ষণ আগে হয়নি।

আরে বাপ! হফম্যানের হাত স্পর্শ করে চেঁচিয়ে উঠল কেরানীটা। এযে দেখছি স্টোভের মতো গরম। আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন এখানে। পুলিস আসার আগে কয়েকটা হারামজাদাকে এই সুযোগে রাস্তা দেখিয়ে আসি। দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে।

ছোট্ট ঘরটায় আমি আমার পর্যবেক্ষণ শুরু করে দিলাম। ভোলা জানালা দিয়ে কনকনে শীতল সামুদ্রিক হাওয়া আর কুয়াশা ঢুকে আসছিল ঘরের মধ্যে। খুনি বোধ হয় এখানে আসার জন্য জানলার পাশে অগ্নিতারণ পথটা বেছে নিয়েছিল। হফম্যানের বুকের ক্ষতচিহ্নটা খুব সম্ভব মাংস কাটা ছুরি থেকেই তৈরী–কিন্তু অস্ত্রটা কোথাও চোখে পড়ল না। তার পকেটে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। বিছানার তলায় রাখা ছিল দুটো সুটকেস। কাছে আসার মতো তাতেও কিছু পেলাম না।

সহসা অসম্ভব ধরনের ক্লান্তি অবসাদ আমাকে আষ্টেপৃষ্টে দগ্ধ করছে, অথচ দুচোখে এক করার কোন সম্ভাবনাই নেই। হ্যাকেট না আসা পর্যন্ত আমার এখান থেকে নড়ারও কোন উপায় নেই। আর রাত শেষ হতে যতক্ষণ দেরী আছে, তার কাজ কর্ম দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ওঃ, এই সময় একটু পানীয় পেলে কী ভালোই না হতো।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ওখানে তখন কর্মকাণ্ডের হাট বসেছিল। পায়জামার ওপর কোন রকম জামা পরা, সুটকেস হাতে, তিনটে ষণ্ডা মার্কা চেহারার লোক আমাকে একরকম ধাক্কা মেরে নীচে নেমে গেল। তিন তলাতেও দুজন মেয়ে রাত্রিবাসের ওপর কোট, ওভারকোট চাপিয়ে সিঁড়ির দিকে হন্তদন্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে।

টেলিফোন আগলে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং কেরাণী নিজে। আমাকে দেখে বিষণ্ন কণ্ঠে বলে উঠল, আর তিন মিনিট। হোটেলের খদ্দেরদেরও কিছুটা সুবিধা দিতেই হয়।

সবশেষে চোখে পড়ল বলিষ্ঠ চেহারার একটা লোক। তার ফ্যাকাশে সাদা মুখটা দেখে বার বার মনে হচ্ছিল, সবেমাত্র ভূতদর্শন হয়েছে। লোকটা তার থলথলে হাতটা কোনরকমে একবার কেরানীটার দিকে তুলে দরজা খুলে বেড়িয়ে গেল।

এই ছিল শেষ। দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেরানীটা। ওদের সঙ্গে আমি কথা বলবো না, আপনি বলবেন?

আমিই বলছি। আমি টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালাম।

.

দরজায় ক্রমাগত টোকা পড়তে আমার গাঢ় ঘুমটা নিমেষের মধ্যে ভেঙে গেল। টেবিলে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকালাম। দশটা বেজে দশ। সূর্যরশ্মি ঘরের বন্ধ খড়খড়ি দিয়ে ঢোকার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অর্থাৎ রাত এখন দশটা দশ কখনোই নয়। কোনরকমে অঙ্গাবরণটা গায়ে চড়িয়ে দরজা খুলে দিলাম। হোটেলের ভৃত্য আমার হাতে একটা টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিল। খুলে দেখি, হেলেনের নাম।

গতকাল দুপুরে কনিরা লটবহর সমেত দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে। দুপুরে আমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে দেখা করো।

হেলেনের সঙ্গে দেখা হবার কথা মনে হতেই দেহে আপনা থেকে একটা জোর পেলাম। চটপট ফ্লাক্স থেকে তিন কাপ কফি খেয়ে, পুলিস সদর দপ্তরের দিকে হাঁটা লাগালাম।

সেখানে কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। হফম্যানের খুনের ব্যাপারে সর্বপ্রথম সন্দেহ গিয়ে পড়ে রাইসের ওপর।

রাইসই যদি তার স্ত্রীকে আটক করে রাখে, তাহলে হফম্যানের মুখ বন্ধ রাখা তার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যে দুজন গোয়েন্দা তার ওপর নজর রাখছিল, তারা জানিয়েছে, রাইস রাত্রে– আগে বাড়ী ছাড়া হয়নি।

ওদিকে জোইস শ্যারম্যান বা তার অপহরণকারীর খোঁজ এখনও না পাওয়ায় হ্যাকেটের মেজাজ ভীষণ ভাবে বিগড়ে গেল। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে উঠলাম, আর আপনি এত ভাবছেন কেন? দেখবেন কেউ না কেউ খুব শীঘ্রই একটা ভুল পদক্ষেপ নিয়ে বসবে। তখন আমরা তাকে ঠিকই ধরে ফেলব।

সশব্দে নাক সিঁটকালো হ্যাকেট। আমার কথাটা তাকে প্রভাবিত করতে পেরেছে আমার কিন্তু মনে হয় না।

ওখান থেকে বেরিয়ে বিমান বন্দরে গিয়ে শুনি হেলেনের প্লেন কুড়িমিনিট দেরী করে আসছে। অগত্যা খাবার কাউন্টারে গিয়ে কফি নিয়ে বসে গেলাম।

নিশ্চিন্ত মনে কাপে চুমুক দিচ্ছি, এমন সময় কে যেন পাশ থেকে বলে উঠল, মিঃ হারমাস না?

মুখ তুলতেই চোখে পড়ে নিখুঁত পোষাক পরনে এক তরুণী আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

প্রথমটায় ঠিক চিনতে পারিনি, তারপর বুঝতে পেরেই লাফিয়ে উঠলাম। মিসেস কনি! আপনি! শহুরে পোষাকে আপনাকে দেখতে অভ্যস্ত নই, তাই চিনতে একটু অসুবিধে হয়েছিল। তারপর, কেমন আছেন?

ওর সঙ্গে এভাবে দেখা হবে সত্যি আমার ধারণার অতীত। বুঝতে পারছি না এই সাক্ষাৎ দৈবাৎ না পরিকল্পিত।

হাসি হাসি মুখ নিয়ে আমার পাশের একটা টুল দখল করল ও। ভালোই। আমাকে দেখে অবাক হয়েছেন তো? আমারও একটু সন্দেহ জাগছিল আপনি না অন্য কেউ। এরকম অযাচিত ভাবে ডাকার জন্য রাগ করেননি তো?

আরে না না, আমি ভীষণ খুশি আপনাকে দেখে। কিন্তু ব্যাপার কি, লস এঞ্জেলসে কী মনে করে?

বুয়েনস এয়ারস যাচ্ছি আমি।

ও আচ্ছা। আপনার স্বামীও নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গেই আছেন?

কথাটা শোনা মাত্র মুখটা কঁচুমাচু করে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল ও। না, আমি ওকে ছেড়ে এসেছি।

সে কী? কবে?

গতকাল রাত্রে।

কফি আনতে গিয়ে কোরিন তার বক্তব্য শুরু করল, এ দ্বীপটায় আমি আর মন বসাতে পারছি না। আর মজার কথা কী জানেন? এরজন্য যদি কাউকে দায়ী করা যায় সে আপনি আর আপনার স্ত্রী। বিশ্বাস করুন মিঃ হারমাস, আপনারাই ছিলেন সর্ব প্রথম যারা আমাদের গৃহে অতিথি হয়ে আসেন। আপনারা চলে আসার পর আমি মনকে শক্ত করে ফেলি, জ্যাক যদি ওখানে থেকে যায় থাক, আমি এখানে আর এক মুহূর্তও থাকবনা। একথা শুনে সে শুধু হেসেছিল। তবে আমার এই প্রস্তাবে আপত্তি করার পরিবর্তে এ কথায় রাজি হয়েছিল। দুনিয়ায় সাপ ছাড়া ও আর কিছুই চেনে না।

উনি তাহলে একাই ওখানে থেকে গেলেন?

না না, সেও আমার সঙ্গে এখানে এসেছিল। কিন্তু প্লেনে তুলে দেওয়া পর্যন্ত তার হাতে সময় ছিল না। আসলে ও সুসানকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। আমার বোনের দরকার অবসর আর ওর প্রয়োজন একজন রাঁধুনি। তাই সুসান কয়েক সপ্তাহ ওর সঙ্গে দ্বীপে গিয়ে থাকবে। আপনার অনুপস্থিতিটা ওর কাছে খুব একটা কষ্টের হবে না। কারণ আপনার অভাব অনুভব করলেই আপনার বোন মাথায় কালো পরচুলা চাপিয়ে নিলেনেই মনে করবেন, আপনি বুঝি সঙ্গেই আছেন, কোরিনকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে করতে আমি বলে উঠলাম।

মুহূর্তের জন্য চোখ দুটো কুঁচকে গেল ওর, কিন্তু পরক্ষণেই খিল খিলিয়ে হেসে উঠল। ঠিকই বলেছেন। আমার কিন্তু এ ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই। বরং অনুতাপের পরিবর্তে ওকে আমি স্বাগতই জানাচ্ছি। নির্জন দ্বীপে দিনের পর দিন কাটাতে আমরা দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। হয়তো এই কারণেই আমরা উভয়ে উভয়ের চোখে বিষ হয়ে উঠেছিলাম, একে অপরকে সহ্য করতে পারছিলাম না।

আপনার বোন এখন আছেন কেমন?

ভালোই বলা চলে। নিউইয়র্কে ব্র্যাডঃ শোয়ের কী বন্দোবস্ত করেছে সেই আশায় ও দিন গুণছে। মিস্ ডেনি তাহলে বর্তমানে নিউইয়র্কে?

কোরিন মাথা নাড়ল। ওখানে সুবিধে কতটা হবে জানি না, তবে চেষ্টা তো চালিয়ে যাচ্ছি। কফি শেষ করে আমার বাড়ানো সিগারেটটা হাতে তুলে নিল ও। বুয়েনস এয়ারস এ আমি যেতাম না, সুসির সঙ্গেই থাকতাম, কিন্তু আমার পুরনো বস জানিয়েছেন, আমার কাজটা এখনও খালি পড়ে আছে। বিয়ের আগে আমি ওখানেই কাজ করতাম। ভাবছি চাকরিটা আবার নিয়ে নেব।

ঝুঁকে বসে আমার হাতে ধরা জ্বলন্ত লাইটারে সিগারেটটা ধরিয়ে নিল ও।

জোইস শ্যারম্যানের কিডন্যাপিং কেসে তদন্তে আপনিও আছেন? আপনার নামটা কাগজে দেখছিলাম।

হ্যাঁ সহসা নিজেকে সতর্ক করে নিলাম।

কী সাংঘাতিক কাণ্ড ভাবুন দেখি! আমার থেকে সুসির কৌতূহলই বেশী, কিন্তু খবরটা শুনে আমিও চমকে উঠেছিলাম। আচ্ছা, আপনার ধারণা ওকে মেরে ফেলা হয়েছে?

গলার স্বর যতটা সম্ভব শান্ত রেখে জবাব দিই, হতেও পারে। এই বিষয়ে আপনার বোনের এত কৌতূহল কেন?

ওদের মধ্যে একসময় খুব বন্ধুত্ব ছিল।

ও আচ্ছা! এটা আমার জানা ছিল না।

অবশ্য জোইস তখন সিনেমায় নামেনি। বছর চারেক আগেও ও আর আমার বোন একই ঘরে বসবাস করত। জোইস ছিল হোটেলের রিসেপসনিস্ট আর সুসি আমার সঙ্গেই নাচতে।

ওটা বোধহয় স্যান বারনাডিনোতে, তাই না?

চোখ দুটো আবার যেন চঞ্চল হয়ে উঠল, কিন্তু মাথা নেড়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল ও। তাই হবে। আমার ঠিক মনে পড়ছে না। বেচারি জোইস! ও তাহলে আর বেঁচে নেই বলছেন?

খুব সম্ভব, আপনার বোনের সঙ্গে তার কি যোগাযোগ ছিল?

না, না। জোইস যখন সিনেমায় সুযোগ পেল, সুসি আশা করেছিল ও তাকেই সুযোগ করে দেবে। কিন্তু তার আশা সফল হল না। জোইসের অহঙ্কার বেড়ে গেল-সুসিকে ও তেমন পাত্তা। দিচ্ছিল না। তারপর একদিন সামান্য একটা ঝগড়ার সূত্র ধরে জোইস ওকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। একটু নাম হতেই মাথা বিগড়ে গিয়েছিল আর কি।

এটা বেশীর ভাগ লোকেরই হয়ে থাকে, মিসেস কনি। এসব কথা আমাকে শোনানোর পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা সেটা বুঝতে পারছিলাম না। এগুলো শুধু মাত্র আলাপনের খাতিরে বলছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

আপনি কী স্প্রিংভিলেতেই রেখে এলেন স্ত্রীকে? সহজ গলায় ও প্রশ্ন করল। ওর বলার কায়দাটা এতো স্বাভাবিক যে আর একটু হলেই সত্যটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল আর কি।

আমার স্ত্রী? কই না তো! একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দুচোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে আমার মুখের ওপর, যদিও উজ্জ্বল হাসিটা একবারও ঠোঁট থেকে মিলিয়ে যায়নি।

আমার যেন মনে হল, ওঁকে চেনা চেনা ঠেকছে, দেখেছি আগে। একটা মেয়ে আমাদের দ্বীপের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল–তাকে অবিকল আপনার স্ত্রীর মতো দেখতে। কিছু কাজ না থাকলে আমি চোখে দূরবীন লাগিয়ে এটা-সেটা দেখে সময় কাটাই। পাখি দেখতে দেখতে হঠাৎ মেয়েটার দিকে চোখ পড়ে যেতেই মনে হল, উনি বোধহয় আপনার স্ত্রী।

না না ভুল দেখেছেন। টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ওতো সারাক্ষণই আমার সঙ্গে রয়েছে। এই দিন দুয়েকের জন্য স্যান ফ্রান্সিসকো বেড়াতে গিয়েছিল। আজই ফিরছে, ওকে নিতেই এখানে আসা। ঐ প্লেন নামছে। চলি, দৌড় লাগাতে হবে হয়তো, বুয়েনস এয়ারস এ পৌঁছে আমাকে একটা পোস্টকার্ড পাঠাতে ভুলবেন না। ওখানে ঘুরে আসার আমারও ইচ্ছে আছে।

করমর্দন করতে করতে ও বলে উঠল, সুসি নিউইয়র্ক গেলে আপনারা দুজনেই ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন, কেমন?

পরিচিত লোক কাছে পেলে ও মনে জোর পাবে।

নিশ্চয়ই দেখা করবো। এখন চলি।...

বিমান থেকে হেলেনই প্রথম নামল। কাছে আসতেই স্থান কাল ভুলে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর বাধন শিথিল করে বলে উঠলাম, তোমাকে এখানেই কামড়ে খেয়ে ফেলার স্বাদ জাগছে। আমার জন্য মন কেমন করেনি তোমার?

করেনি আবার! ঝকঝকে মুক্তোর মতো দন্ত বিকশিত করে হাসতে লাগল ও। আমাকে এভাবে গুঁড়িয়ে দেবার এখনই কোন প্রয়োজন দেখছি না স্টিভ। এখনও বহু বছর আমি একান্ত তোমার-ই হয়ে থাকব, তাই নিজের প্রগাঢ় ভালোবাসাকে এই মুহূর্তে ভাবপ্রবণতায় জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়ে নিঃশেষ করে দিও না।

এক বার হোটেলে চলো,কত ধানে কত চাল তখনই দেখবে।ওর স্যুটকেসটা তুলে নিলাম। এটা গেল মহড়া।

সেটা আমার চেয়ে আর কেইবা ভালো জানবে।জানাল ও, তারপর, এদিককার খবরাখবর কি?

অনেক কিছু। গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। চলল হোটেলে ফিরে সব বলব।...

হোটেলে পা রাখতেই যুক্তিসঙ্গত তর্ক করে প্রথমেই প্রমাণ করে দিলাম, ও কাছে না থাকায় আমি কী রকম শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম। আমার বলার ভঙ্গিমায় এমন কিছু ছিল, মনে হল তাওর মনে ধরেছে। তারপর একটু দম নিয়ে বলে উঠলাম, আপাততঃ আজ এই পর্যন্তই। থাক। এবার আমার কোলে এসে বোস দেখি। এতদিন তুমি কী করলে?

আমি চেয়ারে বসবো, কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে উঠল ও, তোমার কোলে একবার বসলে কী হাল হবে আমার জানা আছে।

বেশ বাবা তাই বসো। আমি নিজেই একটা আরামকেদারা টেনে দিলাম। এবার শোনাও দেখি, ডেড লেকে কী করছিলে শুনি?

ইগান আর আমি পালা করে ওদের ওখানে নজর রাখছিলাম,আমার সামনে বসে হেলেন তার বক্তব্য শুরু করল। এক মুহূর্তের জন্যেও আমরা জায়গাটার থেকে চোখ সরায়নি।

অবশ্য উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। জ্যাক কনি প্রত্যেক দিনই মাছ ধরতে বেরিয়ে যেত। কোরিনকে সেই তুলনায় খুব কমই চোখে পড়ত। ওদের সঙ্গে একজনও দেখা করতে আসেনি। গতকাল বিকেলের দিকে ওরা মোটরবোটে মালপত্র চাপিয়ে এপারে আসে, আর আগে থাকতেই দাঁড় করানো একটা ভাড়া করা গাড়িতে উঠে চলে যায়। আমি তখন ভাবলুম, এই সুযোগে ওদের কেবিনটা একবার দেখে এলে মন্দ হয় না। চলেও গিয়েছিলাম ঘাট বরাবর, কিন্তু পরক্ষণেই চোখের সামনে সাপগুলোর কথা মনে হতেই আর সাহসে কুলোল না। ফিরে এলুম।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ও। এই, হেসো না। আমি জানি কাজটা ভীতুর মতো হয়েছে। সাপ আছে জেনেও ওখানে পা রাখি কী করে বলো?

আমার মুখেও হাসি নেই,তবে ওর হাতে মৃদু চাপড় মারলাম। আমি থাকলেও সাহস করে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা বোধহয় হতো না।

তবে একটা জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি। দ্বীপের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমি আর গান ঘন্টার পর ঘণ্টা কনিদের সম্পর্কে আলোচনা করতাম। আমার আশা ছিলো গল্পের ফাঁকে ওর কাছে নিশ্চয়ই কাজে লাগার মতো কোন তথ্য পেয়ে যাব। যা ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে তা মিলে গেল। ইগান বলল, স্প্রিংভিল থেকে ডেডলেক যাবার পথে সুসান আর জ্যাক কনি একবার তার হোটেলে ড্রিঙ্ক করতে এসেছিল। সুসানকে একা ছেড়ে জ্যাক কনি বাইরে গাড়ি ঠিক করতে চলে যায়। সেই সময় একটা লোক নাকি সুসানের সঙ্গে সিনেমা অভিনেত্রীদের নিয়ে আলোচনায় বসে যায়। বারের পেছন থেকে ওদের কথাবার্তা ইগানের কানেও এসেছিল। লোকটা নাকি বলেছে, জোইস

শ্যারম্যান হচ্ছে পৃথিবীর সেরা অভিনেত্রী। ইগানের কথামতো সুসান নাকি এ বিষয়ে তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়। ওর মতে জাইস একটা নোংরা বিশ্রী মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নয়। সিনেমায় নামার আগে ওরা নাকি এক সঙ্গেই বসবাস করত। সুসান বলে, ডাইরেক্টর ভালো না হলে নাকি জোইস শ্যারম্যানের পক্ষে ভালো করে পা ফেলাও সম্ভব হবে না। এরপর জ্যাক কনি হঠাৎ ঢুকে পড়তে সুসান চুপ করে যায়।ইগান বলছিল, সে দেখেছেকনি নাকি বাইরে বেরিয়ে সুসানকে কী সব বলছিল, সুসানের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

মনে মনে না হেসে পারি না। এখন বুঝতে পারছি কোরিন কনি কেন উপযাচক হয়ে আমাকে সুসান আর জোইসের পরিচয় বলতে উৎসাহী ছিল। বললাম, তুমি এয়ারপোর্টে আসার আগে আমার সঙ্গে কোরিন কনির হঠাৎ করে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। ওর কাছে শুনলাম, সুসান নাকি জোইসের সঙ্গে থাকত, পরে জোইস তাকে তাড়িয়ে দেয়। ও দ্বীপের আশেপাশে তোমার টিকি দেখতে পেয়েছে বলেও দাবি করেছে।

একেবারেই অসম্ভব! নিজেকে আড়াল করে খুব সাবধানেই ছিলাম।

ও তোমাকে দূরবীনের সাহায্যে দেখেছিল। যাইহোক তোমাকে কিন্তু আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। একবার স্যান বারনাডিনোতে ঘুরে আসবে? আমিও যেতে পারতাম তবে এই হতচ্ছাড়া কিডন্যাপ কেসটার জন্যে আমায় এখানেই থেকে যেতে হবে।

না না, আমি চলে যাচ্ছি। কী করতে হবে তাই বলল।

মেয়েটার সঙ্গে যতক্ষণ কথা হচ্ছিল, আমার কেবলই মনে হয়েছে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার। ব্যাপারটা হঠাৎ করে নয়, মনে হয় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত। তাছাড়া সুসান আর জোইসের কথাটা ও যে ভাবে আকস্মিক ভাবে টেনে আনল, তাতেও খটকা লাগছে। খুব সম্ভব ও বুঝে গেছে ইগান তোমায় কিছু জানিয়েছে, তাই আগে থাকতেই নিজের সাফাই গেয়ে রাখল। তোমাকে এখন স্যান বারনাডিনোতে গিয়ে কিছু খোঁজ-খবরও নিতে হবে। যে হোটেলে জোইসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেটার সন্ধান করে ওখানে জিজ্ঞাসাবাদ করে একবার দেখো। ও মেয়েটা সম্বন্ধে যত বেশী জানতে পারবে ততই উপকার হবে আমার। আর চার বছর আগে সুসানের গতিবিধির খোঁজ নাও। ছোট ছোট থিয়েটার পার্টি, এজেন্সি আর স্থানীয় সংবাদপত্রের পুরনো সংখ্যাগুলো ঘাঁটলে নিশ্চয়ই কিছু দরকারি তথ্য হাতে এসে যাবে।

তুমি ঠিক কী জানতে চাইছ, স্টিভ?

এ বিষয়ে আমিও ঠিক জানি না। তবে সুসান আর জোইসের একসঙ্গে বসবাস সম্বন্ধেও আমি আগে নিশ্চিত হতে চাই। এই ধরনের কেসে অনেক সময় কেঁচো খুঁজতে গিয়ে সাপও বেরিয়ে পড়ে।...

পরের দিন সকালেই হেলেন স্যান বারনাডিনোর পথে রওনা হয়ে গেল। আমিও যাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ফ্যান'শ লস-এঞ্জেলস-এ থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে আমার আর যাওয়া হয়ে উঠল না।

ওদিকে পুলিস শত চেষ্টা করেও কোন সূত্র খুঁজে পেল না। গুপ্ত আঙ্গুলোতে হানা দিয়ে তারা অনেক সময় প্রয়োজনীয় সংবাদ পেয়ে যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে সফলতার মুখ তারা দেখেনি। আমাদের সব সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়েছিল পেরি রাইসের ওপর, কিন্তু তাকে অভিযুক্ত করার মতো কোন প্রমাণ তাদের হাতে এসে তখনও পর্যন্ত পৌঁছয়নি।

অপহরণকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন চেষ্টা তার দিক থেকে হয়নি। দিবারাত্র, পাহারাধীন থাকা সত্ত্বেও কোন সন্দেহজনক গতিবিধি ধরা পড়েনি তার ক্ষেত্রে। তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস যা আমাদের মনে কিছুটা উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। তা হল, রাইস প্যারিসে যাবার চিন্তা। বর্তমানে ত্যাগ করেছে। এটা থেকে এই বোঝা যাচ্ছে যে, মুক্তিপণের টাকায় নিজের ভাগ সে এখনও পায়নি। অবশ্য পুরোটাই আমার অনুমান, যার কোন প্রমাণ নেই।

মীরা ল্যাসটিস এখনও রাইসের সঙ্গেই আছে।বাইরেও নিজেকে রাইসের সেক্রেটারীহিসেবে পরিচয় করালেও তাদের আসল সম্পর্কটা আমাদের কাছে আর গোপন ছিলনা। যদিও এ ক্ষেত্রেও আমরা অপারগ ছিলাম।

সকালে আমার হাতে কাজও ছিল। পুলিস সদর দপ্তরে যাওয়া আর ওখান থেকে ফ্যান'শর নিকট টু মারা। এভাবেই দেখতে দেখতে দুটো দিন কেটে গেল। রাত্রে হেলেন টেলিফোনে আমায় সব খবরা-খবর দিত। এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছুই তার হাতে এসে পৌঁছয়নি। যে হোটলে জোইস শারম্যানকে রাইস আবিষ্কার করেছিল সেটার খোঁজ এখনও অব্যাহত রেখেছে। তাড়াহুড়োর কাজ এটা নয়, কিন্তু নামজাদা অমন একজন

অভিনেত্রী যে একসময় স্যান বারনাডিনোতে হোটেল আপ্যায়িকার কাজ করত, এ খবরটা আগে কেন কারো কানে যায়নি, আমাদের দুজনেরই এটা মাথাতে ঢুকছিল না।

এই একঘেয়েমির ব্যতিক্রম ঘটে যায় ঠিক তৃতীয় দিনে। যথারীতি বেলা আটটায় ঘুম থেকে উঠে ধীরে-সুস্থে প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করার পর, প্রায় ফাঁকা লাউঞ্জে বসেই সেদিনের খবরের কাগজটা তুলে নিলাম।

কাগজটায় চোখ বোলাতে বোলাতে পাতার নীচে একটা ছোট্ট খবরের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। প্রথমটায় অনেকটা অন্যমনস্ক হয়েই শিরোনামটা একবার চোখ বুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু কী মনে হতে আবার ফিরে এলাম পূর্বে পড়ার সেই শিরোনামে। খবরটা দ্বিতীয়বার পড়তেই মনে হল কেউ যেন আমার মুখে আচমকা ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে।

সর্পনর্তকীর মর্মান্তিক পরিণতিঃ
নির্জন দ্বীপে রক্তক্ষরণে মৃত্যু।

দুসেকেন্ড পরেই উন্মাদের মতো আমি গাড়ির দিকে ছুটে ছিলাম।

৯.

ফ্যান'শর দপ্তরে পা রাখতেই চোখে পড়ে দপ্তরের থমথমে পরিবেশ। ম্যাক্স টেবিলের ওপর বসেছিল, তবে তফাৎ এটুকুই যে তার গর্জন তখন বহিঃপ্রকাশ করেনি, কিন্তু তার চোখের দিকে চোখ পড়লেই বোঝা যাচ্ছে, এবার কারুর কপালে দুর্ভোগ ঘনিয়ে আসছে।

ফ্যান'শ দাঁড়িয়েছিল জানলার পাশেই, তার কাঁপা কাঁপা হস্তের সিগারেট থেকে কার্পেটের ওপর ছাই পড়েছিল। আমাকে দেখামাত্র হালে পানি পেল সে।

দেখছে এটা? টেবিলে রাখা খবরের কাগজটার ওপর টোকা মারল ম্যাডক্স।

হা। একটা চেয়ার পায়ে করে পেঁচিয়ে টেনে তার ওপর বসে পড়লাম। ওতে বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ইদানীং আমাদের পলিসিগুলো লাভের পরিবর্তে বড় ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে।

তোমার কী মনে হয়, বীমার টাকা কেউ দাবি করবে?

তা জানি না, তবে রক্তক্ষরণে মৃত্যুর কথাটা পলিসিতে বিন্দুমাত্র উল্লেখ ছিল না, বিস্তারিত সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত দাবি করার সম্ভাবনাটাই আমি ধরে নেব।

বিস্তারিত খবর আমার জানা আছে,ম্যাডক্স বলে উঠল, প্রেস অ্যাসোসিয়েশান থেকে একটু আগেই জেনেছি। মেয়েটা মরেছে গতকাল বিকেলে। নিউইয়র্ক যাবার আগে সে দ্বীপে

জ্যাক কনির নিকট কিছুদিন থাকার জন্যই গিয়েছিল।কনি বলেছে, সেসকাল দশটায় দ্বীপ ছেড়ে ওপারে চলে আসে। সুসান নাকি তাকে বলেছিল, ঐ সময়ে সে কেবিনটা পরিষ্কার করে রাখবে।

জানালার ধুলো ঝাড়ার জন্য সে কনির কাছে একটা মই চেয়ে নেয়।কনি তাকে মইটা দেখিয়ে জানায়, ওটা সে ব্যবহার করতে পারে তবে জিনিসটা মোটেই মজবুত নয়। কোন জানলাই যখন সাত ফুটের বেশী উঁচুতে ছিল না, তাই সুসান তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে উঠল, পড়ে গেলেও ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই।

চুরুট ধরানোর জন্য ম্যাডক্স একটু থামল, তারপর ধোয়াটা হাত নেড়ে মুখের পাশ থেকে সরিয়ে আবার তার বলা শুরু করে দিল, দুপুরের আহারপর্ব মিটে গেলে সুসান জানলা পরিষ্কার করার কাজে লেগে পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মইয়ের পাশটা হঠাৎ ভেঙে পড়লে সোজা জানলার ওপর সে আছড়ে পড়ে। আত্মরক্ষার তাগিদে তার বাড়ানো দুই হাত গিয়ে পড়ে জানালার সার্সির ওপর। কাঁচটা চুরমার হয়ে ভেঙে ওর হাতের কব্জি দুটোর ভেতর ঢুকে শিরা কেটে দেয়।

এরপর বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না, দুহাতের শিরা কেটে যেতে গলগল করে রক্তক্ষরণ হতে থাকে ওর শরীর থেকে। জায়গা জুড়ে রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখে বোঝা যায়, সুসান ঐ অবস্থাতে সারা ঘরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল–হয় রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য ব্যান্ডেজের খোঁজে আর নয়তো সে রক্ত দেখে ভীষণ ভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সপসপে রক্তে ভেজা দুটো তোয়ালেও পাওয়া গেছে। একটা কম্বল ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধার প্রচেষ্টাও

সে করেছিল। অবশ্য বাঁধনটা তেমন শক্ত হয়নি, তবে সেটা অস্বাভাবিক কিছুনয়। রক্তমাখা পিচ্ছিল হাত দিয়ে নিজের ব্যান্ডেজ বাঁধা একেবারেই অসম্ভব।

ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখছি,আমি মব্য করে উঠলাম। ম্যাডক্স দুকাঁধে ঝাঁকুনি তুলল। কাল সরেজমিন তদন্ত হবে। রায় যা বেরোবে তা অনেক আগে থাকতেই জানা। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুচক্রান্তের কোন প্রমাণ নেই। রক্তপাতের সময় জ্যাক কনি স্প্রিংভিলেতে গিয়েছিল হোটেলে চিঠি আনতে। বহুলোক তার হয়ে সাক্ষী দেবে। তার স্ত্রী বর্তমানে বুয়েনস এয়ারস এর পথে। ডেনি নিউইয়র্কে, আর রাইসের গতিবিধির যাবতীয় খবর পুলিসই দিয়ে দেবে। সবার কাছেই অজুহাত যথেষ্টই মজবুত। তাছাড়া এমন কোন শক্তিশালী সূত্রই নেই যেটার মাধ্যমে শেরিফের মনে সন্দেহ জাগাতে পারে।

কেবলমাত্র ওর দশলক্ষ ডলারের ইসিওরটা ছাড়া, আমি বলে উঠলাম।

ওটা বোধহয় কনির কাছে অজানা। ছাদ লক্ষ করে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ল ম্যাডক্স। ভুরু কুঁচকে ভাবল কয়েক মুহূর্ত, তারপর আবার তার প্রসঙ্গ শুরু করল, একাজটা অত্যন্ত চালাকির সঙ্গে করা হয়েছে, হারমাস। এরকম সে কিছু একটা ঘটতে পারে অনেক আগে থাকতেই অনুমান করেছিলাম আমি। প্রমাণ যা আছে, তাতে কোন জুরি-ই এই ঘটনাকে চক্রান্ত বলে কখনই রায় দেবে না। তাদের নিকট এটা নিছক একটা দুর্ঘটনা। কিন্তু আসল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা।

হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে দড়াম করে টেবিলে ঘুষি মেরে বসল ম্যাডক্স, এটা খুন! কোন ভুল নেই এতে। যে মুহূর্তে ডেনি ঐ গর্দভ গুডইয়ারকে দিয়ে হতচ্ছাড়াটা পলিসি করিয়েছে

ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই খুনের মঞ্চ তৈরী হতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। এখন আমাদের এটাই দেখতে হবে, টাকা দাবি করার মতো ক্ষমতা ওদের আছে কিনা।

সে তো করবেই, আমি বলে উঠলাম। দাবি না করার কোন কারণ আছে কি?

ভালো ভাবে নিজের মগজটা একবার খেলাও, হারমাস।রক্তপাত ঘটিয়ে হত্যা করার অনেক সুবিধে। এতে হৈ-চৈ হয় না, সেইসঙ্গে মৃত্যুও হয় খুব তাড়াতাড়ি–তবে হত্যাকারী সরে পড়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, জিনিসটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে, দেখে মনে হবে নিছক দুর্ঘটনা।

কাধ-টাধ বেঁকিয়ে এক বিচিত্র ভঙ্গী করে উঠল ম্যাডক্স। এতে অবশ্য আমার কিছু আসে যায় না কারণ আমি পুলিশের লোক নই। হত্যারহস্যের কিনারা করা আমার কাজের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু জাল-জোচ্চুরির সন্ধান করা আমার কাজের মধ্যে এসে পড়ে। আর এটা হল সরাসরি এক জোচ্চুরি! তা না হলে দশলক্ষ ডলারের অ্যাক্সিডেন্ট পলিসি করিয়ে কেউ এক মাসের মধ্যেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়বে না। অসম্ভব! এটা খুন ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, খুন হতে বাধ্য।

তাহলে আমাদের পরবর্তী কাজটা কী?

করণীয় কিছুই নেই। চুপচাপ বসে তামাসা দেখা। দান দেবার পালা ওদের, ওরাই চাল চালুক।

আর এ ব্যাপারে দেরী করবে বলে মনে হয় না।

ওদের যা মন চায় প্রাণ চায় ওরা করুক। এখবরটার পেছনে এমন কিছু নেই যার জন্য আমাদের এতো গুরুত্ব দিতে হবে। কাগজটার ওপর টোকা মেরে বলল ম্যাডক্স। আমরা কেউ এটা দেখিনি। আমরা ওদের এই বলবো যে, পলিসিগুলো শুধুমাত্র নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে করানো হয়েছিল, সেই কারণে প্রিমিয়াম এত কম। মেয়েটা আর ডেনি দুজনেই তোমায় বলেছিল, এ বীমায় টাকা দাবি করার কেউ নেই, এ বিষয়টাও এই সুযোগে তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। এর জবাবে ওরা যা যা স্বীকার করবে সব সাক্ষীদের সামনে টুকে নেওয়া হবে। আমরা ওদের ভয় দেখাবো, টাকা দাবি করলেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে দেওয়া হবে। জুরিদের কাছে সব ফাস করে দিয়ে ব্যাপারটায় জোচ্চুরির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে কিনা বিবেচনা করার জন্য আমরা তাদের অনুরোধ করব।

ঝুকে বসে আমার দিকে কটমট করে তাকাল ম্যাডক্স। ওদের মনে ভীতির সঞ্চার করতে হবে, যে টাকা দাবির চেষ্টা করলে শুধু জালিয়াতি নয়, খুনের দায়েও তাদের জড়িয়ে ফেলা হবে।

সরেজমিন তদন্তের সময় আমায় কী যেতে বলছেন?

তদন্ত, লাফিয়ে ওঠে ম্যাডল। এতক্ষণ ধরে কী বকবক করলাম তোমার সঙ্গে?...আমরা গোটা ব্যাপারটাই উড়িয়ে দেব। ওখানে যাওয়া মানেই জুরিদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, ক্ষতিপূরণের টাকা সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন। খবরটা আমরা দেখিইনি! মেয়েটা যে

মারা গেছে এ বিষয়েও আমরা কিছুই জানি না। কি, মগজে ঢুকেছে তোমার? আমরা কোন কিছুই করবো না।

কোন কিছুই না করলে আমাদের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হারাতে হবে, আমি বলে উঠলাম।

কেবিনটা একবার পরীক্ষা করার ইচ্ছে ছিল। তাছাড়া দেহটা সনাক্ত করলে আঙুলের ছাপও সঙ্গে নিয়ে নিতে পারতাম।

ওসব কিছুই আমরা করবো না,বলার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাডক্সের মুখ লাল হয়ে ওঠে। এটা আমার আদেশ। দুএকটা সুযোগ হারাতে হবে বলে আমরা কোর্টে নিজেদের মামলাটাকে দুর্বল করে ফেলতে পারি না।

ওর অভিপ্রায় বুঝেও আমি তাও বললাম, একটা কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই। এই দুটো মেয়েকে দেখতে কিন্তু অবিকল এক। ধরুন, সুসান যদি জালিয়াতির মধ্যে থাকে, তাহলে মৃতদেহটা নিশ্চিত কোরিনের। কিন্তু দেহটা সনাক্ত না করা পর্যন্ত আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারব না।

ম্যাডক্স ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল। তুমি আমাদের জানিয়েছ, কোরিন এখন বুয়েনস এয়ারস এ।

সেটা ওর কথা, কিন্তু ও সেখানে গেছে কিনা আমরা জানি না। তাছাড়া কালো পরচুলা পরে ওটা সুসানও হতে পারে! অবশ্য ও জাহাজে উঠেছে কিনা সেটা এক্ষুণি আমি জেনে নিতে পারি।

কাধ ঝাঁকিয়ে উঠল ম্যাডক্স। ইচ্ছে হলে জেনে নাও, তবে ওটা শুধু সময়ের অপচয়। দশলক্ষ ডলারের প্রশ্ন যেখানে জড়িয়ে আছে, সেখানে অত সাধারণ ভুল কেউ করবে না।

আপনার কথাই হয়তো ঠিক। তাও আমি দেখবো। কোথাও না কোথাও ভুল ওরা করবেই কিন্তু দেহ সনাক্ত করার ব্যাপারে আপনি কি উৎসাহী নন?

উপায়ও নেই! প্রচণ্ড জোরে টেবিলে এক খুঁষি কষাল ম্যাডক্স। কোর্টে যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি, দেহটা আমাদের দেখানো হয়নি–সনাক্ত করার সুযোগ আমরা পাইনি, আমরা ঠিক সেই সময়েই সন্দেহ করার অজুহাতে কেস লড়তে পারব।

আমি কিন্তু মনে করি দেহটা সনাক্ত করা প্রয়োজন, জোরের সঙ্গে আমি বলে উঠলাম।

প্রায় ফেটে পড়ার দশা হয়েছিল ম্যাডক্সের। আর এই মুহূর্তে দরজায় টোকা দিয়ে মুখ বাড়ালো ফ্যান'শর সেক্রেটারি মিস ফেভারশ্যাম। মিঃ ব্র্যাড ডেনি নামে এক ভদ্রলোক মিঃ হারমাসের খোঁজ করছেন।

ম্যাডক্স হাসল। শেয়াল আর বাঘের মাঝামাঝি ঠিক এক জন্তুর মতো তার বর্তমান দশা।

ঐ এসে গেছে,বলেই উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যান'শর দিকে তাকাল। তুমি বরং থাকে। কিছুক্ষণের জন্য আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। তুমিও থাকো ফেভারশ্যাম। লোকটা যা বলবে প্রত্যেকটা কথা লিখে নিও। তবে হ্যাঁ হারমাস, খুব সাবধান। আমরা কিছুতেই স্বীকার করবো না, বুঝেছো? দরখাস্ত করে টাকা দাবি করতে বলবে,কাকুতি-মিনতি করলে সোজাসুজি বকিছু অস্বীকার করবে। আর এই বলবে, প্রয়োজন বোধ করলে যে কোন কোর্টে গিয়ে টাকা আদায় করতে। বুঝেছো?

বুঝেছি।

ম্যাডক্স বেরিয়ে যাবার পর ফ্যান'শ ওর সেক্রেটারীর উদ্দেশ্যে বলল, যাও, মিঃ ডেনিকে ভেতরে নিয়ে এসো।

নিজের চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে ফ্যান'শ তাড়াতাড়ি করে জানালার ধারে সরে গেল। তারপর ফিসফিস কণ্ঠে বলে উঠল, কথাবার্তা তুমি না হয় চালিয়ে যাও। মাঝে মধ্যে দরকার পড়লে আমি যোগ দেবো।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ডেনি। ঝোড়ো কাকের মতো পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। হাত বাড়িয়ে সে আমার দিকে এগিয়ে আসতেই মিস ফেলারশ্যাম শান্ত পায়ে অন্য একটা টেবিলে গিয়ে নোটবই খুলে বসল। শুনেছেন তো? আমার হাতে হাত মিলিয়ে বলল ডেনি।

আপনার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হয়ে সত্যি খুশি হলাম, শান্তকণ্ঠে বলে উঠলাম।

বসুন, তারপর নিউইয়র্কের সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল?

বাদ দিন ওসব। সুসানের কথা শোনেননি আপনারা? ও মারা গেছে।

মারা গেছে! আকাশ থেকে পড়লাম আমি। কি হয়েছিল?

ফ্যান'শ ধীর পদব্রজে এগিয়ে এসে কাগজটা টেবিল থেকে তুলে নিল।

এটার কথা আমাদের কারুরই খেয়াল ছিল না। সেটা মুড়ে আজেবাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিল সে।

সে তো ভয়ঙ্কর কাণ্ড! চেয়ারে বসে পড়ল ডেনি। তার মুখে ফুটে ওঠা বেদনা আর হতাশা দেখে মনে হচ্ছিল এটা অভিনয় নয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে মনে। ও নিজের হাতের শিরা কেটে ফেলেছিল, আর সেই সময় ও ছিল ঐ হতচ্ছাড়া দ্বীপটায়। আশে পাশে কেউ কোথাও ছিল না ওর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। অনর্গল এক নাগাড়ে রক্তপাতে বেচারির মৃত্যু ডেকে আনে।

কী সর্বনাশ! চেয়ার টেনে বসে পড়ি আমি। এ ঘটনা ঘটল কবে?

গতকাল একটু আগে নিউইয়র্ক থেকে ফিরে কাগজে এই খবরটা চোখে পড়ে। তারপর স্প্রিংভিলে হোটেলে পেটে ইগানকে ফোন করে ব্যাপারটা শুনলাম। কনি তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন প্রয়োজনই মনে করল না। আর কোরিন বর্তমানে বুয়েনস এয়ারস এ। তাই আমি এখন স্প্রিংভিলেতে-ই যাচ্ছি।

আমি কি এ ব্যাপারে আপনার কোন কাজে আসতে পারি?

না, ধন্যবাদ আপনি আর কী করবেন! আমি আপনার সঙ্গে ইসিওর পলিসিটার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম।

হু, এবার তাহলে পথে এসেছে! ফ্যান'শর দিকে তাকালাম আমি। আসুন আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন আমাদের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, টিম-ফ্যান'শ।

ফ্যান'শ এগিয়ে এসে করমর্দন করল।

পলিসির কথা কী বলছিলেনঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

মানে, সুসি যখন আর বেঁচে নেই, তখন ওটা তো আর কোন কাজে আসছে না। তাই প্রিমিয়াম দেবার কথাটা চিন্তা করছিলাম। ওটা কি আমায় দিয়ে যেতে হবে?

মুহূর্তের জন্য মনে হল, কথাটা ঠিক শুনেছি তো! ফ্যান'শ যেভাবে হঠাৎ করে কুঁকড়ে গেল, তাতে বুঝতে কষ্ট হল না, আমার মতো সেও অবাক হয়েছে।

মুখের ভাব যতদূর সম্ভব ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করে আমি জবাব দিলাম, না না, তা কেন! ওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রিমিয়াম নেওয়া আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে।

ডেনি এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। ওঃ, আপনি আমার মনের বিরাট এক বোঝা হালকা করলেন। ইদানীং আমার সময় ভালো যাচ্ছে না, টাকা-পয়সার খুবই টানাটানি চলছে, এর ওপর টাকাটা দিতে হবে ভেবেই আমি আরো চিন্তান্বিত হয়ে পড়ি।

একজোড়া মাটির পুতুলের মতো চোখ বড়ো বড়ো করে প্রতীক্ষা করছিলাম কখন না ইনসিওরের টাকাটা দাবি করে বসে, কিন্তু তার ধারে কাছেও সে গেল না।

শুধু বলল, জানেন মিঃ হারমাস, আমার কেবল একটা কথাই মনে হচ্ছে, এই ইনসিওরেন্স করে চমক দেখানোর বুদ্ধিটা সুসির মাথায় দানা না বাঁধলে ওকে এভাবে প্রাণ দিতে হতো না।

একথা বলছেন কেন?

কারণ পলিসিগুলো না করালেও আমার সঙ্গে ঝগড়াও করত না, আর ডেড লেকে গিয়ে থাকার সিদ্ধান্তও নিয়ে বসত না।

আপনার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল নাকি?

হা। আপনার নিশ্চয়ই মনে থাকবে, প্রচারের জন্য পলিসিগুলো ব্যবহার করতে ও কতখানি উৎসাহী ছিল? মতলবটা ছিল আগাম কিছু প্রচার করে নিউইয়র্কের ম্যানেজারদের কানে ওর নামটা তুলে ধরা। যখন বুঝলাম শোর যথেষ্ট বাজার ভালো চলছে, আমি পলিসির কথা নিজে উপযাচক হয়েই কাগজের রিপোর্টারদের জানানোর ব্যাপারে বললাম। কিন্তু তাতে ও কি জানাল জানেন?

শুনলে আমার মতো আপনিও কম আশ্চর্য হবেন না। প্রত্যুত্তরে বলল, ও ভেবে দেখছে, ওর শোনাকি এতোই ভালো চলছে যে,এরকম একটা সস্তা ধরনের প্রচারে নেমে

নিজেকে খেলো, প্রতিপন্ন করার কোন বাসনা ওর নেই। আমি যা বললাম তার বক্তব্যের সঙ্গে আমার বক্তব্য হুবহু এক। ভাবুন দেখি একবার! এক-দুই ডলার নয়, দশলক্ষ ডলারের ইনসিওরেন্স করানোর পরে ও বলছে, নিজেকে খেলো করার কোন বাসনা নেই ওর।

মেয়েদের মাথায় এরকম উদ্ভট চিন্তা এসেই থাকে, সতর্ক হয়েই আমি জবাব দিই। তবে আমি যেদিন হলে খেলাটা দেখেছিলাম, উনি দর্শকদের কাছ থেকে ভালোই সাড়া পেয়েছিলেন। হয়তো ওসবস্বচক্ষে দেখার পরই নিজের অভিনয় ক্ষমতার প্রতি ওর ভুল ধারণা জন্মে গিয়েছিল।

ঠিক তাই। আর এই কথাটা বোঝাঁতে যেতেই ও অদ্ভুতভাবে কী রেগেই উঠল। বললো, শুধু ওর অভিনয় ক্ষমতার জোরেই আমি যদি নিউইয়র্কে ওর জন্য শোয়ের বন্দোবস্ত না করে দিতে পারি, তাহলে এজেন্ট হবার কোন মোগ্যতা আমার নেই। আমিও তার এই কথায় নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি, মাথাও একটু গরম করে ফেলেছিলাম। যতই হোক, অতগুলো টাকা দিয়ে করানো পলিসিগুলো কাজে না এলে, টাকাগুলো শুধু শুধুই জলে যাবে। সুসিকে একথা বলতেই ও বলে উঠল, নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ও সেগুলো ব্যবহার করবে।করুণ দৃষ্টিতে তাকাল ডেনি।

আমিও বোকার মতোই তর্ক করে গেলাম। এতদিন ধরে ওর সঙ্গে কাজ করেছি কিন্তু এরকম মেজাজ এর আগে কোনদিন আমার চোখে পড়েনি। সুসি সেদিনই আমায় জানিয়ে দিল, জ্যাক কনির নিকট ও থাকতে যাচ্ছে, আর নিউইয়র্ক ওর শোয়ের বন্দোবস্ত করতে না পারলে আমার আর দেখা করার কোন প্রয়োজন নেই।

পলিসিগুলো তাহলে আপনারা কাজেই লাগান নি?

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়লো ডেনি। নাঃ, টাকাটাই শুধু নষ্ট হল। এই জন্যই আপনার কাছে আমার আসা। ওর পেছনে আর টাকা ঢালা আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়।

তার আর কোন প্রয়োজন হবে না, মিঃ ডেনি।

সিগারেটের প্যাকেটটা ঠেলে দিলাম। নিন, সিগারেট খান।

ডেনি সিগারেট ধরানোর পর বললাম, একটু আগে আপনি বলছিলেন, ইনসিওরেন্স করানোর মতলবটা বেরিয়েছিল কিন্তু মিস গেলার্টের মাথা থেকে। আমি এতোদিন ধরে কিন্তু ঠিক তার উল্টোটাই জানতাম। আমার ধারণা ছিল ওটা বোধহয় আপনি করিয়েছিলেন।

পিটপিট চোখে তাকাল ডেনি। নানা, ওটা সুসিরই প্ল্যান। প্রথম প্রথম এব্যাপারে আমি তেমন গুরুত্ব দিইনি, কিন্তু যখন দিলাম, ওর আগ্রহ তখন চলে গেছে।

কিন্তু আপনি তো গুডইয়ারকে প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন?

নিশ্চয়ই। কারণ আমি ছিলাম সুসির এজেন্ট। ওর ব্যবসা সংক্রান্ত সব কিছুই আমাকেই। দেখতে হতো। তবে ব্যবস্থা সবটাই ওর হাতে ছিল।

ব্যবস্থা বলতে?

সুসিই যোগাযোগ করে মিঃ গুডইয়ারের সঙ্গে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করে দেয়। আপনার কোম্পানির নামটাও ওই কিন্তু বেছেছিল।

তাহলে আপনার বলার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে আমি যা জানতাম সবই ছিল ভুল! আমি তো জানতাম, গুডইয়ারের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হঠাৎ-ই হয়েছিল।

ডেনির চোখে মুখে বিস্ময়ের ভাব। না না, কে বলবে? সুসিই উদ্যোগ নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেছিল।

গুডইয়ারের সঙ্গে তার কী ভাবে আলাপ হয় আপনি জানেন?

না, ঠিক বলতে পারব না।

যাক গে, বাদ দিন ওসব। হেলান দিয়ে বসে পড়লাম আমি। ঘটনাটা ভাবতেও খারাপ লাগছে।

আচ্ছা, আপনার আর সময় নষ্ট করব না। আমি শুধু প্রিমিয়ামের ব্যাপারটা জানতে এসেছিলাম। তাহলে ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না বলছেন?

না। আমাদের কেবল ডেথ-সার্টিফিকেটের একটা কপি দরকার। ওটা পেলেই প্রিমিয়াম আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি যদি চান, অন্য কোম্পানিগুলোর সঙ্গেও আমি কথা বলতে পারি।

তাহলে তো ভালোই হয়, কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠল ডেনি। একটা ছেঁড়া-ফাটা ব্রীফ কেস্ তার হাতে ধরা, সেটা খুলে লাল ফিতে বাঁধা কয়েকটা পলিসি বের করে টেবিলের ওপর রেখে বলল, আপনার হয়তো এগুলো প্রয়োজনে আসতে পারে।

আমি আর একটু হলেই চেয়ার থেকে উল্টে পড়ার দাখিল। পলিসিগুলো ছাড়া সে বা অন্য কেউ টাকা দাবি করে তার সমর্থনে প্রমাণ দাখিল করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আমি এত চমকে উঠলাম যে, সেটা নিশ্চয়ই নিজের অজান্তে আমার মুখেও প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

ডেনির প্রশ্ন শুনে বুঝলাম আমার অনুমান সত্যি। ডেনি প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার হারমাস, আরে না,আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, পলিসিগুলোর দিকে তাকিয়ে ফ্যান'শর চোখ দুটো প্রায় ঠেলে বেরিয়ে আসছে। আসলে পলিসিগুলোর কথা আমার একবারও খেয়ালই হয়নি।

ও। ডেনি ওগুলো আমার দিকে ঠেলে দিল।

এগুলো বাতিল হবার পর আমায় লিখে জানাবেন তো?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। অনুভব করলাম বিন্দু বিন্দু ঘামে সিক্ত আমার কপাল।

পলিসিগুলো নষ্ট করে ফেললেই প্রতারণার সব রকম সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে। ওগুলো ছাড়া টাকা দাবি করার ক্ষমতা কারো নেই। অন্যদিকে পলিসিগুলো বর্তমানে সুসান গেলার্টের সম্পত্তি। আর আমি, ন্যাশানাল ফিডালিটির প্রতিনিধি হিসেবে, কোন অধিকারেই ওগুলো নিতে পারি না। পলিসিগুলো স্পর্শ করেও ধীরে ধীরে হাতটা সরিয়ে

আনলাম। এগুলো হাতিয়ে নেওয়া চরম অসাধুতা আর ডেনির আপাত-অজ্ঞতার সুযোগ নেওয়া। তাছাড়া দাবি উঠতে পারে জেনেও আমরা পলিসিগুলো নষ্ট করে ফেলেছি, একথাটা একবার চাউর হয়ে গেলে আমাদের কোম্পানির সুনাম চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যাবে। নাঃ, ও ধান্দায় আর যেই যাক, আমি নেই।

ফ্যান'শর সমর্থনের আশায় না তাকিয়েই আমি আবার পলিসিগুলো ডেনির দিকে ঠেলে দিয়ে বললাম, তদন্তের শেষ না হওয়া পর্যন্ত এগুলো আপনার কাছেই রাখা বাঞ্ছনীয়। মিস গেলার্টের কাগজপত্রের সঙ্গে এগুলো মনে করে অবশ্যই তার উকিলের কাছে পাঠাবেন।

এবার বিভ্রান্ত দেখাল ডেনিকে। কিন্তু এগুলোর তো কোন মূল্যই নেই। পাঠানোর কী খুব প্রয়োজন আছে?

প্রথমটায় মনে হল, সে হয়তো ভাওতা দিয়েই আমাকে বলিয়ে নিতে চাইছে যে এগুলোর মূল্য আছে, কিন্তু ওর সরল হতচকিত মুখ দেখে বুঝতে পারলাম আমার অনুমান কতখানি ভুল ছিল। সতর্কতার সঙ্গে এবার বলে উঠি, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন ব্যক্তির কোন ব্যক্তিগত কাগজপত্র বিনষ্ট করার কোন অধিকার আপনার নেই। ওঁর কোন উকিল ঠিক আছে কি?

ঠিক জানি না, তবে এ ব্যাপারেও আমার সন্দেহ আছে। কনির সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারি।

তাই করুন।

পলিসিগুলো আবার ব্রীফ কেসে পুরে ডেনি উঠে দাঁড়াল। আজই স্প্রিংভিলেতে পৌঁছতে গেলে আমার আর দেরী করা উচিত হবে না। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, মিঃ হারমাস।

ডেনি চলে যাবার পর সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে, চেয়ারটা পেছনে ঠেলে, আমি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফ্যান'শর দিকে তাকালাম। নাও, এবার শুরু করো। তোমার যা মন চায় বলতে পারো আমায় স্বচ্ছন্দে।

না, তোমার জায়গায় আমি উপস্থিত থাকলে, আমি বোধহয় ঐ একই কাজ করতাম,বিষয় কণ্ঠে উত্তর দিল ফ্যান'শ।

তুমি আমাকে এর মধ্যে টেনে আনোনি দেখে আমি খুশি। এছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। তোমার কী মনে হয়, লোকটা সৎ?

সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, বলতে বলতে ম্যাডক্স ঢুকে পড়ল হঠাৎ।

আমি বাইরে থেকে সব শুনতে পাচ্ছি। আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল।

ওগুলো ফেরৎ দেবার পূর্বে তুমি কি একবারের জন্যেও আমার সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার অনুভব করলে না?

অনর্থক সময় নষ্ট করে লাভ কি? আপনি কী মনে করেন, কাজটা আরও সুষ্ঠুভাবে করতে পারতেন? আত্মসম্বরণ করতে গিয়ে শেষে হয়তো রক্ত আপনার মাথায় চড়ে যেত।

কি একটা বলার জন্য উদ্যত হয়েও দন্ত বিকশিত করে হেসে উঠল ম্যাডক্স। তা হয়তো সত্যি হলেও হতে পারত।...

আমি স্থির নিশ্চিন্ত, ডেনি পলিসিগুলো কনির হাতে তুলে দিলেই, সে এখানে এসে হাজির হবে, উদ্দেশ্য টাকা দাবি করার জন্য। আর আমি এও নিশ্চিত, যে দেহটা সুসান গেলার্টের বলে প্রচার করা হচ্ছে, ওটা আসলে কোরিন কনির। ম্যাডক্স আমাকে সনাক্ত করণের জন্যে না পাঠিয়ে এক মস্ত ভুল করে বসল। কোরিনই যে খুন হয়েছে তার প্রমাণ হাতে আছে আমার, আর তাতে এতবড় একটা চক্রান্ত নিমেষে বসে পড়বে। মনে মনে স্থির করলাম, ম্যাডক্সের বারণ করা সত্ত্বেও স্প্রিংভিলের মর্গে গোপনে ঢুকে পড়ে নিজের আত্মতুষ্টি করেই চলে আসব। একটু রাত করে গেলে ওখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম থাকবে।

কোরিন বুয়েনস এয়ারস-এ গেছে কিনা খোঁজ নিতে যাচ্ছি বলে ম্যাডক্সের কাছে বিদায় নিয়ে আমি হোটেলের দিকে রওনা হলাম।...

হোটেলে নিজের ঘরে ঢুকে প্রথমেই দক্ষিণ আমেরিকান জাহাজ কোম্পানিতে ফোন করলাম। কেরানীটার সঙ্গে মিনিট পাঁচেক কথা বলে জানতে পারলাম, কোরিন কনি নামে একটি মেয়ে সমুদ্রপথে বুয়েনস এয়ারস-এর পথে রওনা হয়েছে। ঐ মেয়েটা আসলে কোরিন কনি কিনা জানি, কেরানীটিও বলতে পারবে না, তবে কোর্টে কেস উঠলে এ ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ ওর পক্ষে সহায়ক হবে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আর দেরী না করে স্যান বারনাডিনোতে আমি ফোন করলাম, হেলেনের হোটেলে। হেলেনকে পাওয়া গেল না, তবে শুনলাম ও আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। ওর জন্যে বিস্তারিত সংবাদ রেখে দিলাম, আর এও বললাম ও এলে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়।

টেলিফোন রেখে, আমার দীর্ঘপথের মোটর যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে স্যুটকেসটা গোছগাছ করতে রাখলাম। একটু পরেই টেলিফোনের ঘন্টি। ওটা হেলেনের ফোন ভেবে তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলাম, হ্যালো! মিঃ স্টিভ হারমাস বলছি।

হেলেন নয়, ফোন করেছে গুডইয়ার। খনখনে গলায় চিৎকার করে উঠল সে, কাগজ দেখেছিস? হতচ্ছাড়ি মেয়েটা শেষ পর্যন্ত নিজেকেই শূলে চড়িয়েছে।

জানি। তুই না করলে আমি এই মাত্র তোকেই ফোন করছিলাম। নির্ভেজাল ডাহা মিথ্যে, ওর কথা আমায় স্মরণেই ছিল না। আমি এক্ষুনি ফ্যান'শর অফিস থেকে ফিরছি। ম্যাডক্স এখন চৌকো গোছের ডিম পাড়ছে।

ব্যাপারটা ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিস না, স্টিভ,ওর কথাগুলো কেমন যেন জড়ানো জড়ানো।

আমাদের তাহলে এখন কী করণীয়? কি বলছে ম্যাডক্স?

আরে অত উত্তেজিত হোস না। তোর চিৎকারে কানে তালা লাগার জোগাড় আমার।

কি আর করবো কিছু না!

ছোট একটু নীরবতা।

ম্যাডক্সও কী তাই বলছে? ওর কণ্ঠ এখন অনেক সংযত।

হ্যাঁ। তা

র মানে টাকা আমরা মেটাবো না?

আরে টাকা যে ওরা:চাইবে একথা তুই বা ভাবছিস কী করে?

নিশ্চয়ই চাইবে। দেহের রক্ত ঝরিয়ে ওর মৃত্যু হয়েছে। আমার পলিসিতে ওটা লেখা ছিল না। কোন ঝানু ধুরন্ধর উকিলের হাতে পলিসিটা পড়লে আমাদের রেহাই মিলবে ভেবেছিস?

সেসব আমি জানি না। ডেনি জানে পলিসিগুলো শুধুমাত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। এখন কনি যদি টাকা দেবার জন্য আমাদের কাছে খোসামোদ করে তাহলে সেটা চিটিং বাজি করা হবে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। দূরভাসে ওর গভীর নিশ্বাস ফেলার শব্দ কানে আসছিল।

তুই কী আমাকে বুদ্ধ বানানোর চেষ্টায় আছিস?

নিরুপায় হয়ে বলল সে, তুই আর ম্যাডক্স ঠিকই ধরেছিলি। ভুল করেছিলাম আমি। ব্যাপারটায় কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে। কোন ফন্দি বাজি না থাকলে মেয়েটা কখনোই ওভাবে মরতে পারে না।

তুই কী মনে করিস, ওকে খুন করা হয়েছে?

নিশ্চয়ই তাই! ম্যাডক্স আমার সম্পর্কে কী বলছে বল? নিশ্চয়ই আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে?

দূর, তোর নামটা উচ্চারণ পর্যন্ত সে করেনি।

সে-তো আরো খারাপ, উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল গুডইয়ার। কদিন আগেই আমি কোম্পানির পঞ্চাশ হাজার ডলার নষ্ট করে ফেললাম। তার ওপর আবার এটা আছে। সম্পূর্ণ দোষ আমার। ভাবছি, ম্যাডক্স তাড়িয়ে দেবার আগে আমি নিজেই কাজ ছেড়ে দেবো। এ জীবনে আর কাউকে দিয়েই ইনসিওর করাচ্ছি না।

মিথ্যে মিথ্যে অযথা কেন মাথা গরম করছিস অ্যালান? তুই আমাদের সেরা সেলসম্যান। ম্যাডক্স ততকৈ তাড়াতে কখনোই সাহস পাবে না। এ ধরনের অবস্থায় অন্য এজেন্টরা বহুবার পড়েছে। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত টাকা কেউ চাইতে আসেনি। তুই এতে ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন? এক পেয়ালা মাল সাঁটিয়ে নে দেখি। ওটাই এখন তার দরকার।

কোন প্রয়োজন নেই ওসবের। গুডইয়ারের কণ্ঠ উত্তেজনার শেষ সীমানায় পৌঁছে গিয়েছিল। আমার মান ইজ্জত একে একে সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আমি একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। খেদিয়ে দেবার আগে আমি নিজে থাকতেই কাজ ছেড়ে দিচ্ছি।

তোর যা অবস্থা, মাথা তোর কাজ করছে না, অ্যালান–সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে থাকি আমি। সে রকম কোন ইচ্ছে থাকলে বরং ম্যাডক্সের কাছে গিয়ে খুলে বল। তুই যে কী নির্বোধের মতো কাজ করতে যাচ্ছিস, ও তোকে খুব ভালো বুঝিয়ে দেবে। যা না একবার তার কাছে।

আমি আমার পদত্যাগ পত্র নিয়ে এক্ষুণি যাচ্ছি। তোর সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?

এখন হবে না–আমি বেরোচ্ছি। কাল সকালে না হয় দেখা করিস।

রাত্তিরের দিকে দেখা করতে পারবি?

না রে, আমি একটু শহরের বাইরে যাচ্ছি। সকালের আগে ফিরতে পারব বলে তো মনে হয় না। বলবো তোকে সব। কাল এগারোটার পর আমার এখানে চলে আয় না?

ঠিক আছে। আমি এখন ম্যাডক্সের কাছে যাচ্ছি।

তাই যা। মাথা ঠাণ্ডা রাখিস, ছাড়ছি।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে এক গেলাস পানীয় হাতে ভাবতে বসলাম, গুডইয়ারের কথাগুলো ম্যাডক্সকে জানিয়ে তাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত হবে কিনা। পরক্ষণেই

চিন্তা করলামনা, এসবের কোন দরকার নেই, ব্যাপারটা ওর ওপরেই ছেড়ে দেওয়াই ভালো। স্প্রিংভিলেতে আমায় যেতেই হবে। ম্যাডক্সকে ডাকতে গিয়ে সে যদি আবার নতুন করে কোন কাজ চাপিয়ে দেয় তাহলে যাওয়া বোধহয় আর সম্ভব হবে না।

কোর্টের ভেতরের পকেটে রিভালবারটা খুঁজে নিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে আমি বুইকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম স্প্রিংভিলের উদ্দেশ্যে।...

স্প্রিংভিলে যাবার ধূলিকণায় ভরপুর রাস্তা চাঁদের আলোয় সাদা হয়ে গেছে।

শহর ছেড়ে সিকি মাইল ভেতরে যাবার পর আমি একটা ঝোঁপের পাশে গাড়ি দাঁড় করালাম। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পথ চলতে হবে আমায়। কেউ যদি দেখে ফেলে, বা ম্যাডক্স যদি কোনরকমে শুনে ফেলে আমি তার আদেশ অমান্য করেছি, তাহলে এই মুহূর্তেই আমার চাকরির দফারফা। গাড়ির দরজায় চাবি এঁটে অন্ধকার ঘেঁষে শহরের দিকে এগিয়ে চললাম।

বেশীরভাগ বাড়িগুলোই এখন অন্ধকার। তবে এদের মধ্যে পৃথক ছিল হোটেল, শুড়িখানা আর গোটা দুই কাঠের বাড়ি।

শেরিফের দপ্তর আর মর্গটা বড় রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে। হেলেনের সঙ্গে ডেড লেকে যাবার পথে আমি বাড়িটার ওপর নজর রাখছিলাম।

জঙ্গলটা ধীরে ধীরে অনেক পাতলা হয়ে এল। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি রাস্তাটা একবার ভালো ভাবে চোখ বুলিয়ে নিলাম। জনা ছয়েক লোক একটা সেলুনের

সিঁড়িতে বসে গান করছিল। ওদের নজর এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। অগত্যা নিজেকে গোপন রেখে আমি বসে পড়লাম। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। এগারোটার সময় সবার শেষে থাকা লোকটা চলে যাবার পর সেলুনের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে আলো না নেভা পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকলাম। লম্বা রাস্তাটা এখন জনমানবশূন্য। এবার এগোন যাক।

কান দুটো খোলা রেখে, চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে ঘোরাতে অতিসন্তর্পণে বাড়িগুলোর গা ঘেঁষে ঘেঁষে এগোতে লাগলাম।

মাঝামাঝি আসার পর হঠাৎ একটু দূরে কুকুর চিৎকার করে উঠল। তাড়াতাড়ি করে সেলুনের পাশের অন্ধকারে গা ঢাকা দিলাম। কুকুরটা ডেকেই চলেছে, শেকলের ঝাঁপটা ঝাঁপটি আমার কানে এসেছিল।

কুকুরটাকে এড়াতে সেলুনের পেছন দিকটা চলে গেলাম। ভাগ্য ভালো, সেখানে একটা সরু গলি ছিল। গলিটা বড় রাস্তার সমান্তরাল। ওটা ধরে দু-তিন মিনিট জোর কদমে হাঁটতেই শেরিফের দপ্তরের একেবারে সামনা-সামনি পৌঁছে গেলাম।

জানলার ওপর একটা আলো আসছিল। আমি নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম।

দীর্ঘকায় চেহারার এক লোক একরাশ ছাপা ফর্ম টেবিলে ছড়িয়ে বসেছিল। পাইপের নীল ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠে আসছিল আমার মাথার ওপর।

সরে এলাম ওখান থেকে। বাড়িটার ঠিক শেষ প্রান্তে জেলখানা, তার নীচে একটা কাঠের নীচু কেবিন। আরো কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর দরজার ওপরে সাদা অক্ষরে লেখা মর্গ চোখে পড়লো।

বাড়িটা ঘুরে পেছন দিকটায় চলে এলাম। একমাত্র জানালাটায় শার্টার লাগানো। ভেতরে কোন আলো জ্বলছিল না। শার্টারের ওপর কিছুক্ষণ কান পেতে বুঝতে পারলাম, ভেতরে কেউ নেই। এগিয়ে গিয়ে দরজার তালাটা পরীক্ষা করলাম, ওটা খোলা আমার কাছে কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। সঙ্গে করে আনা লোহার চালো টুকরোটা দিয়ে নিমেষের মধ্যে খুলে ফেললাম ওটা। তারপর পকেট থেকে টর্চ বার করে আস্তে আস্তে দরজাটা ঠেলা দিলাম। ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করে উঠল পাল্লা দুটো। চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে শেরিফের ঘরের জানলাটা একবার দেখে নিলাম।

নাঃ, এদিকে কারো চোখ নেই। সন্তর্পণে আলো জ্বেলে ভেতরে পা বাড়ালাম।

একটা চাকা লাগানো স্ট্রেচার দেয়ালের পাশে দাঁড় করানো। আসবাব বলতে একটা টেবিল, একটা চেয়ার আর টেলিফোন। আমার ঠিক বিপরীতে অন্য একটা ঘরের দরজায় সাদা এনামেল রঙ করা একটা ফলকের ওপর লেখা : শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষ। কাছে গিয়ে হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম। অন্ধকার ঘরটার ভেতর থেকে বীজাণুনাশক ওষুধের গন্ধ ভক্ করে এসে লাগল আমার নাকে। টর্চের আলো ফেলতে চোখে পড়ল, সাদা কল লাগানো একটা গভীর জলাধার, আলো বসানো একটা অপারেশন টেবিল আর তার পাশে অন্য দুটো টেবিলের একটার ওপর চাদর ঢাকা একটা মৃতদেহ। আমি

সেদিকেই এগিয়ে গেলাম। উত্তেজনায় ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল আমার। কাঁপা কাঁপা হাতে কোনরকমে চাদরের একটা কোণ উঠিয়ে টর্চের আলো ফেললাম।

শুয়ে আছে সুসান গেলার্ট। নিথর বিষণ্ণ মুখটা এখন ফ্যাকাশে, বরফের মতো সাদা হয়ে আছে।

হ্যাঁ, এ যে সুসান এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। চেহারাটা ওরই মতো, কোঁচকানো সোনালী চুলের বাহারও একই রকমের। চাদরটা একটু নীচে টানলাম। ডান দিকের স্তনের ওপর গাঢ় লাল রঙের ছোট্ট একটা জন্ম চিহ্ন। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে মনে করতে চেষ্টা করলাম, এর আগে ওটা কোথাও দেখেছি কিনা। প্রথমবার কোরিনের সঙ্গে দেখা হবার সময় ওটা কী আমার নজরে এসেছিল? যে জামা ওর পরনে ছিল তাতে ওটা কখনও আড়াল করা যাবে না। স্টেজে সুসানের নাচ দেখার সময়েও এটা আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেনি। অবশ্য ছোট্ট এইটুকু চামড়ার দোষ খুব সহজেই প্রসাধনের সাহায্যে লুকিয়ে ফেলা যায়।

প্রমাণের দিক দিয়ে চিন্তা করলে এই জন্মচিহ্নটাই সামনে শায়িত এই মেয়েটাকে সুসান বলে সনাক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট।

আঙুলের ছাপ নেওয়ার সমস্ত সরঞ্জামই সঙ্গে মজুত ছিল। মেয়েটার শীতল হাত থেকে চটপট ছাপ তুলে নিলাম। এক নজরে পরীক্ষা করে মনে হল, পলিসির ছাপটার সঙ্গে এর কোন তফাৎ হবার কথা নয়।

সরঞ্জামগুলো একে একে পকেটে রাখতে গিয়ে মন কেমন বেদনায় ভরে উঠল। আমি ভেবেছিলাম মেয়েটা সুসান গেলার্ট নয়, কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

চাদরটা টেনে দিয়ে নিঃশব্দে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। হাতলটা ঘোরাতে গিয়ে সহসা একটা ক্ষীণ শব্দ ওপাশ থেকে কানে এল। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কানদুটো সজাগ আর হৃৎপিণ্ড ডাঙায় তোলা জ্যান্ত মাছের মতো ছটফট করতে লাগল।

কিন্তু না, আর কোন শব্দ নেই। তবু আমার স্থির বিশ্বাস, এবাড়িতে আমি আর একা নই।

টর্চ নিভিয়ে, সন্তর্পণে দরজা খুলে, কান দুটো সজাগ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বেশ কয়েক মুহূর্ত। এবারও কিছু হলো না। নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের একটা দেয়াল শুধু আমার সমুখে। সবটাই আমার কল্পনারই একটা অঙ্গ বলে মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বিপদের অনুভূতিটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না। আমার ঠিক পেছনে সুসান-গেলার্টের কথা মনে হতেই একটা কনকনে শীতল হোত নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। অতি সন্তর্পণে বাইরের ঘরটায় দু পা এগোলাম। আর সেই সময়েই ঘটে গেল অঘটন। আমার ডানদিকে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখে আমি এক ঝটকায় ছিটকে একপাশে সরে দাঁড়ালাম।

সহসা একটা ঠাণ্ডা ধাতব বস্তু চড়চড় করে কোটটা ছিঁড়ে আমার হাতটা চেঁচে দিয়ে গেল। তার পরই সামনে থেকে কারুর চাপা গর্জন শুনে ঘামতে শুরু করে দিলাম আমি।

মুখের ওপর কয়েকটা হাতের স্পর্শও অনুভবে এল। কাল বিলম্ব না করে মাথা নুইয়ে, দু-হাত বাড়িয়ে,ঝাঁপিয়ে পড়লাম সামনে।

একটা শক্তিধর পেশীবহুল দেহের ওপর আছড়ে পড়লাম। ইস্পাতের কঠিন ফলা কোটে বিধে পাঁজরে খোঁচা মেরে বসল। আমি অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ঘুষি চালালাম, ধপ করে গিয়ে লাগল একটা মুখের ওপর। অশ্রাব্য খিস্তি বেরিয়ে এল লোকটার মুখ দিয়ে। একটা ছুরি সশব্দে মাটি স্পর্শ করল। এরপরই সবল দুটো হাত আমার বুক হাতড়ে গলার কাছে এগিয়ে এল। মরিয়া হয়ে ঘুরে গিয়ে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ওপর চেপে বসল কোন একজনের হাঁটু।

দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগার আমার। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মোটা-লোমশ দুটো হাত গলা থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম... কিন্তু কিছুতেই সফল হলাম না। সাঁড়াশির মতো আঙুলগুলো গলাটাকে আটকে রেখেছে। কানের ভেতর কেউ যেন দামামা বাজাচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম অবশ হয়ে আসছে সারা শরীর, ক্রমে চেতনাও হারাতে বসেছি আমি। গলার চাপটা সহ্য করা সত্যিই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। সরল হাতের অধিকারী লোকটি নিঃসন্দেহে ষাঁড়ের মতো শক্তি তার।

আমি আবার ঘুষি চালালাম। কাঁচের জানালায় তুষারের আঘাতের মতো মুখে গিয়ে আঘাত করল ওটা।

অন্ধকারটা আমার চোখে জ্বলন্ত লাল গোলার মতো লাগছিল। হাত উঠিয়ে আমি আবার অন্ধকারে আঘাত হানার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওটা যেন সীসের মতো ভারী হয়ে উঠেছে

এখন। চিৎকার করতে চাইলাম। জ্বলন্ত গোলাটা যেন সশব্দে মাথার মধ্যে ফেটে আমার এই পৃথিবীটাকে স্তব্ধ করে দিল, সেইসঙ্গে অন্ধকারেও ঢেকে দিল।...

.

হুইস্কির বোতলটা আমার দিকে ঠেলে দিল শেরিফ। তার হালকা রঙের নীল চোখ দুটো একবারের জন্যও আমার মুখ থেকে সরছিল না।

এক চুমুক দাও। এখন নিজেই নিতে পারবে।

বোতলটা তুলে ঢেলে দিলাম গলায়, বেশ খানিকটা। স্বাদ ঠিক দুধের মতো।

তোমার ভাগ্য ভালো যে আমি সময়মতো ওখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। টেবিলে পড়ে থাকা একটা পাতলা ফলাওয়ালা ছোরার দিকে মাথা নেড়ে দেখালো শেরিফ। লোকটা যে ঘুঘু আসামী তাতে কোন ভুল নেই।

তাই হবে।স্ব র ভেঙে গেল আমার, বিধ্বস্ত কণ্ঠের যন্ত্রণা চাড় দিয়ে উঠল। আপনি দেখেছেন তাকে?

নাঃ, আমার পায়ের শব্দ পেয়েই সেখান থেকে হাওয়া হয়ে যায় সে। এত তাড়াহুড়ো করে আসতে হয়েছিল যে বন্দুকটা পর্যন্ত আনতে ভুলে গেছি।

আর এক ঢোক গলায় ঢালোম। আমি জানি প্রশ্নবাণ শুরুর মুহূর্ত এখন আগত, অথচ শরীরের এই রকম অবস্থায় বিশ্বাসযোগ্য একটা কাহিনী ফেঁদে বসব তাও এখন মাথায়

আসছে না। তবে বুঝতে পারছিলাম, আমি নিজেই নিজের পায়ে কুড়ল মারলাম অর্থাৎ নিজের বারোটা নিজের হাতেই বাজালাম।

এর ওপর ম্যাডক্সও ফেঁসে গেল। সম্পূর্ণ রূপে আশ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাকে রেহাই দেবার পাত্র এ লোক নয়। জ্ঞান ফেরার আগেই সে আমার পকেটে তল্লাশী চালিয়েছিল। আমার মানিব্যাগ, লাইসেন্স, পরিচয়পত্র...সবই টেবিলের ওপর ছড়ানো। অর্থাৎ আমার পরিচয়পত্র তার কাছে ফাঁস হয়ে গেছে।

শোনো হে ছোকরা, হালকা কণ্ঠে বলে উঠল শেরিফ। তোমাকে আমি এখুনি জেলে ভরে দিতে পারি আমি জানি তুমি ওখানে কোন উদ্দেশ্য নিয়েই হাজির হয়েছিলে বলল এবার সেটা কী জন্যে? মেয়েটাকে সনাক্ত করতে?

হ্যা!

ওকি তোমাদের কোম্পানিতে ইনসিওর করিয়েছিল?

শুনুন শেরিফ, জোর করে সাহসে ভর করে আমার বলা শুরু করি। আমি বিরাট এক ঝামেলায় পড়ে গেছি। ঐ মেয়েটা আমাদের নিকট ইনসিওর করিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমাদের কাছে ওটা জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের অনুমান ওকে হত্যা করা হয়েছে। তাই এখানে এসে আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম যে, মেয়েটা সুসান গেলার্টই–তার যমজ বোন কোরিন কনি নয়। এখন সমস্যা একটাই–তা হল আমার এখানে আমার খবর যদি কোনভাবে বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে শুধু আমাদের

কোম্পানীনয় সেইসঙ্গে আরও নটা কোম্পানীর সবশুদ্ধ দশলক্ষ ডলার একেবারে চলে যাবে।

ঠোঁট চেটে হালকা ভাবে শি দিয়ে উঠল শেরিফ। তারপর নড়ে চড়ে বসল, ব্যাপারটা একটু খুলে বলল দেখি! আমি এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারি কিনা।

লোকটার নম্র আচরণ দেখেও বিচলিত হলাম না। আমি জানি বলতে আমাকে হবেই, না হলে এর থেকেও আরও ভয়ঙ্কর ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ব। অগত্যা তার কাছে সব খুলে বললাম, এর মধ্যে জোইস শ্যারম্যানের অন্তর্ধাণের কথাটাও বাদ পড়ল না।

এক নাগাড়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বিনা মন্তব্যে সবটা শুনে গেল শেরিফ, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলে উঠল, হ্যাঁ, আমিও তোমার সঙ্গে একমত যে ব্যাপারটা সুবিধের নয়, কিন্তু তুমিও ভুল পথে পা বাড়িয়েছ। মেয়েটার নিছক দুর্ঘটনাতেই যে মৃত্যু হয়েছে, তার মৃত্যুতে যে কারো হাত নেই, এ সন্দেহ মেটাতে আমাকে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কনি যখন জানাল, ওকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, আমার প্রথমে সন্দেহটা তার ওপরে গিয়েই পড়েছিল এই ভেবে সেই ওকে খুন করেছে কিনা। ও লোকটাকে আমার দুক্ষের বিষ। ভয়ঙ্কর বদ-চরিত্রের লোক। তাড়াহুড়ো করে তক্ষুণি দ্বীপে ছুটে গিয়েছিলাম। ওখানে যা যা ছিল সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখা হয়ে গেছে। মইটাসে যা বলেছিল, তার কথাটা ঠিক। একদম ভাঙাচোরা। এই মইয়ের একটা পায়া ভেঙে যেতে যত বিপত্তি। জানালার ভাঙা কাঁচগুলো দেখেছিরক্তে সব একেবারে মাখামাখি আর কেবিনের বাইরে যে পায়ের ছাপগুলো ছিল সেগুলো হয় কনির নয়তো এই মেয়েটার।

আর এখানে সবাই এটাই দুর্ঘটনা বলে প্রমাণও করে দিচ্ছে। মারা যাবার সময় মেয়েটা এই দ্বীপে একাই ছিল। ডাক্তারের কথামতো তার মৃত্যু হয় বেলা তিনটে নাগাদ। এদিকে কনি দ্বীপ থেকে হোটেলে এসে পৌঁছেছিল বেলা দশটায়। জ্যাক ওকলে নামে একটা লোক তখন থেকে সেই বিকেল পর্যন্ত ডেড লেকে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে মাছ ধরেছে। জ্যাক কনিকে সে দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল।

আর কনি নাকি দ্বীপে ফিরে দু-মিনিটের মধ্যে আবার মোটরবোট নিয়ে এপারে চলে আসে। তখন সে মেয়েটার মৃতদেহ দেখতে পেয়েই সরাসরি আমার কাছে এই খবর দেওয়ার জন্য ছুটে এসেছিল। আমি যখন লোকজন নিয়ে সেখানে পৌঁছই, ওকলে তখনও স্থির চোখে তাকিয়ে আছে দ্বীপের দিকে। এরমধ্যে কাউকেই সে ওখান থেকে ফিরে আসতে দেখেনি। আর আমরাও দ্বীপটা তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেও কারুর দেখা পাইনি। তাই খুন করার যে চিন্তা তোমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সেটাকে তুমি অনায়াসেই ঝেড়ে ফেলতে পার।

আমি দুঃখিত–আপনার কথাটা মানতে আমার একটু আপত্তি আছে,গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠি। খুনটা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু কীভাবে এটা সংঘটিত হল এটা ঠিক আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

বিচিত্র এক অঙ্গভঙ্গিমা করে উঠল শেরিফ। দেখো–প্রমাণ করাতে পারে কিনা। কিন্তু এও বলে রাখি, ওকলের কথা শোনার পর কোন জুরিকে তুমি ও-কথা বিশ্বাস করাতে কখনোই পারবে না।

ধরে নিন, কনিই যদি তাকে ঠিক করে থাকে আপনাকে ওসব বলার জন্যে?

সে দুচক্ষে দেখতে পারে না, আর ও প্রকৃতই সাদা লোক। তাকে দিয়ে ও কাজ করানো সম্ভব নয়।

একটু ইতস্ততঃ করে বলে উঠলাম, আচ্ছা, আমি যে এখানে এসেছিলাম, আপনি কী তা জানিয়ে দেবেন? বুঝতেই পারছেন, আমি কী রকম ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে গেছি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কনিকে ফাঁসানো, এখন সে যদি কোনভাবে প্রমাণ করে দিতে পারে, আমি এখানে মেয়েটাকে সনাক্ত করণের জন্য এসেছিলাম, তাহলে পরিবর্তে সেই আমাদের ফাঁসিয়ে দেবে।

সহানুভূতির হাসি হাসল শেরিফ। সাধারণতঃ আমি নিজের চরকাতেই তেল দিয়ে থাকি, তবে আমায় যদি সমন দিয়ে কোর্টে নিয়ে গিয়ে শপথ করানো হয়, আমি কিন্তু আসল ঘটনাই বলতে বাধ্য হবো।

আমি জানি, মর্গে কনিই আমার ওপর চড়াও হয়ে ছিল। সম্ভবতঃ চিনেও ফেলেছে আমাকে। তাই শেরিফকে সে কোর্টে টেনে নিয়ে যাবেই। অর্থাৎ নিস্তার আমার ভাগ্যে নেই, আবার করণীয়ও কিছু নেই। বললাম, ভগবানকে ডাকা ছাড়া এখান থেকে বেরোনোর কোন রাস্তা আমার জানা নেই, তিনি যদি কোন উপায় দেখাতে পারেন। আপাততঃ আর কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার আগে আমি লস-এঞ্জেলেস-এ ফিরে যেতে চাই। যা করেছি তারজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

বেশ, এবারের মতো আমি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু এরপরে আর কখনও এমন কোন কাজ করতে যেও না যেন, মৃদু ধমক দেবার মতো সুরে বলে উঠল শেরিফ।

যাবার আগে আর একবার মেয়েটার দেহ দেখে যাবার ইচ্ছে আছে?

না, আর প্রয়োজন নেই। ওর কোন ছবি আপনার কাছে আছে? এই মুহূর্তে নেই, তবে কাল সকাল দশটা নাগাদ এসে যাওয়ার কথা। তোমাকে এক কপি পাঠিয়ে দেবো।

ওর বুকে যে জন্মচিহ্নটা আছে ওটা আমি ছবিতে একবার দেখতে চাই। একটু ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?

কেন পারব না?

আমি উঠে দাঁড়ালাম। আচ্ছা, চলি তাহলে।

হাত তুলল শেরিফ। এসো।

শেরিফের দপ্তর থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম আমি। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা একটাই, এই বুঝি কনি চড়াও হল। কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না।...

পরের দিন বেলা এগারোটায় ফ্যান'শর দপ্তরে প্রবেশ করলাম আমি। ম্যাডক্স আর ফ্যান'শ নিজেদের মধ্যে কথোপথনে ব্যস্ত ছিল। আমি ঘরে পা রাখতেই ম্যাডক্স কটমট চোখে তাকাল।

কোন চুলোয় ছিলে এতক্ষণ? কাল থেকে গরু খোঁজা খুঁজছি তোমাকে!

মাপ করবেন। আমি এখানে ছিলাম না, স্প্রিংভিলেতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এমন কিছু একটা হাতে আসবে যাতে এই কেসটায় একটু আলো দেখতে পাই, কিন্তু পেলাম না। তার পরিবর্তে ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে গেল।

আমি ভাবলাম, ম্যাডক্স বোধহয় ক্রোধে ফেটে পড়বে, কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। নিশ্চল হয়ে বসে রইল, তার চোখ দুটো গ্রানাইট পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠল। সামান্য হলেও রক্তাভা বহিঃপ্রকাশ করল তার মুখে, তবু নিজেকে সংযত রাখল।

তাতে করে ক্ষতির পরিমাণ কতটা? ঝাঁকালো কণ্ঠে বলল সে।

ক্ষতি হওয়া যতটা সম্ভব, ততখানি।

স্থির হয়ে বসে আমায় সব খুলে বল।

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে আমি আদ্যপান্ত খুলে বললাম। আমার কথা শেষ হবার পর ম্যাডক্স বলে উঠল, হু, আশাকরি তোমার সন্দেহ এখন মিটেছে। তবে আমার যা মনে হচ্ছে, ওরা তোমার জন্যই ফাঁদটা পেতে রেখেছিল, আর তুমি উজবুকের মতো সোজা করে তাতে ধরা দিয়েছে।

তাই হবে বোধহয়। আমি ঘামতে শুরু করেছিলাম। আমি জানি ম্যাডক্সের কাছে ক্ষমা চেয়ে আজ আর কোন লাভ নেই, ওসবের সে ধার ধারে না।

চুরুটটা তুলে নিয়ে একটা প্রান্ত কামড়ে বসল ম্যাডক্স।গুডইয়ার রিজাইন দিয়েছে, শুনেছো?

বলেছিল দেবে।

সত্যি বলতে কি, সে চলে যেতে আমি সুখী-ই হয়েছি। ভালো সেলসম্যান সে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তার বিচারবুদ্ধির কোন ক্ষমতা নেই। তুমিও ঠিক তাই।

তাহলে আমিও না হয় কাজ ছেড়ে দিচ্ছি।

আমার অনুমান ছিল একথা শোনার পর ম্যাডক্স প্রতিবাদী কণ্ঠে গর্জে উঠবে, কিন্তু তাহলো না। চুরুট জ্বালিয়ে প্রায় মিনিট দুই সে ছাদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ নত করে ধীরে ধীরে আবার বলতে শুরু করল, তোমার কাজের দরুণ আমাদের হয়তো একলক্ষ ডলার জলাঞ্জলি যেতে বসেছে। অন্য নটা কোম্পানিও হয়তো একই অবস্থার মুখোমুখি হবে। ভুলটা তোমার অসাবধানতার জন্য হয়নি এটা তোমার নিরেট মস্তিষ্কের দায়িত্বজ্ঞানহীন মূর্খতার, ফল। তোমাকে আমি অনেক আগেই সাবধান করেছিলাম এ ব্যাপারে নাক না গলাতে, কারণটাও বলেছিলাম–একবার নয়, কমপক্ষে বারংবার। তা সত্ত্বেও তুমি নিজের অপদার্থতা প্রমাণ করার জন্য সেখানে হাজির না হয়ে পারলে না। তাই তোমাকে যদি এই মুহূর্তে আমি বরখাস্ত করি, সেটা নিশ্চয়ই আমার দিক থেকে কোন অন্যায় হবে না। যাইহোক, সমস্ত ব্যাপারটা আমি ঐ নটা কোম্পানিকেই জানিয়ে দিতে চাই–কারণ তদন্তের সম্পূর্ণ দায়িত্বটা সবার হয়ে আমি

আমার কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। সম্ভবতঃ তারাও আমাকে এই প্রস্তাব করবে, তোমাকে এখান থেকে বিতাড়িত করার অভিপ্রায়ে। এবার তোমার যদি কিছু বলার থাকে বলো।

কাজ ছেড়ে চলে যাবো আর কী করতে পারি?

আমাকে শ্যেনভরা দৃষ্টি নিয়ে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে নেয় ম্যাডক্স। তুমি ঠিক জানো, তোমার করণীয় আর কিছুই নেই।..ঝামেলাটা যখন তুমিই সৃষ্টিকরেছ, তখন পারো না সেটার জাল থেকে আমাদের ছাড়িয়ে আনতে?

সেরকম কোন সম্ভাবনা থেকে থাকলে আমি নিজেই সে কথা বলতাম। মনে হয় এ রহস্যের মীমাংসা করতে গেলে আমার থেকেও উন্নত মস্তিষ্কের চতুর কাউকে আপনার প্রয়োজন।

সাত বছর তুমি আমার হয়ে কাজ করছে, হারমাস, ম্যাডক্সের কণ্ঠস্বর এখন অনেক নরম। এখন পর্যন্ত তোমার কাজে কোন ত্রুটি আমার চোখে পড়েনি। যাইহোক, আমি কী করতে চাই একবার শোনো। আমি তোমার একমাসের সবেতন ছুটি দিচ্ছি। এরমধ্যে তুমি কোথায় যাবে বা কী করবে, সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তবে এই কেসটার যদি কিনারা করতে পার, তাহলে তোমার চাকরি যথারীতি আগের মতো বহাল থাকবে, এ প্রতিশ্রুতি আমি তোমায় দিচ্ছি। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তোমার ফিরে আসার আর কোন প্রয়োজন নেই।

ওলে জ্যাকসন আমাদের আর এক গোয়েন্দা। সে নিজেকে অতি মাত্রায় চালাক মনে করলেও, আমি জানি সে আসলে একটা আস্ত গবেট।

কঠিন কণ্ঠে বলে উঠি, তার মানে জ্যাকসনকে আমার জায়গায় বহাল করছেন?

জ্যাকসন আদেশ মেনে কাজ করে, হারমাস। হ্যাঁ, তাকেই আমি কাজটা দিচ্ছি। কেসটা তুমি যদি নিজে থেকে সমাধান করতে পারো, তাহলে জানবে ভাগ্য তোমার প্রতি সদয়। কিন্তু আমাদের একজন বিশ্বস্ত গোয়েন্দাকে এ কাজে লেগে থাকতে হবে। আর জ্যাকসনের মধ্যে সেই সুপ্ত প্রতিভা আছে, সে নিঃসন্দেহে একজন বিশ্বস্ত লোক।

কাগজটা আমি সজোরে টেবিলে ছুঁড়ে মারলাম। এটা রেখে দিন, নাক মোছর কাজে এটা কাজে আসবে। এই চাকরির আমার প্রয়োজন নেই। আমি চললাম।

গটমট করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দড়াম করে দরজাটা মুখের ওপর বন্ধ করে দিলাম।

১০.

স্যান বারনাডিনোতে এসে পৌঁছলাম, সময়টা তখন মধ্যাহ্ন ভোজের। রেস্তোরাঁয় ভোজনরত অবস্থায় হেলেনকে দেখতে পেয়ে চুপিসাড়ে এগিয়ে গিয়ে ওর কানের কাছে মুখ এনে বললাম, খেয়ে নাও, এটাই হয়তো তোমার জীবনের দামী মূল্যের শেষ খাওয়া।

ও এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যেন আমি চেয়ারের তলায় কোন বাজি ফাটিয়েছি। পরক্ষণেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাত বাড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরল। স্টিভ! তুমি!কখন এলে গো?

এই তো, এইমাত্র। আরে ছাড়ো ছাড়ো, তুমি কী হোটেলের বদনামে উঠে পড়ে লেগেছ নাকি? ওর হাতের বাঁধনমুক্ত করে চেয়ারে বসে পড়লাম।

তারপর তোমার নিজের খরচ খরচা কেমন চলছে? আমারটাও চালানোর ক্ষমতায় কুলোবে কি?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ও। কী ব্যাপার, স্টিভ? কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?

দাঁড়াও দাঁড়াও, আগে আমার জঠর জ্বালাটা ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করি, তারপর তোমাকে আজ একটা বেদনাদায়ক কাহিনী শোনাব।

খাদ্য তালিকা থেকে সবচেয়ে কম মূল্যের খাবারটা অর্ডার দেয়ার পর হেলেনকে অল্প কথায় সব খুলে বললাম। সব শুনে হেলেনের চোখদুটো ধক করে জ্বলে উঠল।

ম্যাডক্সের এতখানি সাহস এল কোথা থেকে? তার কোন অধিকার নেই আমার স্বামীকে এভাবে অপমান করার। আমি এখুনি তাকে ফোন করে...

এসবের আর কোন প্রয়োজন নেই হেলেন, আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি। তোমার সামর্থনেই আমাদের দুজনের খরচ চালাবার?

তুমি কি সত্যি সত্যি এই চাকরি ছেড়ে এসেছ?অবাক বিস্ময়ে হেলেনের চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে গেল।

কোন উপায় ছিল না। হারমাস পরিবার অন্যায়ের সঙ্গে কোনদিন আপোস করেনি। আমি মাইনের চেকটাও ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে এসেছি। বলেছি ওটা ওর নাক মোছর কাজে আসবে।

তুমি মনে করো তুমি যা করেছ সেটা বুদ্ধিমানের কাজ?

মাথা নাড়ি। না, তা করিনি আমি স্বীকার করছি। হোটেলে ফিরে এসে দেখি আমার কাছে আর মাত্র পঁয়ত্রিশ ডলার পড়ে আছে, কিন্তু এতেও আমার মনে স্বস্তি আছে।

ওয়েটার খাবার দিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি আহারে মন দিলাম, কিন্তু হেলেন নিজের প্লেটটা স্পর্শ না করে থমথমে মুখে বসে রইল।

আমি হলেও হয়তো এই কাজই করতাম,আমার ভোজন সমাপ্ত হলে ধীরে ধীরে মুখ খুলল ও।

ঐ মেয়েটাই যে সুসান সে সম্বন্ধে আগে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে। ম্যাডক্সের মোটা মাথায় এই সহজ কথাটা ঢুকলো না?

তুমি তো তাকে চেনো। তার মাথায় একটা চিন্তাই ঘুরপাক খায় তা হল, যেন-তেন প্রকারে টাকার দাবি নস্যাৎ করে কেসটাকে কোর্টে তুলে সংগ্রাম করা। ব্যাপারটা নিয়ে আমি যতই ভাবছি ততই আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, কী ধুরন্ধর ওরা। ভেবে পাচ্ছি না, কী করে মেয়েটার প্রাণ নিল। শেরিফ তো জোর গলায় বলছে, মেয়েটা মারা যাবার সময় ঐ দ্বীপে সে ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রাণী ছিল না। একমাত্র তার সাক্ষাতেই ওরা রেহাই পেয়ে যাবে। তাই, ওকে যে খুন করা হয়েছে এটা যে করেই হোক আমাদের প্রমাণ করতে হবে। তাহলে আমাদের সামনে এখন একটা রাস্তাই খোলা আছে, ওরা যে মেয়েটাকে খুন করেছে সেটা যেভাবেই হোক প্রমাণ করতে হবে। ম্যাডক্স হয়তো এই ভাবছে, টাকার দাবি, আসলে সে মামলা লড়বে। কিন্তু আমার মনে হয় এরকম একটা নিখুঁত চক্রান্ত ফাস করার কোন আশাই বোধহয় নেই।

দুর্ঘটনাটা পরিকল্পিত নয়তো? তবে এটা হয়তো একটু বেশী কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। ধরো, এমন যদি হয়, কনি ইচ্ছে করেই ব্যবহারের জন্য তার হাতের কাছে ভাঙাচোরা মইটা রেখে এসেছিল, যদি সে মই-এ ওঠার চেষ্টা করে তাহলে সে জানালার কাঁচের ওপর পড়ে যাবে?

আমি সজোরে মাথা নাড়লাম। তা হতে পারে না। ও হয়তো তাতে জানালা স্পর্শ না করেই লাফিয়ে পড়লে প্রাণে বেঁচে যেত। আমি নিশ্চিত কেউ তার-কজির শিরা কেটে দিয়েছিল। সে পুরুষই হোক আর স্ত্রী লোকই হোক। কিন্তু শেরিফের পৌঁছবার আগে দ্বীপ থেকে সে হাওয়া হলো কীভাবে, এটাই আমার মাথায় ঢুকছে না।

সাঁতরে যেতে পারে না?

সাঁতরে গেলেও যেতে পারত তবে দিনের আলোয় কখনোই সম্ভব নয়, রাতে হলেও একটা কথা ছিল। ওকলের কথা অনুযায়ী সে সারাক্ষণ ওখানে বসেছিল। সোয়া মাইল ফাঁকা জায়গা কেউ সাঁতরে পার হবার চেষ্টা করবেন তার নজরে পড়তেই।

তাহলে সে দ্বীপের আশেপাশে কোথাও ঘাপটি মেরে বসেছিল।

শেরিফের বক্তব্য দ্বীপে সে ছাড়া আর কোন জনমানুষ ছিল না। তাছাড়া.তার ধারণা গিয়ে। পড়েছিল কনির ওপর, এই কাজটা তার মনে করে। তাই সে কেবিনটা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়েছিল।

আচ্ছা স্টিভ, তুমি কী মনে করো এর মধ্যে ডেনির হাত আছে?

না। সে তখন নিউইয়র্ক ছিল। আমি নিশ্চিত, কারণ সে সরল মনে আমার হাতে পলিসিগুলো তুলে দিতে চেয়েছিল। সে মেয়েটাকে হত্যা করলে কখনোই ওগুলো ফিরিয়ে দিতে আসত না। তাছাড়া সে জানতো না যে আমি ওগুলো গ্রহণ করব না। যদি ওগুলো

নিয়ে নিতাম, তাহলে সব ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ওখানেই ঘটে যেত। আমার অনুমান, তাকে শুধু শিখণ্ডি হিসেবে খাড়া করা হয়েছিল–এসব বিষয়ে তার কিছুই জানা ছিল না।

উঠে দাঁড়ালাম। চলো লাউঞ্জে বসে কফি পান করতে করতে তোমার সংগ্রহ করা খবরগুলো শোনা যাক। তুমি এ কাজে কতদূর এগোলে?

হেলেনও উঠে পড়ল। আমি এখানে পা রেখেই প্রথমেই সমস্ত হোটেলের নামগুলো যোগাড় করে একে একে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে দিলাম। সংখ্যায় যে কত ছিল তা তোমার ধারণাতেই আসবে না। পথ চলতে চলতে আর বক বক করতে করতে আমার হাল হয়েছিল শোচনীয়, তবু ভাগ্যে কিছুই জুটল না। সবাই-এর বক্তব্যই এক যে জোইস শ্যারম্যান নামে তাদের কোন রিসেপশনিস্ট ছিল না। ভেবে দেখলাম, সিনেমায় নামার সময় ও নিশ্চয়ই নাম বদল করেছিল। সেই অনুযায়ী পাঁচবছর আগে যত রিসেপশনিস্ট কাজ করেছে তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করলাম। কিন্তু এবারও সফল হলাম না। ওঃ স্টিভ, আমার অবস্থাটা তখন কী রকম আকার ধারণ করেছিল একবার ভেবে দেখ।..আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, জোইস শারম্যান এখানে একদিনের জন্যও রিসেপশনিস্ট হিসেবে কাজ করেনি।

যাক, এটাও তো একটা কাজের কথা। একেবারে যে শূন্য হস্তে ফিরছে একথা নিশ্চয়ই বলতে পার না। রাইস যে হোটেলে ছিল সেটার খোঁজ পেয়েছ?

তা পেয়েছি বটেপআমার হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে নিল ও। হোটেলটার নাম রিজেন্ট। রাইস সেখানে দুসপ্তাহ মতো ছিল, কিন্তু হোটেল ছেড়ে আসার সময় বিলের

টাকা মিটিয়ে যায়নি। হোটেলের ডিটেকটিভের মুখ থেকেই শোনা, একবার রাইসকে সে ঘরে একটা মেয়ে এনে তোলার জন্য ধরেছিল। মেয়েটার বর্ণনা শুনে মনে হল এই মেয়ে সম্ভবতঃ কোরিন হবে।

কোরিন কি তখন স্যান বারনাডিনোতে ছিল?

মাথা নাড়ল, হেলেন। হ্যাঁ, সুসান আর কোরিন দুজনেই তখন একটা নাইট ক্লাবে স্ট্রিপটিজ দেখছিল। সেই নাইট ক্লাবটাও খোঁজ করে সেখানকার ম্যানেজারের সঙ্গে আমি দেখাও করেছিলাম। ওদের দু-বোন আর রাইসকে তার ভালোই মনে হয়। তার বক্তব্য অনুযায়ী, রাইসের নাকি কোরিন সম্বন্ধে একটু উৎসাহ ছিল। প্রায়ই সে স্টেজের পেছনে কোরিনের সঙ্গে দেখা করতে যেত।

সুসান আর জোইস শ্যারম্যান একসঙ্গে ছিল কিনা জানতে পারল না?

একসঙ্গে ওরা ছিল না–অন্ততঃ এখানে নয়। তুমি ঠিক জানো?

হ্যাঁ। সুসান আর কোরিন যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকত, নাইটক্লাবের ম্যানেজার সেখানকার ঠিকানা দিয়েছিল। আজ সকালের দিকে সেখানে একবার ঢু মেরেছিলাম। বাড়িটা হাত বদল হয়েছে, তবে সেই সময়ের মালিকের ঠিকানা পেয়ে গেছি। আজ বিকেলে ওখানে যাবার কথা। জায়গাটার নাম বারমডেল–এখান থেকে শখানেক মাইলের মতো দূর হবে।

তুমিও যাবে নাকি?

কথা বলার সময় সারাক্ষণ আমি ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। কেন জানি না মনে হচ্ছিল ও একটু অস্বস্তি বোধ করছে। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম, কী ব্যাপার হেলেন? তোমাকে আজ অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। এতদিন ধরে খুব পরিশ্রম করেছ নাকি?

জবাব দেবার আগে সামান্য ইতস্ততঃ করল ও।

জানি না হঠাৎ করে আমার মধ্যে কল্পনাপ্রবণ শক্তি জেগে উঠেছে কিনা, কিন্তু গত দুদিন ধরে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমি যেখানে যেখানে যাচ্ছি কেউ আমাকে অনুসরণ করছে। কাল রাত্তিরে মনে হল, কেউ.যেন আমার শোবার ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করেছে। আমি কে, বলে ডেকেও উঠেছিলাম কিন্তু প্রত্যুত্তরে কোন সাড়া পাইনি। অবশ্য শয্যা ছেড়ে উঠে দেখার চেষ্টা আমার দিক থেকেও হয়নি।

তোমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে বুঝলে কী করে?

মনে হল। দেখিনি কাউকে, তবু এই অনুভূতিটা মন থেকে তাড়াতেও পারছি না, আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে, স্টিভ।

আমি ওর হাতে মৃদু চাপড় দিলাম। আরে তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ, ভয়ের কোন কারণ নেই। সেই বাড়ির মালিকের কাছে আমরা দুজনে এক সঙ্গেই যাব। অকারণ চিন্তা করো না, কেমন?

তা করবো না, তবে তুমি আর নতুন করে কোন ঝামেলার সৃষ্টি করো না, স্টিভ দোহাই তোমার? বুঝতে কষ্ট হল না, ও মুখে যাই বলুক, মনে ওর ভয় ধরেছে।

তাই বললাম, শোনো, তুমি বরং সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে পরম নিশি বাড়ি ফিরে যাও।

ঘরের সব জিনিসপত্র ঠিকঠাক আছে কিনা সেগুলো দেখার জন্যেও এসময়ে একজ, সেখানে যাওয়া দরকার।

প্রবল ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল ও। না স্টিভ, তোমাকে একা ফেলে আমি এক পাও কোথাও নড়ব না। আমার কেবলই চোখে জ্যাক কনির মুখটা ভেসে উঠছে আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে তার আওড়ানো বুলি। নৌকোয় বসে সে যেন আমাদের উদ্দেশ্যে বলছে : প্রথমে আমি গুলি মারি পরে ক্ষমা চাই। লোকটা অতিরঞ্জিত কিছু বলেনি ওর দ্বারা সবই সম্ভব।

নিজের স্ত্রীর সুরক্ষার প্রশ্ন উঠলে ওটা আমিও পারি,আমি মৃদু হাসি হেসে উঠি। তুমি শুধু দেখে যাও। প্রথমে একটা ডবল রুম নেওয়া যাক। ব্যাগটা ওখানে রেখে আমরা বেড়িয়ে পড়ব। ফিরে গিয়ে যদি কিছু পেয়ে যাই তবে রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেব আর নয়তো দুজনেই একই পথের পথিক হয়ে লস এঞ্জেজেলস-এ রওনা দেব। ওদের টাকা দাবি করার সেই লগ্নে আমি ওখানে থাকতে চাই।

মুচকি হাসল হেলেন। তুমি যে কাজ ছেড়ে এসেছ এর মধ্যেই ভুলে গেলে?

আমি ম্যাডক্সকে ছেড়েছি ঠিকই, কেসনয়। তুমিও কী এই চাও জ্যাকসন আমার ওপর টেক্কা মারুক? আমি একাই এই কেসের সব দায়িত্ব নিতে চাই, আর যদি অঘটন কিছু ঘটাতে পারি ম্যাডক্সকে তার জন্য প্রচুর মূল্য দিতে হবে। স্বাধীন অনুসন্ধানকারী হিসেবে ইসিওর মূল্যের একশ অংশ দিতে তখন সে বাধ্য থাকবে। দেড় লক্ষ ডলারের একশ শতাংশ কত হয় হিসেব করে তোমার মিঙ্ক কোটটার কথা বরং এখন থেকেই ভাবতে শুরু করে দাও।

কেসটা তোমার হাতে ফয়সালা হবার পরই ওটা নিয়ে ভাবতে বসবো,হাসতে হাসতে বলে উঠল ও। এখন থেকেই ভবিষ্যতের কল্পনার জাল বোনা উচিত নয়।

তুমি দেখে নিও,আমি উঠে দাঁড়ালাম, ওরা এক চুল সামান্য ভুল পদক্ষেপ নিলেই কেসটা ফাঁস হয়ে যাবে। পরে আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিও।..

.

বারমডেল জায়গাটা উইলিংটনের থেকেও ছোট। একটা বড়োসড়ো দোকান, গোটা দুই পেট্রল পাম্প, একটা সেলুন আর একটা বাস ডিপো সম্বল করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এই শহরটা।

হেলেনের মুখে শুনলাম বাড়ির মালকিনের নাম মিসেস পেইসলে। দোকানটায় ঢুকে ভদ্রমহিলার বাড়ির নির্দেশ জেনে নেবার পর দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে উঠলাম, আপনি কী ওঁকে চেনেন?

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে বসল, হা হা, কেন চিনবো না। উনি তো প্রায়ই আমার এখানে পদধূলি দেন। তবে আপনাদের কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি। বছর দুই আগে স্বামী মারা যাবার পর থেকে মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে উনি কেমন যেন ছিটগ্রস্ত হয়ে গেছেন।

হেলেন আর আমি উভয়েই দৃষ্টি বিনিময় করলাম।

একেবারে উন্মাদ নাকি?

আরে না না, মাঝে মাঝেই মাথার গণ্ডগোল দেখা যায় আরকি। সেই মুহূর্তে উনি ওনার স্বামীকে জীবন্ত দেখতে পান। তবে ভয়ের কিছু নেই।

দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আমি বলে উঠলাম, আশা করি ভদ্রমহিলার স্মৃতি শক্তি এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে এসেছিলাম।

ধুলো ভর্তি অপরিষ্কার রাস্তা ধরে মাইল দুই এগোনোর পর দোকানদারের নির্দেশ মতো একটা ফাঁকা জমিতে এসে পড়লাম আমরা। দেখেই বোঝা যায় জমিটা বহুদিন ধরে অযত্নে পড়ে আছে। আগাছায় ভরা একটা বাগানের মাঝে কাঠের যে বাংলোটা দাঁড়িয়ে আছে সেটা বোধহয় একটু জোরে ফুঁ দিলেই ধসে পড়বে।

এটাই হবে, বলে আমি দরজার পাশে গাড়িটাকে দাঁড় করালাম।

পর্দাহীন একটা জানালার ভেতরে টিমটিম করে আলো জ্বলছিল। আগাছা মাড়িয়ে ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, একটা ছায়ামূর্তি জানালায় দাঁড়িয়েই মুহূর্তের মধ্যে আবার সরে পড়ল।

যাক, একটাই সান্ত্বনা, ভদ্রমহিলা বাড়িতে আছে।কয়েক পা এগিয়ে ভাঙা কাঠের দরজাটার ওপর বারকয়েক টোকা মারলাম।

দড়াম করে মুখের ওপর দরজা খুলে দীর্ঘকায় এক মহিলা সামনে এসে দাঁড়ালেন। বয়স পঁচাত্তরের কাছাকাছি। অপরিচ্ছন্ন কোঁচকানো মুখ মণ্ডল। বিরাট একটা ঘড়ের টুপির পাশ দিয়ে সাদা কেশগুলো বেরিয়ে এসে মুখের কাছে গুটিয়ে গেছে। গভীর জোড়া চক্ষুতে অস্পষ্ট চাউনি। গাঢ় সবুজ রঙের ভেলভেটের পোষাকটার বহু জায়গায় বিশেষ তালি লাগানো। কিছু চাইতে এখানে হাজির হয়েছ তোমরা? হেলেনের সুদৃশ্য পোযাকের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাতে তাকাতে ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করলেন। আমার নাম হারমাস, আমার সঙ্গে ইনি আমার স্ত্রী। আমরা শুনেছি কয়েক বছর আগে স্যান বারনাডিনোতে আপনার নাকি বিরাট একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস ছিল?

ভুরু কুঁচকে তীর্ষক দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধা। ছিল নাকি? আমার অত মনে নেই বাপু। তবে তোমাদের কি প্রয়োজন তাতে?

আমি সুসান গেলার্ট সম্বন্ধে কিছু জানার জন্য এখানে এসেছি। শুনলাম তিনি নাকি একসময় আপনাদের সঙ্গেই থাকতো? ভাবলেশহীন চোখ দুটো কৌতূহলে জ্বলজ্বল করছে। ও কি কোন ঝামেলায় পড়েছে? একবার মনে হল হ্যাঁ বললেই ভদ্রমহিলা

বোধহয় বেশি খুশি হবেন। আমি দুদিক বজায় রেখেই উত্তর দিলাম, খুব সম্ভব তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

ও, মরেছে তাহলে! স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তিনি। দেখেছো, আমার স্বামী অনেক আগেই বলে দিয়েছিল ওর শেষ পরিণতি মোটেই সুখের হবে না। তোমরা বরং ভেতরে এসো। আমার স্বামী শুনে খুব খুশি হবে। বহুবার ও আমায় বলেছে,দেখো, মেয়েটা বেঘোরে মরবে। আর আশ্চর্য শেষ পর্যন্ত তার কথাই সত্যি হল! অবশ্য আজ পর্যন্ত এমন হয়নি যে ও যা বলেছে তা ভুল বলেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন উঠোনের মধ্যে দিয়ে বাংলোর পেছনের দিককার একটা ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন তিনি।

.

পাগলামি শুরু হয়ে গেছে, ফিসফিস কণ্ঠে আমি হেলেনকে বলে উঠলাম।

ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে রান্নার সরঞ্জাম আর বাকি অর্ধেক বসার। মাঝে জ্বলছিল তেলের একটা কুপি। ফাঁকা তাপ চুল্লীর পাশে একটা বিরাট আকারের আরামকেদারা। একজোড়া শতছিদ্র চটি রাখা আছে তার পায়ার সামনে। ঘরে ঢুকেই মিসেস পেইসলে আরাম কেদারার কাছে গিয়ে বলতে শুরু করে দিলেন, উঠে পড়ো হোবেস। এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এতদূর এসেছেন। সেই গেলার্ট নামের মেয়েটা মারা গেছে গো–ঠিক যেমনটি তুমি বলেছিলে। ঘুরে দাঁড়ালেন আমার দিকে।

তোমরা মনে কিছু করোনা, বাবা, আমার স্বামীর ওঠার ক্ষমতা নেই। ভীষণ অসুস্থ। মৃত্যু পথযাত্রী ছিলেন প্রায়। চোখ দুটো বড় বড় করে এগিয়ে এলেন, তারপর যতটা সম্ভব

কণ্ঠ চেপে বলে উঠলেন, হার্টের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। অবশ্য এবিষয়ে কিছুই জানে না। আমাকে তাই খুব সাবধানে রাখতে হয়।

ও! সত্যি শুনে খুব খারাপ লাগছে। আমার সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করেছিল।

থাক, ওঁকে আর বিরক্ত করে প্রয়োজন নেই।

তুমি বরং একটু বোসো। ও তমার সব কথা শুনুক–কিন্তু ভুল করেও কোন প্রশ্ন করতে যেওনা যেন! উত্তর না হয় আমি দেবো।

অসংখ্য ধন্যবাদ। একটা খাড়া পিঠওয়ালা চেয়ারে বসে পড়লাম। ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, মিস গেলার্ট অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। যতদূর জানা গেছে, জানলা পরিষ্কার করতে করতে মই ভেঙে তিনি পড়ে যান, সেই সময় কাঁচের টুকরোর আঘাতে, তার কব্জির শিরা কেটে যায়। আমি ইনসিওরেন্স কোম্পানির একজন গোয়েন্দা। মিস গেলার্ট আমাদের কাছে ইনসিওর করিয়েছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন কিছু প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে, যাতে আমরা নিশ্চিত যে তার মৃত্যু হঠাৎ হয়নি, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। তাই কাজে লাগার মতো তথ্যের সন্ধানে ঘুরে ফিরছি আমরা।

শুনলে তো হোবেস? ফাঁকা আরাম কেদারাটাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন বৃদ্ধা। পরক্ষণেই খরখরে কণ্ঠে উচ্চঃস্বরে এমনভাবে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লেন যে আমার মতো গোয়েন্দারও দেহের সারা লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। জানলা পরিষ্কার! ঐ খুঁড়ি জানালা পরিষ্কার করছিল। উই এ বিশ্বাস আমার মনকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছে

না। কোন কিছু পরিস্কার করার মেয়ে ও নয়। ওরা দুজনেই ছিল কুঁড়ের বাদশা। নোংরার মধ্যেই ছিল ওদের বাস। এ নিয়ে আমার কত্তার মাথাব্যথা কিছু কম ছিল? এ ব্যাপারে তিনি ওদের কিছু কম বলেননি।

মারা যাবার সময় উনি জ্যাক কনি নামে এক ভদ্রলোকের কাছে ছিলেন, আমি বলে উঠলাম। সেই ভদ্রলোক সম্প্রতি কোরিন গেলার্টকে বিবাহ করেছেন। চেনেন নাকি তাকে?

সম্প্রতি বিয়েও করেছে? এই ভুয়ো খবর তোমায় দিল কে? বহু বছর আগে ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। আর তার সঙ্গে চেনা পরিচিতি আমার আছে কিনা? ই! ও হাড়বজ্জাত দাগী আসামীকে ভোলা সম্ভব কখনও! ধরা পড়ার আগে সে প্রায়ই ও বাড়িতে ধর্না দিত। কোরিনকে সেই তো এজেন্ট ছোকরাটার সঙ্গে পাকড়াও করেছিল। কি যেন নামটা ছিল তার? ভুলে গেলাম। আরাম কেদারাটার দিকে তাকালেন তিনি। কোরিনের সঙ্গে সদাসর্বদা যে ছোকরা তার পিছু পিছু ঘুরঘুর করতে তার নামটা যেন কী....

ঐ যে গো, খুব ভালো পোষাক পরতো আর ক্যাডিলাক গাড়ি চেপে এখানে হাজিরা দিত?

পেরি রাইস কি? আমি বলে উঠলাম।

হা, হ্যাঁ, ঠিক। ওঃ, সেই দৃশ্য কি ভোলার! আমার কত্তা উপরে উঠে গিয়েছিলেন এই বলতে যে ওরা যেন ওদের গোলমাল এখানেই থামিয়ে দেয়। কনি তো ঘাড় ধরে এক ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল ওঁকে। আমি চুপচাপ বসে তামাসা দেখছিলাম। কোরিনের গায়ে একচিলতে সুতো পর্যন্ত নেই। চকের মতো সাদা মুখ নিয়ে

দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল রাইস। কনির হাতে ধরা ছিল একটা বন্দুক। উনি যে কোন সাহসে উপরে গিয়েছিলেন তা চিন্তা করলে আমি কোন উত্তর পাই না। পরে অবশ্য পুলিস এসে পড়লে কনিকে ধরা দিতেই হয়।

কনিকে ধরা কোন সহজ ব্যাপার নয় অনেক গুলিগোলা চলার পর তবে সে হার স্বীকার করে নিজেকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ওঃ, সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। এই অভিজ্ঞতার কথা আমি জীবন ভোর ভুলতে পারব না।

আমি আর হেলেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বৃদ্ধের মুখ থেকে নিঃখুঁত কথাগুলো শুনছিলাম। ওঁর বক্তব্য শেষ হলে পর আমি প্রশ্ন করি, জ্যাক কনি আর কোরিন তাহলে তখন থেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল? নিশ্চয়ই। ও লোকটা ছিল রীতিমতো এক ডাকাত। নির্জন দোকান পাট, পেট্রল পাম্প এইসব লুঠ করে বেড়াতে। পুলিস কয়েক সপ্তাহ ধরে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আর যখন সে পুলিশের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে, তখন সে গলা ফাটিয়ে সবার উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলে যায় যে কোরিনই তাকে ধরিয়ে দিয়েছ। আমি অবশ্য এব্যাপারে তেমন আশ্চর্য হইনি। ওর ধান্দাই ছিল স্ত্রীর টাকায় ফুর্তি করা। রাইসকে কাছে পেয়ে মেয়েটাও বোধহয় স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে ছিল।

কোরিনই যে তাকে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছিল এমন কোন অকাট্য প্রমাণ আছে?

প্রমাণ-ট্রমাণ বুঝি না বাপু, তবে এ ব্যাপারে সুসানকে ওর বোনের সঙ্গে ঝগড়া করতে শুনেছি। ঝগড়া বলে ঝগড়া! আমার তো মনে হয়েছিল সুসান বোধহয় ওকে মেরেই

ফেলবে। শেষে নিরূপায় হয়েই আমার কত্তাটিকে পাঠালাম ওদের দুজনের মধ্যে মধ্যস্থতা করাতে। সেই ঘটনা থেকেই ওরা আলাদা হয়ে যায়।

ওরা মারামারি করেছিল কেন? আমি জানতে চাইলাম। এই কেসের তদন্তে হাত দেবার পর থেকে এই প্রথমবার কাজ মতো কিছু শুনছি।

ওমা! সুসান যে কনির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি চালাচ্ছিল। কোরিন এই কথাটা জানত না, কিন্তু আমি জেনেছিলাম। বহুদিন আমার চোখে পড়েছে, কোরিন না থাকাকালীন ও ছোকরা হুট-হাট করে এ বাড়িতে এসে উপস্থিত হতো আর ঐ খুঁড়ির সঙ্গে ঘন্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে যেতো।

সুসান তাহলে জেনে গিয়েছিল যে, তার বোনই কনিকে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছে?

সুসান তো এই বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল।বলছিল ও নাকি মেরেই ফেলবে। শেষে আমার কত্তাটি গিয়ে তাদের গোযোগ থামায়। এর ঘণ্টা খানেক পরে দেখি, কোরিন হাতে ব্যাগ নিয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছে। এরপর তাকে আর কোনদিন দেখিনি। এর ঠিক দুসপ্তাহ পরে সুসানও চলে যায়। ই, দুষ্ট গরুর থেকে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো!

তারপর কী হল ওদের? আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম।কোরিনের কথা ঠিক বলতে পারি না। তবে শুনেছিলাম সে নাকি বুয়েনস এয়ারস-এ গেছে। সুসান গিয়েছিল লস-এঞ্জেলস। একজনের মুখে থেকে শোনা সে নাকি স্টেজে উলঙ্গ নৃত্য প্রদর্শন করে, জনসাধারণকে আনন্দ দেয়। মরুকগে ওঁরা ও দুটো বাড়ি থেকে বিদায় হতে আজ আমি সত্যি খুশি।

ওদের দুজনের চেহারার মধ্যে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে,আমি বললাম। কেবল একজনের মাথার কেশ সোনালী আর অন্যজনের কালো। একসময় আমার মনে হয়েছিল,সুসান যদি কালো পরচুলা মাথায় তোলে তাহলে ওদের আলাদা করা কারো পক্ষেই বোধহয় সম্ভব হবে না। আপনি চিনতে পারবেন, মিসেস পেইসলে?

আমি যে কোন সময়ে ওদের চিনে ফেলব, মাড়ি বিকশিত করে হাসলেন মিসেস পেইসলে। ও দুটোই ছিল বেহায়া প্রকৃতির। গায়ে সুতোটিও না রেখে ওরা স্বচ্ছন্দে বাড়িতে ঘোরাফেরা করত। কতবার যে আমার কত্তাটি ঐ বেহায়া দুজনের সামনে পড়েছেন ঐ বিশ্রী অবস্থায়, তার ঠিক নেই। আমি ওদের এ ব্যাপারে বকাঝকা কম করিনি, কিন্তু ফল কিছু হয়নি।...

কোরিনের একটা জড়ুল ছিল। ওটা দেখেই আমি ওদের তফাৎ ধরে ফেলব। ছোট্ট একটা চৌকোনা দাগ, ঠিক এখানে, হাড্ডিসার একটা আঙুল নিজের সমতল বুকের ওপর ঠেকিয়ে দেখালেন মিসেস পেইসলে।

জড়ুলটা সুসানের গায়েই ছিল বলছেন?

সুসান নয়, কোরিন। কি শুনছোটা কি তুমি?

আমি কিন্তু জানি সুসানের গায়ে একটা জন্ম চিহ্ন আছে।

তোমার শুনতে একটু ভুল হয়েছে। বহুবার ওটার দর্শন লাভ হয়েছে আমার। ছোট্ট একটা দাগ। আর আশ্চর্যের কথা এই যে ঐ মেয়েটা তার জন্য মনে মনে গর্বিত ছিল। ও একদিন নিজে থাকতেই আমাকে জড়ুলটা দেখিয়েছিল। এখন তোমার নাকটা আমার চোখের সামনে যেন পরিষ্কার ঠিক তেমনি ভাবেই জড়ুলটাও পরিষ্কার দেখতে আমার ভুল হয়নি।...

প্রাণপণে উত্তেজনা মনে দমন করে বাংলো ছেড়ে নিঃশব্দে বেড়িয়ে এলাম দুজনে। মিসেস পেইসলেকে আমি দীর্ঘ একঘণ্টা ধরে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, জন্মচিহ্নটা সুসানের দেহে মজুত, কোরিনের নয়। তার এই বিশ্বাস থেকে একচুলও তাকে নাড়ানো সম্ভব হয়নি।

তবে তার সঙ্গে কথা বলে মনে হল তিনি যা বলছেন তার সবটাই সত্য। অর্থাৎ নিখুঁত মাপের এই কেসটায় এই প্রথম ফাটলের সূত্রপাত হল। মৃত মেয়েটা যদি কোরিন কনি হয়, তাহলে ক্ষতিপূরণের দাবি আপনা থেকেই নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে, আর পলিসিটাকে আমরা অনায়াসেই জালিয়াতির গহ্বরে ফেলে মামলা লড়ার সুযোগ পেয়ে যাব।

ঐ বুড়ীর থেকেও নির্ভরযোগ্য সাক্ষী যোগাড় করতে হবে, গাড়ির চালক আসনে বসা হেলেনকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বললাম। এঁকে সাক্ষীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো মানে শুধু শুধুই সময়ের অপচয়। বিরোধী পক্ষের যে কোন উকিল খুব সহজেই এঁকে কাবু করে ফেলবে তাদের কথাবলার মারপ্যাঁচে। আমার মনে হয় বুড়িকে বাদ দিয়েও এমন কাউকে পাওয়া যাবে সে কোরিনের জড়ুল চিহ্নটার কথা জানে।

পলিসির ওপর আঙুলের ছাপের রহস্যটাও আমাদেরই উদ্ধার করতে হবে, হেলেন উত্তরে বলে। কোরিনের যে ছাপ আমরা পেয়েছি তার সঙ্গে ওটা মিলছে না।

বেশ, ওটা নিয়ে না হয় ভাবা যাক। ও ছাপটা প্রথম থেকেই আমাদের মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল। আচ্ছা, সুসান যদি কোরিন সেজে ওটা করে থাকে?

সম্ভাবনাটা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, উইলিংটনে সে উপযাচক হয়েই কোরিনের ঠিকানাটা দিয়েছিল। ও জানত, কোরিনের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেই। এখন কে বলতে পারে, ও সেই রাত্রেই ডেড লেকে চলে গিয়ে পরের দিন সকালে একটা কালো পরচুলা পরে আমাদের সঙ্গে কোরিন পরিচয় দিয়ে সাক্ষাৎ করেনি? তোমার সাথে থাকবে, আমি কত সহজে ওর আঙুলের ছাপ নিতে পেরেছিলাম?তুমিও তো সে সময় বলেছিলে, ও যেন ছাপটা আমাদের নিতেই বলছিল!

কিন্তু সুসানের আঙুলের ছাপও আমাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। যে আয়নাটা আমি ওর ড্রেসিং টেবিল থেকে গোপনে তুলে এনেছিলাম, তার ছাপের সঙ্গে পলিসির ছাপটাও মিলে গেল!

কিন্তু আমরা তাকে আয়নাটা ব্যবহার করতে দেখেছি কি? ওটা যে ওখানে আমাদের কথা ভেবেই রাখা হয়নি তা তুমি কেমন করে জানতে পারছ? ধরো, ওটা যদি কোরিনেরই আয়না হয়ে থাকে?

ঠিক বলেছো, স্টিভ, হেলেনের কণ্ঠ বোবা উত্তেজনায় ভরা। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে কোরিন ছিল কোথায়?

বুয়েনস এয়ারসে থাকতে পাবে! আর সব ব্যবস্থা পাকা করার পরেই সুসান আর কনি তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে দ্বীপে ডেকে এনে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে! এরপর যা ঘটেছে তা জলের মতো পরিষ্কার। সুসান, কোরিন সেজে বুয়েনস এয়ারসে ফিরে নিজের অ্যালবি ঠিক করে নেবে। সহসা একটা কথা মনে পড়ে যায়। দাঁড়াও, আমি তোমায় বলছি কে মিসেস পেইসলের বক্তব্য সমর্থন করতে পারে। মসি ফিলিপস! সে সুসান আর কোনির দুজনেরই ফটো তুলে রেখেছিল। জন্মচিহ্নটার কথা তার মনে থাকলেও থাকতে পারে। রাত ভোর গাড়ি চালানোর মতো শক্তি আছে কি? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা লস-এঞ্জেলসে ফিরতে পারবো, তত তাড়াতাড়ি এই কেসের যবনিকা টানা যাবে।

ঠিক আছে, তোমাকে আমি প্রথমে ঘুমের সুযোগ দিচ্ছি। অর্ধেক রাস্তা যাবার পর আমি তোমায় ডেকে দেবো।

নিদ্রা নেবার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার ছিলনা। গাড়ির পেছনের সীটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে আমি এতোদিন ধরে আবিষ্কৃত তথ্যগুলো এক করে চিন্তায় ডুবে গেলাম।

সব শুনে মনে হচ্ছে, জ্যাক কনিকে কোরিন বিয়ে করেছিল পাঁচ থেকে দুবছর আগে। সেই সময়ে সুসান আর কোরিন একটা নাইট ক্লাবে কাজ করতো। সম্ভবতঃ বিয়ের বছরখানেক বাদেই কোরিনকে ছেড়ে কনি নিজের মতো করে বসবাস করছিল।

কিন্তু একসঙ্গে সহবাস না করলেও কনি সময় সময় টাকার অভাব দেখা দিলে স্ত্রীর কাছে হাত পাততেও কুণ্ঠিত হতোনা। দুই বোন যখন স্যান বারনাডিনাতে একসঙ্গে থাকতো, সেই সময় থেকেই কনির সঙ্গে সুসানের ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। কোরিন এ খবর

রাখতো না, বা রাখলেও হয়তো এ ব্যাপারে তোয়াক্কা করত না। কারণ ও তখন পেরি রাইসের প্রেমে মশগুল।

কিন্তু কনির টাকা চাওয়ার ব্যাপারে, মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিল কোরিন।

টাকার জন্য বারংবার হাত পাততো কোরিনের কাছে, মনে মনে কোরিন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া অবৈধ প্রেম ধরা পড়ে যাবার ভয়ও তার অন্তরে ছিল। তাই পুলিসকে দিয়ে তার স্বামীকে ধরিয়ে দেয়।

সুসান তার বোনের কীর্তির খবরটা কানে যেতেই কনিকে সতর্ক করার চেষ্টাও করেছিল কিন্তু তার আগেই কনি পুলিসের ফঁদে আটকে পড়ে। মামলায় চার বছর হাজতবাসের সাজা জুটেছিল ওর ভাগ্যে।প্রেমিককে হারিয়ে রাগে অন্ধ হয়ে সুসান ওর বোনকে হত্যা করার চেষ্টাও করেছিল, তাই নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কোরিন বুয়েনস এয়ারস-এ পালিয়ে যায়। আর আমার অনুমান, কনির হাজতবাসের পুরো মেয়াদটাই ও সেখানে কাটিয়েছিল।

দুয়ে দুয়ে চার করলে ব্যাপারটা ঠিক এইভাবে দাঁড়াবে, তাতে দশলক্ষ ডলারের বীমা করার মতলবটা প্রথমে সুসানের মাথা থেকেই রেড়িয়েছিল। ও ঠিক করেছিল, এই টাকাটা বীমা কোম্পানীর থেকে আদায় করে ও কোরিনের ওপর প্রতিশোধের যে আগুনে জ্বলছিল তা নেবাবে সেই অনুযায়ী কনি জেল থেকে পারাখতেই ও তার সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের পরিকল্পনাটা। তার কাছে খুলে বলে। ওরা ডেড লেকে গিয়ে ওঠে, আর সুসান একটা গাঢ়রঙের পরচুলা পরে মাঝে মাঝেই স্প্রিংভিলেতে হাজির হতে শুরুকরল,

যাতে লোকে ধরে নেয় কোরিনই দ্বীপে বাস করছে। ঐ ধরনের জনবিরল একটা জায়গায় একাজটা ছিল অত্যন্ত সহজ এবং নিরাপদ। কাজটা পাকাঁপোক্ত ভাবে সমাধা করার পর সুসান যেভাবেই হোক কোরিনকে ছলে-বলে কৌশলে ওখানে ডেকে আনে, আর আসামাত্র তাকে বন্দী বানানো হয় জনমানবশূন্য ঐ দ্বীপেই।

এ পর্যন্ত চিন্তার জাল বোনারপর ঘুমে চোখ একেবারে খুঁজে আসছে। গাড়ির ঝাঁকুনি, মধ্য রাত্রির উষ্ণ হাওয়া আর সারাদিনের গাড়ি চালানো ধকল আমার সারা অঙ্গ একেবারে অবশ করে দিচ্ছে, এই ধকল আমার পক্ষে এখন সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।...

ঘণ্টাখানেক মতো ঘুমোবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তারপরেই হেলেন আমার হাতে আঁকুনি দিতেই ঘুম ভেঙে গেল।

এর মধ্যেই সময় হয়ে গেল? আমি হাই তুলতে তুলতেই বলে উঠলাম। আমরা এখন ঠিক কোন জায়গায়?

কোথায় বলতে পারব না, তবে আমাদের যা পেট্রল ছিল সব শেষ।

হতেই পারে না, ধড়ফড়িয়ে উঠে বসি, বারমডেল থেকে আমরা যখন বেড়োই ট্যাঙ্কটা তখনও অর্ধেক ভর্তি ছিল।

কিন্তু এখন আর নেই, অর্ধেক অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গেছে। তুমি ডায়ালটা একবার দ্যাখা।

আমি ওর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালাম। ঘুমটার বারোটা অনেক আগেই বেজে গিয়েছিল।

আশ্চর্য তো! নিশ্চয়ই ট্যাঙ্ক ফুটো হয়েছে! এজায়গাটার নাম বলতে পারবে?

নাম-টাম জানি না স্যান বারনাডিনো থেকে মাইল কুড়ি দূরে এটুকু শুধু বলতে পারি।

গাড়ি থেকে নেমে টর্চ জ্বালিয়ে ইঞ্জিনের ঢাকনাটা খুললাম। যা ভেবেছি ঠিক তাই, ফুটো হয়েছে। কার্বরেটরের ফিড পাইপটা গর্ত করে দিয়েছে কেউ।

দেখে যাও। এখানে কেউ কারসাজি করে ফুটো করে দিয়ে গেছে।

হেলেন আমার পাশটিতে এসে দাঁড়াল। কিন্তু করল কখন? কিন্তু কেন?

হয়তো আমরা যখন বারমডেলে দাঁড়িয়েছিলাম, ঠিক তখন এই কাণ্ডটা করে গেছে। কেন করেছে তা ঠিক বলতে পারব না।

হেলেন অস্বস্তির সঙ্গে ঘাড় ঘুড়িয়ে অন্ধকার রাস্তাটার দিকে একবার তাকাল।

আমাদের থেকে একটু পেছনে একটা গাড়ি ছিল। এখানে দাঁড়ানোর আগে পর্যন্ত আমি ওটার হেডলাইট স্বচক্ষে দেখেছি।

পরস্পর-পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করার পর আমি বলে উঠলাম, আমরা বরং কোথাও লুকিয়ে পড়ি। মনে হচ্ছে আমাদের জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে।

কথাটা শেষও করতে পারিনি। সহসা অন্ধকার ভেদ করে নিঃশব্দে একটা কালোগাড়ি তেড়ে এল আমার দিকে।

সাবধান! চিৎকার করে উঠে হেলেন আমায় সজোরে একধাক্কা দিয়ে হেডলাইটের সামনে থেকে সরিয়ে নিল। গাড়ির ফেন্ডারের সঙ্গে হাঁটু ঠুকে আমি একপাশে ছিটকে পড়লাম।

গাড়িটা পাশ দিয়ে যাবার সময় চালক আসনের কাছ থেকে একটা অগ্নি শিখা ছুটে এল আমাকে লক্ষ্য করে। শর্টগানের শব্দটা কানে তালা লাগিয়ে দেবার যোগাড়। গুলিটা আমাদের গাড়িতে লেগে ছিটকে রাস্তার ওপর গিয়ে পড়ল–আমার থেকে তফাত ছিল মাত্র কয়েক ইঞ্চি। হেলেনের কণ্ঠ দিয়ে তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার বেড়িয়ে এল, তার চিৎকার শোনার মতো জ্ঞান তখন আমার অক্ষত ছিল। পরক্ষণেই কালোরঙের গাড়িটা ইঞ্জিনে গর্জন তুলে অন্ধকারের পথে ছুটে চলল।

হেলেনের দিকে দুচোখ মেলে তাকালাম। বুক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আমার। অবিন্যস্ত পায়ে আমার দিকে দু-পা এগিয়েই মাটিতে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল।

হেলেন!

গগনভেদী চিৎকারে ভুবন কাঁপিয়ে ওর দিকে ছুটে গেলাম। ভয় পেয়েছি জীবনে বহুবার, কিন্তু ভয়ের এরকম শিক্ষা জীবনে এই প্রথম।

আমি ঠিক আছি গো, ককিয়ে উঠল হেলেন। কাঁধের পেছনে লেগেছে। চোট তেমন কিছু নয় তবে রক্ত ঝরছে।

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, মাথাটা ঘুরে উঠল। ওকে স্পর্শ করতে বাসনা জাগলেও সাহস পাচ্ছিলাম না, পাছে ও ব্যথা অনুভব করে।

স্টিভ,আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল ও। আমাদের গাড়িটার আর কোন অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। দেখো, ও আবার ফিরে না আসে।

চকিতে হারিয়ে যাওয়া সম্বিৎ ফিরে পেলাম। ফিরে তাকে আসতে হবেই–এটাই তো স্বাভাবিক। যাবার সময় আমার ওপর গুলি চালাতে একটুর জন্য সে ব্যর্থ হয়েছে। তার ফিড পাইপে ফুটো করা আর আমাদের হত্যা করার মরিয়া প্রচেষ্টা দেখলেই বোঝা যায় আমাদের লস এঞ্জেলসে ফিরে যাবার সব রাস্তাতেই তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। সে বদ্ধপরিকর, আমাদের লস-এঞ্জেলসে ফিরতে দিচ্ছে না।

আমি তোমায় আড়ালে রেখে আসি, বলেই পাঁজাকোলা করে হেলেনকে তুলে ধরলাম। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সে। যতটা সম্ভব সতর্কতার সঙ্গে নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে রাস্তার পাশে জঙ্গলের দিকে ওকে নিয়ে এগিয়ে চললাম। কিন্তু দশ পা এগোতে না এগোতেই আবার ধাকা–এবার অবশ্য গাছের সঙ্গে।

কিছু দেখতে পাচ্ছি না! দাঁড়িয়ে পড়ে ফিসফিস করে বলে উঠি।

আমাদের গাড়ির হেডলাইটের আলো রাস্তার ওপর পড়তেই জঙ্গলের ধার পর্যন্ত, আলোয় আলো করে রেখেছিল। আমি জঙ্গলে প্রবেশের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে খুব সাবধানে রাস্তার ধার ঘেঁষে হাঁটতে লাগলাম।

মনে ক্ষীণ আশা ছিল গা ঢাকা দেবার মতো একটা জায়গা নিশ্চয়ই পেয়ে যাব, কিন্তু হেলেনের কাঁধ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝড়ে পড়া রক্ত আমার কোট রক্তে ভাসিয়ে দিচ্ছে দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলছিল সে অত্যন্ত শ্লথ গতিতে। সামান্য বেসামাল হয়ে পা একটু এদিক ওদিক হলেই তার শরীর কেঁপে কেঁপে ককিয়ে উঠছিল।

গাড়ি থেকে কুড়ি গজ মতো সামনে হাঁটার পর একটা রাস্তায় এসে পড়েছিল। রাস্তাটা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেছে। সামনের ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ঐ রাস্তা ধরে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই কানে এল গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। চকিতে ঘুরে দাঁড়ালাম। শব্দটা এসেছে খুব কাছ থেকেই, অথচ চোখে কিছুই পড়ছে না। গাড়িটা আলো নিভিয়ে রাস্তা ধরে পিছু হটছিল।

দ্রুতগতিতে পা চালালাম। আবার ভুল পদক্ষেপ নিয়ে বসলাম। ভেঙে পড়া একটা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেলাম, আমার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে সজোরে মাটিতে আছাড় খেলো রক্তাক্ত হেলেন। কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বালালাম। আমার আর হেলেনের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র কয়েক গজ। চকের মতো সাদা মুখ, চোখ দুটো বন্ধ সম্ভবতঃ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল সে। ডান কাঁধ আর হাত রক্তে মাখামাখি।

ওকে ওভাবে শুয়ে থাকতে দেখে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে ক্রমাগত হিমতে নামতে লাগল।

আমি ওর দিকে এগোবার জন্য পাবাড়াব আর কি, ঠিক সেই সময়ে পেছন থেকে ছুটে আসা স্বয়ংক্রিয় পিস্তলের একটা গুলি আমার মুখের প্রায় পাশ ঘেঁষে সাঁইসাঁই শব্দ তুলে বেড়িয়ে গেল। টর্চ নিভিয়ে তাড়াতাড়ি করে মাটি আঁকড়ে সটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। সেই মুহূর্তে আরও বেশ কয়েকটা গুলির শব্দ জঙ্গলের নিস্তব্ধতা খানখান করে ভেঙে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আমার মাথার ঠিক ওপর দিয়ে বেড়িয়ে গেল একটা গুলি।

এতক্ষণে নিজের রিভলভার বের করে ফেলেছি। পেছনে পিস্তলের আলোর ঝলকানি লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুঁড়েই মাটিতে শুয়ে থাকা গাছটার ওপর উঠে হেলেনের দিকে হাত বাড়ালাম। সবেমাত্র ওকে স্পর্শ করেছি এমন সময় জঙ্গলের কাছে গাড়ির আলোটা জ্বলে উঠে মুহূর্তের মধ্যে ধাধিয়ে দিল আমার চোখ।

ভাগ্য ভালো যে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়িটা আমাদের আলো থেকে আড়াল করে রেখেছিল। কিন্তু পিস্তলধারীরা ঘুরপথে পেছনদিক থেকে এসে আক্রমণ করলে আমাদের শেষ করার পক্ষে আপাততঃ দুটো গুলিই যথেষ্ট। অতএব প্রাণে বাঁচতে হলে আমার এক্ষুণি হেডলাইট-দুটোর বারোটা বাজাতে হবে।

অসতর্কতার সঙ্গে মাথা তুলে রিভলভারের নিশানা করলাম। আমার প্রথম গুলিটা ব্যর্থ হল। দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়তেই গাড়ির কাছ থেকে একটা বুলেট ছুটে এসে আমার মুখ থেকে মাত্র ছইঞ্চি দূরত্বে আঘাত করল গাছের গুঁড়িটায়। ততক্ষণে আমার গুলিটা চুরমার করে দিয়েছিল হেডলাইটের একটাকে। চকিতে বসে পড়ে গাছের গুঁড়ির আড়ালে বুকে হেঁটে কিছু দূর গিয়ে আবার রিভালভার তাক করলাম।

লোকটা বোধহয় আমাকে দেখতে পেয়ে গিয়েছিল। আমার মাথার সিথে কেটে একরকম বেড়িয়ে গেল গুলিটা। আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম, ততক্ষণে দ্বিতীয় হেডলাইটও নিভে গেছে।

আমার মাথায় ঝিমঝিমে ভাব আবার ফিরে এল। হামাগুড়ি দিয়ে আমি হেলেনের কাছটিতে ফিরে এলাম। অন্ধের মতো শুধুমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করেই চলতে হচ্ছিল। পায়ের তলায় শুকনো খসখসে পাতাগুলো মড়মড় ধ্বনি তুলে আমার গতিপথ ঘোষণা করে চলেছে? আমার মনে আশা এটাই, কোন একটা আচ্ছাদন খুঁজে পেলে হেলেনের ক্ষতস্থানটা একবার পরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়া যাবে। চলতে চলতে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার রিভালভারে এখন বুলেটের সংখ্যা মাত্র চার, সঙ্গে অতিরিক্ত কোন গুলির ক্লিপ পর্যন্ত নেই।

কয়েক মিনিট হাঁটার পর কান খাড়া করলাম। পেছনে আবার কোথাও পাতা মাড়ানোর শব্দ শুনতে আমার ভুল হয়নি, কিন্তু আমি থামার সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণকারীর পদধ্বনির শব্দ আপনা থেকেই থেমে গেল। পিস্তলধারী নির্ঘাৎ আমার অভিসন্ধি বুঝে গেছে।

আমার দুহাত জুড়ে হেলেনের অসাড় দেহ শায়িত, আর এতক্ষণ ধরে অতটা পথ বহন করার পর আমিও ক্লান্ত, তবু আমার থামাথামি সম্ভব নয়। আবার পথচলা শুরু, এবার সামনে গাছের ফাঁক দিয়ে আসা চন্দ্রমার আবছা আলোর দর্শন পেয়ে বুকে বল পেলাম। মনে হচ্ছে ফাঁকা জায়গার কাছাকাছি এসে হাজির হয়েছি আমি।

আর কিছুদূর চলার পর আলো আরো স্পষ্ট হল, রাস্তাও এখন অনেক পরিষ্কার। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে একটা শঙ্কা জাগল–যদি কারো চোখে পড়ে যাই এ যাত্রায় আর রক্ষে নেই। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে রাস্তার মাঝখান ঘেঁষে এগোতে লাগলাম।

সহসা পেছন থেকে একটা বন্দুক আবার গর্জে উঠল, সেই সঙ্গে একটা গুলি শব্দের আলোড়ন তুলে বেড়িয়ে গেল আমার মাথার ওপর দিয়ে। তাড়াতাড়ি করে একটা গাছের আড়ালে সরে এলে হেলেনকে নামিয়ে রাখলাম, তারপর এক ঝটকায়, নিজের রিভলভার বার করে বাগিয়ে ধরলাম ছায়াচ্ছন্ন রাস্তাটার দিকে। চোখেও পড়ল না, কানেও শুনলাম না কিছু তবু আমি জানি, সে ধারে পাশেই কোথাও বিরাজমান।

দু-এক মিনিট অপেক্ষা করেও তেমন কিছু নতুন করে সেখানে না দেখে রিভালভার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম। হেলেনের জন্য বড় চিন্তা হচ্ছে। ওর ক্ষতস্থানের ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। কাঁধে হাত রেখে মনে হয় রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে

যদিও নিশ্চিত করে এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না।

ইতিমধ্যে ঘন কালো অন্ধকার আমার চোখে সয়ে গেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে একটা রাস্তাও আমার চোখ আবিষ্কার করে ফেলেছে। রাস্তায় পা না দিয়ে জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতেই আজ ভাগ্যটা পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়ে যাব। মনে মনে স্থির করলাম।

হেলেনকে তুলে নিয়ে আবার পথ চলা শুরু। নিঃশব্দে এগান একেবারেই অসম্ভব। শুকনো, ডালপালাগুলো আমার পায়ের তলায় পিষে ঠিক পটকা ফোঁটার শব্দ ফাটতে লাগল।

চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শুকনো পাতাগুলো মর্মর শব্দের আর্তনাদ তুলে যোগ দিল তাদের সঙ্গে তবুও আমি একে-বেঁকে চলতে থাকলাম। সবসময়েই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি পেছন থেকে গুলি না ছুটে আসে।

শখানেক গজ এগোনোর পর হঠাৎ একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। মাঝখানে দাঁড়ানো ছোট্ট একটা কাঠের কুটিরের ওপর পরিপূর্ণ ভাবে চাঁদের আলো এসে পড়ছিল। ধসে পড়া ছাদ আর ভাঙা জানলগুলো দেখেই বুঝতে অসুবিধে হলনা, ওটা পরিত্যক্ত, কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না। ঐ পর্যন্ত কোনরকমে পৌঁছতে পারলেই হেলেনের মাথা গোঁজার মতো একটা আশ্রয় অন্ততঃ মিলে যাবে।

ফাঁকা জায়গাটার এক প্রান্তে এসে অন্ধকার ঝোঁপের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পাতলাম। ডানদিকে কিছুক্ষণ দূর থেকে মাঝে-মধ্যে ডাল-পাতা মর্মরশব্দ ভেসে আসছিল। খানিকটা পিছনে পড়ে গেছে পিস্তলধারী, সম্ভবতঃ আমার প্রতীক্ষায় এখনও সে ঘুরছেকুটিরের দরজায় যদি তালা ঝোলে তাহলে আমি গেছি। তবু লোকটার পিস্তলের নিশানায় আসার আগেই তালা ভেঙে ঢুকতে পারবো ভেবে মনে সাহস সঞ্চয় করলাম।

হেলেনের শিথিল দেহটা বাঁকাঁধের ওপর ফেলে ভাল হাতে রিভলভার বাগিয়ে ধরে, ফাঁকা জায়গাটার মাঝ দিয়ে কুটিরের অভিমুখে দৌড় লাগালাম। কুড়ি গজের এই দূরত্বটাই

যেন অন্তহীন রূপে ধরা দিচ্ছিল, কিন্তু দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলাম। চার দেয়ালের ঘুটঘুট অন্ধকারাচ্ছন্ন আশ্রয়ের পথে পা বাড়ালাম আমি।

হেলেনকে মেঝেতে নামিয়ে রেখে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম, তারপর পকেট থেকে টর্চ বার করে টর্চের আলো ফেললাম চারপাশে।

ভেতরে ঘর একটাই, তবে আয়তনে বিরাট। আমি যে পথে ঢুকেছি সেইদিক বরাবর সরে একটি মাত্র জানলা।কুঠিরটার অবস্থা ভর দেখালেও দেয়াল কিন্তু যথেষ্ট মজবুত। জানালা দিয়ে এক পলক তাকিয়ে নিশ্চিত হবার পর হেলেনের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখার অবকাশ পেলাম।

ও এখনও অজ্ঞান তবে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। আরও একবার জানালার কাছ থেকে ঘুরে এসে আমি ছুরি দিয়ে ওর পোষাকের রক্তে ভেজা আস্তিনটা কেটে ফেললাম।

অন্ততঃ পক্ষে আধডজন সীসের ছররা ওর কাঁধে বিধে আছে। হাড়গোড় না ভাঙলেও রক্ত ঝরেছে অনেক। আমার এখন কিছু করণীয় নেই দেখে এক ফাঁকে জানালার পাশে ফিরে গেলাম। আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল, একটা ছায়ামূর্তি গাছের পেছনে নিজের দেহের অর্ধেক অংশ আড়ালে রেখে কুটিরের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে।

চকিতে রিভলভার বার করে আমি আন্দাজে একটা গুলি ছুঁড়লাম। নিশানাটা নেহাৎ মন্দ হয়নি–লোকটা যে গাছের পেছনে গোপনে দাঁড়িয়েছিল তার কিছুটা ছাল ছিটকে যেতেও চেয়ে দেখলাম। সে গুলির প্রত্যুত্তর দেবার পর আমি আর একবার তাকে লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপলাম।

এবার লোকটা এক ছুটে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠিক কটা গুলি আমার রিভলভারে আছে তা নিজেই মনে করতে পারছিলাম না। থাকার কথা কিন্তু দুটো, কিন্তু তবু নিশ্চিত নই।

স্টিভ।

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে হেলেনের কাছে এগিয়ে গেলাম।

কি হয়েছিল গো? আমি কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম?

হ্যাঁ, আমার হাত থেকে তুমি ছিটকে পড়েছিলে। আমি ওর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম।

এখন কেমন লাগছে?

মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে, আর সব ঠিক আছে। কি হয়েছিল, আমার স্টিভ?

লোকটা আমাদের অনুসরণ করে এতোটা পথ এসেছিল। আমি কোনরকমে তোমাকে এর মধ্যে এনে তুলেছি। জায়গাটা ভালো নয়, তবে দিনের আলো না ওঠা পর্যন্ত ওকে যদি ওর জালে আটকাতে পারি তাহলে আর কোন ভয় নেই।

আবার জানালার কাছটিতে এসে দাঁড়ালাম, লোকটার টিকি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। আমি হলে কুটিরটা চক্কর মেরে পেছন দিক দিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়তাম।এদিকে জানালা আছে, কিন্তু পেছনটা সবই ঢাকা। আমি যা ভেবেছিলাম লোকটাও তাই করল।

রিভালভারটা খুলে দেখি, তাতে একটা গুলি এখনও আছে। সহসা হেলেন পাশ থেকে ফিসফিস কণ্ঠে বলে উঠল, ও বোধহয় পেছন দিক দিয়ে আসার চেষ্টা করছে। আমার কানে আওয়াজ আসছে।

আমি জানালা থেকে এক পাও নড়লাম না। ভেতরে প্রবেশ করতে হলে তাকে হয় জানলা নয়তো দরজা যে কোন একটা পথ বেছে নিতে হবে।

শুকনো পাতার মচমচ শব্দ অনেক পরিষ্কার ভাবে শোনা যাচ্ছিল। রিভালভারটা উঁচিয়ে ধরে আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। একটা একটা করে মিনিট অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ কুটিরের দেয়ালে লাথি মারার আওয়াজ এল বেশ কয়েকবার। পরক্ষণেই বিশৃঙ্খল কিছু পদধ্বনি শুনে চকিতে ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। আমার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পিটছে।

ছাদে উঠছেফিসফিস কণ্ঠে বলে উঠল হেলেন। আমি ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম, ও এখানে আসার সাহস পাবে না।

মনে মনে ভাবছিলাম : হে ভগবান! তাই যেন হয়, হেলেনের মনে আর নতুন করে ভয় ঢোকাতে চাই না।

ধপ করে মেঝেতে একটা কি পড়ল! কী ওটা?ভয়ে আমার হাত আঁকড়ে ধরল হেলেন। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ জ্বেলে চারপাশটা একবার ঘুরিয়ে নিলাম। চোখে কিছু পড়ল না। ছাদে আলো ফেললাম। ওখানে কোন ফোকর পর্যন্ত ছিল না।

চিমনি দিয়ে নামছে, হেলেন চাপা কণ্ঠস্বরে বলে উঠল। স্টিভ, তোমার কী মনে হচ্ছে...?

ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের অপর প্রান্তে মরচে পড়া স্টোভটার কাছে গিয়ে টর্চ জ্বালোম। প্রথমটায় মাকড়সার জাল আর জমাটবাঁধা ধুলো ছাড়া আর কিছু নজরে আসছে না, কিন্তু পরে পরেই ধুলোর মধ্যে থেকে মাথা তুলে দাঁড়াল ফুট-য়েক লম্বা একটা গোখরোর দেহ। আলো পড়তেই ওটা চকিতে শরীর মুচড়ে পাকার করে রাখা কয়েকটা চটের থলির আড়ালে নিজেকে গোপন রাখলো।

চমকে পিছু হটে এলাম। সারা পিঠে আমার আতঙ্কে ঘামে ভিজে জবজব করছে।

কোথায় গেল ওটা? হেলেন ভীত কণ্ঠস্বরে কোন রকমে জানতে চাইল।

আমি ওর কাছে সরে এলাম। বস্তাগুলোর পাশে। আমার কাছে সর্বসাকুল্যে গুলি একটাই আছে।

তাহলে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। কিছু করতে যেও না। তাহলে ওটা হয়তো চলে যাবে।

একবার ভাবলাম, হেলেনকে তুলে নিয়ে ঘর থেকে এক ছুটে পালিয়ে যাই, পরক্ষণেই মনে হল, আমার এই কাজটার প্রতীক্ষায় কনি হয়তো অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে। তাই ও চিন্তা ছেড়ে আলোটা ঘোরাতে লাগলাম। রিভালভারটা সামনে তাক করা। আমার চোখ দুটো জানালা থেকে সরে থলে গুলোর মধ্যে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি সাপটাকে লক্ষ্য করছি ভেবে কনি জানালা দিয়ে উঁকি দেবার ঝুঁকি দিলেও দিতে পারে, তাই দুদিক থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখলাম। ঐ আসছে! হেলেন আর্তনাদ চেপে রাখার চেষ্টা করল।

লম্বা আঁশওয়ালা প্রকাণ্ড শরীরটা দেয়ালের গা ঘেঁষে গুটি গুটি পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। আমি আলো ফেলতেই স্যাৎ করে সরে গেল আবার। গুলি করার সাহস হল না। হাত ভীষণভাবে কাঁপছিল। লক্ষ্য ব্যর্থ হলে আর রক্ষে নেই।

টর্চটা ধরতে পারবে?আমি দাঁতে দাঁত চেপেবলে উঠলাম। হেলেন টর্চটা আমার হাত থেকে নিয়ে নিল।

আমি কোট খুললাম। আলোটা সোজাসুজি ধরো। আমি কোট দিয়ে ওটাকে আক্রমণ করব!

না স্টিভ–ওর কাছে যেও না!

কিছু হবে না। ঘাবড়িও না, মন শক্ত করা।

রিভালভারটা পেছনের পকেটে গুঁজে আমি বুল ফাইটারের ভঙ্গিমায় পায়ে পায়ে এগোতে থাকলাম।

হেলেন এতো কাঁপছিল যে আলোটা হাতে স্থির থাকছিল না। সাপটা কুন্ডলি পাকিয়ে তার ইস্কাবনের মতো মাথাটা উচিয়ে ধরল।

আতঙ্কে আমি হিম হয়ে গেলাম।

আর এক পাও এগোনোর ক্ষমতা আমার নেই, হতচ্ছাড়াটা যেন আমার সারা শরীরে পক্ষাঘাত এনে দিয়েছিল। কোটটা দু-হাতে চেপে ধরে আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছিল আর সাপটা ফণা উঁচিয়ে এগিয়ে আসছিল ক্রমশঃ। হাতের নাগালের মধ্যে সে যেতেই আমি ঝপাত করে কোটটা তার মাথায় ফেলে দিয়ে একলাফে পিছিয়ে এসে রিভলভারটা তাক করলাম।

সাপটা আবার কুণ্ডলি পাকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হাত স্থির রাখা আমার পক্ষ কোন মতেই সম্ভব হচ্ছিল না। একটা অশ্রাব্য গালি বর্ষণ করে রিভালভারটা ফেলে আবার কোটটা তুলে ধরলাম।

আর ঠিক এই মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি জানালার পাশে সরে এসে গুলি চালাল। মুহূর্তের জন্য দিশেহারা হয়ে পড়লেও, পরক্ষণেই মাটিতে সটান হয়ে শুয়ে পড়ে রিভালভারটা তুলে নিয়ে জানালার দিকে ঘুরলাম।

থেমে যাও হে! গমগমিয়ে উঠল একটি কণ্ঠস্বর।

গুলি করো না স্টিভ, হেলেন চিৎকার করে উঠল।

ওরা অন্য কেউ নয়, চেয়ে দেখ পুলিস। সঙ্গে সঙ্গে রিভালভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসে পড়লাম। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে এক পুলিস।

হাত ওপরে ওঠাও।

আমি হাত তুলেই সাপটার দিকে তাকালাম। কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে আছে সেটা, তবে মাথাটা উড়ে গেছে। বাঃ, দারুণ হয়েছে তো,এরকম অভাবনীয় দৃশ্য ভাবাই যায় না, আমি বলে উঠলাম। বাইরে গাড়ি স্টার্ট করার শব্দ পেয়েও আমরা পরোয়া করলাম না। সত্যিই কি গুলি না চালিয়েছেন, দাদা।

১১.

হেলেনকে স্যান বারনাডিনো হাসপাতালে রেখে তিনদিন পর লস-এঞ্জেলস-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। হেলেনকে একা রেখে যেতে মন চাইছিল না। কিন্তু ফেরার মতো শারীরিক অবস্থা না থাকায় অগত্যা নিরুপায় হয়েই আমাকে কাজে একা ফেরার সিদ্ধান্ত নিতে হল।

স্থানীয় পুলিসের করণীয় যা থাকে অর্থাৎ আমাকে জেরায় উদব্যক্ত করে তুলেছিল, কিন্তু আসলে ঘটনাটা আমি তাদের কাছে পুরোপুরি জানাইনি। কেসটার আসল রহস্য এখনও উন্মোচন করতে পারিনি, আমার মনোগত ইচ্ছে নয় যে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবার আগে ওরা এটা নিয়ে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিক। আমি তাদের জানিয়েছি, এক বন্দুকধারীর আক্রমণের কবল থেকে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ঐ মুহূর্তে কুটিরে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমাদের করণীয় কিছু ছিল না। ওদের মনে এই বিশ্বাসও ঢোকাতে সফল হয়েছি যে সাপটা আগে থাকতেই ওখানে মরে পড়েছিল।

পুলিসের লোকটা জানিয়েছে, গুলির শব্দ শুনে সে ওখানে তদন্তের জন্য ছুটে আসে। বন্দুক ধারীকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি তবে গাড়ি নিয়ে পালাবার সময় গাড়ির শব্দ সে শুনতে পেয়েছে। লোকটা যে কনি এবিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত। গোখরো সাপটাই তার প্রমাণ কিন্তু তবু আমি তার পরিচয়টা নিজের কাছেই চেপে রেখেছি।

হোটেলে ফিরে এসে প্রথমেই আমার নামে কোন চিঠি-পত্র এসেছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ নিলাম। শেরিফ পিটার্স তার কথা রেখেছেন। যে ছবিটা তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাতে ওটা নিঃসন্দেহে কোরিন কনি। জড়লটা খুব পরিষ্কার ভাবে ছবিতে ধরা পড়েছে।

ছবিটা কয়েকমিনিট ধরে ভালোভাবে পরীক্ষা করার পর আমি নিজের মনকে এটাই বোঝাতে সচেষ্ট হলাম যে মেয়েটা কোরিন ভিন্ন অন্য কেউ নয়, কিন্তু কেন জানিনা আমার বারবার সুসানের কথাই মনে হচ্ছিল।

ইতিমধ্যে কেউ আবার টাকা দাবি করেছে কিনা জানার জন্য ফ্যান'শর দপ্তরে ছুটলাম। ফ্যান'শ একা ছিল না, সঙ্গে ম্যাডক্সও আছে। আমাকে দেখেই তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল, কী মনে করে, কোন দরকার আছে? এখানে তোমার কোন প্রয়োজন থাকার কথা তো নয়, কারণ তোমাকে আমরা এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

আমি জানতাম অফিসটা ফ্যান'শর, দরজা বন্ধ করতে করতেই আমি জবাব ছুঁড়লাম। ও মুখ ফুটে বললেই আমি এক্ষুণি চলে যাব। ফ্যান'শ হাসছে। এসো, স্টিভ। তারপর আছো কেমন?

ভালো, তারপর জ্যাকসন কী বলছে? এখন পর্যন্ত জল যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই, সেরকম কিছু ঘটেনি,ফ্যান'শ জবাব দেয়। ইতিমধ্যে বিরাট শব্দ তুলে নাকটাক সিটকে ম্যাডক্স কিছু কাগজপত্র টেবিল থেকে ফেলেও দিয়েছে।

আমি তোমাদের কাছে সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে ছুটে এসেছি, বসতে বসতে বলে ফেলি।

অবশ্য এর দরুণ আমায় আগের থেকে অনেক বেশি টাকা তোমাদের দিতে হবে।

এই পৃথিবীতে তুমি একমাত্র গোয়েন্দা হিসেবে বেঁচে থাকলেও তোমার দ্বারস্থ হবো না, আর তোমাকেও ভুল করে ডাকবো না, ম্যাডক্স ঘোঁত ঘোঁত করে বলে ওঠে। বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তে!

ফ্যান'শ আমার দিকে প্রত্যাশার দৃষ্টি মেলে তাকাল। তাকে প্রশ্ন করলাম, সবশেষ খবর কি? কেউ টাকা দাবি করেছে?

হ্যাঁ, মিসেস কনি গতকাল সকালের দিকে এসে দাবি জানিয়ে গেছেন। এই লাইনের সব চাইতে ধুরন্ধর উকিল এড বায়ান তার হয়ে লড়বে। তাই আমাদের আশা আর নেই বললেই হয়।

তোমরা কী চাইছ ওরা মামলা করুক,

আজ তোমার কৃপায় কোর্টে দাঁড়াবার সব রাস্তাই আমাদের বন্ধ, টেবিলে সজোরে এক ঘুসি মেরে গর্জে ওঠে ম্যাডক্স। মৃতদেহ সনাক্ত করতে গিয়ে তুমি আমাদের পুরো কেসটাই ওদের হাতে তুলে দিয়েছে।

তাহলে অবস্থা সত্যিই শোচনীয় কি বলেন, আমি মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠি। যাকগে, আমার একটা প্রস্তাব আছে। কেসটা যদি আমি বাঁচিয়ে দিই তাহলে আমার ভাগ্যে কত জুটবে?

ম্যাডক্স আর ফ্যান'শ-এর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে, দুজনেই হতভম্বের মতো তাকাল আমার দিকে।

কী বলতে চাও তুমি? হুঙ্কার দিয়ে উঠল ম্যাডক্স।

আমি যা বলেছি তা সহজ-প্রল ভাষাতেই বলেছি। আমি কেসটা আমার মতন করে নাড়াচাড়া করতে গিয়েছিলাম যা আপনাদের পছন্দ হয়নি। এই কারণেই কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গিয়েছিলাম। স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার কিন্তু আমার আছে। মাল-কড়ি ভালো পেলে আমি এখনও এই কেসে কাজ করতে রাজি।

তোমাকে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই,ম্যাডক্স আর গর্জে ওঠে। এই সহজ কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন। তুমি এখন যেতে পার।

বেশ, আপনাদের যা ইচ্ছা। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আপনারাই তাহলে ব্যবস্থা করুন।

এক মিনিট,ফ্যান'শ তাড়াতাড়ি বলে উঠল। এই কেসটা কী তুমি সমাধান করতে পারবে, স্টিভ?

মাত্র দু-ঘন্টার মধ্যে আমি এই খেলার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করতে পারি।

ম্যাডক্স এমনভাবে ঝুঁকে বসলো যেন একটা ষাঁড় গোত্তা মারার প্রস্তুতি করছে। তুমি কী আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করছে।

না, আপনারা আর বাকিটা কোম্পানি যদি আমায় খুশি করতে পারে, আমি কেসটা সমাধান করতে এক পায়ে খাড়া। হাসার দিন আমার, এই ভেবে হেসে ফেললাম।

দশলক্ষ ডলারের প্রশ্ন–আর এই মাত্র আপনারা বলেছেন, ক্ষীণ আশা পর্যন্ত নেই। একজন স্বাধীনচেতা গোয়েন্দা তার এই কাজের জন্য প্রাপ্য টাকা যা নিতে তা যদি আমাকে দিতে আপনারা রাজি থাকেন, তাহলে এই দশলক্ষ ডলার বাঁচিয়ে দেবার ক্ষমতা আমি রাখি।

ম্যাডক্স মনে মনে চটপট একটা হিসেব কষে নিয়ে বলে উঠল, দাঁড়াও, অতত তাড়াহুড়ো করো না। বেশ, তোমার কথামতো আমি মেনে নিচ্ছি যে স্বাধীন ভাবে কাজ করলে তোমার কিছু টাকা পকেটে আসবে। কিন্তু সে টাকা কদ্দিন তুমি ধরে রাখতে পারবে? যা হবার ছিল তা হয়ে গেছে, এখন ব ভুলে গিয়ে বরং আবার আগের মতো কাজে ফিরে এসো। নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার কর্তব্য তোমার।

থাক, অসীম দয়া আপনার। যে কিছু টাকার কথা আপনি এই মাত্র উচ্চারণ করেছেন ওটার দাম বর্তমানে দশ হাজার ডলার। আমার বহুদিনের বাসনা নিজে একটা একটা কাজ আরম্ভ করার। আপনার হম্বিতম্বি বহুবার আমি শুনেছি, আর নয়। হয় আমাকে আলাদা কাজ করতে দিন, আর নয়তো আমি কেটে পড়ছি, আপনারা যাহোক একটা ব্যবস্থা করুন।

উত্তেজনায় ম্যাডক্সের প্রায় ফেটে পড়ার দশা, কিন্তু ফ্যান'শ তাকে কিছু বলতে দিল না। সে বলল, তুমি যদি এই কেসটা সমাধান করতে পারো স্টিভ, তাহলে কমিশন পাবে

এক পারসেন্ট, তার ওপর কাজে যদি ফিরে আসতে প্রস্তুত থাক, তোমাকে বিমুখ করা হবে না। মিঃ ম্যাডক্সের যদি এব্যাপারে কোন আপত্তি থাকে, আমি সোজা বড় সাহেবের দারস্থ হতে বাধ্য হবো।

সহাস্য ম্যাডক্স পূর্বের রূপ পরিবর্তন করে শেয়ালের মতো হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকাল।বেশ, চালিয়ে যাও। তোমাকে ভাড়া করা হলো। কাজ ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি এই মুহূর্তে দিতে পারছি না তবে এটা কারসাজি প্রমাণ করতে পার, তাহলে আমি খেয়াল রাখবো কমিশনের টাকা যাতে তুমি ঠিক সময়ে পেয়ে যাও।

এক পারসেন্ট কমিশনে?

হা হা, এক পারসেন্ট কমিশনে।

ঠিক আছে, আপনারা আজকের মতো রায়ানকে ঠেকিয়ে রাখুন। ভাগ্য যদি সদয় হয় তবে আগামী কালই আমি কাজ মিটিয়ে ফেলবো। আমি মাথা নাড়লাম। একবার যদি প্রমাণ করে দিতে পারি, মৃতা মেয়েটা কোরিন কনি, সুসান গেলার্ট নয়, তাহলেই সব ঝামেলার এখানে ইতি ঘটছে।

তোমার মাথায় কী এখন ঐ ব্যাপারটাই ঘুরপাক খাচ্ছে? ম্যাডক্স বলল। তোমার কথা মতো তাই যদি হয়েও থাকে, সারা জীবনেও এই কেসের সমাধান করা তোমার ক্ষমতা নয়।

আপনি সেই ভেবেই নিশ্চিন্ত থাকুন। ফ্যান'শর দিকে চোখ টিপে আমি ঘর থেকে বেড়িয়ে এলাম।

বাইরে এলে ফ্যান'শর সেক্রেটারি মিস ফেভারশ্যামের টেবিলের সামনের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লাম, আমাদের অফিস স্টাফদের পার্সোনাল ফাইলগুলো একবার বার করুনতো দেখি। আমার কয়েকটা জিনিস একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার।

ফাইলগুলো ওর হাত থেকে নিয়ে বলে উঠলাম, যদি ভেবে থাকেন, আপনার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে, তাহলে নিজের ফাইলটা সরিয়ে রাখতে পারেন। কারণ আমি একজন ভদ্রলোক, তার ওপর বিবাহিত।

লজ্জায় রক্তিম আভা ফুটে ওঠে মিস ফেভারশ্যামের মুখে। আধঘণ্টা পরে মসি ফিলিপসের স্টুডিওর সামনে গাড়ি করে হাজির হলাম। দশটা বেজে গেছে, দোকানটা তখন ও খোলেনি। গাড়ি থেকে নেমে দরজার কাছে এসে বন্ধ লোহার জাফরিটা দেখার পর অস্বস্তিকর এক অনুভূতি মনের মধ্যে পাক খেতে শুরু করে দিল। ব্যবসা মন্দ চললেও মসি ফিলিপসের মতো লোক দোকানের সামনে কোন নোটিস না লাগিয়েই ঘুমিয়ে থাকবে বা কোথাও বেড়াতে যাবে বলে তো আমার মনে হয় না।

উল্টো দিকের পাশ-পথ থেকে একটা পুলিস আমাকে তখন থেকে লক্ষ্য করছিল। হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকলাম।

হাতের লাঠিটা দোলাতে দোলাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে এল সে, তারপর আমার গাড়িটাকে দেখিয়ে দিয়ে বলে উঠল, এখানে কিন্তু সারাদিন গাড়ি রাখার অনুমতি দেবো না।

আমার প্রয়োজনও নেই, এই বলে নিজের পরিচয় কার্ডটা ওর থ্যাবড়া নাকটার দিকে উঁচিয়ে ধরলাম।

কার্ডটা পড়ার পর চোখ দুটো কুঁচকে তাকাল লোকটা। তা আমার কী করতে হবে? ঝুঁকে সেলাম ঠুকবো, না আপনার অপরূপ দেহটা দর্শন করে বিভোর হয়ে জ্ঞান হারিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবো?

এ দোকানটা ভেঙে ঢোকার অধিকার যে আমার আছে আপনাকে সেটা বুঝিয়ে দিলাম, আপনার সাহায্যও আমার চাই।

কী? কী বললেন? লাল নাকটা আরও লাল হয়ে উঠল।

আস্তে দাদা, আস্তে, আমি দোকানটার পেছনে গিয়ে একবার দেখতে চাই ফিলিপসের ব্যাপারটা কী?

কি আবার হবে তার?

এত বেলা হয়ে গেল সে এখনও দোকান খোলেনি, অথচ সেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল আজ। সে ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা একবার দেখতে চাই, এইটুকু বলেই তার

জবাবের অপেক্ষা না করে ডানদিকের একটা ছোট গলি দিয়ে সোজা দোকানের পেছন দিকটায় চলে এলাম। পুলিসটাও আমাকে অনুসরণ করল, হয়তো সে বুঝতে পারছিল না আমি ঠাট্টা করছি কিনা।

দেখি, দোকানের পেছনের দরজাটা হাট করে খোলা। কাঠ থেকে তালাটা উপড়ে ফেলা হয়েছে। একবার দেখে যান এখানে এসে, আমি পুলিসটার উদ্দেশ্যে বলে উঠি।

ভাঙা দরজাটার দিকে একপলক তাকিয়ে সে পকেট থেকে পিস্তল বের করলো, তারপর থমথমে মুখ নিয়ে সন্তর্পণে পা রাখল ভেতরে। ওকে অনুসরণ করে আমি স্টুডিওতে প্রবেশ করলাম। জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছিল এইমাত্র এখান দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে। হাজার হাজার ছবি আর মসি ফিলিপসের যত্নে রাখা ফাইলগুলো ছড়িয়ে ছিল সারা মেঝে জুড়ে। লোহার আলমারির দেরাজগুলো চাড় মেরে খুলে ফেলা হয়েছে। তাপচুল্লীতে বিরাট একটা পাকার ছাইয়ের গাদা। কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, রাশিকৃত ছবি জ্বালিয়ে ফেলেছে কেউ।

এখানে কীসের খোঁজে এসেছিল জানোয়ারের দল। পুলিশটা তার আসল মূর্তি ধরল।

ও মক্কেলের কাছে তো ফুটো কড়ি পর্যন্ত নেই।

তার কী হাল হয়েছে এবার দেখা যাক বলা শেষ হলে আমি স্টুডিও থেকে দোকানের দিকে পা বাড়ালাম।

কাউন্টারের ওপর শায়িত ছিল মসি ফিলিপস।

পেছন থেকে আঘাতটা এসেছে, মাথাটা এই আঘাত সামলাতে না পেরে একেবারে থেতো হয়ে গেছে। বৃদ্ধ নিগ্রোটির হাত স্পর্শ করে দেখালাম। উত্তাপ এখন আছে। বললাম, খুব বেশিক্ষণ নয়, পনেরো মিনিটের মধ্যেই একে সাবাড় করা হয়েছে।

অ্যাঁ! পুলিসটা আঁতকে উঠল। আমি তো সেই সময় দোকানের বাইরেই উপস্থিত ছিলাম।

আপনি দাঁড়ান এখানে, বলে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল সে।

কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী হাজির হয়ে গেল। ওদের সঙ্গে ছিল পুলিস ক্যাপেটেন হ্যাকেট।

সবাই কাজে নেমে পড়ার পর হ্যাকেট আমাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলে উঠল, আপনি এখানে কীভাবে এলেন? জানেন কিছু?

আমার আসার কারণটা তার কাছে খুলে বললাম। বোঝনোর চেষ্টা করলাম যে, চুরি দেখে মসি ফিলিপস নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারত, মৃতা মেয়েটি কোরিন কনি, সুসীন গেলার্ট বহাল তবিয়তে আছে। কোরিনের জন্মচিহ্নটার কথা জানিয়ে, সবশেষে বললাম। আমার ধারণা, আমি এখানে আসব কনি টের পেয়ে গিয়েছিল, ফিলিপসের মুখ বন্ধ করার জন্য এখানে হাজির হয়েছিল।

এইসব শোনার পর হ্যাকেটকেও উদ্বিগ্ন দেখালো। সাধারণ চুরির ঘটনাও তত হতে পারে। দেখা যাক ওরা কী পায়?

সিগারেট ধরিয়ে আমরা হ্যাকেটের সহকারীদের কাজকর্ম দেখতে লাগলাম। এখনও মনে হয় ওদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু যায়নি।

জোইস শ্যারম্যানের কোন সন্ধান পাওয়া গেল? আমি জানতে চাইলাম। ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়াল হ্যাকেট। নাঃ। আমরা আমাদের দিক থেকে সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তাকে আর পাওয়া যাবে না।

জ্যাক কনির নাম পুলিসের খাতায় আছে এটা শুনেছি। আপনারা তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে পারেন। পাঁচ-ছয় বছর আগে স্যান বারনাডিনোতে সে অ্যারেস্ট হয়, তারপর জেলেই তার জীবন কাটে চার বছর। আমার বদ্ধমূল ধারণা ফিলিপসকে যদি কেউ মেরে থাকে তবে সে কনি।

ঠিক আছে আমি দেখছি। ফিলিপস মারা যাবার সময় তার উপস্থিতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে।

সিগারেটটা পায়ে চেপে নিভিয়ে দিয়ে বলে উঠি, তাই করুন। আমাকে যদি আর প্রয়োজন না লাগে তাহলে আমি এখন যাবো। হাতে অনেক কাজও আছে।

ঠিক আছে, যান–তবে বেশি দূরে যাবেন না। আপনাকে আমাদের দরকার পড়লেও পড়তে পারে।

চিন্তাচ্ছন্ন মন নিয়ে বাইরে বেড়িয়ে এলাম। বিদ্যুৎ চমকের মতো এক কথা হঠাৎ করে মনে এল। জানি না একথাটা আমার আগে কেন খেয়াল হয়নি। তা হল, কোরিনের কেশ

কালো, তাই মৃতা মেয়েটি কোরিন হলে নিশ্চয়ই তার কেশে রঙের প্রলেপ লাগানো হয়েছে, সকলের সামনে সুসানরূপে তাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা।

কথাটা মনে আসতেই আমি এক লাফে গাড়িতে উঠে একটা ওষুধের দোকান থেকে শেরিফ পিটার্সের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলাম।

আমার নামটা শোনা মাত্র লোকটার হাব-ভাব দেখে মনে হল ও খুশি হয়েছে।

বললাম, শেরিফ, আমার হাতে এখন কতগুলো প্রমাণ এসে পৌঁছেছে, যাতে করে বোঝায় মৃতা মেয়েটি কোরিন কনি হবার সমস্ত সম্ভাবনা অটুট। দয়া করে দেহটা দেখে আমায় বলবেন, ওর চুলের গোড়াগুলো কালো কিনা!

তোমার এই চিন্তা মাথায় এল কী করে দেহটা এতক্ষণ আমার কাছে থাকবে? জ্যাক কনি ওটা নিয়ে গেছে। সরেজমিন তদন্তের দুদিন পরে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও সম্পন্ন হয়ে গেছে।

অন্ত্যেষ্টি যে হয়ে গেছে আপনি জানেন ঠিক?

নিশ্চয়ই। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে করোনোর ঘোষণা করার পর আমার করণীয় কিছুই ছিল না। কনির মৃতদেহ দাবি করার যথেষ্ট যুক্তি ছিল। তবে মেয়েটার আঙুলের ছাপ আমি নিয়ে রেখেছি। কনিই আমাকে এই কাজটা করার জন্য বলেছিল এবং ওটা ফাইলেও রাখার জন্য তার নির্দেশ ছিল। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাছে অকারণে অযথা ঝামেলার সম্মুখীন হতে না হয়।

আঙুলের ছাপ আমার কোন কাজেই আসবে না। কারণ ওটা আমার কাছেই আছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, শেরিফ। রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

টেলিফোন খুপরি থেকে বেরিয়ে বার-দুই ওষুধের দোকানের হাওয়া খুব দ্রুত গতিতে জোরে জোরে ফুসফুসে টেনে নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের ছক মনে মনে কষে ফেললাম। সুসান যে কোরিন সেজেছিল এই সত্য যখন প্রমাণ করা সম্ভব হলোই না, তখন কোরিনকে সুসান প্রমাণ করার সর্বশেষ চেষ্টা আমায় করতেই হবে।

আবার খুপরিতে ঢুকে পড়ে ফ্যান'শকে ফোন করলাম। হারমাস বলছি। মিসেসকনিকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পার?

বলতে পারছি না, রায়ানকে জিজ্ঞাসা করলে সে হয়তো কিছু জানতে পারে। তবে সেকারণটা জানতে চাইবে।

তা চাইবে। আচ্ছা যাক, ওকে জিজ্ঞাসা করার কোন দরকার নেই। ওকে কোন হোটেলে। পাওয়া যেতে পারে কি?

তাও বলা সম্ভব নয়। শোনো স্টিভ! আশা করি তুমি তোমার লক্ষ্যে কিছুটা এগিয়েছে। রায়ান আধঘণ্টা আগে এসে খুব চেঁচামেচি করে গেছে। সে আয় আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না।

হ্যাঁ, তা এগিয়েছে কিছুটা,ডাহামিথ্যে বললাম। আজ রাত্রেই কেসটার একটা কিনারা করতে চাই।

ফ্যান'শর সঙ্গে কথা শেষ করে ডায়াল ঘুরিয়ে পুলিস দপ্তরে হ্যাকেটের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

ফিলিপসের হত্যাকারীর কোন খোঁজ পাওয়া গেল?

জ্যাক কনি হতে পারে। আমরা একজন সাক্ষীর খোঁজ পেয়েছি, সে দশটা নাগাদ একটা লোককে দোকানের পেছন থেকে বেরোতে দেখেছে। তার বর্ণনা কনির সঙ্গে বহু মিলে যাচ্ছে। আমরা এখন তার সন্ধানেই পাগলের মতো ঘুরে ফিরছি।

ডেড লেকটা একবার দেখুন না, সেখানেও সে চলে যেতে পারে।

শেরিফ পিটার্সের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। তিনি এক্ষুনি লোজন নিয়ে সেখানে হাজির হচ্ছেন।

মিসেস কনির সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। কোথায় গেলে তার দর্শন মিলবে বলতে পারেন?

কেন—তাকে নিয়ে কী কাজে লাগবে?

ফোনে এসব কথা বলা সম্ভব নয়। তবে ভাগ্য সহায় থাকলে বোধহয় শ্যারম্যান অন্তর্ধান রহস্যটাও ভেদ করার ক্ষমতা আমার আছে।

ঠাট্টা করছেন নাকি?

না ঠাট্টা নয়। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, মিসেস কনির সন্ধান একবার পেলেই সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সেই সঙ্গে শ্যারম্যানেরটাও হয়ে যাবে।

তা, আমাকে কী করতে বলছেন?

মিসেস কনিকে খুঁজে বার করুন। এসব কাজ আমার থেকেও আপনার পক্ষে অনেক তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারবেন–আর তা করতে হবে। কিছু লোককে টেলিফোনে রেখে শহরের প্রত্যেকটা হোটেল আর অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে খোঁজ নিন। রায়ান দাবি নিয়ে আলোচনা করতে পারে ভেবে তিনি হয়তো বেশি দূর এগোবেন না। এটুকু পারবেন তো?

হ্যাকেট সম্মতি জানাল।

আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আবার আপনাকে ফোন করবো। আর হ্যাঁ, শুনুন ক্যাপ্টেন, আমি কথা বলার আগে আপনারা ওঁর সঙ্গে কোন রকম আলোচনা করতে যাবেন না যেন-কেমন?

জ্যাক কনিকে ওর কাছে পেয়ে যেতে পারেন।

তার কোন সম্ভাবনা নেই। তর্ক আর না বাড়িয়ে সংযোগ নিজে থাকতেই বিচ্ছিন্ন করে দিলাম।

খুপরির বাইরে এসে খানিকটা তরতাজা বাতাস বুকে ভরে সেবন করে আমি আবার ডায়াল ঘোরালাম, এবার যার উদ্দেশ্যে করা, তিনি গুডইয়ার। স্টিভ বলছি। তোর বাড়ি থেকে একটু দূরে মাত্র তিন-মিনিটের হাঁটা পথ। আসবো, নাকি তোর কাছে?

হ্যাঁ, চলে আসতে পারিসগুডইয়ার জবাব দেয়। আমি কাজটা ছেড়ে দিয়েছি, শুনে থাকবি।

শুনলাম। আমিও ছেড়ে দিয়েছি।

তুইও? কখন?

তুই দেবার পরে পরেই। বলবো তোকে সব। আমি আসছি।

চলে আয় তাহলে।

সানসেট বুলেভার্দের কাছে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে গুডইয়ার। বাড়িটার প্রবেশপথ যে কোন লাখপতির নজর কাড়ার পক্ষে যথেষ্ট।

স্বয়ংক্রিয় লিফটে চড়ে দশতলায় উঠে দেখতে পেলাম ফ্ল্যাটের বাইরে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করছে গুডইয়ার।

ডেরাখানা জব্বর তোর, লিফটের দরজা বন্ধ করতে করতে বলে উঠলাম।

তা বটে। তবে এখন যা খরচ বেড়ে গেছে আর পোষাতে পারছি না। ভাবছি, এসপ্তার শেষাশেষি এটা ছেড়ে দেবো। কোথায় তুই ছিলি বতো? তিনদিন ধরে আমি তোর খোঁজ করছি।

ম্যাডক্সের সাথে ঝামেলা হতে কেটে পড়েছিলাম। স্যান বারনাডিনোতে হেলেনের কাছে ছিলাম কদিন। তুই যে কথা বলতে চেয়েছিলি একথাটা স্মরণেই ছিল না।

বিরাট বৈঠকখানায় আমায় নিয়ে ঢোকাল গুডইয়ার। ঘরটার চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠলাম, বাবাঃ! এই জায়গা তুই ছেড়ে দিচ্ছিস?

গুডইয়ার দরজা বন্ধ করল। হ্যাঁ, কি আর করা যাবে, বল। তাহলে তুই ঐ কাজ ছেড়ে দিলি?

একটা বিরাট আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলাম। হ্যাঁ। ম্যাডক্স ওলে জ্যাকসনকে আমার জায়গায় লাগাতেই রিজাইন দিলাম।

আঁ?...বোঝ তাহলে। এবার তুই কি করবি বলে ভেবেছিস? অন্য কোম্পানিতে চেষ্টা করবি?

আমি মাথা নাড়ালাম। না, আমায় বেশ কিছু টাকা কামাতে হবে। এই কেসটা উদ্ধার করতে পারলে পুরোটাকার এক পারসেন্ট আমার ভাগ্যে জুটবে। দশ লক্ষ ডলারের এক পারসেন্ট নেহাৎ মন্দ তো নয়।

গুডইয়ার হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। ফ্যাকাশে মুখ জুড়ে চিন্তার রেখা। কিন্তু তুই একলা পারবি কি?

নিশ্চয়ই।

একটা সিগারেট বার করে স্থির চোখে আমার দিকে তাকাল গুড়ইয়ার। তোর একথা বলার অর্থ এই দাঁড়ায় সে এই ব্যাপারটা যে ভুয়ো তা প্রমাণ করার ক্ষমতা তুই রাখিস? মেয়েটাকে মেরে ফেলা হয়েছে?

আমার তো তাই বিশ্বাস, গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিই। এই খুনের সঙ্গে সঙ্গে শারম্যানের অন্তর্ধাণরহস্যটাও আমার ভেদ করা হয়ে গেছে, বাকি শুধু উন্মোচন। গুডইয়ার আমার সামনে একটা চেয়ার নিয়ে বসলো। বল্ তো আমায়, ব্যাপারটা কি!

হফম্যান মারা যাবার পর থেকেই আমি তোর বিষয়ে চিন্তা করছি অ্যালান। তুই আর আমি ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তি কেউ জানতো না যে, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আমি রওনা হবার পরই তুইই কনিকে ফোন করে হফম্যানের মুখ বন্ধ করতে চিরদিনের মতো ঠাণ্ডা করে দিতে বলেছিলি–তাই না?

শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল গুডইয়ার। তুই কি বকছিস, স্টিভ?

অনর্থক ভাঁওতা দেবার চেষ্টা তুই যার সঙ্গে ইচ্ছে হয় করিস, কিন্তু আমার সঙ্গে করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিস না, সুবিধে হবে না, অ্যালান। জোইস শ্যারম্যানকে কিডন্যাপ আর কোরিনকে হত্যা, এই দুটোর পেছনেই তোর হাত আছে। ব্যাপারটা এখন দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ। তাছাড়া ম্যাডক্সকে তুই বলেছিলি, ডেনির সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ হঠাৎ-ই–আসলটা একটু অন্যরকম। এ ব্যবস্থাটা তোর হয়েছিল সুসান গেলারে সঙ্গে এটা সূত্র হিসেবে নিতান্ত সূক্ষ্ম হলেও এটাই তোর বিরুদ্ধে প্রথম সন্দেহ আমার মনে দানাবাঁধে। মাঝে মাঝেই হুট হাট করে আমার কাছে হাজির হয়ে আমার থেকে সব খবর সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছিলিস। তোকে শর্ট ওয়েভ রেডিও সেটটার কথা বলে আমি আর একটু হলেও নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে জান দিতে বসেছিলাম। খবরটা যদি কেউ পাচার করে থাকে সে তুই। সুসানের আঙুলের ছাপটা যে পলিসির ওপর দুর্ঘটনা ক্রমে পড়ে গেছে–এ তথ্যটাও তোর মুখ থেকে আমাদের সেই প্রথম শোনা। ও ছাপটা কোনদিনই সুসানের ছিল না, ওটা ছিল ওর বোনের।

তুই বোধহয় আমার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করতেই এসেছিস। গুডইয়ার মুখে এই কথা বলছিল কিন্তু চোখ দিয়ে ঝরছিল আগুন। না হলে আমাকে ধরে নিতে হবে তোর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

দ্বীপের মধ্যে মেয়েটাকে কী ভাবে খুন করা হয়েছিল তাও আমার জানা হয়ে গেছে। জোচ্চুরি যদি একটা করতিস তাহলে হয়তো ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না তোর, কিন্তু দুটো এক করতে গিয়েই তুই ভুল করে ফেললি। জোইস শারম্যানের কিডন্যাপটা কেউ ধরতে পারতো না, কিন্তু অন্যটার ক্ষেত্রে তুই একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলিস।

এসব শোনার আমার কোন দরকার নেই, গুডইয়ার শান্তকণ্ঠে বলে উঠল।

সেটা তোর ইচ্ছে।উঠে দাঁড়াই। আমি ভেবেছিলাম, আমার মুখ থেকে কথাগুলো শোনার পর তোকে খুশি করতে পারব। এখনও পর্যন্ত আমি কারো কাছে মুখ খুলিনি। ঠিক আছে, চলি তাহলে। তুই ভাবিস না, এর থেকে রেহাই তোর সহজে মিলবে অ্যালান। তা একেবারেই অসম্ভব। গুডইয়ারের কাছ থেকে কোন উত্তর আসছে না দেখে আমি দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। আমি দরজা খুলতে যাব ঠিক এই সময়ে উত্তর এল, দাঁড়া! আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

বেশ, আমি ভাবছিলাম ব্যাপারটা বোধহয় আমার হাতের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু ব্যবস্থাটা এখনও করা যায়। এর মধ্যে দশলক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলারের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। টাকার অঙ্কটাও বিরাট। তুই এক পারসেন্টের কথা বলছিলি, আমি তোকে এর তিন ভাগের এক ভাগ দিতেও প্রস্তুত।

বখরার টাকা আধাআধি করলে কেমন হয়? আমি আবার গিয়ে আরাম কেদারায় বসে পড়লাম।

তিন ভাগের এক ভাগ। তুই, আমি আর ঐ মেয়েটা এক ভাগ করে প্রত্যেকে।

আর কনি?

ওকে আমাদের সরাতে হবে। লোকটা সত্যিই ভীষণ ভয়ঙ্কর। আমার যা মনে হয়, টাকাটা, এক হাতে এসে গেলেই যে আমাকেও শেষ করে ফেলতেও দ্বিধা বোধ করবেনা। খুন করাটা ওর কাছে নেহাৎ-ই এক ছেলেখেলা।

তুই রাইসের কথাটা ভুলে যাচ্ছিস। তাকে টাকা দিতে হবে না?

তাকে নিয়ে আমার নতুন কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। পুলিস তাকে জড়িয়ে নিয়েছে, কিছু করার সাহস তার হবে না। টাকার ব্যাপারটা ফয়শালা হলেই, তুই, আমি আর মেয়েটা– অবশ্য তোরও যদি ইচ্ছে থাকে–এখান থেকে কেটে পড়বো। রাইস নিজেকে না জড়িয়ে আমাদের ধরাতে পারবে না?

শ্যারম্যানের দরুণ তুই পঞ্চাশ হাজার পেয়ে যাচ্ছিস।

হ্যাঁ। এক হপ্তার মধ্যেই রায়ান তার দাবি পেশ করবে। আমি তোর মুখ বন্ধ করতে পুরো– টাকা তিন ভাগের এক ভাগ দিতেও প্রস্তুত আছি, স্টিভ।

আমার কাছ থেকে তুই ওইটুকু পেয়ে গেলেই সন্তুষ্ট?

গুডইয়ার মুহূর্তের জন্য ইতস্ততঃ করল। ওই আর...কনিকে সরাতে আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

যতদিন ও বেঁচে থাকবে আমরা শান্তিতে দু-চোখের পাতা এক করতে পারবনা।

মসি ফিলিপসের স্টুডিও থেকে তাকে বেরোতে দেখা গেছে। পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।

ওকে তারা কোনদিনই খুঁজে পাবে না। এর আগেও সে বহুবার পুলিসের চোখকে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে।

তুই জানিস সে এখন কোথায়?গুডইয়ার মাথা নেড়ে জানায় সে জানে।

হাত বাড়িয়ে আমি সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে দিলাম।

তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, অ্যালান আচ্ছা, কে তোকে এসব বুদ্ধি যোগালো বল তো? এজেন্টগিরি করে তুই তো বেশ ভালোই পকেট ভারি করছিলি। হঠাৎ করে রাতারাতি রাজা হবার এই উদ্ভট খেয়াল তোর মাথায় ঢুকলো কেন?

কে বলেছিল আমি ভালো ছিলাম? গুডইয়ার ফোঁস করে ওঠে। আয়ের দ্বিগুণ খরচা হয়ে যাচ্ছিল। গলা পর্যন্ত ধারে আমি বিকিয়ে গেছি। কিছুনা কিছু একটা করা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। দশলক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলারের অঙ্কটা মন্দ নয়, তখন কনির সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। খুন-টুন আমার ধাতে সয়না মোটেই।

আমি স্থির চোখে ওর দিকে তাকালাম। তাই নাকি? কোরিন-কনিকে কিন্তু তুই খুন করেছিস।

মুহূর্তের মধ্যে গুডইয়ারের বদন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মিথ্যে কথা! কনি তাকে মেরেছে।

কনি মারবে কী করে, কনি তখন সেখানে ছিলনা। স্প্রিংভিলেতে চিঠি নিতে গিয়েছিল। খুনটা তুই ছাড়া আর কেউ করেনি, অ্যালান।

বহু কষ্টে গুডইয়ার নিজেকে সংযত রাখল। ওকলে তখন দ্বীপটার ওপর নজর রাখছিল। সে আমাকে যেতেও দেখেনি, আর ফিরে আসা প্রশ্ন তো উঠছেই না। খুনটা যে আমার কীর্তি তুই প্রমাণ করবি কীভাবে?

আজ সকালে তোর ব্যক্তিগত ফাইল স্বচক্ষে দেখার আগে পর্যন্ত আমি এটা জানতাম না। কিন্তু যখন দেখলাম, যুদ্ধের সময় সাবমেরিনে তুই কাজ করতিস, তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝে গেলাম। আমি জোর গলায় বলতে পারি, তোর ডুবুরির-পোষাকটা লেকের ধারে কোথাও না। কোথাও পাওয়া যাবে। ওটা পরে, সবার অলক্ষ্যে জলের তলা দিয়ে সাঁতরে সেখানে উপস্থিত হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে, আবার ফিরে আসা তোর পক্ষে কঠিন ছিল না। সত্যি প্রশংসা না করে পারছি না, চমৎকার কৌশল, অসাধারণ তোর বুদ্ধি অ্যালান, কিন্তু অফিসের ব্যক্তিগত ফাইলটার কথা তুই ভুলে গিয়েছিলি।

গুডইয়ার উঠে দাঁড়াল। ওর চোখ মুখ গ্রানাইট পাথরের মতো কঠিন। আমার সঙ্গে থাকার কোন ইচ্ছে তোর আছে? টাকা যদি পাওয়া যায় আমি তিন ভাগের এক ভাগ তোর হাতে তুলে দেব।

টাকা পাওয়ার সব রাস্তা এখন বন্ধ, অ্যালান তুই ধরা পড়ে গেছিস। মেয়েটাকে খুন না করলে তোকে পালানোর একটা সুযোগ আমি দিতাম, এখন আর এসব ভেবে কোন লাভ

নেই, উপায়ও নেই। আমি দুঃখিত, ও কাজটা যখন করেছিস তার শাস্তি তোকে মাথা পেতেই নিতে হবে।

সহসা সে জানলার ধারে সরে গিয়ে টেবিলের দেরাজ থেকে একটা রিভালভার বার করে আমার দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল।

আমি এটা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি,ওর গলার স্বর কর্কশ, কেমন কাঁপা কাঁপা। পঞ্চাশ হাজার ডলার আমার নিজের কাছেই আছে। বাকি টাকাগুলো যদি কপালে নাও জোটে, যেটুকু সম্বল আমার আছে তাই নিয়েই গা ঢাকা দেবো।দুনিয়ার এমন কেউ নেই যে আমার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

বোকার মতো কাজ করিস না। আমাকে মেরে তোর সমস্যার কোন সমাধান হবেনা। তুই যে তিমিরে ছিলিস, সেই তিমিরেই থেকে যাবি। এরকম একটা নাম করা জায়গায় গুলি চালালেই চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যাবে–তাই তখন কিছুতেই পালাতে পারবিনা। উঠে দাঁড়ালাম।

আমি পুলিশের কাছে যাচ্ছি, অ্যালান। ভাবার জন্য তোর কাছে কুড়ি মিনিট সময় দিয়ে গেলাম, এটুকু সময় তোর পক্ষে যথেষ্ট। তবে যাই করি, বাঁচার সব রাস্তাই আজ তোর কাছে বন্ধ, পালিয়ে তুই বাঁচতে পারবিনা। ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে গুটিগুটি পায়ে এগোতে থাকলাম। দাঁড়া! সেফটি ক্যাচের ক্লিক ক্লিক শব্দ কানে এল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠি, চলি, অ্যালান। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। দরজা খুলে বাইরে পা বাড়ালাম।

লিফটে পা রাখতে গিয়ে গুডইয়ারের মুখটা ভেসে উঠতেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বীমাকোম্পানিতে যোগ দেবার সময় থেকে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। এতোদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি।

তাছাড়া ও আমার বরাবরই প্রিয় ছিল, ভীষণ পছন্দ করতাম।

সহসা গুলির শব্দটা হাওয়ায় ভেসে আসতেই মনে হল, কেউ যেন আমার পাঁজরে সজোরে মোম লাথি কষিয়েছে।....

.

গোলকধাঁধার অন্তিম শেষ চক্রটা মিলল ঐ দিনের বেলায় পাঁচটায়। হয়তো সময় আর একটু বেশি লাগত যদি না পেরি রাইসের বান্ধবী মীরা ল্যাসটিসের সঙ্গে দেখা করার অনুপ্রেরণার তাগিদ অনুভব করতাম।

পুরো চক্রান্তটা খুলে বলতেই মেয়েটা ঘাবড়ে গিয়ে গলগল করে আমার কাছে ফাস করে দিল সব, যতটুকু ও জানত। ওর কথা থেকে যা বুঝলাম, জোইস শ্যারম্যানের অন্তর্ধাণ বা বীমা কোম্পানির টাকা খিচে নেওয়ার চক্রান্ত–কোনটার সঙ্গেই ও যুক্ত ছিল না।

রাইস খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়বে শুনে ও আমার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আমার ভিন্ন ধর্মী প্রশ্নের একে একে উত্তর দেবার পর জোইস শ্যারম্যানের কক্ষে ঢোকার অনুমতি ওর থেকে অবশেষে পেলাম।

ওর কাছে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার পর মনে হলো, এবার আমি কেসটাকে অনায়াসেই সমাধান করতে পারি। প্রথমে আমি পুলিস সদর দপ্তরে পৌঁছলাম। ওখানে হ্যাকেটকে ব্যাপারটা খুলে বলতে আমার আধঘণ্টা সময় বেড়িয়ে গেল। তাকে আশ্বস্ত করার পর টেলিফোনে ম্যাডক্সকে ডেকে পাঠালাম।

দশ মিনিটের মধ্যে হাজির হয়ে গেল ম্যাডক্স। বীর বিক্রমে পা ফেলতে ফেলতে হ্যাকেটের দপ্তরে প্রবেশ করল। আমি যখন গুডইয়ারের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত হ্যাকেটের লোকেরা। ক্যানিওন ড্রাইভের কাছে একটা অ্যাপার্টমেন্টে কোরিন কনির সন্ধান পেয়ে যায়।

আপনার কাছে পনেরো হাজার ডলার পাওনা রইল আমার, ম্যাডক্স এসে বসতেই তার উদ্দেশ্যে বলে উঠি। কেসটা আমি সমাধান করেছি আর এবার অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। তাই লেনদেনের ব্যাপারটা এরকম পরিস্থিতিতে চুকিয়ে ফেলাই যুক্তিসঙ্গত।

সত্যি বলছো? ম্যাডক্সের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর। তা যদি হয় তবে আমার টাকা দিতেও কোন আপত্তি নেই। রায়ান আমায় সারাদিন ধরে জ্বালিয়ে যাচ্ছে।

আমরা কি এখন বেরোতে পারি? হ্যাকেট অধৈর্যের সুরে বলে ওঠে।

হা। ম্যাডক্সকে বলে উঠলাম, আমরা এখন মিসেস কনির সঙ্গে একবার সাক্ষাত করতে যাবো। আমরা তিনজন আর সঙ্গে দুই জন পুলিস। যদি কোন ঝামেলায় পড়তে হয় তবে ওরা ব্যাপারটা সামলে নেবে। ওদের এই কারণেই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

আগে ব্যাপারটা শোনাও দেখি, ম্যাডক্স দপ্তরের বাইরে আমাদের অনুসরণ করে চলল। বলল, কীভাবে এততা সব জানলে?

হুকুম অমান্য করার পরেও।আমি দন্ত বিকশিত করে হেসে ফেললাম। আপনার কথা শুনে আমি যদি স্প্রিংভিলেতে না গিয়ে পড়তাম, তাহলে এ কেসটার ঘোলাটে রহস্য কোনদিনই উন্মোচন করা সম্ভব হতো না। আর এর জন্যই পনেরো হাজার ডলার আপনার পকেট থেকে খসতে হচ্ছে।

অত ন্যাকামি না করলেও চলবে, ম্যাডক্স খেঁকিয়ে ওঠে।কে ছিল আর কারই বা হাত ছিল এর পেছনে? ওকে গাড়িতে ওঠার প্রথম সুযোগটা দিতে আমি একটু পাশে সরে দাঁড়ালাম। তারপর দুজন পুলিস অফিসারের সঙ্গে সামনের সীটে গিয়ে বলে পড়লাম, আর জবাবে বললাম, আমাদেরই একজন, অ্যালান গুডইয়ার। অপ্রত্যাশিত এক নীরবতা ক্যানিওন ড্রাইভের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটা পর্যন্ত স্থায়ী রইল।

গাড়িটা কিছুটা দূরে দাঁড় করিয়ে আমরা সদলবলে বাড়িতে প্রবেশ করলাম। বাড়ির মালকিনকে আগে থাকতেই খবর দেওয়া হয়েছিল। তিনি দরজা খুলেই রেখে ছিলেন। আমরা ঢুকতেই শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে উত্তেজনার সঙ্গে ফিসফিস করে বলে উঠলেন, দোতলায় নিজের ঘরেই আছে। আজ সারাদিন একবারও ঘরের বাইরে পা দেয়নি।

হ্যাকেট একজন পুলিসকে হলঘরে দাঁড় করিয়ে আর অন্যজনকে বাড়ির পেছন দিকটায় যাবার নির্দেশ দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলে উঠল, আপনি না হয় নক করুন। আমি সময় মতো যোগ দেবো।

এসব হচ্ছেটা কি? ম্যাডক্স গজগজ করতে করতে বলে ওঠে। ওখান থেকে বেরোনোর আগের মুহূর্তে আমাকে কী সব জানানো হয়েছিল?

হাতে তখন সময় ছিল না আমাদের? এই বলেই আমি অতো আগে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করলাম।

নির্দিষ্ট দরজার দোরগোড়ায় পৌঁছে আঙুলের গাঁট দিয়ে সজোরে কয়েকটা টোকা মারলাম। কয়েক মুহূর্ত পর যে মেয়েটা দরজা খুলে আমার সামনে সশরীরে এসে উপস্থিত হল তাকে দেখতে অনেকটা কোরিন কনির মতো। আতঙ্কে ওর নীল চোখের মণি দুটো বিস্ফোরিত।

ব্যাপার কি, মিঃ হারমাস...?

এইতো! ভেতরে আসার অনুমতি পেলে আমরা ঢুকতে পারি?

ইয়ে...মানে, তা বোধহয় সম্ভব হচ্ছে না। ঘরটা এমন বিশ্রী ভাবে অগোছালো আছে..।

এঁদের ঠিক চিনতে পারলাম না, এঁরা কারা?

বাঁ দিক থেকেই শুরু করছি। মিঃ ম্যাডক্সন্যাশনাল ফাঁই দলটির বড়সাহেব আর পুলিস ক্যাপ্টেন মিঃ হ্যাকেট। আপনি যে টাকাটা ইনসিওর কোম্পানির কাছে দাবি করেছেন আমরা সেই ব্যাপারেই কথা বলতে এখানে এসেছি।

মাথা নাড়ল আবার।

আমি দুঃখিত। আপনারা বরং মিঃ রায়ানের সঙ্গে আগে একবার কথা বলুন। উনি আমার অ্যাটর্নি।

আমরা তার সঙ্গে কথা বলার পরই এখানে আসছি। উনি আপনার কেস আর চালাবেন না, মিসেস কনি-নাকি মিস গেলার্ট, কোনটা বলে সম্বোধন করবে আপনাকে? অনুমতির অপেক্ষা না করেই বৈঠক খানায় পা রাখলাম।

হ্যাকেট আর ম্যাডক্সও আমাকে অনুসরণ করল। ভেতরে ঢুকেই ম্যাডক্স নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। পিছু হাঁটল মেয়েটি, সারা মুখ রক্তশূন্য। আমরা সকলেই বসলাম।

আমি প্রথম আমার বক্তব্য শুরু করলাম, আমি যা জানি সংক্ষেপে জানানোর চেষ্টা করবো। মিঃ ম্যাডেক্সের কানে এখনও কিছু পৌঁছয় নি, তাই তাকেও এবিষয়ে শোনানো দরকার। আশা করি খুঁটিনাটি বিবরণে আপনি বিরক্ত হবেন না।

আমি একটা কথাও আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইনা। আমি আমার অ্যাটর্নির সঙ্গে আগে কথা বলবো।

আপনার অ্যাটর্নি সরে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু মনে হয় না উনি আপনার কোন উপকারে লাগতে পারবেন। গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলাম, গুডইয়ার আর বেঁচে নেই তবে অন্তিম কালে যে আমাদের একটা উপকার করে গেছে। শেষ মুহূর্তে সে সবকিছু নিজের মুখেই ফাঁস করে গেছে।

রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে স্তব্ধ হয়ে পাথরের মূর্তির মতো বসে পড়ল। সিগারেট ধরিয়ে পরম নিশ্চিন্তে আরাম করে হেলান দিয়ে আমি আবার বলতে শুরু করলাম, ঘটনার সূত্রপাত হয় পাঁচ বছর আগে স্যান বারনাডিনোতে। আপনি আর আপনার বোন তখন নাইট ক্লাবে কাজ করতেন। কোরিন বিবাহ করে বসে কনি নামের এক গুণ্ডাকে–লুঠত রাজ করেই যার জীবনের একটা একটা দিন কেটে যাচ্ছিল। ঘটনাচক্রে কোরিনের সঙ্গে পেরি রাইসের আলাপ হয়ে যায়। রাইস তখন মরিয়া হয়ে সিনেমায় নামানোর মতো একটা মেয়েকে পাগলের মতো অনুসন্ধান করে ঘুরে ফিরছে। নাইট ক্লাবে ঢোকার আগে কোরিন অভিনয় ব্যাপারে ট্রেনিং নিয়েছিল, তাই সিনেমায় নামার এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করার কোন বাসনা তার ছিল না। রাইসকে ও স্বভাবগুণে সহজেই প্রভাবিত করল।

রূপের সঙ্গে সঙ্গে গুণও ছিল সমপরিমাণে কিন্তু প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করল ওর ব্যক্তিগত পরিচয়।

ও এমন একজনের স্ত্রী যে এর মধ্যেই দশ বছর জেল খেটেছে। তার ওপর ও নিজেও ছোট খাটো একটা নাইট ক্লাবে অশালীন দেহ প্রদর্শনের জন্য কয়েকবার জেলের হাওয়া খেয়ে এসেছে। এই পরিচয় সম্বল করে নামকরা অভিনেত্রী হতে পারে না কেউই।

বাজার মন্দা, দেনায় তার গলা পর্যন্ত ডুবে আছে। নিজের মোটা মূল্যের উপার্জন সঙ্গতি রেখে এক চমকপ্রদ অভিনেত্রী জোটাতে না পারলে তার চাকরি চলে যাবে। তাই সে কোরিনকে নতুন চেহারায়, নতুন নামে, নতুন পরিচয় দেবার ব্যাপারে মনস্থ করে ফেলে। এর প্রথম পদক্ষেপ ছিল কনিকে যে কোন উপায়ে সরানো। কোরিন এমনিতেই কনির ওপর তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল, তাই ওকে দিয়ে পুলিশকে কনির ঠিকানায় খবর পাঠাতে রাইসকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু কোরিন বোকার মতো আপনার কাছেও নিশ্চিন্ত মনে উপড়ে দিল কারণ সে জানতনা, আপনার আর কনির মধ্যে দহরম মহরম আছে যথেষ্ট। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করি, লাগছে কেমন? গল্পটা অবশ্য পরে আরও রসালো হয়ে ওঠে।

কোন উত্তর না দিয়ে স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নিশ্চল হয়ে চুপচাপ বসে রইল। সুসান। ওর মুখটা এখন পাথরের মতো কঠিন।

আপনি কনিকে সতর্ক করার চেষ্টা করবেন, আমি.বলে উঠলাম। কিন্তু তখন আর সময় নেই, অনেক দেরী হয়ে গেছে। কনি গ্রেপ্তার হলো আর আপনার মেরে ফেলার শাসানির চোটে ভয় পেয়ে কোরিন গা ঢাকা দিল। গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হলো, কোরিন বুয়েনস এয়ারসে গেছে, কিন্তু আসলেও তখন রাইসের সংরক্ষণে নিজের ভোল পাল্টাতে সদাই ব্যস্ত। ওর ঘন কালো চুলের রঙ পাল্টে ফেলে লাল করে। রাইস এক প্লাস্টিক সার্গানের সাহায্য নিয়ে ওর চোখ দুটো ও রূপ বদলে আয়তকার হয়ে গেল। খুব সামান্য হলেও এই দুটো পরিবর্তন কোরিনকে এক নতুন রূপ এনে দিল।... রাইস ওকে নিয়ে হাজির হল হলিউডে। সেখানে ওর পরিচয় স্যান বারনাডিনোতে এক হোটেল পরিচারিকা রূপে

পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো যাকে রাইস এক প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী বলে সংগ্রহ করে এনেছে। আর এটাই হলো জোইস শ্যারম্যানের জীবনের ইতিবৃত্ত।

মানে জোইস শারম্যানই আসলে ছিল কোরিন কনি? বিস্ময়ে ম্যাডক্সের চোখ দুটো এখন আর আগের মতো নেই, ভোল পাল্টে ছানা বড়া হয়ে গেছে।

হ্যাঁ–অবশ্য আপনি ছিলোকথাটা জুড়ে দিতে পারেন। জোইস শ্যারম্যান বা কোরিন কনি বর্তমানে মৃতের তালিকায়। আর স্ব-মহিমায় যিনি আমাদের সামনে ঘর আলো করে বসে আছেন তিনি এর বোন–সুসান।

ফ্যাকাশে মুখে সামনে বসে থাকা মেয়েটির দিকে মাথা নাড়লাম। হেলেনের মনে অদল বদলের এই সম্ভাবনা প্রথমে এসেছিল। সেই তার মনের কথা আমাকে খুলে বলে। এখন দেখছি ওর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ নির্ভুল। আসলে রাইস কোরিনের কাছ থেকে এরকম চমকপ্রদ সাফল্য আশা করেনি। কিন্তু রাতারাতি ও হলিউডের সবচেয়ে নামী অভিনেত্রী হয়ে উঠতে সে কোরিনের ওপর নিজের অধিকার স্থায়ী করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। সে কোরিনকে এই বোঝায় যে কনি কোনদিনই ওর সন্ধান পাবে না আর রাইসকে বিবাহ করলে ওর কাজে আরও সুবিধে হবে।

রাইস আর কোরিনের বিয়ে হলে পরবর্তী দুবছর বেশ ভালো ভাবেই কেটে যায়। কিন্তু টাকার গরম কোরিনের সহ্য হলোনা। মদে ডুবে থাকতে শুরু করে দিল। রাইস ওকে বহুবার চেষ্টা করেছে এই মদের নেশা থেকে বার করতে, কিন্তু সফল হওয়ার পরিবর্তে

বিফল হল। তখন ওর মদ খাওয়া কাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে। আর ঠিক এই সময়ে জেল থেকে বেড়িয়ে আসে কনি, এই নাটকে তার ভূমিকা ছিল একদম আলাদা।

সুসান গেলার্টের দিকে আঙুল নেড়ে বলে উঠলাম, আপনি আর সে একত্রে মিলিত হয়ে হাত মেলায়, জোট বেঁধে পুলিসে সংবাদ দিয়ে, কনিকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য কোরিনকে শিক্ষা দেবার নতুন মতলব কষলেন।

জোইস শ্যারম্যানকে নিয়ে আপনার মনে আবছা এক সন্দেহের বীজ ছিল, তাই সে বিষয়ে খোঁজ নিতে কনি হলিউডে হাজির হলো।

সে কোরিনকে সহজেই চিনে ফেলে, রাইসের কথা, বিবাহের কথা জানতেও তার বেশি সময় লাগেনি।

ব্যস, ব্ল্যাক মেল করার এক মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায় কনি। রাইসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে মুখ বন্ধ রাখার জন্যে টাকার দাবি জানালো। রাইস কিন্তু কোরিনকে নিয়ে অন্যরকম মতলব কষেছিল। সে তখন ভালোভাবেই বুঝে গেছে, মাস কয়েকের মধ্যে কোরিন ফিল্ম লাইন থেকে শাচনীয় ভাবে বিতাড়িত হবে। ওর মদ পানের নেশা দিনকে দিন এতো বেশি মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল যে, বেশির ভাগ সময়ই তার হুঁশ থাকনা। নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতো সর্বক্ষণ নিজের পাট মুখস্থ করার ক্ষমতা পর্যন্ত তার ছিলনা। সময় সময় স্টুডিওর মধ্যেও ওকে মাতাল অবস্থায় চোখে পড়তো। হাওয়ার্ড লয়েডও ওকে তাড়ানোর জন্য চুক্তির মেয়াদ সমাপ্তের প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিল।

ঠিক এই সময় এক ইনসিওরেন্স এজেন্ট রাইসকে এক দুর্ঘটনা বীমা করাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। রাইসের মনে হল, লোকটাকে টাকার লোভ দেখিয়ে কিনে নেওয়া খুব সহজ ব্যাপার এই এজেন্টের নাম ছিল, অ্যালান গুডইয়ার। এক নাগাড়ে কথা বলতে বলতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। কিছুক্ষণ দম নেবার পর আবার বলে উঠলাম। রাইস কনিকে নিজের পরিকল্পনার কৌশল জানিয়ে তাতে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানানো হল। পরিকল্পনাটা কনির মনে ধরল, কারণ কাজ হাসিল করার পর রাইসকে অনায়াসেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলে পুরো টাকাটা হাতিয়ে নিতে কোন অসুবিধে হবে বলে তার মনে হলো না। ব্ল্যাকমেলের চিন্তা ছেড়ে সে রাইসের সঙ্গে হাত মেলালো।

ভাগ্যদেবীর কৃপাদৃষ্টি তখন রাইসের ওপর। বেহিসেবী খরচের দরুণ গুডইয়ারের তখন দেনায় ভরাডুবি। রাইসের কাছ থেকে আসা এরকম লোভনীয় প্রস্তাব সে এড়াতে পারল না। পরিকল্পনাটা দুঃসাহসিক হলেও ভীষণ লাভজনক ছিল। কাজ ঠিক মতো সমাধান করতে পারলে তাতে করে দশ লক্ষ ডলারের সরাসরি আমদানি আর তার ওপর ছিল কোরিনের শেষ নিষ্পত্তি। আর এটা যদি হয়ে যায় রাইসের মীরা ল্যাসটিসকে বিয়ে করার পথে কোন অসুবিধেও দেখা দেবে না। আপনার আর কনির উদ্দেশ্যও পূরণের পথে পা বাড়িয়েছিল।

পরিকল্পনাটা ছিল সংক্ষেপে ঠিক এইরকম : আপনি যততটা কম সম্ভব প্রিমিয়ামে দশ লাখ ডলার মূল্যের দশটা দুর্ঘটনা বীমা করাবেন। ওদিকে রাইস কোরিনকে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলারের অপহরণ বীমাও এই সুযোগে করিয়ে নেবে।

পলিসি করাবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে কোরিনকে অপহরণ করে দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে চুলের রঙ পাল্টে এমন পদ্ধতিতে ওকে মেরে ফেলবে, যেটার উল্লেখ ইনসিওরেন্স পলিসিতে। থাকবে না। তারপর নিজের চুল রঙ করে, (কালো করে), কোরিন সেজে আপনি ইনসিওরের টাকাটা তুলে নেবেন।

গুডইয়ার ছিল এক দক্ষ সেলসম্যান। কোরিনকে পলিসির জন্য রাজি করাতে তাকে বেগ বিশেষ পেতে হয়নি।মিঃ ম্যাডক্স যখন কাজের অজুহাতে শহরের বাইরে গেলেন, সে বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের বড়কত্তার কাছ থেকে আপনার নামের অ্যাক্সিডেন্ট পলিসিটা কায়দা করে করিয়ে নেয়।

আপনার জায়গায় মারা যাওয়ার কথা ছিল কোরিনের, তার লাশ সনাক্ত করণের জন্য ইনসিওর কোম্পানিগুলো সন্দেহ প্রকাশ করতে পারবে ভেবে, পলিসিগুলোতে কোরিনের আঙুলের ছাপ লাগাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। রাইস একসময় মদ্যপে ডুবে থাকা মাতাল কোরিনকে দিয়ে এ কাজটা সেরে ফেলে। কিন্তু যতটা সে ভেবেছিল কোরিন তখন ততটা বেঁহুশ ছিল না। পলিসিগুলো একবার স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য তার ভাগ্যে জুটেছিল।

কোরিনের মনে সন্দেহের বীজ দানা বাঁধতে লাগল। হফম্যান নামের এক গোয়েন্দাকে ও রাইসের পেছনে লাগিয়ে দেয়। হফম্যানের কাছে রাইসের সঙ্গে কনি আর আপনার যোগাযোগের খবর পেয়ে রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়ে কোরিন। হফম্যানকে পলিসিগুলোর কাজে সে লাগিয়ে দেয়।

অনুসন্ধানে লেগে পড়ে হফম্যান। তারপর ড্যানির অফিসে পলিসিগুলোর খোঁজ পেয়ে হফম্যান একদিন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। আর ঠিক তখনই কোরিন জানতে পারল দশ লক্ষ ডলারের অ্যাক্সিডেন্ট পলিসি আপনি করিয়েছেন।

দুর্ভাগ্যবশত ড্যানির অফিস থেকে ফেরার সময় কোরিন বাড়ির দারোয়ান ম্যাসনের সামনে আছড়ে পড়ে–সে ওকে বিখ্যাত অভিনেত্রী জোইস শারম্যান বলে সহজেই চিনে ফেলে। অপ্রত্যাশিত এই বাধায় কোরিন ঘাবড়ে যায় আর নেশার ঘোরে উন্মত্ত ঘটিয়ে হারিয়ে ম্যাসনের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়।

এই ঘরের মধ্যে গুডইয়ার আমাদের ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবো শুনে সে আগে থাকতেই আপনাকে সাবধান করে দেয়। আপনি তখন রাইসের কাছ থেকে কোরিনের হাতের ছাপের আয়না আনিয়ে হুবহু একরকম আমার হাতে তুলে দেন সযত্নে। কনি আপনার ইনসিওর করার আগের মুহূর্তে দ্বীপটা ভাড়া করে রেখেছিল, আপনি কালো পরচুলা মাথায় চাপিয়ে মাঝে মধ্যে ওখানে গিয়ে থাকতেন। কোরিন যে ওখানেই থাকে এটা লোককে জানিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল আপনার। স্ত্রীকে নিয়ে আমি যখন উইলিংটনে রাত কাটাচ্ছিলাম, আপনি গাড়িতে উঠে ডেড লেকে চলে যান আর পরের দিন কালো পরচুলা পরে কোরিন সেজে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে হাজির ছিলেন? আর একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কী বলা ঠিক হচ্ছে তো?

ডাহা মিথ্যে! ঝাঁঝিয়ে ওঠে সুসান। আপনি যা বলে গেলেন এর একটাও প্রমাণ করার ক্ষমতা আপনার নেই।

নিশ্চয়ই পিরবো, ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিয়ে সিগারেটে পরপর কয়েকটা টান দিলাম। যাইহোক, এবার কোরিন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।...ম্যাসনের অকাল মৃত্যুতে ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। ওর এখনও স্থির বিশ্বাস, রাইস ওকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টায় সদা ব্যস্ত। কোরিন মনে মনে গা ঢাকা দিয়ে পালাবার কথাও ভাবতে লাগল। ঠিক এই মুহূর্তে হাজির হল হফম্যান, তবেউদ্দেশ্য ভালো ছিলনা। ব্ল্যাকমেলের পরিক্রমা তার শুরু হয়ে গেল।

একবার যে ঘটনাটা ঘটল; সেই ঘটনার সঙ্গেই চক্রান্তের মিল থাকলেও এটা কিন্তু পরিকল্পিত ছকে ফেলা ঘটনা নয়, এটা একেবারেই কাকতলীয়। কোরিনের সঙ্গে হফম্যানের যেদিন দেখা করে হিসেব মিটিয়ে ফেলার কথা পাকাপাকি হয়েছিল–সেই দিনেই আপনি আর কনি ওকে কিডন্যাপ করার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন।

কোরিন বাড়ির বাইরে পা রাখতেই কনি ওকে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর-জবরদস্তি করে তুলে নিয়ে যায়।

হফম্যান ব্যাপারটা দেখার পরও নিজের মুখ বন্ধ রাখে–ওর আশা ছিল এঘটনা থেকে তার ভাগ্যে কিছু হয়তো অর্থ লাভ হবে।

যাই হোক কনি আর আপনি কোরিনকে দ্বীপে নিয়ে গেলেন। মুক্তিপণের টাকা পাওয়া না পর্যন্ত ওকে ওখানে আটকে রাখাই স্থির হলো। আমরা যখন দ্বীপে যাই তখন ও ওখানেই ছিল। যে বীভৎস চিৎকার আমাদের কানে সে পৌঁছেছিল, যেটাকে আপনি স্বচ্ছন্দে কাকাতুয়ারা ডাক বলে চালিয়ে দেন, আসলেও ডাকটা কাকাতুয়ার নয়, ছিল কোরিনেরই

আর্ত চিৎকার। আমি খবর নিয়ে জানতে পেরেছি, কস্মিনকালেও কাকাতুয়া পোর প্রবৃত্তি আপনার ছিল না।

এরপর আবার দেখা এয়ার পোর্টে, কোরিনের বেশ ধরে আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাতে, জানালেন, আপনি এখন বুয়েনস এয়ারস যাচ্ছেন। কারণ সুসানের মৃতদেহ আবিষ্কারের সময় অনেক দূরে থাকাই আপনার পক্ষে শ্রেয় ছিল।

কোরিনকে হত্যার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় গুডইয়ারকে। যুদ্ধে সে নৌবাহিনী ডুবুরির কাজ করত। এখানেও তার কাজ ছিল ডুবুরির, অর্থাৎ ডুবুরির পোষাকে জলের ভেতর দিয়ে সাঁতরে দ্বীপে ওঠা, কোরিনকে খতম করা আর লেকে ছিপ ফেলে মাছের টোপ গেলায় প্রতীক্ষারত বসে থাকা ওকলেকে কিছু বোঝার বিন্দুমাত্র অবকাশ না দিয়ে আবার এক পদ্ধতিতে ফিরে আসা।

পরিকল্পনাটা নিখুঁত ছিল কিন্তু তাও একটা অসুবিধে দেখা দিল। কোরিনের বুকে ছিল একটা জড়ুল।কথাটা পৃথিবীর দুজন মানুষ জানতোএক, মিসেস পেইসলে যাঁকে নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাননি, কারণ সাক্ষী হিসেবে কোন দিনই কোর্টে যাবার ক্ষমতা তার ছিলনা। তবে অন্যজন, মসি ফিলিপস যে স্ট্রিপ নাচের জন্য কোরিনের নগ্ন ফটো তুলেছিল।

আমি লাশ সনাক্ত করতে স্প্রিংভিলেতে গিয়ে আক্রান্ত হই, আবার কনির হাতে। ভাগ্য ভালো সে অপ্রত্যাশিত বাধা পেয়ে পালিয়ে যায়, না হলে সেই দিনই আমার ঘাড় মটকে দিতো। মিসেস পেইসলের সঙ্গে কথা বলার পর আবার আমাকে তার আক্রমণের কবলে

পড়তে হয়, ফল স্বরূপ তার গুলিতে আমার স্ত্রী আহত হয়ে শয্যা নেয়। এবারও বরাত জোরে এ যাত্রায় বেঁচে যাই কারণ কাণ্ডারী হিসেবে তখন সেখানে পুলিস এসে হাজির হয়।কনি তখন ফিলিপসকে হত্যা করে কোরিনের ছবিটা সমেত ফাইলটা পুড়িয়ে ফেলে।...আর সবশেষে গুডইয়ার, টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে দলে টানার চেষ্টা করে, আর আমি সরাসরি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তার বাঁচার আর কোন উপায় থাকে না। সে নিজেই আত্মহননের পথটা বেছে নেয়।

কিন্তু এতো কিছু করার পরেও এমন একজন আছে যে জানে কোরিনের বুকে জড়ুল চিহ্নটার কথা। সে হল, মীরা ল্যাসটিস। সে কোর্টে গিয়ে এ বিষয়ে সাক্ষী দিতেও প্রস্তুত। আমিও জোইস শ্যারম্যানের ঘর তল্লাসী করে তার আঙুলের ছাপ তুলে এনেছি। পলিসিতে লাগানো আঙুলের ছাপের সঙ্গে সেগুলো হুবহু মিলে যাচ্ছে। এবার একটা কাজ এখনও বাকি তা হল আপনার চুল যে সোনালী এটা প্রমাণ করা–আশা করি তাতে কোন অসুবিধে হবেনা। হ্যাকেটের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালাম আমি।

ক্যাপ্টেন, আমার আর কিছু করাই নেই, এবার কেসটা আমি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। যা যা করণীয় আপনি স্বচ্ছন্দে তা করতে পারেন?

কিন্তু হ্যাকেট উঠে দাঁড়াবার আগেই সুসানের পেছনের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল, ঘরে প্রবেশ করল কনি, হাতে ধরা ৩৮ পিস্তল একটা।

নড়ার চেষ্টা করেছে কি প্রত্যেকের মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো!

সুসান সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। আমার সঙ্গে শুভদৃষ্টি হতেই দপ করে জ্বলে উঠল ওর চোখ দুটো। আমরা কেউই নড়া-চড়ার চেষ্টা করলাম না।

ওদের রিভালভারগুলো বার করে নাও, সুসানকে বলল কনি।

প্রথমে ম্যাডক্সের দিকে দু-পা এগিয়ে গেল সুসান। উঠে দাঁড়ান।

বিভ্রান্ত ম্যাডেক্স কাঁপতে কাঁপতে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল।

ওর কাছে কিছু না পেয়ে এবার আমার সামনে এসে দাঁড়াল। এবার আপনি।

আমি ওকে বাধা দিলাম না। আড়চোখে একবার দেখে নিলাম, কনির পিস্তলের লক্ষ্য আমার হ্যাঁকটের মাঝামাঝি স্থির হয়ে আছে। কাঁধে ঝোলানো খাপ থেকে বের করে আনল আমার রিভলভারটা।

ভাবলেশহীন মুখে হ্যাকেট চেয়ে চেয়ে দেখল, এবার পালা তার। সুসান তার কাছেই থাকল। তার একটা হাত জানুতে রাখা টুপির তলায় চাপা পড়েছিল। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠে দাঁড়াল।

সুসান কোটের বোম খুলতে যেতেই ওর রিভালভার ধরা হাতে সজোরে এক বাড়ি বসাল হ্যাকেট। আমার রিভালভারটা দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ওর হাত থেকে ছিটকে মেঝেতে এসে পড়ল। আর সেই মুহূর্তেই হ্যাকেট ঘরে গিয়ে সুসানকে আড়াল করে দাঁড়াল।

হ্যাকেটের টুপিটা গড়িয়ে পড়ায় এবার ওর হাতে ধরা রিভালভারটা আমরা সবাই একসঙ্গে দেখতে পেলাম।

দুটো রিভালবারই একই সঙ্গে গর্জে উঠল। হ্যাকেটের গুলিটা সরাসরি গিয়ে বিদ্ধ করল কনির কপালে। সজোরে এক আঘাত খেতেই ছিটকে ঘরের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মাটি স্পর্শ করলাম।

কনির গুলিটা খেয়ে সুসানি দুহাতে পেট চেপে এমনভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন ওর পিঠে কড়া লাগানো। হাঁটু খুড়তে লাগল ধীরে ধীরে। তারপর ফোপানির মতো এক দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হ্যাকেটের পায়ে ও লুটিয়ে পড়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করল।

.

ঘণ্টাখানেক পরে ম্যাডক্সের সঙ্গে আমি ফ্যান'শর দপ্তরে প্রবেশ করলাম। আমাদের প্রতীক্ষাতেই অধৈর্য মন নিয়ে বসে ছিল ফ্যান'শ। কিন্তু ম্যাডক্সের হাসিতে উজ্জ্বল মুখের দিকে চোখ পড়তেই বুঝে গেল কাজটা হাসিল করেই আমরা ফিরেছি।

শালাদের একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিলাম,দুহাত রগড়াতে রগড়াতে বলে উঠল ম্যাডেক্স। ঐ কুত্তিটাকে গুলি খেয়ে মরতে দেখে আনন্দে মনটা ভরে গেছে। হারামজাদি আমায় এই কয়েক হপ্তা রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। চিন্তায় দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি। আমি প্রথম থেকেই জানতাম এই পলিসিটার মধ্যে কোন ফন্দি আছে, আর ঐ হারামজাদা আমাদের গুডইয়ার কোন বদ মতলবে আছে। আকর্ণ হাসি মুখ নিয়ে চেয়ারে

বসল ম্যাডল। হারমাস, আজ পর্যন্ত আমরা যতোগুলো কাজে হাত দিয়েছি বা সমাপ্ত করেছি তার মধ্যে এটাই সব থেকে শ্রেষ্ঠ আর নিখুঁত হয়েছে, কি বলো?

ফ্যান'শর দিকে তাকালাম। হাতে আড়াল করে তার মুখেও মুচকি হাসির ঝিলিক।

কিন্তু আপনাদের কোম্পানিতে আমার আর কোন ভূমিকা নেই কারণ কোম্পানির চাকুরি করি না, আমি বলে উঠলাম। আমি ইস্তফা দিচ্ছি–মনে আছে? আর একাজটা করার জন্য আমার কিছু দাবিও আছে। আপনাদের কাছ থেকে কিছু ডলার পাওনা আমার। আপনি যদি আপনার কথা থেকে একচুলও নড়েন আমি সোজা বড়কত্তার দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবো।

ম্যাডক্স বেছে বেছে একটা চুরুট বার করে তাতে অগ্নিসংযোগ করলো। তারপর একগাল ধোঁয়া আমার দিকে মুখ করে ছেড়ে বলে উঠল, তোমার যদি বাসনা সেরকম থাকে, টাকা তুমি পেয়ে যাবে। কিন্তু নিজের ভালো যদি চাও সব কিছু ভুলে আমার কাছে ফিরে এসো। ভবিষ্যত তোমার উজ্জ্বল, হারমাস। আমি তোমার মাইনে একশো ডলার বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। কি মনঃপূত হলো?

আমি একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। পাওনা পনেরো হাজার আমার চাই।

তুমি কি সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে কাজ করতে উৎসাহী নও? বড় বড় চোখে প্রশ্ন করল ম্যাডক্স।

মাসখানেক ছুটি কাটালে আমি এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারি, একটু নরম সুরে কঁদুনি গাইলাম। কিন্তু এই একটা মাস আমি মাতালের মতো দুহাতে অফুরন্ত খরচা করে মজা লুটবো। এবার তাড়াতাড়ি চেকটা লিখে ফেলুন দেখি! আমি আজই স্যান বারনাডিনোতে হেলেনকে খবরটা দিতে চাই।

আমার কথাটা একবার শোনো, হারমাস। আমি তোমায় পাঁচ হাজার ডলার আর ছহপ্তার সবেতন ছুটি দিয়ে, ফেরার পর একশো ডলার মাইনে বেশি দিয়ে চাকরিতে বহাল করতেও রাজি আছি।কপটগাম্ভীর্যের সঙ্গে ম্যাডক্স বলে উঠল, এর থেকে ভালো প্রস্তাব আর কি বা হতে পারে, তুমি বলো তো আমাকে?

অসম্ভব চাতুর্য জানেন আপনি, এবার মেজাজ দেখাবার পালা আমার। বেশ, আপনি যদি এক্ষুনি পাঁচ হাজার ডলার পাইয়ে দেন, আর বিনা প্রিমিয়ামে পাঁচ হাজারের ডলারের সন্তান শিক্ষা বীমা করিয়ে দেবার কথা আমায় দেন, তাহলে আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি।

চমৎকার! মেলাও হাত। টেবিলে ঝুঁকে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ম্যাডক্স।

কেশিয়ারের কাছে পাঁচ হাজার ডলারের চিরকুট লিখে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে হঠাৎ ম্যাডক্স বলে উঠল আর এক মিনিট দাঁড়াও। সন্তান শিক্ষা বীমা না কি একটা বলছিলে যেন? আমি যতদূর জানি তোমার কোন ছেলে মেয়েই নেই!

তা নেই, তবে এবার হয়ে যাবে, চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে জবাব দিই। এতোদিন ওসব খরচায় পোযাচ্ছিল না। এবার হারমাস বংশে প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে এক জনের

প্রয়োজন খুবই। তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সে সেবাযত্ন পাওয়ার জন্যেও আমায় একটা ছেলে মানুষ করতেই হবে।

দরজা বরাবর এসেছি, আকর্ণ দন্ত বিকশিত করে ফ্যান'শ ফোড়ন কেটে বলল, দেখো যমজ তৈরী করে ফেলো না যেন!